অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

তৌরাত শরীফের প্রথম খণ্ড :

পয়দায়েশ কিতাব

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক :

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

কিতাবুল মোকাদ্দসের ভূমিকা

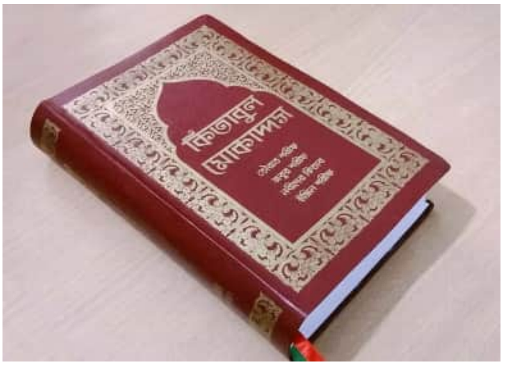

"কিতাবুল মোকাদ্দস" বলতে আমরা পবিত্র তৌরাত, জবুর, নবীদের কিতাব ও ইঞ্জিল শরীফকেই বুঝে থাকি। কিতাবুল মোকাদ্দসের মধ্যে পাক-কিতাবের সেই কিতাবগুলোই আছে যেগুলোকে ঈসায়ী মণ্ডলী পাক-কিতাব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে ও ব্যবহার করে থাকে। ইহুদী ধর্ম শুধুমাত্র পবিত্র তৌরাত, জবুর, নবীদের কিতাব অর্থাৎ পুরাতন নিয়মকে পাক-কিতাব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। অন্যান্য ধর্মেরও যেমন বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ আছে।

কিন্তু কেবল মাত্র একটিই কিতাবুল মোকাদ্দস আছে। আর এই কিতাবুল মোকাদ্দস হচ্ছে অপূর্ব ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সাথে অতুলনীয়। এর কারণ হল:

(১) এটি আল্লাহ্‌র সত্য প্রকাশ করে।

(২) ২ তীম ৩:১৬ আয়াত অনুসারে এটি আল্লাহ্‌ নিঃশ্বসিত কালাম। এর অর্থ হল এটি অন্যান্য সাহিত্য থেকে ভিন্ন, কারণ কিতাবখানার প্রত্যেকটি কথা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে।

(৩) এটির মধ্যে দিয়ে সব যুগের ও অনন্তকালের জন্য আল্লাহ্‌র পরিপকল্পনা ও উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছে।

(৪) এটির মূল বক্তব্য হচ্ছে মানব জাতিকে গুনাহ্‌ থেকে নাজাতের জন্য আল্লাহ্‌ তাঁর পুত্র ঈসা মসীহ্‌কে মানুষ হিসাবে এ দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন (ইব ১:১,২)।

'কিতাবুল মোকাদ্দস' নামটার অর্থ

'কিতাবুল মোকাদ্দস' শব্দটা গ্রীক বিব্‌লিয়া থেকে এসেছে যার মানে হল কিতাব। 'বিবলিয়া' শব্দটা 'বিব্‌লস' শব্দ থেকে এসেছে। 'বিব্‌লস' শব্দটার মানে হল প্যাপাইরাস গাছের ছাল। প্রাচীন কালে এই প্যাপাইরাসকে কাগজ হিসাবে ব্যবহার করা হতো। লোকেরা প্যাপাইরাসের উপরে লিখত এবং সেটি গুটিয়ে রাখত। এটাকে স্ক্রোল্‌ বলা হতো। দানি ৯:২ আয়াতে নবী দানিয়াল পুরাতন নিয়মের নবীদের লেখাগুলোকে 'পাক-কিতাব' বলে উল্লেখ করেছেন।

এমন কতগুলো কিতাব আছে যেগুলো কিতাবুল মোকাদ্দসের ৬৬টি কিতাবের মধ্যে একত্রিত করা হয় নি। এগুলোকে 'এ্যাপোক্রিফা' বলা হয়। এ্যাপোক্রিফা মানে যে লেখাগুলোতে লেখকের লেখার যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে সেই কিতাবগুলো। কিন্তু এই কিতাবগুলোতেও কিতাবুল মোকাদ্দসের কথা উল্লেখ রয়েছে। ১ম ম্যাক্কাবিয়াস নামে একটি এ্যাপোক্রিফা কিতাবের মধ্যে পুরাতন নিয়মের কিতাবগুলোকে 'পবিত্র কিতাবগুলো' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এইভাবে ঈসায়ীদের মধ্যে এর ব্যবহার শুরু হয় এবং ৫ম খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কথাটার দ্বারা পুরো পাক-কিতাবটাকেই বুঝানো হয়েছে। ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে যেরোমি নামে একজন ঐতিহাসিক পাক-কিতাবকে 'বেহেশতী গ্রন্থাগার' বলে অভিহিত করেছেন।

১২০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'কিতাবগুলো' কথাটা সর্বসম্মতিক্রমে 'পাক-কিতাব' হিসাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। আর তখন থেকেই এই কথাটা বিভিন্ন অনুবাদে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহৃত হতে লাগল। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কিতাবুল মোকাদ্দসের মধ্যে একটা মিল রয়েছে। যদিও তৌরাত, জবুর ও নবীদের কিতাবগুলোতে রয়েছে মোট ৩৯টি কিতাব এবং ইঞ্জিল শরীফে রয়েছে ২৭টি কিতাব, তবুও এই কিতাবগুলো একত্রে মিলে হচ্ছে একখানা কিতাব– যার নাম কিতাবুল মোকাদ্দস।

কিতাবুল মোকাদ্দসের মধ্যে পাওয়া পাক-কিতাবের বিভিন্ন নাম

প্রভু ঈসা মসীহ্‌ তৌরাত, জবুর ও নবীদের কিতাবের অর্থাৎ পুরাতন নিয়মের কিতাবগুলোকে সাধারণত "পাক-কিতাব" বলে উল্লেখ করেছেন (মথি ২১:৪২; মার্ক ১৪:৪৯; ইউ ৫:৩৯)। ঈসা মসীহের সাহাবীরাও পুরাতন নিয়মকে "পাক-কিতাব" বলে উল্লেখ করেছেন (লূক ২৪:৩২; প্রেরিত ১৮:২৪; রোমীয় ১৫: ৪)। প্রেরিত পৌলও পুরাতন নিয়মকে "পাক-কিতাব" রোমীয় ১:২; ২ তীম ৩:১৬) এবং "আল্লাহ্‌র কালাম" (রোমীয় ৩:২) বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রভু ঈসা মসীহ্‌ একবার পুরাতন নিয়মকে "মূসার শরীয়ত, নবীদের লেখা ও জবুর" বলে উল্লেখ করেছেন (লূক ২৪:৪৪ আয়াত)। হিব্রু ভাষার কিতাবে পুরাতন নিয়মের কিতাবগুলো এভাবেই সাজানো হয়েছে। পুরাতন নিয়মকে সংক্ষেপে "শরীয়ত এবং নবীদের লেখা" বলা হয় (মথি ৫:১৭; ১১:১৩; প্রেরিত ১৩: ১৫)। পুরাতন নিয়মকে আরও সংক্ষেপে "শরীয়তের কিতাব" বলা হয় (ইউ ১০:২৪; ১২:৩৪; ১৫:২৫; ১ করি ১৪:২১)।

কিতাবুল মোকাদ্দসে এমন কোন নাম নেই যার দ্বারা সম্পূর্ণ পাক-কিতাবকে বোঝানো যেতে পারে। ইঞ্জিল শরীফের যুগে

পাক-কিতাব বলতে শুধুমাত্র পুরাতন নিয়মকে এবং ইঞ্জিল শরীফের প্রাথমিক কিতাবগুলোকে পাক-কিতাব বলা হয়েছে। এরপর হযরত পিতর প্রেরিত পৌলের চিঠিগুলোকে পাক-কিতাব হিসাবে উল্লেখ করেছেন (২ পিতর ৩:১৬)।

পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম (ইঞ্জিল শরীফ)

প্রভু ঈসা মসীহের বেহেশতে চলে যাবার পরে দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম এই নাম দুটো প্রচলিত হয়ে আসছে। হিব্রু ভাষার কিতাব ও ঈসায়ীদের পাক-কিতাবের মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর জন্যই এ নাম দুটো ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ঈসায়ীদের ধর্মীয় কিতাবগুলোকে একত্র করে ইঞ্জিল শরীফ বা নতুন নিয়ম নাম দেওয়া হয়েছিল। সংগৃহীত এই ধর্মীয় কিতাবগুলোকে হিব্রু ভাষার পাক-কিতাবের পাশাপাশি রাখা হয়েছিল, কারণ সেগুলোও একইভাবে ক্ষমতাপূর্ণ ও অনুপ্রাণিত ছিল। এর পর থেকে হিব্রু ভাষার পাক-কিতাবকে পুরাতন নিয়ম বলা হতো। ২০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে প্রাথমিক মণ্ডলীর একজন পিতা প্রথম বারের মতো 'নতুন নিয়ম' নামটা ব্যবহার করেন। এর পর থেকে আজ পর্যন্ত সেই নাম সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং ঈসায়ীদের কিতাবুল মোকাদ্দসের সম্বন্ধে একটা ধারণা পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম নাম দুটোর যথার্থ মানে হচ্ছে আল্লাহ্ স্থাপিত পুরানো ব্যবস্থা ও নতুন ব্যবস্থা। ২ বাদশাহ্ ২৩:২ আয়াতে মূসার দেওয়া শরীয়তকে "শরীয়ত-কিতাব" বলা হয়েছে। ২ করি ৩:৩১৪ আয়াতে প্রেরিত পৌল পুরানো শরীয়ত পড়ার কথা বলেছেন।

এটা লক্ষ্য করা খুবই প্রয়োজনীয় যে, ইঞ্জিল শরীফের অনেকগুলো ঘটনা বিশেষ করে চারটা সুসমাচারের ঘটনাগুলো পুরানো শরীয়তের অধীনেই ঘটেছিল। মসীহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বায়তুল মোকাদ্দসের পবিত্র ও মহাপবিত্র স্থানের মাঝখানের পর্দাটা চিরে দু'ভাগ হয়েছিল এবং নতুন শরীয়তের শুরু হয়েছিল। আর সেই মুহূর্ত থেকেই মূসার শরীয়তের যুগ শেষ হয়ে প্রকৃতপক্ষে ইঞ্জিল শরীফের (ঈসার নতুন শরীয়তের) যুগের সূচনা হয়েছিল (মথি ২৭: ৫১)।

কিতাবুল মোকাদ্দসের ভাষা

তৌরাত, জবুর ও নবীদের কিতাবের প্রায় পুরোটাই হিব্রু ভাষা লেখা হয়েছে। শুধুমাত্র উজায়ের ৪:৮-৬:১৮; ৭:১২-২৬; দানিয়াল ২:৪-৭:২৮ এবং ইয়ারমিয়া ১০:১১ আয়াতে হিব্রু ভাষায় লেখা হয়নি। এই অংশগুলো অরামীয় ভাষায় লেখা হয়েছে। হিব্রুর মত অরামীয়ও একটি সেমিটিক ভাষা। পুরো ইঞ্জিল শরীফ গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছিল। ইঞ্জিল শরীফে Koine নামে চলতি গ্রীক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যা রোমীয় ও গ্রীকেরা তখন সাধারণত সবসময় ব্যবহার করতো।

হিব্রু ভাষার পুরাতন নিয়মের কিতাবগুলো সাজানোর পদ্ধতি

প্রাথমিক মণ্ডলীর লোকেরা যে কিতাবগুলোকেই যথার্থ বলে স্বীকৃতি দান করেছে সেগুলোকে পাক-কিতাবের 'ক্যানন' বলা হয়। বর্তমানে হিব্রু ভাষার কিতাবুল মোকাদ্দসের মধ্যে ২৪টি অনুমোদিত কিতাব রয়েছে। এই কিতাবগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে: শরীয়ত কিতাব (হিব্রু ভাষায় বলা হয় 'তৌরা'); নবীদের লেখা কিতাব (নবীম); অন্যান্য লেখাগুলো (কিতুবীম) যেগুলোকে জবুরও বলা হয়। পুরাতন নিয়মের কিতাবগুলোকে এই তিন ভাগে ভাগ করাটা খুবই প্রাচীন।

এক্লেসিয়াস্টিকাস নামে এ্যাপোক্রিফার একটা কিতাবের মধ্যে পুরাতন নিয়মের কিতাবগুলোর ভাগের বিষয়ে এই একই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ফিলো নামে একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক পুরাতন নিয়মের ভাগের বিষয় জানতেন এবং ঈসা মসীহ্ লূক ২৪:৪৪ আয়াতে সেই তিনটি ভাগের কথাই উল্লেখ করেছেন। ঈসায়ীদের প্রথম যুগে দ্বিতীয় ভাগের কয়েকটা কিতাবকে তৃতীয় ভাগে নেওয়া হয়েছে।

পুরাতন নিয়ম আমাদের কাছে যে আকারে আছে তা আমরা ৬০০-৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ইহুদী ইতিহাসে যাকে ম্যাসোরেটিক যুগ বলে তা থেকে পেয়েছি। নিচে তার বর্ণনা দেওয়া হল:

১. মূসার শরীয়তের অর্থাৎ তৌরাত শরীফের পাঁচটি কিতাব: পয়দায়েশ, হিজরত, লেবীয়, শুমারী ও দ্বিতীয় বিবরণ।

২. নবীদের লেখা আটটি কিতাব: প্রথম নবীদের লেখা চারটি কিতাব হল– ইউসা, কাজীগণ, শামুয়েল ও বাদশাহ্‌নামা। শেষের নবীদের লেখা চারটি কিতাব হল– ইশাইয়া, ইয়ারমিয়া, ইহিস্কেল এবং নবীদের ১২টি ছোট কিতাব।

৩. অন্যান্য লেখাগুলো ১১টি কিতাব:
তিনটি কবিতার কিতাব হল জবুর, মেসাল ও আইউব। স্ক্রোলগুলো (ম্যাগিলোথ): সোলায়মান, রূত, মাতম, হেদায়েত ও ইষ্টের। নবীদের লেখা তিনটি ঐতিহাসিক কিতাব: দানিয়াল, উজায়ের, নহিমিয়া, খান্দাননামা।

যোষেফাস নামক একজন ঐতিহাসিক যিনি প্রথম খ্রীষ্টাব্দের দিকে লিখতেন তিনি পুরাতন নিয়মের ২৪টি কিতাবের বদলে ২২খানা কিতাবের একটা তালিকা করেছিলেন। এর কারণ হল তিনি কাজীগণের সঙ্গে রূতের বিবরণ ও ইয়ারমিয়ার সঙ্গে মাতম কিতাবটি একসঙ্গে গণনা করেছিলেন। তিনি এই ২২টি কিতাব এমনভাবে সাজিয়েছিলেন যে, তার সঙ্গে হিব্রু ভাষার বর্ণমালার সংখ্যার সামঞ্জস্য ছিল। কিন্তু আধুনিক হিব্রু কিতাবুল মোকাদ্দসের ২৪টি কিতাব সাজানো হয়েছে।

যদিও ৬৬টি কিতাব একত্রে মিলে হচ্ছে কিতাবুল মোকাদ্দস (পুরাতন নিয়মে ৩৯ ও নতুন নিয়ম অর্থাৎ ইঞ্জিল শরীফে ২৭টি)। তবুও এটা মাত্র একটাই কিতাব। যে মূল বিষয়টা এই কিতাবগুলোকে একত্রে বেঁধে রেখেছে তিনি হলেন প্রভু ঈসা মসীহ্। পুরাতন নিয়ম তাঁর আসবার জন্য পথ প্রস্তুত করেছে। পুরাতন নিয়ম তাঁর আসবার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে এবং তাঁর সম্বন্ধে অনেক প্রতীক তাতে ব্যবহার করা হয়েছে। পবিত্র সুসমাচারগুলো তাঁকে আল্লাহ্ ও মানুষ

হিসাবে প্রকাশ করেছে যিনি তাঁর লোকদের গুনাহ্ থেকে নাজাত করার জন্য এসেছেন। প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে আমরা সারা দুনিয়ায় তাঁর বিষয়ে সুখবর তবলিগের বিষয়ে জানতে পারি। বিভিন্ন চিঠিগুলো আমাদের গুনাহ্ থেকে নাজাত করবার জন্য তিনি যে কাজ করেছেন সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। প্রকাশিত কালামে তাঁকে আল্লাহ্‌র সমস্ত পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য পূরণকারী হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। আদন বাগানে হজরত আদম ও বিবি হাওয়া যখন প্রথম গুনাহ্ করেছিলেন তখন মসীহের আসবার বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল (পয়দা ৩:১৫)। প্রকা ২২:১৫ আয়াতে তাঁকে "আলফা এবং ওমেগা" বলা হয়েছে। আল্লাহ্ মানুষের কাছে যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছেন তাতে মসীহ্ই প্রথম ও শেষ, আরম্ভ ও শেষ।

কিতাবুল মোকাদ্দসের উদ্দেশ্য

গুনাহ্‌গার মানুষের নাজাতদাতা মসীহের মধ্য দিয়ে যিনি এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন ও রক্ষা করেছেন সেই এক আল্লাহ্ সম্বন্ধে সাক্ষ্য বহন করার জন্য কিতাবুল মোকাদ্দস দেওয়া হয়েছিল। পুরো কিতাবুল মোকাদ্দসে ধারাবাহিকভাবে মানুষের গুনাহ্ থেকে নাজাতের বিষয়ে বলা হয়েছে। এই ঘটনাটা ধাপে ধাপে একটা মূল সত্যকে প্রকাশ করছে। সেই মূল সত্য হল– গুনাহ্‌গার মানুষকে গুনাহ্ থেকে উদ্ধার করবার জন্য ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর অনন্তকালীন জ্ঞানে মানুষ হয়ে এই জগতে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন।

গুনাহ্ থেকে নাজাতের এই মহা সত্যকে ইতিহাস, ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রতীক চিহ্নের মধ্য দিয়ে কিতাবুল মোকাদ্দসে প্রকাশ করা হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দসে মসীহের মধ্য দিয়ে মানুষের নাজাতের বিষয় যা প্রকাশ করা হয়েছে তা মানুষের কাছে এই যুগের জন্য ও অনন্তকালের জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা বুঝতে সাহায্য করে।

কিতাবুল মোকাদ্দস ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ

সৃষ্টি– পয়দা ১:১-২:২৫

১৮৪৮ থেকে ১৮৭৬ খ্রী:পূর্বাব্দের মধ্যে আশেরিয়ার বাদশাহ্ অশূরবানীপালের লাইব্রেরীতে সাতটি লিখিত মাটির ফলক পাওয়া যায়। তিনি ৬৬৯-৬২৬ খ্রী:পূ: পর্যন্ত প্রাচীন নিনেভে শহরে রাজত্ব করেন। এই লেখাগুলো ছিল কোণাকৃতি, যা এর আগে হাম্মুরাবির সময়ে লেখা হয়েছিল (১৭২৮-১৬৮৬ খ্রী:পূ:)। ঐ ফলকগুলোতে লেখা ছিল যে, অনেক দেব-দেবী দুনিয়া সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তা ছিল মূলত: ভুল ও বিকৃত। এই ফলকগুলোকে "এনুমা এলিস" বলা হতো।

আদন বাগান– পয়দা ২:৮-১৪

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে, টাইগ্রীস-ইউফ্রেটিস নদীর নিচু উপত্যকায় সভ্যতার শুরু হয়েছিল। এই অঞ্চলেই ছিল আদন বাগান। হিদ্দিকেলকে ব্যাবিলনীয় ভাষায় ইদিগলা ডিগলেট বলা হয়, আর সেটাই হচ্ছে টাইগ্রীস নদী। প্রত্নতত্ত্ববিদ ডেলিচ মনে করেন, আদন বাগান ছিল ব্যাবিলন দেশের ঠিক উত্তর দিকে। সেই নামে আর একজন পণ্ডিত মনে করেন, আদন বাগান ছিল এরিদুর কাছে, যা প্রাচীন কালে পারস্য উপসাগরের ধারে ছিল।

মানুষের গুনাহে পতন– পয়দা ৩:১-২৪

পয়দা ৩:২২ আয়াতের সঙ্গে মিলে যায়। এমন একই বর্ণনা পৌরাণিক গল্প যেমন জীবন গাছের ফল লিখিত আকারে মাটির ফলকের চারটি টুকরার উপর পাওয়া গেছে। এদের ৩টি টুকরা নিনেভে অবস্থিত অশূরবানীপালের বিখ্যাত লাইব্রেরীতে পাওয়া গেছে, আর চতুর্থটি পাওয়া গেছে মিসরের আমার্নার ৩য় ও ৪র্থ আমেনহোটেপের বিবরণ থেকে। এগুলোকে আদাপার পৌরাণিক গল্প বলা হয়।

প্রাচীন সভ্যতা– পয়দা ৪:১-২৬

প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে চাষাবাদ ও পশু পালনকে মানুষের প্রাচীন সভ্যতার অংশ হিসাবে দেখানো হয়েছে। আর সেটাই ছিল কাবিল ও হাবিলের পেশা। পয়দা ৪:১৬-২২ আয়াতের উল্লেখিত কারুশিল্প, হস্তশিল্প, সঙ্গীত এবং নগর জীবনের শুরুর বিষয়ে মেসোপতেমিয়ার খনন কার্যের সবচেয়ে নিচু স্তরে পাওয়া গেছে। এই প্রত্নতত্ত্ব খননগুলোর কয়েকটা হল তেল হাসুনা, তেল এল-উবায়েদ, তেল চাগার বাজার এবং নিনেভে।

ধাতুর কাজ– পয়দা ৪:২২

প্রত্নতত্ত্বে দেখা গেছে ৪৫০০ খ্রী:পূ: তামার ব্যবহার হত। কিন্তু ৩০০০ খ্রী:পূর্বাব্দের মধ্যে পাথরের বদলে যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করবার জন্য ধাতু ব্যবহৃত হতে থাকল। ২৭০০ খ্রী:পূর্বাব্দের দিকে তেল আসমারে লোহার ছোরার হাতল এবং উর দেশে একটা লোহার কুড়াল পাওয়া গেছে।

মহাবন্যার আগের মানুষের দীর্ঘ জীবন– পয়দা ৫:১-৩২

ওয়েল্ড-ব্লান্ডেল প্রিজমে (পাথরের ফলক, যার তিনটা বা তার বেশি দিক রয়েছে) সুমেরিয়ার খুব প্রাচীন কালের বাদশাহ্‌দের নামের একটা তালিকা আছে। ঐ তালিকায় বন্যার আগের আটজন বাদশাহ্‌র নাম লেখা আছে। কথিত আছে এই বাদশাহ্‌রা সর্বমোট ২,৪১,২০০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তারা নিম্ন মেসোপতেমিয়ার এরিদু, বাডটিবিরা, লারক, সিপ্পার ও সুরুপাক প্রভৃতি শহরে রাজত্ব করেছিলেন। একজন বাদশাহ্‌র রাজত্বের সবচেয়ে কম বয়স ছিল ১৮,৬০০ বছর এবং সবচেয়ে বেশি সময় ছিল ৪৩,২০০ বছর। এই রাজত্বকালের দীর্ঘতা আমরা অতিরঞ্জিত মনে করি, কিন্তু তা থেকে বুঝা যায় যে, কিতাবুল মোকাদ্দসের বংশ-তালিকার সময়ের লম্বা সময় আছে।

মহাবন্যা– পয়দা ৬:১-৯:২৯

ইতিহাসে এর সত্যতা। প্রত্নতত্ত্ববিদ সি, এল, ওলি উর

শহরে ৮ ফুট বন্যার স্তর এবং এস, ল্যাংডন কীশ শহরে বন্যার সময়ের ১টি স্তর পেয়েছেন। কিন্তু ওগুলো ছিল স্থানীয় টাইগ্রীস-ইউফ্রেটিস নদীর বন্যার ফলে সৃষ্ট স্তর। এই বন্যার স্তরে হযরত নূহের সময়ে বন্যার কোন চিহ্ন বা প্রমাণ নেই। হযরত নূহের সময়ের বন্যার কোন প্রমাণ পেতে হলে ৪০০০ খ্রী:পূ: আগের ভূতত্ত্ব দেখতে হবে।

মহাবন্যা– এর যথার্থতা
গিলগামিশের মহাকাব্য প্রমাণ দেয় যে, হযরত নূহের সময় আসলেই বন্যা হয়েছিল। এই বন্যার বিষয়ে যত বর্ণনা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে পুরানো হল নিপ্‌পুরের সুমেরীয় মহাকাব্যের বর্ণনা। এই বর্ণনা ২০০০ খ্রী:পূ: আগে লেখা হয়েছে। গিলগামিশের মহকাব্যের ১১নং বইয়ে বন্যা সম্বন্ধে ব্যাবিলনীয় বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ১৮৩৫ খ্রী:পূ: নিনেভেশহরে এইচ, র‍্যামসে যে পাথরের ফলকের উপর হযরত নূহের বন্যা সম্বন্ধে লেখা আছে সেগুলো খুঁড়ে বের করেছিলেন। এগুলো অশূরবানীপালের লাইব্রেরী থেকে এসেছে (৬৬০-২৬ খ্রী:পূ:) এবং কিতাবুল মোকাদ্দস ছাড়া অন্যান্য কিতাবে বন্যা সম্বন্ধে যেসব বর্ণনা রয়েছে তার মধ্যে এই বর্ণনাটি সবচেয়ে সুন্দর। এমন কি জাহাজ থেকে বন্যার পরে যে পাখি ছাড়া হয়েছিল তাও সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন জাতির বংশতালিকা– পয়দা ১০:১-৩২
আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে মানুষের নাম ও স্থানের এই তালিকাকে নির্ভুল ও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পয়দা ১০ অধ্যায়ের বর্ণনা দেখুন।

ব্যাবিলনের উঁচু ঘর বা টাওয়ার– পয়দা ১১:১-৯
মেসোপটেমিয়ায় ২৪টিরও বেশি প্রাচীন সুউচ্চ ঘরের অবস্থান সম্বন্ধে এখন জানা গেছে। এগুলোকে জিগুরাট বলা হয় এবং সম্ভবতঃ ব্যাবিলনের উঁচু ঘরের মত ছিল দেখতে। এই সুউচ্চ ঘরগুলো খুবই বড় ছিল। এগুলো ছিল রোদে শুকানো ইট দিয়ে মানুষের তৈরি পাহাড়। মাটি খুঁড়ে উরুকে সবচেয়ে পুরানো উঁচু ঘরের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিতাবুল মোকাদ্দসে এই জায়গাটাকে এরক বলা হয় (পয়দা ১০:১০)। এটা ৩০০০ খ্রী:পূ: আগের হবে। উর, বরশিপ্‌পা ও ব্যাবিলনে অন্যান্য প্রসিদ্ধ জিগুরাটের ভগ্নাবশেষ রয়েছে।

হযরত ইব্রাহিমের জন্মস্থান– পয়দা ১১:২৭-৩১
১৯২২-১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সি, এল, ওলির খনন কার্যের ফলে দক্ষিণ ব্যাবিলনের প্রাচীন শহর উর খুব পরিচিতি লাভ করে। ২০৭০-১৯৬০ খ্রী:পূ: মধ্যে প্রসিদ্ধ ৩য় রাজ বংশের অধীনে এই শহর খুবই শক্তিশালী ছিল আর সেই সময় ইব্রাহিম সেই দেশ ছেড়ে চলে যান। শহরটা ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল এবং চন্দ্র দেবতা 'নান্না'র নামে উৎসর্গীকৃত ছিল। অনেক তলা বিশিষ্ট প্রসিদ্ধ জিগুরাট মন্দির এবং দেবতার পবিত্র স্থানগুলো শহর খননের পরেই পাওয়া গিয়েছিল।

তেরহের ধর্ম– পয়দা ১১:৩১,৩২
হযরত ইব্রাহিমের বাবা তেরহ খুব সম্ভব উর দেশের দেবতা নান্নার উপাসক ছিলেন। তেরহের হারণে থাকার কারণ হল সেখানেও লোকেরা নান্নার উপাসনা করতো (ইউসা ২৪:২ দেখুন)

হযরত ইব্রাহিমের হারণে গমন– পয়দা ১১:৩১; ১২:৫
পাথরের ফলকে কোণাকৃতি লেখা থেকে আমরা নিশ্চিত হচ্ছি যে, খ্রী:পূ: ১৯ এবং ১৮ শতাব্দীর দিকে হারণ নামে একটা শহর ছিল। আশেরীয়দের নথিপত্রে হারণ শহরের কথা উল্লেখ আছে। হারণ নামটা 'হারণ' থেকে এসেছে যার মানে হল 'রাস্তা'। নামটা ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ জায়গাটা নিনেভে, দামেস্ক ও কর্কমীশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের পূর্ব-পশ্চিমের প্রধান সড়কের উপর ছিল।

গোষ্ঠী-পিতাদের মেসোপতেমিয়ায় থাকার সময়– পয়দা ২৫:২০; ২৬:৬
নাহোরে রেবিকার বাড়ির (পয়দা ২৪:১০) কথা মারী নামক পাথরের ফলকে প্রায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই ফলকগুলো ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া গেছে এবং ওগুলো খ্রী:পূ: ১৮শ শতাব্দীর দিকে লেখা হয়েছে। ফলকে অন্য শহরগুলোর যে তালিকা দেওয়া হয়েছে সেগুলো হল তেরহ, পেলগ ও রিয়ূ (পয়দা ১১:১০-৩০)।

গোষ্ঠী-পিতাদের সময়কাল– পয়দা ১২:১-৫০:২৬
১৯৭৫ সালে ইটালীর দু'জন পণ্ডিত উত্তর সিরিয়ার এবলা নামক স্থানে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক অনেক খোঁজ-খবর পেয়েছেন। সেখানে পাওয়া কোণাকৃতি নথিপত্র নিশ্চিত করছে যে, ২৩০০ খ্রী:পূ: থেকে হিব্রু ভাষার মত একটা প্রাচীন কেনানীয় ভাষা ছিল। তাদের নামগুলোর মধ্যে যথেষ্ট মিল ছিল, যেমন– এবর, ইসমাইল, ইসরাইল ইত্যাদি। পূর্বপুরুষদের বিবরণের মধ্যে সেসব জায়গার কথা উল্লেখ রয়েছে, যেমন হাৎসোর, মগিদ্দো, জেরুশালেম, লাখীশ, দোর, গাজা এমন কি সাদুম ও আমুরার কথাও খনন কার্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

গোষ্ঠী-পিতাদের কেনান দেশে বসবাস– পয়দা ১২:১-৫০:২৬
প্রত্নতত্ত্ব আমাদের নিশ্চিত করছে যে, বনি-ইসরাইলদের গোষ্ঠী-পিতারা যাযাবরের মত জীবন-যাপন করতেন আর সেই একই কথা পয়দায়েশ কিতাবেও লেখা আছে। সময়টা ছিল ব্রোঞ্জ যুগের মাঝামাঝি সময় (২১০০-১৫৫০ খ্রী:পূ:)।

খনন কাজ প্রমাণ করছে যে, শিখিম, বেথেল, দোথন, গেরার এবং জেরুশালেম (শালেম) প্রভৃতি জায়গাগুলো হযরত ইব্রাহিমের সময়েও ছিল। প্যালেষ্টাইন দেশের পুরানো নাম হচ্ছে কেনান। এই নামটা হূরীয় শব্দ থেকে এসেছে, যার মানে হচ্ছে, 'লাল-বেগুনী দেশের অন্তর্গত'। যারা বেগুনী রঙের ব্যবসা করত তাদের ঐ নামে ডাকা হত। ফৈনীকীয় সাগর পারের মুরেক্স নামে ঝিনুক থেকে এই রং পাওয়া যেত।

মিসর দেশে হযরত ইব্রাহিম– পয়দা ১২:১০-২০
হযরত ইব্রাহিম ১৯৮৯-১৭৭৬ খ্রী:পূ: দিকে দ্বাদশ রাজবংশের রাজত্বের মাঝামাঝি সময়ে মিসর দেশে গিয়েছিলেন। কিতাবুল মোকাদ্দসের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রত্নতত্ত্ব প্রাচীন মিসরকে নতুনভাবে তুলে ধরছে।

হযরত ইব্রাহিম ও মেসোপতেমিয়ার বাদশাহ্‌গণ– পয়দা ১৪:১-২৪
বাসনের অষ্টারোৎ এবং কর্ণয়িম এবং হামের প্রাচীন স্থানগুলো পয়দা ১৪ অধ্যায়ের যথার্থতার প্রমাণ দেয় (পয়দা ১৪:৫)। খুব সম্ভবত কতগুলোর জায়গার নাম এমন কি বাদশাহ্‌দের নামও এব্‌লা নথিপত্রে দেওয়া আছে। পূর্ব অঞ্চলের গিলিয়দ ও মোয়ামের প্রত্নতত্ত্বের প্রমাণ ঠিকভাবে বাদশাহ্‌দের আক্রমণের পথের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। যে পথে তারা এসেছিল পরবর্তীতে সেই পথকে রাজপথ বলা হতো। মধ্য ব্রোঞ্জযুগের প্রথম দিকে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলে আদের শহর আবিষ্কৃত হয়।

সাদুম ও আমুরা– পয়দা ১৯:১-৩২
পয়দা ১৪:৩ আয়াতে সিদ্দীম নামে যে উপত্যকার উল্লেখ আছে এখন তা মরু-সাগরের দক্ষিণে ঢাকা পড়েছে। ২০৬৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের দিকে সেখানে অনেক লোক বাস করতো। শিক্ষাবিদ কাইল এবং অলব্রাইট বলেছেন যে, ঐ অঞ্চলের বব-এড-দ্রা নামে যে শহর ছিল হঠাৎ তা ধ্বংস হয়ে যায়। ভূমিকম্প এবং লবণ ও গন্ধকের বিস্ফোরণে সমগ্র অঞ্চলটা পুড়ে গিয়ে তেল ও পিচের দ্বারা ঢাকা পড়ে।

গোষ্ঠী-পিতাদের রীতিনীতি– পয়দা ১৫:১-৫০:২৬
১৯২৫-৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কিরকুকের কাছে নুজুতে যে পাথরের ফলক পাওয়া যায় তাতে গোষ্ঠীপিতাদের রীতিনীতি সম্বন্ধে লেখা ছিল, যেমন– বিয়ে, প্রথমজাত সন্তানের অধিকার, ঘরের দেব-দেবী ও অন্যান্য বিস্তারিত বিষয়। মধ্য ইউফ্রেটিসের তেল-এল হারিরিতে পাওয়া মারী চিঠিতে যা ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে তাতেই ঐ সময়ের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ১৭০০ খ্রী:পূ: হাম্মুরাবির আইন-কানুন, যা ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে তাতেও এই সময়ের উল্লেখ রয়েছে।

বনি-ইসরাইলদের মিসর দেশে প্রবেশ– হিজ ১:১-৬
বনি-হাসানের গম্বুজে ১৯০০ খ্রী:পূর্বাব্দের একটা সুন্দর ভাস্কর্য আছে। সেখানে ইবশী নামক একজন উচ্চভূমির শেখের অধীনে ইহুদীরা মিসর ঢুকছে এমন ছবি আঁকা আছে।

বনি-ইসরাইলদের মিসরে বাস করার প্রমাণ– হিজ ১:৭-১২:৪১
বনি-ইসরাইলরা যে মিসরে গিয়েছিল তার দু'দিক থেকে প্রমাণ আছে- (১) লেবীয়দের মিসরীয় নাম– মূসা, অসীর, পসহূর, মরারী, হফনি, পীনহস এবং পুটিয়েল (১ শামু ২:২৭) এবং (২) মিসরীয়দের স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঘটনা, যার মিসরীয় স্মৃতি স্তম্ভের উপরের লেখার সঙ্গে মিল রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটা হল "প্রধান পানীয় পরিবেশক" এবং "প্রধান রুটিকার" (পয়দা ৪০:২)।

বনি-ইসরাইলদের হিজরত– হিজ ১২:১-১৪:৩১
একটা মতবাদ আমাদের বলে যে, ৩য় থুটমোস যিনি ১৪৯০ -৪৫ খ্রী:পূ: পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন তিনি ছিলেন অত্যাচারী বাদশাহ্ এবং ২য় আমেনহোটেপের (১৪৪৫-২৫ খ্রী:পূ:) রাজত্ব কালে বনি-ইসরাইলরা হিজরত করেছিল। আর একটা মতবাদ বলে ১২৮০ খ্রী:পূ: পরে ২য় রামেষিষের রাজত্বকালে অথবা মারনিপতার রাজত্বকালে এই ঘটনা ঘটেছিল। মারনিপতা'র প্রসিদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভের উপরে বনি-ইসরাইলদের কথা লেখা আছে। আর এটাই হচ্ছে কিতাবুল মোকাদ্দসের বাইরে বনি-ইসরাইলদের বিষয়ে প্রথম লেখা।

জেরিকোর পতন– ইউসা ৬:১-২৭
১৯০৭-১৯০৯ খ্রী: পর্যন্ত আর্নষ্ট সেলিন-এর, ১৯৩০-১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জন গারস্ট্রং-এর, ১৯৫০ খ্রী: ক্যাথ্লিন ক্যানিয়নের খনন কাজের দ্বারা প্রাচীন শহর জেরিকোর সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে।

হযরত মূসার দেওয়া শরীয়ত– হিজরত, লেবীয়, দ্বিতীয় বিবরণ
কিতাবুল মোকাদ্দস ছাড়া মূসার দেওয়া শরীয়তের সঙ্গে যার মিল রয়েছে সেগুলো হল: হাম্মুরাবির আইন-কানুন (১৭৫০ খ্রী:পূ: দিকে লেখা হয়েছে এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সুসায় আবিষ্কার করা হয়েছে), ইষিন-এর লিপিট-ইষ্টারের আইন-কানুন (১৮৭৫ খ্রী:পূ: দিকে লেখা হয়েছিল) এবং এর চেয়েও আরে আগের লেখা হল এসহুন্নার আইন-কানুন।

বনি-ইসরাইলরা কেনান দেশ জয় করেন– ইউসা ১:১-১১:২৩
বনি-ইসরাইলরা যে কেনান দেশ জয় করেছিল তার প্রমাণ হল– (১) জেরিকো, লাখীশ, দবীর এবং হাৎসোরের খনন কাজ। (২) ১৮৮৬ খ্রী: মিসরে আবিষ্কৃত আমার্নার

চিঠিগুলো। এই চিঠিতে হাবিরুদের (অর্থাৎ ইবরানীদের) প্যালেষ্টাইন দেশ আক্রমণের কথা লেখা আছে। (৩) ১৯২৯ -৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাস শার্মাতে পাওয়া ধর্মীয় সাহিত্য। এই সাহিত্যে রয়েছে কেনানীয়দের সংস্কৃতি, ধর্ম, নৈতিকতা সম্বন্ধে বিবরণ।

শাসনকর্তাদের শাসনকাল– কাজী ১:১-২১:২৫
প্রত্নতত্ত্বের খননের ফলে মিসরীয়, হিত্তীয়, অরামিয়, ফৈনীকীয় ও হূরীয় ইতিহাস সম্বন্ধে নতুনভাবে জানা গেছে এবং এর ফলে সেখান থেকে আমরা শাসনকর্তাদের শাসনকালের বিষয় জানতে পারি। মগিদ্দো ও বৈৎশানের খনন কাজ থেকেও একই ফল হয়েছে।

হযরত শামুয়েলের শাসনকাল– ১ শামু ১:১-৮:২২
প্রতিমাপূজারীদের উপাসনার জন্য বিভিন্ন স্থানে মন্দির ছিল, যেমন– ব্যাবিলন দেশে নিপ্‌পুর, আশেরিয়ার নিনেভ, হারণে, কাটনায় এবং বিব্‌লসে আর সেজন্য আমরা জানতে পারি যে, শীলোহ ছিল সেই রকম একটা উপাসনার কেন্দ্র। শীলোতে খনন কাজের ফলে দেখা গেছে যে, ১০৫০ খ্রী:পূর্বাব্দের দিকে ফিলিস্তিনীরা শহরটা দখল করে নেয় এবং সেই শহর ধ্বংস হয়ে যায় (ইয়ার ৭:১০-১৫)।

বাদশাহ্‌ তালুতের শাসনকাল– ১ শামু ৯:১-৩১:১৩
গিবিয়াতে তালুতের প্রাসাদোপম দুর্গ জেরুশালেম থেকে ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে এডওয়ার্ড রকিতাবসন নামের একজন লোক প্রথম প্যালেষ্টাইন দেশ অনুসন্ধান করে এই দূরত্বটা ঠিক করেছিলেন। ১৯২২ ও ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অলব্রাইট এটা খনন করেন এবং তার ফলে তালুতের রাজত্বকাল সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেছে। ভূতুড়িয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে তালুতের কথোপকথনের ঘটনার মত (১ শামু ২৮:৭-২৫) হিত্তীয়, আশেরীয় ও হূরীয়দের শাস্ত্রে এবং মারীর চিঠিতে আরও অনেক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

হজরত দাউদের বিজয়– ২ শামু ১:১-২৪:২৫
প্রত্নতত্ত্ব প্রমাণ করেছে হযরত দউদ যিবূষীয়দের যে শহর দখল করেছিলেন তা ছিল গীহোন ঝর্ণার উপরে জেরুশালেমের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ। যিবূষীয় শহরের পুরাতন দেয়াল এবং প্রাচীন পানির সুড়ঙ্গ পথ খুঁজে পাওয়া গেছে। এগুলো ২০০০ খ্রী:পূর্বাব্দের প্রাচীন এবং গেষর ও মগিদ্দোর সুড়ঙ্গও একই রকম প্রাচীন।

হযরত সোলায়মানের সাম্রাজ্য– ১ বাদশাহ্‌ ৩:১-১১:৪৩
প্রত্নতত্ত্ব সুন্দরভাবে সোলায়মানের রাজত্বকাল বর্ণনা করেছে। (১) হাৎসোর, মগিদ্দো এবং গেষরের খনন কাজ সোলায়মানের সৈন্য ও ঘোড়ার কথা প্রমাণ করছে (১ বাদশাহ্‌ ৯:১৫-১৯; ১০:২৬)। (২) ইৎসিয়োন-গেবরে খননের ফলে সোলায়মানের তামার চুল্লী পাওয়া গেছে (১ বাদশাহ্‌ ৭:৪৬)। (৩) তিনি যে অনেক বিয়ে করেছিলেন তা মিসর, মিত্তানী ইত্যাদি রাজকীয় ইতিহাসে লেখা আছে (১ বাদশাহ্‌ ১১:১-৫, ৩৩)। (৪) সোলায়মানের যে তর্শীশে জাহাজের বহর ছিল (১ বাদশাহ্‌ ১০:২২) তা ফিনিশীয় উপাধি থেকে বুঝা যায়। (৫) প্রত্নতত্ত্বের দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, সোরের বাদশাহ্‌ হীরমের সঙ্গে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল (৯৬৯-৯৩৬ খ্রী: পূ:)।

ইয়ারাবিমের বাছুর– ১ বাদশাহ্‌ ১২:২৫-৩৩
হিজরত ৩২:৪-৬ আয়াতে আমরা দেখতে পাই বনি-ইসরাইলরা মাবুদের পরিবর্তে একটা গরুর বাছুর তৈরি করেছিল। কিন্তু ইয়ারাবিমের তৈরি দেবতা আরও ভয়ানক ছিল। তিনি কোন একটা প্রতীক দিয়ে দেখালেন যে, অদৃশ্য আল্লাহ্‌ বাছুরের পিঠে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই সময়কার কতগুলো সীলমোহর পাওয়া গেছে যার উপর বাছুরের পিঠে বিদ্যুৎ-রূপ বাল ও অন্যান্য দেবতা দেখানো হয়েছে।

শীশকের আক্রমণ– ১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৫-২৮
১৯৩৮-৩১ খ্রীষ্টাব্দে টানিসে ৯৪৫-২৪ খ্রী:পূ: ২২তম রাজ বংশের বাদশাহ্‌ শীশকের দেহ সোনা দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় আবিষ্কার করা হয়। এহূদার সমতলভূমি মগিদ্দোতে তাঁর জয় করা জাতির তালিকা এবং গিলিয়দের দিকে তাঁর অগ্রসর হবার কথা স্মৃতি স্তম্ভে খোদাই করে লেখা আছে।

দামেস্কের বিন্‌হদদ– ১ বাদশাহ্‌ ১৫:১৮
১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর সিরিয়াতে তাঁর খোদাই করা একটা স্মৃতিস্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তাতে বাদশাহ্‌দের বংশ-তালিকা রয়েছে। "বিন্‌হদদ ছিলেন টব্রিম্মোণের ছেলে হিষিয়োণের নাতি, তিনি তখন দামেস্কে রাজত্ব করছিলেন।"

অম্রি এবং মেশা– ১ বাদশাহ্‌ ১৬:২১-২৭; ২ বাদশাহ্‌ ৩:৪-২৭
৮৪০ খ্রী:পূ: দীবোনে মোয়াবের বাদশাহ্‌ মেশার নামে খোদাই করা যে প্রসিদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছিল তা ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে। এর উপর অম্রি, আহাব, মেশা, কামোশ (মোয়াবের দেবতা) এবং অন্যান্য জায়গার নাম লেখা আছে।

অম্রি ও সামেরিয়া
১৯৪২ সালে রিস্‌নার, ফিসার, লাইয়ান, ক্রৌফুট, কেনিয়ন এবং সুখেনিকের খনন কাজ প্রমাণ করছে যে, অম্রি নামে একটা শহর এবং আহাব ও ইয়ারাবিম নামে দু'জন বাদশাহ্‌ ছিল এবং এর পরের সময়েরও অনেক তথ্য আছে।

অম্রি ও আশেরিয়া– ১ বাদশাহ্ ১৬:২৩-২৭
অম্রির সময় থেকে আশেরীয় নথিপত্রে বনি-ইসরাইলদের ‘বিট-হুমরি’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার মানে হচ্ছে ‘অম্রির ঘর’ এবং বনি-ইসরালদের বাদশাহ্‌দের অম্রির ছেলে বা অম্রির উত্তরাধিকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আহাব ও আশেরিয়া– ১ বাদশাহ্ ১৭:১-২২:৩৯
৩য় শল্‌মনেষর, যিনি ৮৫৯-৮২৪ খ্রীঃ রাজত্ব করেছিলেন তাঁর ভাস্কর্যে এই নাম খোদাই করা ছিল “ইসরাইলীয় আহাব।”

যেহূ এবং আশেরিয়া– ২ বাদশাহ্ ৯:১-১০:৩৬
১৮৪৬ খ্রীঃ অশূরে ৩য় শল্‌মনেষের কালো ওবিলিস্ক নামক পাথরে একটা লেখায় দামেস্কের হসায়েলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে একটা ছবিতে দেখানো হয়েছে যেহূ একজন দূত হিসাবে আশেরিয়ার বাদশাহ্‌র সামনে হাঁটু গেঁড়ে আছে। কালো অবিলিস্কে লেখা আছে, “অম্রির ছেলে যেহূর শ্রদ্ধা।”

অরামের ২য় বিন্‌হদদ– ২ বাদশাহ্ ১৩:২৫
উত্তর সিরিয়ায় ১৯০৩ সালে পাওয়া হমাতের বাদশাহ্ জাকিরের পাথরের স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপিতে ২য় বিন্‌হদদের বিষয়ে উল্লেখ করা আছে।

দ্বিতীয় ইয়ারাবিম– ২ বাদশাহ্ ১৪–২৩-২৯
সুমেকার মগিদ্দো এলাকায় একটা জেসপার সীলমোহর পেয়েছিলেন যার উপর লেখা ছিল “ইয়ারাবিমের চাকর শম।” দ্বিতীয় ইয়ারাবিমের রাজধানী ছিল সামেরিয়ায় আর তা খনন কাজের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে (উপরে দেখুন “অম্রি”।

মনহেম– ১ বাদশাহ্ ১৫:১৯
মনহেম যে টাকা দিয়েছিলেন তা পূলের নথিপত্রে উল্লিখিত আছে (৩য় তিগ্লৎ-পিলেষর, ৭৪৫-৭২৭ খ্রী:পূ:)।

দামেস্কের পতন– ২ বাদশাহ্ ১৬:৯
দামেস্কের পতনের কথা তিগ্লৎ-পিলেষরের নথিপত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তা হারিয়ে গেছে। এ ছাড়া আশেরিয়ার নথিপত্রেও এহুদার বাদশাহ্ অসরিয় (২ বাদশাহ্ ১৫:১৭), অরামের বাদশাহ্ রৎসীন, এহুদার বাদশাহ্ আহস (২ বাদশাহ্ ১৬:৭,৮) পেকহ এবং হোশেয়ের (২ বাদশাহ্ ১৫:৩০) কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সামেরিয়ার পতন– ২ বাদশাহ্ ১৭:৩-২৩
পঞ্চম শল্‌মনেষর সামেরিয়া শহর অবরোধ করতে আরম্ভ করেন (৭২৬-৭২২ খ্রী:পূ:) এবং ২য় সর্গোন তা পুরোপুরিভাবে অবরোধ করেন (৭২২-৭০৫ খ্রী:পূ:; ইশা ২০:১)। সর্গোনের রাজধানী ছিল খোরশাবাদ। ২য় সর্গোন কিভাবে ২৭,২৯০ জন সামেরিয়কে নির্বাসিত করেছিলেন তা তিনি খোরশাবাদে প্রকাশিত উৎকীর্ণ লিপিতে উল্লেখ করেছেন।

হিষ্কিয় ও সন্‌হেরীব– ২ বাদশাহ্ ১৮:১৩-১৯:৩৭; ইশা ৩৬:১-৩৭:৩৮
সন্‌হেরীবের নথিপত্র (৭০৫-৬৮১ খ্রী:পূ:) যা টেইলর প্রিজমে লেখা হয়েছে এবং তা ব্রিটিশ যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এখানে আশেরিয়ার বাদশাহ্ ৭০১ খ্রী:পূ: জেরুশালেম অবরোধের বিষয় বর্ণনা করেছেন। আশেরিয়ার বাদশাহ্ বলেছেন তিনি হিষ্কিয়কে “খাঁচার পাখির” মত বন্দী করেছিলেন। নিনেভে ছিল সন্‌হেরীবের রাজধানী, যা অষ্টিন লেয়ার্ড ১৮৪৯-৫১ খ্রীঃ পর্যন্ত খনন করেছিলেন। নিনেভেতে রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস পাওয়া গিয়েছিল।

হিষ্কিয়ের সুড়ঙ্গ পথ– ২ বাদশাহ্ ২০:২০
১৮৮০ খ্রীঃ শীলোহে যে লেখা আবিষ্কার করা হয়েছে তা পানির পাইপের আগা থেকে ১৯ ফুট দূরে খোদাই করা ছিল। ৭০০ খ্রী:পূ: পাথর কেটে করা ১৭৭৭ ফুট সুড়ঙ্গ পথ শেষ করবার স্মরণার্থে তা করা হয়েছিল।

মানশার প্রতিমাপূজা– ২ বাদশাহ্ ২১:১-১৫
কেনানীয়েরা যে বাল, আশেরা ও নানান উর্বরতার দেব-দেবীর পুজো করতো তা ইউগারিটে পাওয়া রাশ-শার্মা মহাকাব্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানশাকে যে নিনেভে অবশ্যই যেতে হয়েছিল তা আশেরীয় স্মৃতিস্তম্ভে লেখা আছে (২ খান্দান ৩৩:১০-১৩)।

নবী ইশাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণী– ইশা ১:১-৬৬:২৪
মরুসাগরে পাওয়া যে গুটানো স্ক্রোল্‌গুলো কুমরানে ১৯৪৭ সালে আবিষ্কার করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ছিল হযরত ইশাইয়ার সম্পূর্ণ কিতাবখানি। এই গুটানো স্ক্রোল কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্যান্য গুটানো স্ক্রোল থেকে প্রায় ১০০০ হাজার বছরের পুরনো ছিল।

নবী ইয়ারমিয়ার সময়কাল– ইয়ার ১:১-৫২:৩৪
১৯৩৫ এবং ১৯৩৮ খ্রীঃ লাখীশে যে চিঠিগুলো পাওয়া গেছে তাতে নবী ইয়ারমিয়ার সময়কাল ও ৫৮৮-৮৬ খ্রী:পূ: পর্যন্ত বখতে-নাসারের এহুদা দেশ আক্রমণের কথা লেখা আছে।

যিহোয়াখীনের নির্বাসন– ২ বাদশাহ্ ২৫:২৭-৩০
যিহোয়াখীনের নির্বাসন সম্বন্ধে আমরা ব্যাবিলন দেশীয় নথিপত্র থেকে নিশ্চিত হই। তাতে লেখা আছে যে, ইয়াহূদ দেশের ইয়াউকিন বাদশাহ্‌র কাছ থেকে রেশনে খাবার পেতেন। এই বিষয়ে লেখা নথিপত্র ১৯৪০ সালে ছাপা হয়েছিল।

নবী ইহিস্কেলের ভবিষ্যদ্বাণী– ইহি ১:১-৪৮:৩৫
বাদশাহ্ যিহোয়াখীনের বন্দীত্বের সময় হিসেবে প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে ইহিস্কেলের ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া তেল-বেৎ-মির্শীমে পাওয়া জগের হাতলে খোদাই করা ছিল "ইলিয়াকিম ইয়াউকিনের খাদ্য সরবরাহকারী।"

২য় বখতে-নাসার– ইয়ার, ইহি এবং দানি ২:১-৪:৩৭
১৮৯৯ সালে ও তার পরে আর, কোল্ডওয়ের খনন কাজের ফলে আমরা আমরা বখতে-নাসারের ২য় রাজধানী শহরের জাঁকজমকের কথা ভাল করে জানতে পারি। ইষ্টার-গেট, রাজপ্রাসাদ, জিগুরাট, মারদুকের মন্দির এবং ঝুলন্ত বাগান ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। ইটের উপর বাদশাহ্ বখতে-নাসারের নাম প্রমাণ করছে যে, তাঁর সময়ে অনেক দালানকোঠা বানানো হয়েছিল।

ইহুদীদের নির্বাসন– ২ বাদশাহ্ ২৫:১-৩০; ইহি, দানি, উজা
ব্যাবিলন দেশে ইষ্টার-গেটের কাছে ৫৯৫-৫৭০ খ্রী:পূ: কোণাকৃতি অক্ষরের সাহায্যে লেখা ৩০০খানা মাটির ফলক পাওয়া গেছে। এগুলোতে অন্যান্য বন্দী রাজপুত্রদের নামের সঙ্গে এহুদার যিহোয়াখীনের নামও রয়েছে। তাছাড়া এর মধ্যে পুরাতন নিয়মের নামের মত অনেক ইহুদী নামও রয়েছে।

বেল্‌শৎসর– দানি ৫:১-৩১
সেই সময়ের ব্যবিলন দেশীয় নথিপত্রে এমন প্রমাণ আছে যে, বেল্‌শৎসর ছিলেন নবোনিডাস-এর বড় ছেলে ও তাঁর সঙ্গী-বাদশাহ্। নবুনাইদ বংশ-তালিকা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বেল্‌শৎসর ৫৫৩-৩৯ খ্রী:পূর্বাব্দে ব্যাবিলনের পতন পর্যন্ত ব্যাবিলনে রাজত্ব করেন (দানি ৫:১-৩১; ৭:১; ৮:১)।

ব্যবিলনের পতন
নবুনাইদ বংশ-তালিকা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ৫৩৯ খ্রী:পূ: কাইরাস ও তাঁর সেনাপতি গোব্রিয়াস ব্যাবিলন দখল করেন।

কাইরাসের আইন– উজা ১:২,৩; ২ খান্দান ৩৬:২২,২৩
১৯শ শতাব্দীতে এইচ, রাশাম কাইরাসের উৎকীর্ণ লিপি, আবিষ্কার করেন। এটার মধ্যে অনেক জাতির লোক ও তাদের দেব-দেবীর মূর্তিসহ নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে কাইরাসের হুকুম লেখা আছে। এই প্রত্নতত্ত্ব প্রমাণের সঙ্গে কিতাবুল মোকাদ্দসের ঘটনার মিল রয়েছে।

ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন– উজা ১:১-১০:৪৪
প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে জানা যায় যে, উল্লেখযোগ্য নেতাদের ব্যাবিলনীয় নাম ছিল। যেমন শেশ্‌বসর (উজা ১:১১) এবং সরুব্বাবিল (উজা ২:২) উজা ২:৬৯ আয়াতে যে মুদ্রার কথা লেখা আছে তা ছিল সেই সময়ে ব্যবহৃত গ্রীক মুদ্রার নাম।

উজায়ের, নহিমিয়া– ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এলিফ্যান্টাইন প্যাপাইরাস আবিষ্কৃত হয়। ৫০০-৪০০ খ্রী: পূর্বাব্দের দিকে নীলনদীর প্রথম জলপ্রপাতের কাছে এলিফ্যান্টাইন দ্বীপের ইহুদী লেখকগণ সেগুলো অরামীয় ভাষায় লিখেছিলেন। এগুলোই হচ্ছে উজায়ের ও নহিমিয়ার বিষয়ে বিস্তারিত জানার এবং এই দুই কিতাবের যাথার্থতার প্রধান উৎস।

হগয়, জাকারিয়া– ১ম দারিয়ুস কর্তৃক স্থাপিত বেহিষ্টুন উৎকীর্ণ লিপিতে আমরা হগয় ও জাকারিয়ার বিষয়ে (৫২২-৪৮৬ খ্রী:পূ:) জানতে পারি (জাকা ১:১,৭)। সেই লিপি ব্যাবিলনীয়, ইলামীয় ও পারসিক এই তিনটি ভাষায় লেখা ছিল।

জারেক্সেস ও ইষ্টের– পারস্য দেশের রাজধানী পারসি-পলিসে পাওয়া উৎকীর্ণ লিপির ফলে ইষ্টের কিতাবটি বুঝতে আরো সহজ হয়েছে। জারেক্সেস (৪৮৬-৪৬৫ খ্রী:পূ:) সালামী ও প্লাটিয়ায় গ্রীকদের দ্বারা পরাজিত হন। ১৮৮০-১৮৯০ খ্রী: ফ্রান্স দেশের লোকেরা "শূশনে" বা "সুসায়" বাদশাহ্ জারেক্সেস প্রাসাদ আবিষ্কার করেন (ইষ্টের ১:১)।

পুরাতন ও ইঞ্জিল শরীফের মধ্যবর্তী সময়– এই সময়টাকে মরু-সাগরে পাওয়া গুটানো কিতাবগুলোর দ্বারা দেখানো হয়েছে: নবী ইশাইয়ার দুটো গুটানো কিতাব, হবক্‌কূকের ব্যাখ্যা, এসেন্স নামক একটা ধর্মীয় দলের নিয়মাবলী, আলো ও অন্ধকারের ছেলেমেয়েদের মধ্যেকার যুদ্ধ এবং পুরাতন নিয়মের প্রায় সব কিতাবের অংশ বিশেষ। কুমরানে (১৯৫৩ -৫৬ খ্রী:) এসেন্স দলের লোকদের খননের ফলে ১৫০ খ্রী:পূ: থেকে ৭০ খ্রী:পূ: পর্যন্ত অনেক অজানা তথ্য পাওয়া গেছে।

লূক লিখিত সুখবরে লোক গণনা– লূক ২:১-৫
প্যাপাইরাসে লেখা নথিপত্র থেকে জানা যায় কুরীণীয় দু'বার সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন, ৪ খ্রী:পূ: একবার খুব অল্প সময়ের জন্য এবং দ্বিতীয়বার ৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে। প্যাপাইরাসের নথিপত্র থেকে আরও জানা যায় যে, রোম দেশে ১৪ বছর পর পর আদমশুমারী হতো এবং সেই গণনার জন্য লোকদের নিজের নিজের গ্রামে যেতে হতো।

পন্তীয় পীলাত– মথি ২৭:১১-২৫
৬-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমের শাসনকর্তা হিসাবে মুদ্রার উপর পন্তীয় পীলাতের ছবি পাওয়া গেছে। অন্যান্য শাসনকর্তাদের যেমন কপনিয়াস থেকে এন্টনিও ফীলিক্স পর্যন্ত শাসনকর্তাদের ছবিও মুদ্রার উপর পাওয়া গেছে।

মজলিসখানা– মার্ক ১:২১; লূক ৭:৫

সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও সুন্দরভাবে রক্ষিত আছে কফরনাহূমের মজলিসখানা। এটা তৃতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে তৈরি করা হয়েছিল, সম্ভবত এটা সেই জায়গায় তৈরি করা হয়েছে, যেখানে ঈসা মসীহ্ তবলিগ করেছিলেন। কোরাসীন, বৈৎসৈদা জুলিয়, এবং বৈৎ-আলফা ইত্যাদি এলাকায় অন্যান্য মজলিস-খানাগুলো খনন কার্যের ফলে পাওয়া গেছে।

ঈসা মসীহের ক্রুশারোহণ– মথি ২৭:৩২-৬০
ঈসা মসীহ্‌কে কোথায় ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে দুটো ধারণা আছে– (১) যেখানে পবিত্র সেপালকার গীর্জা আছে সেখানে। হতে পারে সেটা ঈসার সময়ে শহরের দেয়ালের বাইরে ছিল (ইব ১৩:১২,১৩); (২) দামেস্ক গেটের কাছে গর্ডনের কালভেরীতে, বর্তমানের জেরুশালেমের উত্তর দিকের দেয়ালের বাইরে।

ঈসা মসীহের কবর– ইউ ১৯:৪১,৪২
ধারণা করা হয় যে, ঈসাকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল সেখানে এখন পবিত্র সেপালকার চার্চ আছে। অন্য এক ধারণা অনুসারে বাগানের গুহায় ঈসাকে কবর দেওয়া হয়েছিল, যা জেনারেল গর্ডন ১৮৮১ খ্রী: আবিষ্কার করেছেন।

ঈসা মসীহের পুনরুত্থান
ফ্রান্সের বিবলিওথেক জাতীয় যাদুঘরে নাসরত উৎকীর্ণ লিপি রক্ষিত আছে। সেই সময় বাদশাহ্‌র হুকুম ছিল কবর স্থানে ঢুকে কেউ যেন সেই জায়গা অপবিত্র না করে। যারা এই দোষে দোষী হত তাদের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। অনেকে মনে করে এই হুকুম তিবিরিয় অথবা ক্লৌদিয় দিয়েছিলেন এবং অনেকে মসীহের পুনরুত্থানের প্রমাণ হিসাবে এটা ব্যবহার করেছে। অন্যরা মনে করে এই হুকুম পরে দেওয়া হয়েছিল, তাই এটা মসীহের পুনরুত্থানের সঠিক প্রমাণ নয়।

ইঞ্জিল শরীফের জেরিকো শহর– লূক ১০:৩০-৩৭
১৯৫০ সালে ইঞ্জিল শরীফে উল্লিখিত জেরিকো শহর খনন করে তার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে নাট্যমঞ্চ, রাজপ্রাসাদ, দুর্গ এবং স্টেডিয়াম। মহান হেরোদ ও আর্খিল্লয়ের শীতকালীন রাজধানী ছিল জেরিকো শহর।

হেরোদের নির্মিত বায়তুল মোকাদ্দস– মথি ২৪:২; মার্ক ১৩:২
হেরোদের নির্মিত বায়তুল মোকাদ্দস থেকে দুটো পাথরের সাইনবোর্ড পাওয়া গেছে, তার একটা ১৮৭১ সালে অন্যটা ১৯৩৫ সালে। এগুলো সাধু স্তিফান নামে একটা গেটের কাছে পাওয়া গেছে (প্রেরিত ২১:২৮-৩১)। পাথরের সাইনবোর্ডে লেখা ছিল "কোন অ-ইহুদী এই বায়তুল মোকাদ্দস চারপাশের উঠান বা বারান্দায় ঢুকতে পারবে না। যদি কেউ এই আদেশ অমান্য করে ঢোকে তবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড এবং তা তাকে অবশ্যই দেওয়া হবে।"

বেথেলহাম– মথি ২:১; লূক ২:৪
বেথেলহামের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিছু দূরে রয়েছে মহান হেরোদের দুর্গ-রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। এর কিছু দক্ষিণ-পূর্বে মাসাদায় রয়েছে তাঁর পাহাড়ের দুর্গ।

নাসরত– মথি ২:২৩; লূক ১:২৬
নাসরতে ছিল ঈসার মা মরিয়মের কূয়া। সেফরিস্ নামে প্রসিদ্ধ শহরটা ছিল নাসরত শহরের ৩ মাইল উত্তরে। হেরোদ আন্তিপাস তাঁর চারদিকের দেয়াল তৈরি করেন এবং শহরটা সুন্দর করেন। যাফো ছিল নাসরত থেকে দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

অন্যান্য শহরগুলো– তিবিরিয়া (ইউ ৬:২৩), মগদালা, কফরনাহূম, কোরাসীন এবং বৈৎসৈদা শহরগুলো হয় গালীল সাগরের তীরে অবস্থিত ছিল নতুবা গালীল সাগরের খুব কাছেই ছিল। প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে এগুলোর অবস্থান সম্বন্ধে জানা গেছে। সিজারিয়া-ফিলিপী শহর ছিল হর্মোণ পাহাড়ের কাছে (মার্ক ৮:২৭) এবং দিকাপলির (একসঙ্গে যুক্ত দশটি শহর) (মথি ৪:২৫; মার্ক ৫:২০) বিষয়ে আগের চেয়ে আরও ভাল করে জানা গেছে।

সামেরিয়া– প্রেরিত ৮:৫
খনন কাজের ফলে গ্রীক-রোমীয় শহর সামেরিয়া সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে, বিশেষ করে মহান হেরোদের দুর্গ, অগাষ্টাসের জন্য তাঁর তৈরি বড় মন্দির, স্টেডিয়াম।

সিজারিয়া ফিলিস্তিন– প্রেরিত ১০:১,২৪
মহান হেরোদ এই সুন্দর শহরটি তৈরি করেছিলেন। ১৯৬০ সালে লিঙ্ক এক্সপিডিশান সমুদ্রের নিচে প্রাচীন বন্দরের অবস্থান খুঁজে পাওয়া গেছে। শহরে খননের ফলে একটা মঞ্চ, সভাস্থল ও স্টেডিয়াম পাওয়া গেছে।

অরোনটেস নদীর তীরে অবস্থিত এন্টিয়ক– প্রেরিত ১৩:১; ১৪:২৬-২৮
১৯৩২ খ্রী: থেকে প্রচুর খননের ফলে রোম সাম্রাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম শহরের সৌন্দর্য ও আকার দেখা গিয়েছে। এই জায়গা থেকে ঈসায়ী মিশনারী কাজ শুরু হয়েছে। খননের ফলে মোজাইকের অনেক সুন্দর নমুনা, অনেকগুলো ঈসায়ী মণ্ডলী এবং সাজানো ধাতুর তৈরি পানপাত্র পাওয়া গেছে। আন্তিয়খিয়ার সমুদ্র বন্দর সিলূকিয়া পিয়েরিয়ায় আর একটা উল্লেখযোগ্য খনন কার্য চালানো হয়েছে (প্রেরিত ১৩:৪)।

শাসনকর্তা– প্রেরিত ১৩:৭
লূক সের্গিয়-পৌলকে সরকারী নেতা হিসাবে অন্য নাম বলার চেয়ে শাসনকর্তা বলেছেন। ৫২-৫২ খ্রীষ্টাব্দের দিকে

পাথরের উপরে একটা লেখা পাওয়া গিয়েছে, যাতে লেখা আছে, "শাসনকর্তা, পৌলের অধীনে।"

পিষিদিয়ার এন্টিয়ক– প্রেরিত ১৩:১৪-৫২
১৮৩৩ খ্রী: এই শহরের অবস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯১০-১৩ খ্রী: পর্যন্ত উইলিয়াম রামসে Men নামে একজন দেবতার মন্দির খনন করেছিলেন। সেখানে পাথরের লেখা অনেক ফলক পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তী খনন কাজের দ্বারা এই শহরের সব কিছু পাওয়া গেছে।

এশিয়ার অন্যান্য শহর
খনন কাজের দ্বারা ইকনিয়, লুস্ত্রা ও দর্বী শহরকে চিহ্নিত করা হয়েছে ও অনেক বিষয় জানা গিয়েছে।

ফিলিপী শহর– প্রেরিত ১৬:১২-৪০
১৯১৪ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এই শহর খনন করা হয়েছে। খননের ফলে রোমীয় কল্‌নীর বাজার, ছাদ দেওয়া ফুটপাত ও মন্দির ইত্যাদির অবস্থান সম্বন্ধে জানা গেছে।

থিষলনীকী শহর– প্রেরিত ১৭:১,৬-৮
লূক শহরের সরকারী কর্মচারীদের বিষয়ে লিখেছেন। যে ১৭টি পাথরের ফলক পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, লূক যে পদবী দিয়েছেন তা সঠিক ছিল। ভারডার গেইটে পাওয়া সবচেয়ে প্রসিদ্ধ লেখা এখন বৃটেনের যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

এথেন্স শহর– প্রেরিত ১৭:১৫-৩৪
The American School of Classical Studies ১৯৩০ খ্রী: থেকে এথেন্সে খনন কাজ চালিয়ে আসছে। তারা প্রাচীন কালের বাজার খুঁজে পেয়েছেন।

করিন্থ শহর– প্রেরিত ১৮:১-১৭
১৮৯৬ সাল থেকে বার বার খনন কাজের দ্বারা প্রাচীন করিন্থ শহরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এটা প্রমাণিত হয়েছে গাল্লিয়ো ছিলেন শাসনকর্তা।

ইফিষ শহর– প্রেরিত ১৯:১-৪১
১৮৬৯ খ্রী: আর্তিমিশন নামে একটা মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। হযরত সোলায়মানের বায়তুল মোকাদ্দস হচ্ছে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আর তার পরে দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ মন্দির হচ্ছে এটা। পরবর্তী খননের দ্বারা নাট্যমঞ্চ, স্টেডিয়াম ও বাজারের অবস্থান সম্বন্ধে জানা গেছে।

লাইকাস উপত্যকার শহরগুলো
১৮৩৫ খ্রী: কলসী শহর আবিষ্কৃত ও চিহ্নিত করা হয়েছে। লায়দিকেয়াকে এখন এস্‌কি-হিসার বলা হয় (কল ২:১ ও প্রকা ৩:১৪)। এই আবিষ্কার থেকে জানা যায় যে, খনন করবার জন্য আরও অনেক কিছু বাকি আছে। হিয়রাপলিতে (কল ৪:১৩) অনেক গ্রীক-রোমীয় ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

পর্গাম শহর– প্রকা ১:১১; ২:১২
১৮৭৮ সাল থেকে খনন কাজের ফলে এই সুন্দর গ্রীক-রোমীয় শহরের সুন্দর শিল্পকলার কাজ সম্বন্ধে জানা গেছে। সম্প্রতি ১৯৫৫-৫৮ সাল পর্যন্ত এখানে খনন কাজ চালানো হয়েছে।

সার্দি শহর– প্রকা ৩:১,২
খনন কাজের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, আর্তেমিসের পূজার পরিবর্তে কিভাবে পরিশেষে ঈসায়ী ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে। সম্প্রতি ১৯৫৮ সাল থেকে আবার খনন কাজ শুরু হয়েছে।

রোম– প্রেরিত ২৮:১৬-৩১
রোম শহরকে "অনন্তকালীন শহর" বলা হয় এবং শহরটা প্রত্নতত্ত্ব কাজের জন্য খুবই সুন্দর জায়গা। খনন ও অনুসন্ধানের ফলে শহরের মন্দির, বাজার, নাট্যমঞ্চ, প্রাসাদ, পাথরের ফলক, গেইট ও সাধারণ লোকদের মিলনায়তনের সন্ধান পাওয়া গেছে।

পুরাতন নিয়মের ভূমিকা

ইহুদীদের পাক-কিতাবকে ঈসায়ীরা নাম দিয়েছে "পুরাতন নিয়ম" এবং তা ঈসায়ীদের কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রথম অংশ। একবারে প্রথম দিকের ঈসায়ীরা যখন পাক-কিতাব থেকে কোন কথা উল্লেখ করতো তখন তারা ইহুদীদের পাক-কিতাব থেকেই উল্লেখ করতো। প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইঞ্জিল শরীফের কিতাবগুলো লেখা না হওয়া পর্যন্ত ইহুদীদের পাক-কিতাবকে ঈসায়ীরা "পুরাতন নিয়ম" বলতে শুরু করেনি। ইহুদী পাক-কিতাবের ও ঈসায়ীদের পুরাতন নিয়মের মধ্যে কিতাবের বিভাগ নিয়ে কিছু পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

পুরাতন নিয়ম হচ্ছে প্রায় এক হাজার বৎসর সময় ধরে লেখা অনেক লেখকের দ্বারা লিখিত বিভিন্ন প্রকারের কিতাব। আসলে পুরাতন নিয়মের কোন কোন অংশ ১২০০ খ্রীঃ পূর্বেও লেখা। যে সকল কিতাব নিয়ে পুরাতন নিয়ম তৈরি হয়েছে তার অনেক বিষয়ই গল্পের আকারে বহু বৎসর পর্যন্ত মানুষের মুখে চলে আসছিল। পরে ঐগুলো লেখা হয় ও সংগ্রহ করে একত্রে রাখা হয় (যেমন পয়দা ১২-১৪ এ ইব্রাহিমের বিষয়ে অনেক কাহিনী)। পুরাতন নিয়মের কিতাবগুলো প্রথমে লেখা হয়েছিল ইবরানী ভাষায়। ইবরানী ভাষা ছিল ইসরাইল জাতির ভাষা। তবে শেষ দিকের কোন কোন কিতাব (বা তাদের কিছু কিছু অংশ) অরামীয় ভাষায় লেখা হয়। ঐ ভাষা প্রায় ইবরানী ভাষার মত।

আল্লাহ্ কেমন সে বিষয়ে ইসরাইল জাতির অভিজ্ঞতার বিবরণ হচ্ছে পুরাতন নিয়ম। যারা আল্লাহ্‌র এবাদত করে তাদের কেমন হওয়া উচিৎ তাও এ থেকে জানা যায় (লেবীয় ২০:৭-৮)। পুরাতন নিয়মে মাবুদ আল্লাহ্‌কে জগতের স্রষ্টারূপে দেখানো হয়েছে (পয়দা ১; জবুর ১০৪)। আল্লাহ্‌কে এমন একজন হিসাবেও তুলে ধরা হয়েছে যিনি আশীর্বাদ করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। আল্লাহ্‌র আশীর্বাদের কথাগুলো তিনি যে সমস্ত নিয়ম ইব্রাহিম থেকে শুরু করে ইসরাইল জাতির সঙ্গে করেছিলেন তার মধ্যে বলা আছে। আল্লাহ্ ইব্রাহিম ও সারার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তাঁদের বংশধরেরা একটা বড় জাতি হবে, তারা তাদের নিজেদের বলে একটা দেশ লাভ করবে, এবং তাদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির লোকেরাও তাঁর আশীর্বাদ লাভ করবে (পয়দা ১২:১-৩ ; ১৫:৫-৮, ১৮:২০; ১৭:৮)। আল্লাহ্ ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরদের আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের বাধ্যতার চিহ্ন হিসাবে তাঁর ঐ নিয়ম মনে রাখবার জন্য তাদের সকল পুরুষের খৎনা করার আদেশ দিয়েছিলেন। অনেক বৎসর পরে আল্লাহ্ হযরত মূসাকে দিয়ে

ইব্রাহিমের বংশধর ইসরাইল জাতিকে মিসর দেশের গোলামী থেকে মুক্ত করে আনলেন। তারপরে তারা সেই প্রতিজ্ঞা করা দেশে (কেনান দেশ) ঢুকবার আগে চল্লিশ বৎসর মরু-এলাকা দিয়ে ঘোড়াঘুড়ি করেছে। সেই ঘোড়াঘুড়ির সময়ে আল্লাহ্ সীনয় পাহাড়ে মূসা ও তাঁর জাতির লোকদের সঙ্গে একটা নিয়ম স্থির করলেন। এই নিয়ম (বা পবিত্র চুক্তি) র মধ্যে একটা বিশেষ জাতি হিসাবে কিভাবে জীবন যাপন করবে ও মাবুদ আল্লাহ্‌র সেবা করবে সে সমস্ত বিষয়ে নিয়ম ও আদেশ (হিব্রু ভাষায় 'তোরাহ্') ছিল। তারা যদি ঐসমস্ত নিয়ম মেনে চলে এবং আল্লাহ্‌র বাধ্য থাকে তাহলে আল্লাহ্ তাদের আদিপিতা ইব্রাহিমের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সে প্রতিজ্ঞার আশীর্বাদ তারা পাবে। কিন্তু তারা যদি তা পালন না করে তাহলে তাদের সেই দেশ তারা হারাবে ও তাদের শত্রুদের দ্বারা শাস্তি পাবে (দ্বিঃবিঃ ৭:৬-১৫)। আল্লাহ্‌র মনোনীত এই জাতি আল্লাহ্‌র ঐ নিয়ম কতটুকু পালন করতে পেরেছে আর কত ব্যর্থ হয়েছে, এবং তাদের অনেক অবাধ্যতার পরেও তিনি তাদের কিভাবে ক্ষমা করে তাদের রক্ষা করেছেন সে সমস্ত ইতিহাস পুরাতন নিয়মের অনেক অংশে আমরা দেখতে পাই। মূসার পাঁচটি কিতাব, ইতিহাসের কিতাব, জ্ঞান ও কবিতার কিতাব এবং নবীদের কিতাবগুলোর ভূমিকা দেখুন।

পুরাতন নিয়ম হল একখানা বিশ্বাসের কিতাব। ইহুদী ও ঈসায়ী উভয় ধর্মের লোকেরাই এই কিতাবকে তাদের জীবনে ক্ষমতা ও গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র কিতাবরূপে মান্য করে। এর অনেক অংশ এবাদতের সময়ে পাঠ করা ও গান করা হয়। এর মধ্যে যে আইন-কানুন আছে সেগুলো আল্লাহ্ দিয়েছিলেন যেন লোকেরা সেগুলো পালন করে এবং তার মধ্য দিয়ে তারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে পবিত্র ও ন্যায়বান হয়ে জীবন যাপন করে। পুরাতন নিয়মের গল্পগুলো সাধারণ মানুষের আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও বাধ্যতার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ঘটনাবলী মাধ্যমে মানুষকে

শিক্ষা ও উৎসাহ দান করে। এগুলো আরোও দেখিয়ে দেয় প্রেমময় আল্লাহ্ কিভাবে ঐসমস্ত সাধারণ মানুষকে তাঁর ভালবাসার কাজ দেখিয়েছেন। নবীরা তাঁদের শিক্ষায় জোর দিয়েছেন সুন্দর জীবন ও আল্লাহ্‌র সঠিক এবাদতের উপর। তাঁরা দেখিয়েছেন আল্লাহ্ এমন আল্লাহ্ যিনি ন্যায় বিচারক ও গরীব মানুষের পক্ষে কাজ করেন এবং তিনি মানুষের অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত রয়েছেন। জ্ঞানের কিতাবগুলো এজগতে সুন্দরভাবে চলার জন্য দরকারী জ্ঞান দেয় এবং এ কিতাবগুলোর মধ্যে অনেক কঠিন কঠিন বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর যুগ যুগ ধরে মানুষ খুঁজে এসেছে।

পুরাতন নিয়মের কিতাবের সংখ্যা সকল মণ্ডলীর বিশ্বাস অনুসারে এক নয়। তবে সকলেই এ বিষয়ে একমত যে পুরাতন নিয়মে আল্লাহ্ ও তাঁর লোকদের মধ্যে সম্পর্ককে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও আমরা যাতে ইঞ্জিল শরীফের অর্থ বুঝতে পারি তার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা।

তৌরাত শরীফের পাঁচটি কিতাব বা খণ্ড

পয়দায়েশ কিতাব থেকে দ্বিতীয় বিবরণ কিতাব– পুরাতন নিয়মের এই প্রথম পাঁচটি কিতাবকে "পঞ্চকিতাব" (ইংরেজীতে 'পেন্টাটিউখ') বলা হয়ে থাকে। ইহুদী পাক-কিতাবে এ কিতাবগুলোকে আইন-কানুনের কিতাব বলে। ইবরানী ভাষায় 'তোরাহ্' যার অর্থ "পরিচালনা" বা "নির্দেশ"। তবে এই কিতাবগুলোর মধ্যে আইন-কানুন ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ও আছে। এর মধ্যে আছে জগতের সৃষ্টির কাহিনী, আল্লাহ্‌র একটা বিশেষ জাতির লোকদের (বনি-ইসরাইলদের) বেছে নেওয়ার ইতিহাস, এবং সেই জাতিকে মিসরের গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্য যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ব্যবহার করেছিলেন তাঁর কথা। সেই নেতা মূসা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিয়ম-কানুন পেয়েছিলেন যে নিয়ম-কানুন ইসরাইল জাতির জীবন-যাত্রা ও তাদের এবাদত পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় হয়েছিল। এই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে এই পাঁচটি কিতাবে আরোও অনেক বিশেষ বিশেষ ঘটনার কথা লেখা আছে, যেমন ইসরাইল জাতির আদি পিতা-মাতা হওয়ার জন্য হযরত ইব্রাহিম ও বিবি সারাকে বেছে নেয়া, মিসরের গোলামী থেকে মুক্তি এবং তার পরে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা করা দেশের কাছে আসার আগ পর্যন্ত মরু-এলাকায় ঘোরাফেরার ঘটনার কথা।

তৌরাত শরীফ শুরু হয়েছে "সৃষ্টির শুরুতেই" যেখান থেকে আল্লাহ্ কিভাবে পৃথিবী এবং সমস্ত মানুষ সৃষ্টি করেছেন সে বিষয়ে বলা শুরু হয়েছে (পয়দা ১-৫)। তার পরে আছে নূহের কথা, বন্যার বিবরণ এবং কিভাবে মানুষের মধ্যে নানা রকমের ভাষার সৃষ্টি হল তার কাহিনী (পয়দা ৬-১১)। এইসব কাহিনীকে কখন কখন ইতিহাসের আগের কাহিনী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু পয়দায়েশ ১২ অধ্যায়ে ইব্রাহিম ও তাঁর স্ত্রী সারাকে বেছে নেয়া ও তাঁদের নিজ বাসস্থান ত্যাগ করে নতুন এক দেশে (কেনান) আসার ঘটনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র বেছে নেয়া জাতির (পরে যাদের ইসরাইল বলা হয়েছে) ইতিহাস শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ ইব্রাহিমের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁর বংশের লোকেরা একটা বড় জাতি হবে ও এক দিন কেনান হবে তাদের নিজেদের দেশ (পয়দা ১২:১-৩; ১৭:১-৮)। পয়দায়েশের বাকী অংশে কিভাবে ইব্রাহিম ও সারার কাছে করা আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা তাঁদের বংশধর ইস্‌হাক, ইয়াকুব ও তাদের পরিবারের জীবনে পূর্ণ হবার পথে এগিয়ে যায়।

হিজরত কিতাবের শুরুতে কিন্তু দেখা যায় আল্লাহ্‌র ঐসব প্রতিজ্ঞা যেন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কারণ ইব্রাহিম ও সারার বংশধরেরা মিসরে গোলামী করছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র সাহায্যের জন্য ঐ লোকদের কান্না তিনি শুনলেন এবং আল্লাহ্ তাদের মিসর থেকে মুক্ত করে বের করে আনার জন্য মূসাকে বেছে নেন (হিজ ৩:৪-১২)। এই বড় ঘটনাকে "মুক্তি" বা উদ্ধার বলা হয়ে থাকে। এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে হিজরত কিতাবে। মিসরে ইসরাইল জাতির গোলামীর ইতিহাস তাদের ভবিষ্যতের লোকদের কাছে মস্ত বড় স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকে। কারণ আল্লাহ্ যেমন তাদের রক্ষা করেছেন ও তাদের দুঃখ-কষ্টের সময়ে তাদের প্রার্থনা শুনেছেন, তেমনি দায়িত্ব ছিল তারাও যেন দুঃখী, দুর্বল ও নির্যাতিত মানুষকে সাহায্য করেন ও তাদের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করেন (হিজ ২৩:৬-৯, লেবীয় ২৫:৩৫-৩৮, দ্বি:বি: ৫:৬, ১২-১৩)।

হিজরত কিতাবে দ্বিতীয় বড় ঘটনা হল সিনয় পাহাড়ে হযরত মূসা ও তাঁর জাতির সংঙ্গে করা মাবুদের নিয়ম স্থাপন। লোকেরা কিভাবে জীবন যাপন করবে ও আল্লাহ্‌র এবাদত করবে সেসব বিষয়ে এই নিয়মে আইন-কানুন আল্লাহ্ দিয়েছেন। আল্লাহ্ প্রথমে তাদের বেছে নিয়েছিলেন এবং তারপর তাদের মিসর থেকে মুক্ত করেন। সিনয় পাহাড়ে আল্লাহ্ পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছিলেন তাঁর পবিত্র লোক হিসাবে তাদের কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে। এ বিষয়ের আইন-কানুন আছে হিজরত ২০-৪০ অধ্যায়ে; লেবীয় কিতাব; শুমারী কিতাবের কোন কোন অংশে; এবং দ্বিতীয় বিবরণে মূসার বিভিন্ন উপদেশে। শুমারী কিতাবের বাদবাকি অংশে আমরা জানতে পাই ইসরাইল জাতি কেনান দেশে যাবার পথে মরু এলাকায় কিভাবে চলছিল তার কথা। এই কিতাবের মধ্যে আমরা জানতে পাই মরু এলাকায় আল্লাহ্ লোকদের নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-পরীক্ষার সময় তাদের কিভাবে রক্ষা করে চলেছেন তার ইতিহাস। পঞ্চকিতাব বা তৌরাত শরীফ শেষ হয়েছে মোয়াবে জর্ডান নদীর কাছে ইসরাইল জাতির পূর্ব পুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা সেই কেনান দেশে প্রবেশ করার আগে তাঁবু খাটিয়ে বাস করার ঘটনা। তৌরাত শরীফের মধ্যে প্রধান চরিত্র হযরত মূসার। তাই বিশ্বাস করা হয় যে, তিনিই এ কিতাবগুলোর লেখক।

প্রথম খণ্ড : পয়দায়েশ

ভূমিকা

লেখক: ঐতিহাসিকভাবে ইহুদী এবং ঈসায়ীরা সহমত পোষণ করে বিশ্বাস করে যে, তৌরাত শরীফের লেখক বা সংকলকারী হলেন হযরত মূসা নিজেই– যে কিতাবগুলোকে আমরা মূলত পবিত্র “তৌরা” বলে থাকি। কিতাবুল মোকাদ্দস নিজেই কিতাবখানি মূসার লেখা বলে সুপারিশ করে, কারণ প্রেরিত ১৫:১ আয়াতে যে খৎনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা মূসা বনি-ইসরাইলকে শিখিয়েছেন বলে বলা হয়েছে তা প্রকৃত পক্ষে পয়দায়েশ ১৭ অধ্যায় উল্লেখিত শিক্ষা থেকে এসেছে। যাহোক এই কিতাবে এমন অনেক বিষয় আছে যা থেকে বুঝা যায় যে, কিতাবখানার সমস্ত কিছু মূসার দ্বারা লিখিত হয় নি (১৪:১৪; ৩৬:৩১; ৪৭:১১)।

যাদের জন্য লেখা হয়েছে: আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া লোক বনি-ইসরাইলদের জন্য।

লেখার তারিখ ও স্থান: ১৪৫০-১৪১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

শিরোনাম: হিব্রু ভাষায় কিতাবটির প্রথম শব্দ “বেরেসিথ” যার মানে “শুরুতে” হল কিতাবটির শিরোনাম। সাধারণত প্রাচীন কালে কোন পুস্তকের শিরোনাম হতো সেই পুস্তকের প্রথম বা প্রথম দু’টি শব্দ। বাংলা ভাষায় যে শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছে তা মূলত গ্রীক ভাষায় যে প্রথম অনুবাদ হয়েছিল “genesos” (২:৪, ৫:১) সেই অনুবাদ থেকে এসেছে। কিতাবখানার প্রসঙ্গ অনুসারে এই শব্দটির মানে হতে পারে “জন্ম” “বংশ-তালিকা” বা “উৎসের ইতিহাস”। সেজন্যই বাংলা অনুবাদে কিতাবখানার নাম “পয়দায়েশ” রাখা হয়েছে– মূলত যার অর্থ “সৃষ্টির শুরু”।

উদ্দেশ্য: এই কিতাবটি লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল যেন আল্লাহ্‌তা’লার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির রেকর্ড সংরক্ষণ করা এবং তাঁর উদ্দেশ্য এমন একদল লোককে বেছে নেওয়া যারা তাঁর এবাদত করবে। ইসরাইল জাতির আদিপুরুষেরা তাদের পরিবারের ইতিহাস লিখে রাখেন নি, কিন্তু তারা তা গল্পের মত করে বলে গেছেন। ঐ গল্পগুলো এক বংশ থেকে আর এক বংশ, এই ভাবে চালু ছিল। পরবর্তীকালে ঐগুলো লেখা হয় যেন ইসরাইল জাতি জানতে পারে আল্লাহ্ কিভাবে আসমান-জমীন সৃষ্টি করেন এবং কিভাবে তারা আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতিতে পরিণত হয়। এই কিতাব এ আরো বলা হয়েছে কিভাবে প্রথম নর ও নারী আদন বাগানে আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের সুন্দর সম্পর্ক নষ্ট করেছিল। আল্লাহ্ কিন্তু মানুষকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করেন নি। তিনি পরবর্তীকালে ইবরাম ও সারীকে (পরে যাঁদের নাম হয় ইব্রাহিম ও সারা) বেছে নিয়ে উত্তর ব্যাবিলনে তাদের পূর্বের বাসস্থান ছেড়ে কেনান দেশে চলে আসার জন্য আদেশ দেন। ঐ দেশ আল্লাহ্ ইব্রাহিম ও তাঁর সন্তানদের দেবার প্রতিজ্ঞা করেন। আল্লাহ্ আরও প্রতিজ্ঞা করেন যে, ইব্রাহিম ও তাঁর বংশ ভবিষ্যতে বড় একটা জাতিতে পরিণত হবে এবং তাদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতিকেও আশীর্বাদ করবেন (পয়দা ১২:১-৩)।

পয়দায়েশ কিতাবে আমরা বিভিন্ন বংশের কতগুলো তালিকা দেখতে পাই যে সব তালিকার মধ্য দিয়ে আমরা ইসরাইল জাতির লোকদের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক, তাদের সঙ্গে তাদের দেশের আশেপাশের অন্যান্য জাতি ও মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার লোকদের কি সম্পর্ক আছে তাও জানতে পারি।

কিতাবটির প্রকৃতি: কিভাবে দুনিয়া সৃষ্টি হলো? কারা ছিল আল্লাহ্‌র বাছাই করা জাতি? এসব প্রশ্ন ছাড়া আরও অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর আমরা পয়দায়েশ কিতাবে পাই। পয়দায়েশ, অর্থাৎ ‘সব কিছু শুরুর কিতাব’ হল পুরো কিতাবুল মোকাদ্দসের ভূমিকা, সমস্ত প্রকাশিত সত্যের ভিত্তি। সেপ্টুয়াজিন্ট (গ্রীক) অনুবাদে এই কিতাবটির যে নাম দেওয়া হয়েছে সেখান থেকেই এর নাম এসেছে। সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদে কিতাবটির দশটি অংশের শিরোনাম *he biblos* geneseos থেকে অর্থাৎ ২:৪; ৫:১; ৬:৯; ১০:১; ১১:১০; ১১:২৭; ২৫:১২; ২৫:১৯; ৩৬:১; ৩৭:২ থেকে এর নাম গ্রহণ করা হয়েছে। হিব্রু ভাষায় এর নাম হল ‘বেরেসিত’ (শুরুতে)। এ কিতাব এ আছে এই দুনিয়ার আরম্ভের, মানব জাতির আরম্ভের এবং ইসরাইল জাতির আরম্ভের কথা। পয়দায়েশ একটা বিশ্বাসেরও কিতাব অর্থাৎ এর প্রধান একটা বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্ কে তা বুঝানো এবং সৃষ্টির সময় থেকেই মানুষের জীবনে আল্লাহ্‌র স্থান কোথায় তা তুলে ধরা।

পটভূমির পিছনের কাহিনী: অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে যে, পয়দায়েশ সহ কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রথম পাঁচটি কিতাব হযরত মূসা লিখেছেন। তবে সঠিকভাবে বলা কঠিন যে, মূসা ঠিক কোন সময়ের লোক ছিলেন। কিতাবুল মোকাদ্দসে (১ বাদশাহ্‌নামা ৬:১) ও অন্যান্য

প্রাচীন লেখা থেকে আমরা বুঝতে পারি তিনি ১৪০০ খ্রী: পূ: থেকে ১২৫০ খ্রী: পূ: সময়ের মধ্যে কোন সময়ের মানুষ ছিলেন। যদি তাই হয় তাহলে পয়দায়েশ বয়স হবে ৩৩০০ বৎসর! যাহোক, গত দুই শতাব্দী ধরে কোন কোন কিতাবুল মোকাদ্দসের পণ্ডিত মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, আমরা যে পয়দায়েশ পড়ি তা মূসার অনেক পড়ে এই আকার লাভ করেছে– সম্ভবত ইসরাইল জাতি যখন ব্যাবিলনে নির্বাসনে ছিল (৫৮৭-৫৩৮ খ্রী: পূ:) সে সময়ে, তারা লক্ষ্য করেছেন যে, জগৎ সৃষ্টির দু'টি বর্ণনার (পয়দা ১:১-২:৪ ও ২:৪-২৫) মধ্য কিছুটা পার্থক্য আছে এবং ঐ দুই অংশে আল্লাহ্‌র দু'টি নাম ব্যবহার করা হয়েছে। তাই তারা বিশ্বাস করেন যে, এই দু'টি বর্ণনার লেখকও ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন যাদের পৃথক কাহিনীগুলো ইসরাইল জাতির প্রাচীন লোকদের পারিবারিক বিশ্বাসের অংশরূপে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু কে বা কারা ঐ সব কাহিনীগুলো লিখেছেন তা বড় প্রশ্ন নয়, কিন্তু তাদের সব কিছুরই মূল শিক্ষা স্পষ্ট যে, ইব্রাহিম, সারা ও তাঁদের বংশধর ইসরাইল জাতির আল্লাহ্ সমস্ত কিছুরই স্রষ্টা এবং তিনি সকল মানুষের নাজাতের জন্য মানুষের ইতিহাসে কাজ করেন।

কিতাবটির কাঠামো: পয়দায়েশকে দু'টি বড় ভাগে ভাগ করা যায়: ১–১১ অধ্যায়ের মধ্যে আছে জগতের সব কিছু সৃষ্টির বিবরণ ও মানুষের সর্বপ্রথম পরিবারগুলোর কথা ও নূহের বন্যার বর্ণনা এবং বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টির ইতহাস। ১২–৫০ অধ্যায়ে আছে ইসরাইল জাতির পূর্বপুরুষদের কাহিনী। ইব্রাহিম ও সারার বিবরণ থেকে তাঁদের নাতি ইয়াকুবের পরিবারের মিসরে বাস করা পর্যন্ত।

পয়দায়েশ কিতাবের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ: একটি কিতাবের বার্তা অনেক সময় এর সাহিত্যিক কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যের কারণে আরও সমৃদ্ধ হয়। পয়দায়েশ কিতাব দশটি মূল ভাবে বিভক্ত, যার প্রত্যেকটিকে "বিবরণ" নামে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে (২:৪; ৫:১; ৬:৯; ১০:১; ১১:১০; ১১:২৭; ২৫:১২; ২৫:১৯; ৩৬:১ আয়াত দেখুন; এছাড়া ৩৬:৯ এবং ৩৭:২ আয়াতে গুরুত্ব বোঝানোর জন্য তা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে)। প্রথম পাঁচটি অংশকে এক দলে ফেলা যায়, যার সাথে রয়েছে পুরো কিতাবটির একটি ভূমিকা (১:১–২:৩), যাকে যথার্থভাবে "আদি ইতিহাস" বলে অভিহিত করা যায় (১:১–১১:২৬)। মূল কাহিনীর ভূমিকাটিতে এসেছে আদম থেকে ইব্রাহিম পর্যন্ত সময়কালের কথা এবং তা আমাদেরকে দেখায় যে, আল্লাহ্ সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে কীভাবে একটি জাতি হিসেবে দেখেছেন। শেষের পাঁচটি অংশ তুলনামূলকভাবে বেশ দীর্ঘ, কিন্তু একটির সাথে আরেকটির সুস্পষ্ট প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। এখানে রয়েছে আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া ইসরাইল জাতির পূর্বপুরুষদের, অর্থাৎ ইব্রাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের পরিবারের সাথে আল্লাহ্‌র বিভিন্ন ঘটনাসমূহের বিবরণ– যাকে বলা হয়েছে "পূর্বপুরুষদের ইতিহাস" (১১:২৭–৫০:২৬)। এই অংশটি তিনটি বর্ণনামূলক চক্রের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়েছে (ইব্রাহিম–ইসহাক, ১১:২৭–২৫:১১; ইসহাক–ইয়াকুব, ২৫:১৯–৩৫:২৯; ৩৭:১; ইয়াকুব–ইউসুফ, ৩৭:২–৫০:২৬), যার মাঝে জায়গা করে নিয়েছে ইসমাইল (২৫:১২–১৮) এবং ইসের (৩৬ অধ্যায়) বংশের বিবরণ। কিতাবটির বিবরণে বারবারই জ্যেষ্ঠ পুত্রের তুলনায় কনিষ্ঠ পুত্রের উপরে অধিক গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি উঠে এসেছে: কাবিলের উপরে হাবিল, যেফতের উপরে সাম, ইসমাইলের উপরে ইসহাক, ইসের উপরে ইয়াকুব, অন্যান্য ভাইদের উপরে এহুদা ও ইউসুফ, এবং মানাশার উপরে আফরাহীম। আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত লোকেরা ও তাদের পরিবারের উপরে এই গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টিই হয়তো সামগ্রিকভাবে পয়দায়েশ কিতাবের সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক ও ধর্মতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। খুব চমৎকারভাবে এখানে এই বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে যে, আল্লাহ্‌র লোকেরা মানবীয় স্বভাবগত উন্নয়নের কোন ফল নয়, বরং তারা মানবীয় ইতিহাসে আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতাশালী ও অনুগ্রহপূর্ণ হস্তার্পণের ফল। তিনি অধঃপতিত মানুষগুলোকে এক নতুন জাতিতে পরিণত করেছেন, যারা তাঁর প্রতি ভক্তি সহকারে নিবদ্ধ থাকবে, যাদেরকে তাঁর রাজ্যের অধিবাসী হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে এবং তাদের মধ্য দিয়ে সমগ্র দুনিয়াতে অনুগ্রহের ধারা প্রবাহিত হবে।

পয়দায়েশ কিতাবে সংখ্যা ও সেই সাথে বিভিন্ন প্রতীক বেশ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। পুরো পয়দায়েশ কিতাবটিকে বিষয়বস্তু অনুসারে দশ ভাগে ভাগ করা যায়, সেই সাথে ৫ ও ১১ অধ্যায়েও এই সংখ্যক নাম দেখা যায় (৫:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। সাত সংখ্যাটিও প্রায়শ দেখা যায়। হিব্রু টেক্সটে ১:১ আয়াতে ঠিক সাতটি শব্দ রয়েছে এবং ১:২ আয়াতে ঠিক চোদ্দটি, অর্থাৎ সাতের দ্বিগুণ শব্দ রয়েছে। সমগ্র সৃষ্টিকর্ম বিশ্রামবার সহ মোট সাত দিনে সম্পন্ন হয়েছিল, ৪ অধ্যায়ের খান্দাননামায় সাতটি নাম রয়েছে (এ প্রসঙ্গে ৪:১৭-১৮ আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন ৪:১৫, ২৪; ৫:৩১), মহাবন্যার কাহিনীতে বিভিন্ন বিষয়ে সাত সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে, নূহ্ নবীর ৭০ জন বংশধর ছিল (১০ অধ্যায়), ইব্রাহিমের কাছে সাত গুণ বংশধরের ওয়াদা করা হয়েছিল (১২:২-৩), মিসরের ৭ বছরের প্রচুর শস্য ফলন ও ৭ বছরের দুর্ভিক্ষ (৪১ অধ্যায়), এবং ইয়াকুবের ৭০ জন বংশধর (৪৬ অধ্যায়)। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা, যেমন ১২ এবং ৪০ সংখ্যা দু'টিও বেশ কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে। পয়দায়েশ কিতাবটি মূলত গদ্যধর্মী বিবরণ, যার মধ্যে কিছু কিছু অংশে সংক্ষিপ্ত আকারে কাব্যের উপস্থাপনা এসেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ কাব্যটি হচ্ছে ৪৯:২-২৭ আয়াতে ইয়াকুবের দোয়া। গদ্যধর্মী বিবরণের বেশিরভাগ অংশেরই গীতি-গদ্যের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে এবং সেখানে বক্তব্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ পেয়েছে ও আরও

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা পয়দায়েশ কিতাবকে পৃথিবীর অন্যতম উৎকৃষ্ট একটি ঐতিহাসিক সাহিত্যকর্মে রূপ দিয়েছে। সৃষ্টির বিবরণের প্রথম তিন দিন ও শেষ তিন দিনের দু'টি ভাগের মধ্যে আনুভৌমিক ও লম্বভৌমিক সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় (১:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। এছাড়া এ ধরনের সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ হচ্ছে ৩ অধ্যায়ের গুনাহে পতন ও গুনাহের বিস্তৃতি এবং বিচার (পর্যায়ক্রমে সাপ, নারী ও পুরুষের গুনাহ্; আল্লাহ্ তাদেরকে জেরা করলেন এবং এর পর তিনি তাদের শাস্তি দিলেন); ৫ অধ্যায়ের প্রতিটি অনুচ্ছেদের শেষে "তিনি ইন্তেকাল করলেন" শব্দগুচ্ছের ব্যবহার; মহা বন্যার কাহিনীর মাঝে "কিন্তু আল্লাহ্ নূহ্‌কে স্মরণ করলেন" এই শব্দগুচ্ছের নাটকীয় প্রভাব; ১১:১-৯ আয়াতে ব্যাবিলনের দালানের বিবরণের বালুঘড়ির মত কাঠামো (১-২, ৮-৯ আয়াতে বর্ণনা; ৩-৪, ৬-৭ আয়াতে আলোচনা; ৫ আয়াতে কাহিনীর মোড় পরিবর্তনের সূচনা); ৪০:১৯ আয়াতের ভয়ঙ্কর স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা (৪০:১৩ আয়াতে দেখুন); জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং কনিষ্ঠ পুত্র সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ– এগুলো এবং আরও অনেক সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এই কিতাবটির বিবরণ অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং তা পাঠকের কাছে এমন নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করে যে, প্রত্যেকটি পাঠক কিতাবটি পাঠ করতে গিয়ে প্রচণ্ড মনোযোগী হয়ে উঠবে।

কিতাবখানির ধর্মতাত্ত্বিক বার্তা ও মূলসূর: পয়দায়েশ কিতাবে ধর্মতাত্ত্বিক বার্তা ও মূল বিষয়ে সমস্ত কিছু শুরুর কথা বলা হয়েছে– মহাকাশ ও পৃথিবী, আলো ও অন্ধকার, আকাশ ও সমুদ্রসমূহ, ভূমি ও গাছপালা, সূর্য, চাঁদ ও তারা, বাতাস ও ভূমিতে বাসকারী পশু-পাখী, আল্লাহ্‌র নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি, বিবাহ ও পরিবার, সমাজ ও সভ্যতা এবং পাপ ও পাপ থেকে মুক্তি। সৃষ্টির এই তালিকা আরও অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পয়দায়েশের প্রধান শব্দ হল "বর্ণনা" যে শব্দটি প্রকৃত পক্ষে কিতাবখানিকে প্রধাণত ১০টি ভাগে ভাগ করেছে, যেমন যার মধ্যে রয়েছে জন্ম, বংশ-তালিকা ও ইতিহাস। পয়দায়েশ কিতাবখানি হল এমন ভিত্তি যার উপর দাঁড়িয়ে একজন পুরো কিতাবুল মোকাদ্দসখানি বুঝতে পারবেন। এর বার্তা বা বাণী খুবই সমৃদ্ধ ও জটিল এবং এর প্রধান বিষয়গুলোর তালিকা আমাদেরকে পুরো কিতাবুল মোকাদ্দসের একটি সংক্ষিপ্ত বাণী প্রদান করে। এটি এমন একটি উচ্চতর কিতাব যেটি আমাদেরকে সম্পর্কের বিষয় বলে– আল্লাহ্ ও এর সৃষ্টির মধ্যকার বিষয়গুলোকে তুলে ধরে, আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক ও মানুষের উৎপত্তির কথা বলে। পুরো কিতাবখানিতে এক আল্লাহ্‌র কথা বলে– এই বিশ্বভ্রম্মাণ্ডে মাত্র একজন আল্লাহ্ আছেন ও এর বিপরীতে যে বহু আল্লাহ্‌র ধারণা পুরোপুরি অস্বীকার করে। এটি পরিস্কারভাবে শিক্ষা দেয় যে, এই বিশ্বভ্রম্মান্ডে যা কিছু আছে তার উপর মাত্র একজন সার্বভৌম আল্লাহ্ আছেন এবং তিনি মাঝে মাঝে তাঁর অসীম স্বাধীনতা ব্যবহার করেন মানুষের জন্য কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও পরিকল্পনা নির্মাণ করার জন্য। কিতাবখানি আল্লাহ্‌কে আমাদের কাছে এমন ভাবে উপস্থাপিত করে যে, যিনি তাঁর বেছে নেওয়া লোকদের সঙ্গে চুক্তি করেন, তাঁর বিশশ্বস্ততা ও ভালবাসা দেখান, তাদের আহ্বান করেন ও তাঁদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন। কিতাবখানিতে কোরবানী ও উৎসর্গকে "জীবনের জন্য জীবন" হিসাবে স্থাপন করেন (২২ অধ্যায়)।

কিতাবখানিতে প্রথমবারের মত আমাদের একটি ইঙ্গিত দেয় মন্দতার শক্তির হাত থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ্ আমাদের একটি সুযোগ দিতে চান (তুলনা করুন ৩:১৫ আয়াতের সঙ্গে রোমীয় ১৬:১৭-২০) এবং এখানেই আমরা পাই বিশ্বাস বা ঈমানের তাৎপর্য সম্বন্ধে সবচেয়ে পুরানো ও সবচেয়ে জ্ঞানসমৃদ্ধ বাক্য (১৫:৬)। ইঞ্জিল শরীফের ইবরানী কিতাবের ১১ অধ্যয়ে যে ঈমানের বীরদের তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে অর্ধেকের বেশি ঈমানের বীরদের তালিকা পয়দায়েশ কিতাবে পাওয়া যায়। পয়দায়েশ কিতাবখানিতে সম্পর্কের বিষয়ে, আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার বিষয়, আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক ও মানুষ ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের কথা বলে।

প্রধান প্রধান লোক: আদম, হাওয়া, নূহ, ইব্রাহিম, সারা, ইসহাক, রেবেকা, ইয়াকুব ও ইউসুফ।

প্রধান আয়াত: "পরে আল্লাহ্ তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করলেন; আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতেই তাকে সৃষ্টি করলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করে তাদেরকে সৃষ্টি করলেন।" (১:২৭)

"আমি তোমার মধ্য থেকে একটি মহাজাতি উৎপন্ন করবো এবং তোমাকে দোয়া করে তোমার নাম মহৎ করবো; তাতে তুমি দোয়ার আকর হবে। যারা তোমাকে দোয়া করবে তাদের আমি দোয়া করবো; যে কেউ তোমাকে বদদোয়া দেবে তাকে আমি বদদোয়া দেব। তোমার মধ্য দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত জাতি দোয়া লাভ করবে। (১২:২,৩)

কিতাবটির রূপরেখা:

নিচে এই দুই ভাগের বিষয় এভাবে দেখা যায়:-

১. প্রাথমিক ইতিহাস (১:১-১১:২৬)
 ক. আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং আসমান ও জমীনের সৃষ্টির পর্যায় (১:১-২:৩)
 খ. দুনিয়ার প্রথম মানুষ (২:৪-৪:২৬)
  ১. আদন বাগানে পুরুষ ও স্ত্রী (২:৪-২৫)
  ২. মানুষের আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করা (৩:১-২৪)
  ৩. আদম ও বিবি হাওয়ার পুত্ররা (৪:১-২৬)
 গ. আদমের বংশধর (৫:১-৬:৮)
  ১. হযরত আদম থেকে হযরত নূহের পারিবারিক

যোগসূত্র (৫:১-৩২)
২. মানুষের দুষ্টতা (৬:১-৮)
ঘ. হযরত নূহের বংশধরেরা (৬:৯-৯:২৯)
১. হযরত নূহ্‌ ও বন্যা (৬:৯-৯:১৯)
২. কেনারের উপর অভিশাপ (৯:২০-২৯)
ঙ. নূহের পুত্রদের বংশধর (১০:১-১১:৯)
১. বংশধর, ভাষা, ভূমি ও জাতিরা (১০:১-৩২)
২. ব্যাবিলনের ভাষা ভেদ (১১:১-৯)
চ. সামের বংশধরগণ (১১:১০-২৬)
২. পূর্বপুরুষদের ইতিহাস (১১:২৭-৫০:২৬)
ক. তারেখের বংশধর (১১:২৭-২৫:১৮)
১. তারেখের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা (১১:২৭-৩২)
২. হযরত ইবরাহিমের দেশত্যাগ (১২:১-৯)
৩. মিসর দেশে হযরত ইবরাহিম (১২:১০-২০)
৪. হযরত ইবরাহিম ও লূতের আলাদা হওয়া (১৩:১-১৮)
৫. হযরত ইবরাহিম লূতকে উদ্ধার করেন (১৪:১-২৪)
৬. ইবরাহিমের সঙ্গে আল্লাহ্‌র চুক্তি (১৫:১-২১)
৭. ইসমাইরের জন্ম (১৬:১-১৬)
৮. খৎনার চুক্তি (১৭:১-২৭)
৯. সাদুম শহরের ধ্বংস (১৮:১-১৯:২৯)
১০. লূতের মেয়েদের সংগে লূতের সম্পর্ক (১৯:৩০-৩৮)
১১. আবিমালেক সারাকে তাঁর হেরেমে নিয়ে যান (২০:১-১৮)
১২. ইসহাকের জন্ম (২১:১-২১)
১৩. হযরত ইবরাহিমের সঙ্গে আবিমালেকের চুক্তি (২১:২২-৩৪)
১৪. হযরত ইবরাহিমের পরীক্ষা (২২:১-১৯)
১৫. নাহুরের সন্তানেরা (২২:২০-২৪)
১৬. সারার মৃত্যু ও কবর (২৩:১-২০)
১৭. ইসহাকের বিয়ে (২৪:১-৬৭)
১৮. হযরত ইব্রাহিমের মৃত্যু (২৫:১-১১)
১৯. ইসমাইলের বংশ তালিকা (২৫:১২-১৮)
খ. ইসহাকের বংশ তালিকা (২৫:১৯-৩৭:১)
১. ইস্‌ ও ইয়াকুবের জন্ম (২৫:১৯-২৬)
২. ইস্‌ তার জন্মাধিকার বিক্রি করেন (২৫:২৭-৩৪)
৩. গরারে হযরত ইসহাক (২৬:১-৩৫)
৪. হযরত ইসহাক ইয়াকুবকে দোয়া করেন (২৭:১-৪৫)
৫. ইয়াকুব পালিয়ে যান (২৭:৪৬-২৮:৯)
৬. ইয়াকুব বেথেলে যান (২৮:১০-২২)
৭. ইয়াকুবের সঙ্গে রাহেলার দেখা হওয়া (২৯:১-১৪)
৮. ইয়াকুব লেয়া ও রাহেলাকে বিয়ে করেন (২৯:১৫-৩০)
৯. ইয়াকুবের সন্তানেরা (২৯:৩১-৩০:২৪)
১০. ইয়াকুব কেনানে ফিরে আসার প্রস্তুতি নেন (৩০:২৫-৩১:১৮)
১১. লাবন গিলিয়দে ইয়াকুবকে ভর্ৎসনা করেন (৩১:১৯-৫৫)
১২. ইসের সঙ্গে ইয়াকুব দেখা করার প্রস্তুতি নেন (৩২:১-২১)
১৩. আল্লাহ্‌র ফেরেশতার সঙ্গে ইয়াকুবের মল্লযুদ্ধ (৩২:২২-৩২)
১৪. ইসের সঙ্গে ইয়াকুবের পুনর্মিলন (৩৩:১-২০)
১৫. দীনার সম্ভ্রম হারানো (৩৪:১-৩১)
১৬. ইয়াকুবের হেবরনে গমন (৩৫:১-২৯)
১৭. ইদুম দেশে ইসের সন্তানেরা (৩৬:১-৩৭:১)
গ. ইয়াকুবের বংশধর (৩৭:২-৫০:২৬)
১. ইউসুফকে গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া (৩৭:২-৩৬)
২. এহুদা ও তামর (৩৮:১-৩০)
৩. ইউসুফ মিসরে (৩৯:১-২৩)
৪. বাদশাহ্‌র জেলে ইউসুফ (৪০:১-২৩)
৫. ইউসুফ ফেরাউনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন (৪১:১-৫৭)
৬. মিসরে ইউসুফের ভাইদের প্রথম যাত্রা (৪২:১-৩৮)
৭. ইউসুফের ভাইয়ো আবার মিসরে যান (৪৩:১-৩৪)
৮. বিন্‌ইয়ামীন চুরির দায়ে গ্রেফতার হন (৪৪:১-৩৪)
৯. ইউসুফ তাঁর পরিচয় দেন (৪৫:১-২৮)
১০. ইয়াকুবের পরিবার মিসরে যাত্রা (৪৬:১-২৭)
১১. মিসরে ইয়াকুবের পরিবারের বসবাস (৪৬:২৮-৪৭:১২)
১২. ইউসুফ মিসরে দুর্ভিক্ষের দেখাশুনা করেন (৪৭:১৩-২৬)
১৩. কেনান দেশে হযরত ইয়াকুবকে দাফন করার অনুরোধ (৪৭:২৭-৩১)
১৪. ইফ্রয়িম ও মানাসাকে ইয়াকুবের দোয়া (৪৮:১-২২)
১৫. ইয়াকুব তাঁর বারোজন পুত্রকে দোয়া করেন (৪৯:১-২৮)
১৬. ইয়াকুবের মৃত্যু ও কবর (৪৯:২৯-৫০:১৪)
১৭. ইউসুফ ভাইদের পুনঃনিশ্চয়তা দেন (৫০:১৫-২১)
১৮. হযরত ইউসুফের মৃত্যু (৫০:২২-২৬)

পয়দায়েশ কিতাবের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ

আল্লাহ্‌ এই আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছিলেন। এরপর তিনি পুরুষ স্ত্রীলোক করে তাঁদের সৃষ্টি করে একটি সুন্দর বাগানে রেখেছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁরা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে গুনাহ্‌ করলে মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁকে আদন বাগান থেকে বের করে দিলেন যেন তিনি যা থেকে গৃহীত সেই মাটিতে কৃষিকর্ম করেন (পয়দা ৩:২৩)।

অরারট: অনেক বছর পরে দুনিয়ার লোকেরা এত বেশি গুনাহ্‌ করতে শুরু করলো যে, আল্লাহ্‌ তাদের এক ভীষণ বন্যা দিয়ে এই দুনিয়া থেকে মুছে ফেলবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু নূহ্‌ ধার্মিক হওয়াতে তিনি তাঁকে রক্ষা করতে চাইলেন। তিনি তাঁকে একটি জাহাজ তৈরি করে এই বন্যা থেকে রক্ষা পাবার উপায় বলে দিলেন। বন্যার পরে এই জাহাজটি অরারট পর্বতশ্রোণীতে গিয়ে আট্‌কে ছিল (৮:৪)।

ব্যাবিলন: লোকেরা কখনো শিক্ষা গ্রহণ করে না। তারা আবার গুনাহে জীবন-যাপন করতে থাকে। কিন্তু এর মধ্য দিয়েই সভ্যতা এগিয়ে যায়। প্রাচীন ব্যাবিলন দেশের শিনিয়র অঞ্চলে সম্রাট নমরূদ যে বিখ্যাত নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এই ব্যাবিলন তার মধ্যে অন্যতম। তারা মহাবন্যার পর ব্যাবিলন দেশে একটি সু-উচ্চ ঘর বা টাওয়ার নির্মাণ করেছিল। সুনাম লাভ করা এবং তাদেরকে যেন আর কোথাও গিয়ে বসবাস করতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে তারা মূলত এই টাওয়ার তৈরি করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌ মাবুদ তাদের সেই আশা পূর্ণ করতে দেন নি এবং তাদের সেই পরিকল্পনাকে তিনি তাদের ভাষার মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে ব্যর্থ করে দিলেন, আর তখন থেকেই এটি ‘ব্যাবিলন’ নামে পরিচিত, যার অর্থ “বিভেদ” (১১:৮,৯)।

ঊর: কল্‌দীয়দের একটি শহর, হারণের জন্মস্থান, শিনরের বা উত্তর কলদীয়ের বৃহত্তম বাণিজ্যিক শহর এবং ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। সামের বংশধর, ইসরাইল জাতির পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (১১:২৮)।

হারণ: হযরত ইব্রাহিমের পিতা তারেখ, ইব্রাহিম, লূত ও সারা কেনান দেশের উদ্দেশ্যে ঊর নগর ছেড়ে বেরিয়ে পরেন ও কিছু কাল হারণে বাস করেন (১১:৩১)।

শিখিম: মাবুদ আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে হারণ ছেড়ে কেনান দেশের উদ্দেশে বের হতে আদেশ করেন কারণ তিনি সেখানেই তাদের মহাজাতি হিসাবে গড়ে তুলবেন। তারা হারণ ত্যাগ করে কেনান দেশের শিখিমে আসেন। এই স্থানে মাবুদ ইব্রাহিমের কাছে দেখা দেন, তিনি এখানে তাঁবু ফেলেন ও মোরিয়ার ওক গাছের নিচে কোরবানগাহ্‌ তৈরি করেন (পয়দা ১২:৬)।

হেবরন: ইব্রাহিম সেখান থেকে সরে এসে হেবরনে তাঁবু স্থাপন করেন। এখানে তাঁরা অনেক দিন অবস্থান করেন (১৩:১৮)। ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুব তাঁরা সকলেই এখানে বাস করেন ও এখানেই তাঁদের কবর দেওয়া হয়।

বের্‌-শেবা: ইব্রাহিম এখানে একটি কূপ খনন করেছিলেন। এটি নিয়ে বাদশাহ্‌ আবিমালেকের সঙ্গে তিনি বিরোধে জড়িয়ে পরেন ও পরে ইব্রাহিম এবং আবিমালেক একত্রিত হয়েছিলেন এবং তাদের এই নতুন সম্পর্কের চিহ্ন হিসেবে তাঁরা পরস্পর ‘কসম’ খেয়েছিলেন (২১:৩১)। এর অনেক পরে ইসহাক ঐ একই স্থানে কসম খেয়ে এই নাম উল্লেখ করেছিলেন। এটি উভয়ের পূর্বপুরুষদের জন্য উপযুক্ত বা ঐতিহ্যবাহী বাসস্থান ছিল।

বেথেল: হযরত ইয়াকুব বের্‌-শেবা থেকে হারণের পথে যাওয়ার সময় এখানে স্বপ্ন দেখেন যে, ফেরেশতারা একটি সিঁড়ি বেয়ে বেহেশত থেকে দুনিয়ায় উঠা-নামা করছে, যে সিঁড়ির চূড়া বেহেশত পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, পয়দা ২৮:১০,১৯। তাঁর ফিরে আসার সময় তিনি আবার এই স্থান পরিদর্শন করেন, সেই সময় আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁর সাথে কথা বলেন। আর এই সময় তিনি কোরবানগাহ্‌ নির্মাণ করেন এবং সেই স্থানের নাম রাখেন এল-বৈথ-এল বা বেথেল।

মিসর: ইউসুফকে ইসমাইলীয়দের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার পর তারা তাঁকে নিয়ে মিসরের রাজ কর্মচারীর কাছে বিক্রি করে দেন। আল্লাহ্‌ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। একসময় ইউসুফ সেই দেশের শাসনকর্তা হন। তখন ইয়াকুব তাঁর পরিবারের সমস্ত লোকদের নিয়ে মিসরে যান। ইউসুফ হযরত ইয়াকুব ও তাঁর গোটা পরিবারকে গোশনে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দেন। এভাবে তাঁরা সেই দেশেই একটি জাতি হিসাবে বৃদ্ধি পান।

আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিবরণ

১ ১ আদিতে আল্লাহ্ আসমান ও দুনিয়া সৃষ্টি
করলেন।
২ দুনিয়া আকারবিহীন ও শূন্য ছিল এবং
অন্ধকারে ঢাকা গভীর পানির উপরে ছিল, আর
আল্লাহ্‌র রূহ্ পানির উপরে বিচরণ করছিলেন।
৩ আল্লাহ্ বললেন, আলো হোক; তাতে আলো
হল। ৪ তখন আল্লাহ্ আলো উত্তম দেখলেন এবং
আল্লাহ্ অন্ধকার থেকে আলো পৃথক করলেন।
৫ আল্লাহ্ আলোর নাম 'দিন' ও অন্ধকারের নাম
'রাত' রাখলেন। আর সন্ধ্যা ও সকাল হলে তা
প্রথম দিন হল।
৬ পরে আল্লাহ্ বললেন, পানির মধ্যে একটা
শূন্যস্থান সৃষ্টি হোক ও পানিকে দু'ভাগে বিভক্ত
করুক। ৭ আল্লাহ্ এভাবে একটা শূন্যস্থান সৃষ্টি
করে শূন্যস্থানের উপরের পানি থেকে শূন্যস্থানের
নিচের পানি বিভক্ত করলেন; তাতে সেরকম
হল। ৮ পরে আল্লাহ্ শূন্যস্থানের নাম আসমান

[১:১] ইউ ১:১-২।
[১:২] ইশা ২৩:১।
[১:৩] জবুর ৩৩:৬; ২করি ৪:৬।
[১:৪] জবুর ১০৪:৩১।
[১:৫] জবুর ৭৪:১৬।
[১:৬] ২পিতর ৩:৫।
[১:৭] জবুর ৬৮:৩৩;
[১:৮] ইশা ৪০:২২।

১:১-৮ আদিতে আল্লাহ্ ... দ্বিতীয় দিন হল। পয়দায়েশে আল্লাহ্‌কে সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টারূপে দেখানো হয়েছে। সব কিছুর শুরুর এই কিতাবের প্রথমে যে "আসমান ও জমীনের" কথা আছে তা হল সমস্ত বিশ্ব, এর মধ্যের সকল গ্রহ, উপগ্রহ, তারা, ছায়াপথ, ইত্যাদির সব কিছু রয়েছে। পৃথিবীকে আকারবিহীন ও জলীয় অবস্থায় ছিল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীন কালের লোকেরা পৃথিবীকে বিশাল জলাশয়ের ওপরে একটা বড় চ্যাপ্টা চাকতির মত কল্পনা করতো (জবুর ১৩৯:৬)। আসমানকেও মনে করা হতো যেন একটা সীমাহীন সমুদ্র। সেই সময় পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য আকাশকে একটা শক্ত ঢাকনা রূপে মনে করা হতো (১:৮)। পৃথিবীর সৃষ্টির আগে এই দুই বিশাল সমুদ্র এক সঙ্গে ছিল। আল্লাহ্ দ্বিতীয় দিনে তা আলাদা করেন, যেমন তিনি প্রথম দিন আলো থেকে অন্ধকারকে আলাদা করেন (১:৩-৫)। পয়দায়েশের লেখকের মতই জবুরের লেখকও বলেন যে, আল্লাহ্ তাঁর মুখের কথা দিয়ে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছিলেন (জবুর ৩৩:৬, ১৪৮:৫)। যেমন, আল্লাহ্ বললেন "আলো হোক"। আর আলো হল (১:৩)। তার পরে আল্লাহ্ আলো দেয় এমন সব কিছু যেমন– সূর্য, চাঁদ ও তারা ইত্যাদি, যা দিন থেকে রাতকে পৃথক করতে বললেন (১:১৪-১৯)। প্রাচীন কালের লোকেরা অন্ধকার ও শুন্যতার ওপরে আল্লাহ্‌র জয়লাভ বা গৌরব বলে স্বাগতম জানাতো।

১:১ আদিতে। ইউহোন্না ১:১-১০ আয়াতে এই একই বাক্য ব্যবহার করে মসীহের সৃষ্টির কাজের কথায় জোর দেওয়া হয়েছে।

আদিতে আল্লাহ্। এখানে ও ১:১-২:৩ এর অন্য সব স্থানে 'আল্লাহ্' শব্দের ইবরানী হচ্ছে "ইলোহিম"। এটা হচ্ছে 'এল' শব্দের বহুবচন। এ কথার দ্বারা "দেবতাগণ"ও বুঝানো যেত। কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দসে এখানে এর দ্বারা একমাত্র সত্য আল্লাহ্ যিনি সব কিছুরই স্রষ্টা তাঁকেই বুঝানো হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দস সব সময়েই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করে আসছে এবং বিষয়টি নিয়ে কখনও বিতর্ক করে নি। যদিও সব কিছুরই আরম্ভের সময় আছে কিন্তু আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সব সময়েই ছিল। পুরাতন নিয়মে হিব্রু ক্রিয়াপদ "সৃষ্টি" কথাটি মাত্র আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, তা মানুষের কোন সৃষ্টি বা বা কার্যক্রমের উপর জোর দেওয়া হয় নি।

বেহেশত ও দুনিয়া। "সমস্ত কিছু" (ইশা ৪৪:২৪)। আল্লাহ্ যে সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা তা হেদা ১১:৫, ইয়ার ১০:১৬; ইউহোন্না ১:৩; কল ১:১৬; ইব ১:২ ইত্যাদি আয়াতেও বলা হয়েছে। জীবন-ধর্মী ও ইতিবাচক ভাবে প্রথম আয়াতটি ইশাইয়া ৪৫:১৮ আয়াতে সংক্ষিপ্ত আকারে খুবই সুন্দরভাবে বলা হয়েছে।

১:২ দুনিয়া আকারবিহীন ও শূন্য ছিল। অথবা "আল্লাহ্ যখন মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করতে শুরু করেন, তখন পৃথিবী শুন্য ছিল, এবং তার মধ্যে কোন জীবন ছিল না।"

আল্লাহ্‌র রূহ্। অথবা "মহাশক্তিশালী এক বাতাস" সৃষ্টির কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সৃষ্টিশীল শক্তি আজও কাজ করে চলেছে (দেখুন, আইউব ৩৩:৪; জবুর ১০৪;৩০)।

১:৩ আল্লাহ্ বললেন। এর মানে তিনি তাঁর রাজকীয় ডিক্রি জারি করলেন, এবং এই ডিক্রির মধ্য দিয়ে তিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টি করলেন (জবুর ৩৩:৬, ৯; ইব ১১:৩)।

আলো হোক। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পৃথিবীতে সেই প্রাথমিক অন্ধকারের মধ্যে আলোর সৃষ্টি হল। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি দৃশ্যমান হবার জন্য ও জীবন সৃষ্টির জন্য আলোর প্রয়োজন ছিল। পুরাতন নিয়মে আলো আবার জীবন ও আশীর্বাদের প্রতীকস্বরূপ, (দেখুন ২ শামু ২২:২৯; আইউব ৩:২০; ৩০:২৬; ৩৩:৩০; জবুর ৪৯:১৯; ৫৬:১৩; ৯৭:১১; ১১২:৪; ইশাইয়া ৫৩:১১; ৫৮:৮, ১০; ৫৯:৯; ৬০:১, ৩)। হযরত পৌল এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন পাপে পতিত হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র পুনঃ সৃষ্টির কাজের উদাহারণ হিসাবে (২ করি ৪:৬)।

১:৪ উত্তম। আল্লাহ্ যে সমস্ত সৃষ্টির কাজ করেছিলেন তা ছিল উত্তম বা ভাল (দেখুন, ১০,১২,১৮,২১,২৫ আয়াত); প্রকৃতপক্ষে যে উপসংহার টানা হয়েছে তা হল "চমৎকার" (৩১)। সৃষ্টি, যেভাবে গঠিত হয়েছে ও সুশৃঙ্খলভাবে অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয়েছে, সেখানে কোন বিশৃঙ্খল কিছু ছিল না এবং কোন অন্ধকার বা ভয়ের কোন শক্তি যা আল্লাহ্‌র বা লোকদের বিরুদ্ধে যেতে পারে। যদিও সেখানে গভীর অন্ধকার রাখা হয়েছিল তা ছিল মঙ্গলের পক্ষে কাজ করার জন্য যা জীবনের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ ও জীবন বজায় রাখার জন্য (দেখুন জবুর ১০৪:১৯-২৬; ১২৭:২)।

১:৫ নাম ... রাখলেন। দেখুন ৮-১০ আয়াত। প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে, বাদশাহ্ লোকদের বা কোন জিনিষের নাম দিতেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতেন যে, এদের উপর তাঁর কর্তৃত্ব আছে (দেখুন ১৭:১৫; ৪১:৪৫; ২ বাদশাহ্ ২৩: ৩৪; ২৪:১৭; দানি ১:৭)। সৃষ্টির বিবরণে আল্লাহ্ এই বিশ্ব ভ্রমাণ্ডের বাস্তবতা, দিন, রাত, আসমান, ভূমি এবং সাগরের নাম দিয়েছেন। এরপর তিনি মানুষকে ক্ষমতা দিয়েছেন প্রাণীদের নামকরণ করার জন্য যার উপর মানুষ কর্তৃত্ব করবে (দেখুন ২৬,২৮ আয়াত)।

১:৫ আর সন্ধ্যা .... প্রথম দিন হল। ইসরাইল জাতির দিন শুরু হতো সন্ধ্যা বেলা বা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়। তাই পূর্ণ একদিন মানে এক সন্ধ্যা থেকে পরবর্তী সন্ধ্যা পর্যন্ত।

১:৬-৮ শূন্যস্থান সৃষ্টি হোক .... আসমান। প্রাচীন ইসরাইল জাতির লোকেরা আকাশকে একটা ফাঁকা জায়গা বা পৃথিবীর ওপরে একটা বিশাল ঢাকনার মত ভাবত; এবং পর্বতকে মনে করতো আকাশকে ঠেকিয়ে রাখার মত বড় বড় থাম (আইউব

BACIB International Bible CHURCH

রাখলেন আর সন্ধ্যা ও সকাল হলে দ্বিতীয় দিন
হল।
৯ পরে আল্লাহ্ বললেন, আসমানের নিচস্থ
সমস্ত পানি একটি স্থানে সংগৃহীত হোক ও স্থল
প্রকাশিত হোক; তাতে সেরকম হল। ১০ তখন
আল্লাহ্ স্থলের নাম ভূমি ও জমাকৃত পানির নাম
সমুদ্র রাখলেন; আর আল্লাহ্ দেখলেন যে, তা
উত্তম। ১১ পরে আল্লাহ্ বললেন, ভূমি ঘাস, বীজ
উৎপাদন করে এমন ওষধি ও বীজসুদ্ধ নিজ নিজ
জাত অনুসারে ফল উৎপাদন করে এমন সব
ফলের গাছ ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক; তাতে
সেরকম হল। ১২ ফলত ভূমি ঘাস, নিজ নিজ
জাত অনুসারে বীজ উৎপাদনকারী ওষধি ও নিজ
নিজ জাত অনুসারে বীজসুদ্ধ ফল উৎপাদন করে
এমন গাছ উৎপন্ন করলো; আর আল্লাহ্ দেখলেন
যে, সেসব উত্তম। ১৩ আর সন্ধ্যা ও সকাল হলে
তা তৃতীয় দিন হল।
১৪ পরে আল্লাহ্ বললেন, রাত থেকে দিনকে
পৃথক করার জন্য আসমানের শূন্যস্থানে
জ্যোতির্গণ সৃষ্টি হোক; সেসব চিহ্নের জন্য, ঋতুর
জন্য এবং দিনের ও বছরের জন্য হোক।
১৫ এছাড়া, দুনিয়াতে আলো দেবার জন্য প্রদীপ
বলে তা আসমানের শূন্যস্থানে থাকুক; তাতে
সেরকম হল। ১৬ ফলত আল্লাহ্ দিনের উপরে
কর্তৃত্ব করতে একটি মহাজ্যোতি ও রাতের উপরে
কর্তৃত্ব করতে তার চেয়ে ক্ষুদ্র একটি জ্যোতি–
এই দু'টি বড় জ্যোতি এবং নক্ষত্রগুলো সৃষ্টি
করলেন। ১৭ আর দুনিয়াতে আলো দেবার জন্য,
দিন ও রাতের উপরে কর্তৃত্ব করার জন্য, ১৮ এবং
আলো থেকে অন্ধকার পৃথক করার জন্য আল্লাহ্
ঐ জ্যোতির্গণকে আসমানের শূন্যস্থানে স্থাপন
করলেন। আল্লাহ্ দেখলেন যে, সেসব উত্তম।
১৯ আর সন্ধ্যা ও সকাল হলে চতুর্থ দিন হল।
২০ পরে আল্লাহ্ বললেন, পানি বিভিন্ন জাতের
জীবন্ত প্রাণীকুলে ভরে উঠুক এবং ভূমির উপরে
আসমানের শূন্যস্থানে পাখিগুলো উড়ে বেড়াক।
২১ তখন আল্লাহ্ বড় বড় তিমি ও পানিতে
চলাচলকারী বিভিন্ন জাতের জীবন্ত প্রাণীকুল
এবং নানা জাতের পাখির সৃষ্টি করলেন। পরে
আল্লাহ্ দেখলেন যে, সেসব উত্তম। ২২ আর
আল্লাহ্ তাদের দোয়া করে বললেন, তোমরা
প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, সমুদ্রের পানি পরিপূর্ণ
কর এবং দুনিয়াতে পাখিদেরও বৃদ্ধি হোক।
২৩ আর সন্ধ্যা ও সকাল হলে পঞ্চম দিন হল।
২৪ পরে আল্লাহ্ বললেন, ভূমি বিভিন্ন জাতের
প্রাণী, অর্থাৎ নিজ নিজ জাত অনুসারে গৃহপালিত
পশু, সরীসৃপ ও বন্য পশু উৎপন্ন করুক; তাতে
সেরকম হল। ২৫ ফলত আল্লাহ্ নিজ নিজ জাত
অনুসারে বন্য পশু ও নিজ নিজ জাত অনুসারে
গৃহপালিত পশু ও নিজ নিজ জাত অনুসারে
যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ সৃষ্টি করলেন; আর
আল্লাহ্ দেখলেন যে, সেসব উত্তম।
২৬ পরে আল্লাহ্ বললেন, আমরা আমাদের
প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মানুষ সৃষ্টি করি;
আর তারা সমুদ্রের মাছের উপরে, আসমানের
পাখিগুলোর উপরে, পশুদের উপরে, সমস্ত
দুনিয়ার উপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয়
সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক। ২৭ পরে আল্লাহ্

[১:৯] জবুর ৩৩:৭; ১০৪:৬-৯।
[১:১০] জবুর ৯০:২; ৯৫:৫।
[১:১১] জবুর ৬৫:৯-১৩; ১করি ১৫:৩৮।
[১:১৪] জবুর ৭৪:১৬; ইয়ার ৩১:৩৫-৩৬।
[১:১৬] আইউ ৩১:২৬; ইয়ার ৪৩:১৩।
[১:১৮] ইয়ার ৩৩:২০, ২৫।
[১:২০] জবুর ১৪৬:৬।
[১:২০] পয়দা ২:১৯।
[১:২১] আইউ ৩:৮; ৭:১২; জবুর ৭৪:১৩; ইশা ২৭:১; ইহি ৩২:২।
[১:২১] জবুর ১০৪:২৫-২৬; ১১।
[১:২২] লেবীয় ২৬:৯; ইহি ৩৬:১১।
[১:২৪] পয়দা ২:১৯; ১১; ৭।
[১:২৫] ইয়ার ২৭:৫; ১১।
[১:২৬] জবুর ১০০:৩; ইশা ৬:৮; ১করি ১১:৭; ২করি ৪:৪; কল ১:১৫।

২৬:১১)। আকাশকে শক্ত মনে করা হতো কারণ মহাকাশের বন্যা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য তা দরকার ছিল। লোকেরা ভাবত বৃষ্টি ও তুষার মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসত ঐ ঢাকনার মধ্য দিয়ে যখন আল্লাহ্ তা খুলে দিতেন (পয়দা ৭:১১,১২; জবুর ৭৮:২৩)।

১:১৪ চিহ্নের জন্য। এখানে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা কোন জ্যোতিবিদ্যা সংক্রান্ত বা অন্য কোন অর্থে ব্যবহার করা হয় নি (দেখুন জবুর ১০৪:১৯; ১৩৬:৭-৯)।

১:১৬ একটি মহাজ্যোতি .... ক্ষুদ্র একটি জ্যোতি। এদের দ্বারা সূর্য ও চাঁদ বুঝানো হয়েছে। এই আয়াতে তাদের নাম বলা হয়নি, কারণ প্রাচীন কালে অনেক লোক সূর্য ও চাঁদের পূজা করতো। এখানে তাদের কেবল আল্লাহ্র সৃষ্ট বড় আলো রূপে দেখানো হয়েছে।

কর্তৃত্ব করতে। মহান সৃষ্টিকর্তা বাদশাহ্ তাঁর অধীনে সৃষ্টির অন্য শক্তিকে সৃষ্টির উপরে কর্তৃত্ব করতে নিয়োজিত করেছেন (দেখুন ২৬,২৮ আয়াত)।

১:১৭-১৮ বেহেশতী বাহিনীর প্রধান তিনটি কাজের কথা প্রকাশ করা হয়েছে।

১:২১ বড় বড় তিমি। এখানে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার দ্বারা কেনানীয়দের পৌরানিক বড় বড় জন্তু-জানোয়ারকে বুঝানো হয়েছে। পাক-কিতাবের কোন কোন জায়গায় এর নাম দেওয়া হয়েছে 'লিভিয়াথন' বা 'রহব'। কখনও কখনও আল্লাহ্র বিরুদ্ধে লোকদের এবং আল্লাহ্র লোকদেরও সমুদ্রের বড় বড় প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (জবুর ৮৯:১০, ইশাইয়া ৫১:৯, ইয়ারমিয়া ৫১:৩৪)। কিন্তু এখানে এইসব প্রাণীকে কোন শত্রু হিসাবে নয় কিন্তু আল্লাহ্র ভাল সৃষ্টিরূপেই দেখানো হয়েছে যাদের ভয় করার কোন কারণ নেই।

১:২২ তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও ... বৃদ্ধি হোক। যে সব প্রাণী পানিতে বাস করে ও আকাশে উড়ে বেড়ায় তাদের তিনি আশীর্বাদ করেছেন বংশ বৃদ্ধিও ক্ষমতা দিয়ে। এই আশীর্বাদের ফলে তারা প্রাণপ্রাচুর্যে বেড়ে উঠবে ও দুনিয়া পূর্ণ করবে। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির উপর রাজত্ব করবেন ও জীবনকে আশীর্বাদ করবেন।

১:২৬ আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে। বহুবচন (আমরা, আমাদের) দ্বারা আল্লাহ্কে ও আল্লাহ্র বেহেশতী ফেরেশতাদেরও বুঝানো যেতে পারে (১১:৭; ইশাইয়া ৬:৮, ১ বাদশাহ্নামা ২২:১৯)। এখানে 'মানুষ' শব্দের ইবরানী অর্থ হচ্ছে "আদম", যা হচ্ছে প্রথম মানুষেরও নাম (৩:২০)। একমাত্র মানুষই হল আল্লাহ্র "প্রতিমূর্তি", যার মানে মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্র বিশেষ সম্পর্ক আছে। মানুষ অন্য সব সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করার জন্য পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি। ৫:১; জবুর ৮:৫-৮ ও দেখুন।

কর্তৃত্ব করুক। আল্লাহ্তা'লা তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে কর্তৃত্ব করার গৌরবের মুকুট দিয়ে মহিমান্বিত ও সম্মানিত

BACIB International Bible CHURCH

তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করলেন;
আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতেই তাকে সৃষ্টি করলেন,
পুরুষ ও স্ত্রী করে তাদেরকে সৃষ্টি করলেন।
২৮ পরে আল্লাহ্‌ তাদেরকে দোয়া করলেন; আল্লাহ্‌
বললেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও এবং
দুনিয়া পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর আর সমুদ্রের
মাছের উপরে, আসমানের পাখিগুলোর উপরে
এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে
কর্তৃত্ব কর। ২৯ আল্লাহ্‌ আরও বললেন, দেখ,
আমি সমস্ত ভূতলে অবস্থিত যাবতীয় বীজ
উৎপাদনকারী ওষধি ও যাবতীয় বীজযুক্ত
ফলদায়ী গাছ তোমাদেরকে দিলাম, তা
তোমাদের খাদ্য হবে। ৩০ আর যাবতীয় ভূচর পশু
ও আসমানের যাবতীয় পাখি ও ভূমিতে যাবতীয়
গমনশীল কীট, এসব প্রাণীর খাবারের জন্য সবুজ
সমস্ত ওষধি গাছ দিলাম। তাতে সেরকম হল।
৩১ পরে আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্ট সমস্ত বস্তুর প্রতি
দৃষ্টিপাত করলেন, আর দেখ, সকলই অতি
উত্তম। আর সন্ধ্যা ও সকাল হলে ষষ্ঠ দিন হল।

২ ১ এভাবে আসমান ও দুনিয়া এবং তার
মধ্যকার সমস্ত কিছুর সৃষ্টির কাজ সমাপ্ত
হল। ২ পরে আল্লাহ্‌ সপ্তম দিনে তাঁর কাজ থেকে
নিবৃত্ত হলেন, সেই সপ্তম দিনে তাঁর কৃত সমস্ত
কাজ থেকে বিশ্রাম করলেন। ৩ আর আল্লাহ্‌ সেই
সপ্তম দিনকে দোয়া করে পবিত্র করলেন, কেননা
সেই দিনে আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কাজ
থেকে বিশ্রাম করলেন।

আদন বাগানে প্রথম নর-নারী

৪ সৃষ্টির সময়ে যেদিন মাবুদ আল্লাহ্‌ আসমান ও
জমিন সৃষ্টি করলেন, তখনকার আসমান ও
দুনিয়ার বিবরণ এই– ৫ সেই সময়ে দুনিয়াতে
কোন উদ্ভিদ হত না আর ক্ষেতের কোন ফসলও
উৎপন্ন হত না, কেননা মাবুদ আল্লাহ্‌ দুনিয়াতে
তখনও বৃষ্টি বর্ষণ করেন নি আর ভূমিতে
কৃষিকর্ম করতে কোন মানুষ ছিল না। ৬ তবে
ভূমির নিচ থেকে উৎসারিত পানির ধারা উঠে
সমস্ত ভূতলকে ভিজিয়ে দিত। ৭ আর মাবুদ
আল্লাহ্‌ মাটির ধূলি দিয়ে আদমকে (অর্থাৎ
মানুষকে) সৃষ্টি করলেন এবং তার নাসিকায় ফুঁ
দিয়ে প্রাণবায়ু প্রবেশ করালেন; তাতে মানুষ
জীবন্ত প্রাণী হল।
৮ আর মাবুদ আল্লাহ্‌ পূর্ব দিকে, আদনে, একটি

[১:২৭] মথি ১৯:৪; মার্ক ১০:৬; গালা ৩:২৮।
[১:২৮] প্রেরিত ১৭:২৬।
[১:২৯] জবুর ১০৪:১৪; ১তীম ৪:৩।
[১:৩০] জবুর ১৪৫:১৫; ১৪৭:৯।
[১:৩১] জবুর ১০৪:২৪।
[২:১] ইশা ৪৪:২৪; ৪৫:১২।
[২:২] হিজ ২০:১১; ইব ৪:৪।
[২:৩] ইশা ৫৮:১৩; ইয়ার ১৭:২২।
[২:৩] ইব ৪:১-১১।
[২:৪] আইউ ৩৮:৮-১১।
[২:৫] আইউ ৩৮:২৮; জবুর ৬৫:৯-১০।
[২:৭] ইশা ২৯:১৬; ৪৩:১, ২১; ৪৪:২।

করেছেন (জবুর ৮:৫-৮)। তিনি মানুষকে বেহেশতী বাদশাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত সৃষ্টির উপরে তাকে সার্বভৌমত্বের (রাজাত্ব করার) অধিকার দিয়েছেন।

১:২৮ আল্লাহ্‌ তাদেরকে দোয়া করলেন ... এবং দুনিয়া পরিপূর্ণ ... কর্তৃত্ব কর। মানব জাতি আল্লাহ্‌র বেহেশতী আশীর্বাদ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল– বহুবংশ হও, দুনিয়া পূর্ণ কর এবং দুনিয়ার অন্যান্য প্রাণীর উপরে কতৃত্ব কর (দেখুন, আয়াত ২৬; ২:১৫; জবুর ৮:৬-৮)। সেজন্য মানব সংস্কৃতি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে নয়, যদিও গুনাহে পতনের পরে তাদের কাজ-কর্ম দিয়ে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। বরং, এটা তাদের এমন কাজ যার মধ্য দিয়ে তারা আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি প্রকাশ করে ও তা অন্যদের সংগে শেয়ার করে আল্লাহ্‌র রাজকীয় শাসনের অধীনে থেকে ও তাঁর গোলাম হিসাবে। এই সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে তারা আল্লাহ্‌র ধনাধক্ষ্যতার কাজ করে। মানব সমাজ এই সৃষ্টি বিনাশ করা, পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করার জন্য নয় কিন্তু তার যত্ন নেবার জন্য এবং তা সৃষ্টিকর্তা ও মানব সমাজের সেবায় ব্যবহার করার জন্য।

২:২ নিবৃত্ত হলেন ... বিশ্রাম করলেন। আল্লাহ্‌ সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। তিনি এজন্য বিশ্রাম গ্রহণ করেন নি যে, তিনি ক্লান্ত বা আর করতে পারেন নি কিন্তু গঠনহীন বা আর কোন কিছু বাকী ছিল না– সমস্ত কিছুর সৃষ্টির কাজ শেষ হয়েছিল। তাঁর সৃষ্টির কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়েছিল এবং তা ছিল চমৎকার, নিখুঁত, "খুব ভাল" (১:৩১)। এটার আর পুনর্নির্মাণ বা সংশোধনের প্রয়োজন ছিল না। তাই সৃষ্টিকর্তা বিশ্রাম নিলেন যেন তা স্মরণযোগ্য করে তুলতে পারেন।

২:৩ সপ্তম দিনকে দোয়া করে পবিত্র করলেন। কাজ করা থেকে বিরত থাকার ইবরানী শব্দ থেকে "সাব্বাথ" শব্দটি এসেছে যার অর্থ "বিশ্রাম"। আল্লাহ্‌র বিশ্রাম নেয়া হচ্ছে মূসার হুকুমে বিশ্রামবার পালন করার হুকুম দেয়ার একটা কারণ (হিজ ২০:২১; ৩১-১৭; ইবরানী ৪:১০ ও দেখুন)।

২:৪ মাবুদ আল্লাহ্‌। ১:১-২:৪ এ "আল্লাহ্‌ নামের ইবরানী শব্দ হচ্ছে "ইলোহিম"। ২:৪ এ সৃষ্টির যে দ্বিতীয় একটা বর্ণনা আমরা দেখতে পাই সেখানে আল্লাহ্‌র যে নাম ব্যবহার করা হয়েছে তাতে ইবরানী ভাষার 'ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌' ও 'ইলোহিম' শব্দ দু'টি একত্রে ব্যবহার করা হয়েছে– "মাবুদ আল্লাহ্‌"। 'এলোহিম' হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাধারণ নাম; 'ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌' হচ্ছে বিশেষ একটা নাম। এই নামে আল্লাহ্‌ মূসার কাছে পরিচয় দিয়েছিলেন যখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন যেন তিনি যে তাঁকে তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন তা তিনি তাদের জানান (হিজ ৩:১৪-১৫)।

আসমান ও জমিন। দেখুন ১:১ আয়াতের নোট। আসমান ও দুনিয়ার বিবরণ" বাক্যটির মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কি কি ঘটেছে তার ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। গুনাহের অশুভ প্রভাব এবং বিদ্রোহ আদম ও হাওয়ার ঘটনার মধ্যে ত্রিমাত্রিক অভিশাপ নিয়ে আসা হয়েছে: (১) শয়তানের উপর (৩:১৪); (২) ভূমির উপরে (৩:১৭); এবং (৩) কাবিলের উপরে (৪:১১)।

বিবরণ এই। বিবরণ শব্দটির হিব্রু শব্দ পয়দায়েশ কিতাবে মোট ১০ বার ব্যবহার করা হয়েছে– প্রতিটি প্রধান সেকশনের শুরুতেই এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

২:৭ মাটির ধূলি দিয়ে আদমকে .... সৃষ্টি করলেন। ইবরানী ভাষায় "মানুষ" (আদম) "মাটি" (আদামাহ্‌) শব্দ থেকে এসেছে। মানুষ হল সত্যিকারের "মাটির পুতুল"। এখানে যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হল কুমার যখন কোন কিছু মাটি দিয়ে তৈরি করে (দেখুন ইশাইয়া ৪৫:৯; ইয়ারমিয়া ১৮:৬)।

প্রাণবায়ু। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে একই রকম জীবন বায়ু রয়েছে (দেখুন ১:৩০; আইউব ৩৩:৪)।

২:৮ পূর্ব দিকে। পয়দায়েশের লেখকের দৃষ্টিকোন থেকে। আদন বাগানটি তাইগ্রীস ও ফোরাত নদীর কাছে কোন জায়গায় আদন বাগান অবস্থিত ছিল বলে মনে করা হয় (দেখুন ১৪

বাগান প্রস্তুত করলেন এবং সেই স্থানে তাঁর সৃষ্ট
ঐ মানুষটিকে রাখলেন। ৯ আর মাবুদ আল্লাহ্
ভূমি থেকে সব জাতের সুদৃশ্য ও সুখাদ্যদায়ক
গাছ এবং সেই বাগানের মধ্যস্থানে জীবন-বৃক্ষ ও
নেকী-বদী-জ্ঞানের বৃক্ষ উৎপন্ন করলেন।
১০ আর বাগানে সেচ দেবার জন্য আদন থেকে
একটি নদী বের হল এবং সেটি সেখান থেকে
বিভক্ত হয়ে চারটি শাখানদীতে বিভক্ত হল।
১১ প্রথম নদীর নাম পীশোন; এই নদীটি সমস্ত
হবীলা দেশ বেষ্টন করে, ১২ সেখানে সোনা
পাওয়া যায়, আর সেই দেশের সোনা উত্তম এবং
সেই স্থানে গুগ্‌গুল ও গোমেদমণি জন্মে।
১৩ দ্বিতীয় নদীর নাম গীহোন; এই নদীটি সমস্ত
কূশ দেশ বেষ্টন করে। ১৪ তৃতীয় নদীর নাম
হিদ্দেকল; এটি আশেরিয়া দেশের সম্মুখ দিয়ে
প্রবাহিত হয়। চতুর্থ নদীর নাম ফোরাত।
১৫ পরে মাবুদ আল্লাহ্ আদমকে নিয়ে আদন
বাগানের কৃষিকর্ম করার ও তা রক্ষা করার জন্য
সেখানে রাখলেন। ১৬ আর মাবুদ আল্লাহ্
আদমকে এই হুকুম দিলেন, তুমি এই বাগানের
সমস্ত গাছের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করো; ১৭ কিন্তু
নেকী-বদী-জ্ঞানের বৃক্ষের ফল ভোজন করো না,
কেননা যেদিন তার ফল খাবে সেদিন মরবেই

[২:৮] ইশা ৫১:৩; ইহি ২৮:১৩।
[২:৯] ইহি ৩১:৮; প্রকা ২:৭।
[২:১০] জবুর ৪৬:৪; ইহি ৪৭:৫।
[২:১২] শুমারী ১১:৭।
[২:১৪] দানি ১০:৪; প্রকা ৯:১৪।
[২:১৭] হিয়ার ৪২:১৬; ইহি ৩:১৮; রোমীয় ৫:১২।
[২:১৮] মেসাল ৩১:১১; ১করি ১১:৯; ১তীম ২:১৩;।
[২:১৯] জবুর ৮:৭;
[২:২১] ১শামু ২৬:১২; আইউ ৩৩:১৫।
[২:২২] ১করি ১১:৮, ৯, ১২; ১তীম ২:১৩।
[২:২৩] ইফি ৫:২৮-৩০।
[২:২৩] ১করি ১১:৮।

মরবে।
১৮ আর মাবুদ আল্লাহ্ বললেন, মানুষের একাকী
থাকা ভাল নয়, আমি তার জন্য তার অনুরূপ
সহকারিণী সৃষ্টি করবো। ১৯ আর মাবুদ আল্লাহ্
মাটি থেকে যে সব বন্য পশু ও আসমানের পাখি
সৃষ্টি করেছিলেন, আদম তাদের কি কি নাম
রাখবেন তা জানতে সেগুলোকে তাঁর কাছে
আনলেন। তখন আদম যে জীবন্ত প্রাণীর যে
নাম রাখলেন সেটির সেই নাম হল। ২০ আদম
যাবতীয় গৃহপালিত পশুর, আসমানের পাখির ও
যাবতীয় বন্য পশুর নাম রাখলেন, কিন্তু মানুষের
জন্য তাঁর অনুরূপ কোন সহকারিণী পাওয়া গেল
না। ২১ পরে মাবুদ আল্লাহ্ আদমকে গভীর ঘুমে
আচ্ছন্ন করলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন; আর তিনি
তাঁর একখানি পাঁজরের হাড় নিলেন এবং মাংস
দিয়ে সেই স্থান পূর্ণ করলেন। ২২ মাবুদ আল্লাহ্
আদম থেকে নেওয়া সেই পাঁজরের হাড় দিয়ে
এক জন স্ত্রীলোক সৃষ্টি করলেন ও তাঁকে
আদমের কাছে আনলেন। ২৩ তখন আদম
বললেন, এবার হয়েছে; ইনি আমার অস্থির অস্থি
ও মাংসের মাংস; এঁর নাম হবে নারী, কেননা
ইনি নর থেকে গৃহীত হয়েছেন। ২৪ এই কারণে
মানুষ তার পিতামাতাকে ত্যাগ করে তার স্ত্রীর

আয়াত) যা বর্তমানে দক্ষিণ ইরাকের কোন এক জয়গায়।

আদন। আদন নামটি "বেহেশত" নামটির সমার্থক শব্দ এবং এর সঙ্গে হিব্রু শব্দ "সুখ" বা "আনন্দ" শব্দটির অর্থের সঙ্গে মিল রয়েছে। এছাড়া মেসোপটেমিয়ার ভাষায় এই শব্দটির অর্থ হল "সমভূমি"। হয়তো লেখক এই দু'টি অর্থকে মাথায় রেখেই আদন নামটি ব্যবহার করেছেন।

২:৯ জীবন-বৃক্ষ। জীবন দেবার অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যে আর মৃত্যু দেখবে না। যারা এই ফল খাবে তাদের সেই জীবন থাকবে (দেখুন ৩:২২; প্রকা ২:৭; ২২:২, ৪)।

নেকী-বদী-জ্ঞানের বৃক্ষ। ভাল জ্ঞান ও মন্দ জ্ঞান দেবার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ফল খাবার মধ্য দিয়ে তারা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয় (১৭ আয়াত; ৩:৩)। নেকী-বদী জ্ঞান এই পৃথিবীর জ্ঞান বা নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তির দিকে নির্দেশ করে (দেখুন দ্বিঃ বিঃ ১:৩৯; ইশাইয়া ৭:১৫-১৬)। আদম ও হাওয়া "জীবন" ও "নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তি" এই দুইই লাভ করেছিলেন যখন তাঁরা আদন বাগান থেকে বের হয়ে আসেন। জীবন বৃক্ষের কাছে যেতে পারা ও তার ফল খেতে পারার যে ক্ষমতা তাঁদের ছিল তাতে প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ্ তাঁদের জন্য "জীবন" চেয়েছিলেন। প্রাচীন কালের মূর্তিপূজকগণ বিশ্বাস করতো যে, দেবতারা সব সময়ই চেয়েছেন যেন মানুষ মরণশীল হয়। ভাল-মন্দের গাছের ফল খাবার মধ্য দিয়ে আদম ও হাওয়া নৈতিকভাবে বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে স্বাধীন হতে চেয়েছিল এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁরা মরণশীল হয়েছিল।

২:১১-১৪ পীশোন ... গীহোন ... হিদ্দেকল ... ফোরাত। হিদ্দেকল ও ফোরাত নদীর মাঝখানে উর্বর অঞ্চল হচ্ছে মেসোপটেমিয়া। হবীলা দেশ, পীশান ও গীহোন নদী কোথায় তা জানা যায় না। ঐ নদী দু'টি হয়তো দক্ষিণ-পূর্ব মেসোপটেমিয়ায় দু'টি ছোট নদী হয়ে থাকবে। অথবা পীশোন হয়তো পারস্য উপসাগর; আর গীহান হয়তো নীল নদী হবে যে নদী ইথিয়পিয়া থেকে মিসর দেশের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে।

২:১৫ আদম। ১:২৬ আয়াতের নোট দেখুন। মানুষকে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে দেখাশোনা করার যে কাজ দিয়েছেন (১:২৬-২৯) তার অংশরূপে মানুষের দায়িত্ব ছিল আদন বাগানের যত্ন নেয়া।

২:১৬ সমস্ত গাছের ফল। সমস্ত গাছের ফল মানে জীবন বৃক্ষের ফলও তাঁরা খেতে পারতেন (৯ আয়াত)।

২:১৭ সেদিন মরবেই মরবে। মরবে না বলে সাপের অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও (৩:৪), অবাধ্যতার শেষ ফল হল মৃত্যু।

২:১৮-২৩ অনুরূপ সহকারিণী .... নারী। মানুষের জন্য অন্যান্য কোন প্রাণী বা পাখী কোন উপযুক্ত সঙ্গী ছিল না বলে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করা হল। স্ত্রীলোককে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে তৈরি করা হয়েছে; অন্যন্য প্রাণীর মত মাটি থেকে নয় (২:১৯-২০)। নারী নরের হাড়-মাংস থেকে তৈরি (২:২৩) এবং তা উভয়ে একত্রে মানুষ জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। এখানে "মানুষ" এর ইবরানী শব্দ 'ইশ' ও স্ত্রীলোকের ইবরানী শব্দ 'ইশা' একই রকম শব্দ। এ শব্দ 'আদম' শব্দ থেকে আলাদা (১:২৬ ও ৩:২০)। দেখুন, ২:২৪ মথি ১৯:৫; মার্ক ১০:৭,৮; ১ করি ৬:১৬; ইফি ৫:৩১।

২:১৮ মানুষের একাকী থাকা ভাল নয়। পুরুষ সঙ্গী হিসাবে একজন স্ত্রীলোক ছাড়া এবং পুনঃউৎপাদনের ক্ষেত্রে একজন নারী একজন পুরুষ সঙ্গী ছাড়া, মানুষ হিসাবে পরিপূর্ণভাবে তার মানবতা উপলদ্ধি করতে পারে না।

২:১৯ যে নাম রাখলেন। আদমের চারপাশে যে প্রাণীরা ছিল তাদের উপর কর্তৃত্ব করার প্রথম কাজ (দেখুন ১:১৫ আয়াতে এর নোট)।

২:২৪ পিতামাতাকে ত্যাগ করে। পিতা মাতার অধীনে তাদের

সৃষ্টি বিষয়ক শিলালিপি

সৃষ্টি বিষয়ক শিলালিপি আবিষ্কার: ১৮৪৮ থেকে ১৮৭৬ সালের মধ্যে সৃষ্টি সম্বন্ধীয় ব্যাবিলনীয় মহাকাব্য যাকে এলুমা এলিম বলা হয় তার পোড়ামাটির টুকরা পাওয়া গেছে। এতে প্রাচীন পারসিক ও আশেরীয় হস্তলিপি পদ্ধতি (কীলকাকার) ব্যবহার করা হয়েছে এবং মহাকাব্যের সাতটি স্তবক অনেকগুলো শিলালিপিতে লেখা হয়েছে। এগুলো আশেরিয়ার বাদশাহ্ অশূরবাণীপালের (৬৬৯-৬২৬ খ্রী:পূ:) রাজধানী নিনেভে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই মহাকাব্য খুবই প্রাচীন কালের হাম্মুরাবির সময়কার (১৭৯২-১৭৫০ খ্রী:পূ:) এবং ব্যাবিলনের নিম্নভূমিতে প্রাচীন বসবাসকারী সুমেরীয়দেরও আগের বলে মনে করা হচ্ছে।

১ নম্বর শিলালিপি: ১নং শিলালিপিতে উপস্থিত করা হয়েছে সেই প্রাথমিক দৃশ্য যখন অসৃষ্ট জীবন্ত দুনিয়ার অস্তিত্ব ছিল, যাকে দু'টি পৌরাণিক ব্যক্তিসত্তা আরোপ করা হয়েছে। এই দু'জন হল আপসু (পুরুষ), অর্থাৎ প্রাচীন মিষ্টি পানির সমুদ্র এবং টায়াম্যাট (স্ত্রী) অর্থাৎ প্রাচীন লবণ পানির সমুদ্র। এরা দেবতার সন্তানদের জন্ম দিল যাদের ব্যবহার এতই খারাপ ছিল যে, তাদের পিতা আপসু ঠিক করল তাদের সে হত্যা করবে। কিন্তু ব্যাবিলন শহরের দেবতা মারদুকের পিতা ইয়ে আপসুকে হত্যা করে ফেলল। এই ঘটনায় টায়াম্যাট তার নিহত স্বামীর হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে মেতে উঠে।

২-৭ নং শিলালিপি: ২ ও ৩ নং শিলালিপিতে দেখানো হয়েছে যে, কিভাবে মারদুককে ক্রুদ্ধ টায়াম্যাটের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য বেছে নেওয়া হয়। ৪নং শিলালিপিতে বলা হয়েছে, কিভাবে মারদুককে মনোনীত করা হয়েছে ও সে কিভাবে টায়াম্যাটকে পরাজিত করেছে এবং কিভাবে তার মৃত দেহ থেকে একটি সুশৃঙ্খল মহাবিশ্ব বের করে আনা হয়েছে। ৫ নং শিলালিপিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিভাবে মারদুক মহাকাশে চন্দ্র, সূর্য ও তারাকে আলোর জন্য স্থাপন করেছে। ৬নং শিলালিপিতে নিহত টায়াম্যাটের প্রধান সেনাপতি কিংগুর রক্ত থেকে মানুষ সৃষ্টির বিষয় বলা হয়েছে। ৭নং শিলালিপিতে ব্যাবিলনের প্রধান হিসেবে এবং ব্যাবিলনের মন্দিরের প্রধান হিসেবে সৃষ্টির কাজে তার অংশগ্রহণের দরুন তার উচ্চপদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

পয়দায়েশের সঙ্গে এর মিল ও অমিল: বাবিলীয়দের ঘটনা এবং কিতাবুল মোকাদ্দসের ঘটনার যেসব মিল আছে তা হল:

(১) দু'টি কাহিনীই প্রাচীন সমুদ্রের কথা বলে, যদিও হিব্রু শব্দ tehom (গভীর) একথা বলে না যে, এগুলো পৌরাণিক টায়াম্যাট থেকে এসেছে (প্রধানত TWOT, পৃষ্ঠা ২৪৯৫-৯৬)।

(২) দু'টি কাহিনীতেই ঘটনার ধারাবাহিকতার মিল রয়েছে– আলো, ফাঁক, শুষ্ক ভূমি, আলোর উৎস, মানুষ, আল্লাহ্ বা ব্যাবিলনের দেবতার বিশ্রাম, ইত্যাদি।

(৩) দু'টি কাহিনীতেই বার বার ৭ সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে যেমন– সাত দিন সাত স্তবক ইত্যাদি। কিন্তু এসব মিল খুবই ভাসা ভাসা। বহু আল্লাহ্‌বাদী ব্যাবিলনীয়দের দেখা কাহিনী থেকে পয়দায়েশ কিতাবের কাহিনীতে যে পার্থক্য রয়েছে তা সত্যিই খুব বড়। ব্যাবিলনীয়দের কাহিনী সত্যের অপলাপ, কিন্তু পাক-রূহের অনুপ্রাণিত হয়ে হযরত মূসা সৃষ্টির কাহিনী লিখেছেন বলে অনেকে বিশ্বাস করেন।

পয়দায়েশে নয়টি শুরুর কথার তালিকা:

১. ১:১-২:৩ মানুষের বাসস্থান হিসাবে এই দুনিয়ার শুরু
২. ২:৪-২৫ মানব-বংশের শুরু
৩. ৩:১-৭ মানুষের গুনাহের শুরু
৪. ৩:৮-২৪ মুক্তি সম্বন্ধীয় প্রকাশের শুরু
৫. ৪:১-১৫ মানব পরিবারের শুরু
৬. ৪:১৬-৯:২৯ আল্লাহ্‌বিহীন সভ্যতার শুরু
৭. ১০:১-৩২ বিভিন্ন জাতির শুরু
৮. ১১:১-৯ নানান ভাষার শুরু
৯. ১১:১০-৫০:২৬ ইবরানী জাতির (আল্লাহ্‌র শরীয়তের লোকদের) শুরু

পয়দায়েশে ১০টি বংশের ইতিহাসের কথা:

১. ১:১-৪:২৬ আল্লাহ্‌ভক্ত ও ভক্তিহীন বংশের তালিকা
২. ৫:১-৬:৮ হযরত আদমের বংশ
৩. ৬:৯-৯:২৯ হযরত নূহের বংশ
৪. ১০:১-১১:৯ হযরত নূহের ছেলেদের বংশ
৫. ১১:১০-২৬ সামের বংশ
৬. ১১:২৭-২৫:১১ তেরহের বংশ
৭. ২৫:১২-১৮ ইসমাইলের বংশ
৮. ২৫:১৯-৩৫:২৯ হযরত ইস্‌হাকের বংশ
৯. ৩৬:১-৩৭:১ ইসের বংশ
১০. ৩৭:২-৫০:২৬ হযরত ইয়াকুবের বংশ

প্রতি আসক্ত হবে এবং তারা একাঙ্গ হবে। ২৫ ঐ
সময়ে আদম ও তাঁর স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ থাকতেন
এবং তাঁদের কোন লজ্জাবোধ ছিল না।

মানবজাতির গুনাহে পতন

৩ ১ মাবুদ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট ভূচর প্রাণীদের মধ্যে
সাপ সবচেয়ে ধূর্ত ছিল। সে ঐ নারীকে
বললো, আল্লাহ্ কি সত্যিই বলেছেন, তোমরা
এই বাগানের কোন গাছের ফল খেয়ো না?
২ নারী সাপকে বললেন, আমরা এই বাগানের
সমস্ত গাছের ফল খেতে পারি; ৩ কেবল বাগানের
মাঝখানে যে গাছটি আছে তার ফলের বিষয়
আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা তা ভোজন করো না,
স্পর্শও করো না, করলে মরবে। ৪ তখন সাপ
নারীকে বললো, কোনক্রমে মরবে না; ৫ কেননা
আল্লাহ্ জানেন, যেদিন তোমরা তা খাবে সেদিন
তোমাদের চোখ খুলে যাবে, তাতে তোমরা
আল্লাহ্‌র মত হয়ে নেকী-বদীর জ্ঞান লাভ করবে।
৬ নারী যখন দেখলেন, ঐ গাছটির ফল
সুখাদ্যদায়ক ও দেখতেও খুবই আকর্ষণীয়, আর
সেটি জ্ঞানদায়ী বৃক্ষ বলে আকাঙ্খা করার মত,
তখন তিনি তার ফল পেড়ে ভোজন করলেন।
পরে সেই ফল তাঁর স্বামীকে দিলে তিনিও
ভোজন করলেন। ৭ তাতে তাঁদের উভয়ের চোখ
খুলে গেল এবং তাঁরা বুঝতে পারলেন যে তাঁরা
উলঙ্গ; আর ডুমুরের পাতা সেলাই করে ঘাগ্‌রা
প্রস্তুত করে নিলেন।
৮ পরে তাঁরা মাবুদ আল্লাহ্‌র আওয়াজ শুনতে
পেলেন, সন্ধ্যার বাতাস যখন বইতে শুরু কর-
ছিল তখন মাবুদ বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। তাতে
আদম ও তাঁর স্ত্রী মাবুদ আল্লাহ্‌র সম্মুখ থেকে
চলে গিয়ে বাগানের গাছগুলোর মধ্যে লুকালেন।
৯ তখন মাবুদ আল্লাহ্ আদমকে ডেকে বললেন,
তুমি কোথায়?
১০ তিনি বললেন, আমি বাগানে তোমার
আওয়াজ শুনে ভয় পেয়েছি, কারণ আমি উলঙ্গ,
তাই নিজেকে লুকিয়েছি।

[২:২৪] মালা ২:১৫; মথি ১৯:৫;
[২:২৫] ইশা ৪৭:৩; মাতম ১:৮।
[৩:১] আইউ ১:৭; ২:২; প্রকা ১২:৯; ২০:২।
[৩:৪] দেখুন ইউ ৮:৪৪; ২করি ১১:৩।
[৩:৫] জবুর ৭:৮; ইশা ১৪:১৪; ইহি ২৮:২।
[৩:৬] ইয়াকুব ১:১৪-১৫; ১ইউ ২:১৬।
[৩:৮] ইশা ২৯:১৫; প্রকা ৬:১৫-১৬;
[৩:৯] ১বাদশাহ্ ১৯:৯, ১৩।
[৩:১০] হিজ ১৯:১৬।

পরীরক্ষামূলক হেফাজতে না থেকে তার স্ত্রীকে নিয়ে একটি নতুন পারিবারিক ইউনিট তৈরি করার জন্য তাদের থেকে পৃথক হবে।

তারা একাঙ্গ হবে। স্বামী স্ত্রীর জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এই যেন তারা এক বিবাহে স্থির থাকে। দুই জন এক সঙ্গে এমন একটি সম্পর্ক বাঁধবে যা ভাংগা যাবে না, যেমন পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে হয়ে থাকে। পিতামাতা ও সন্তানরা একই রক্ত-মাংসের (দেখুন ২৯:১৪), তাই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক হবে যা এক দেহ হবে– যতদিন তারা জীবিত থাকেব।

২:২৫ উলঙ্গ থাকতেন ... লজ্জাবোধ ছিল না। লজ্জা থেকে স্বাধীন ছিল যা থেকে মানবীয় নৈতিক নির্দোষিতার কথা বুঝানো হয়েছে, যা গুনাহের কারণে তারা খুব তাড়াতাড়িই হারিয়ে ফেলেছিল।

৩:১ সাপ। সাপ হচ্ছে আল্লাহ্‌র চমৎকার সৃষ্টিরই একটি অংশ এবং তা বন্য প্রাণীদের মধ্যে একটি (১:২৪-২৫)। সেই অতি প্রাচীন কালে অধিকাংশ সাপকে বিষাক্ত মনে করা হতো এবং সেই কারণে তাদের ভয়ও করা হতো। পুরাতন নিয়মে সাপকে এ জগতে মন্দতার চিহ্ন মনে করা হতো এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হবার জন্য ফুসলানোর গুণ সাপের ছিল বলে বিশ্বাস করা হতো। পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল শরীফের কোথাও কোথাও সাপকে খারাপ মানুষ বা জাতির চিহ্নরূপে ব্যবহার করা হয়েছে; এবং কোথাও কোথাও শাস্তির ব্যবস্থারূপেও দেখানো হয়েছে (জবুর ৫৮:১-৫; দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৩; ইশাইয়া ১৪:২৯; ইয়ারমিয়া ৮:১৬-১৭; মথি ৩:৭; ২৩:৩৩; লূক ৩:৭)। প্রকাশিত কালামে শয়তানকে সাপ হিসাবে দেখা যায় (প্রঃকাঃ ১২:৯; ১৩-১৫; ২০:২)। এ কারণে আদন বাগানের সাপকে কখন কখন শয়তান হিসাবে দেখানো হয় যদিও পয়দায়েশে তা বলা হয় নি। মন্দ কোথা থেকে এসেছে তাও পয়দায়েশে বলা হয় নি।

৩:৪ কোনক্রমে মরবে না। একটি খোদায়ী ঘোষণাকে অমার্জিত ভাবে অস্বীকার করা (দেখুন ২:১৭)।

৩:৫ আল্লাহ্ জানেন। সাপ এখানে আল্লাহ্‌কে দোষারোপ করছে যে তাঁর একটি অসৎ উদ্দেশ্য আছে। আইউব কিতাবে ১:৯-১১; ২:৪-৫ আয়াতে একই ভাবে ধার্মিক আইউবকে দোষারোপ করা হয়েছে।

৩:৫ তোমাদের চোখ খুলে যাবে, তাতে তোমরা আল্লাহ্‌র মত হয়ে ... করবে। এখানে যে কথা বলা হয়েছে তা আসলে অর্ধ সত্য। তাদের চোখ নিশ্চিতভাবেই খুলে গিয়েছিল (৭ আয়াত), কিন্তু সাপ যে প্রতিজ্ঞা করেছিল ফলাফল তারচেয়েও অনেক ভিন্ন ছিল।

৩:৫ নেকী-বদীর জ্ঞান। নর ও নারী ফল খাবার জন্য পরীক্ষিত হলেন যেন আল্লাহ্ যা জানেন তারাও তা জানতে পারেন। হয়তো তারা ভেবেছিল "আমাদের যদি এই বিশেষ জ্ঞান থাকত, তাহলে আমরা আল্লাহ্‌র মতই হতে পারব!" কিন্তু তারা যখন তা খেলেন তখন তারা ভাল-মন্দের পার্থক্যই বুঝলেন না, তারা সর্ব প্রথমে তাদের অপরাধ, লজ্জা ও ব্যাথা অনুভব করলেন। তারা বুঝতে পারলেন যে, তারা উলঙ্গ (৩:৭) এবং তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে লুকাবার চেষ্টা করলেন (৩:১০)। যে সুসম্পর্ক প্রথম থেকেই আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের ছিল, তা আর থাকল না।

৩:৬ সুখাদ্যদায়ক ও দেখতেও খুবই আকর্ষণীয়, ... জ্ঞানদায়ী বৃক্ষ বলে আকাঙ্খা করার মত। প্রলোভনের তিনটি দিক। প্রধানত তুলনা করুন লূক ৪;৩,৫,৯; ১ ইউ ২:১৬ আয়াতের সঙ্গে)।

৩:৭ তাঁরা বুঝতে পারলেন যে তাঁরা উলঙ্গ। শিশুদের মত সরলতা তাদের আর থাকল না, তারা পরস্পরকে উলঙ্গ দেখে তাদের মধ্যে নতুন বাস্তবতার জন্ম নিল।

ডুমুরের পাতা সেলাই করে ঘাগ্‌রা প্রস্তুত করে নিলেন। তারা তাদের নিজেদের দুর্বলতা দেখতে পেল ও তাদের লজ্জা নিবারণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করলো। তাদের লজ্জা শুধু আল্লাহ্‌ই ঢেকে দিতে পারেন।

৩:৮ বাগানে। একদা তাদরে কাছে এই বাগান ছিল সুখ, আনন্দ ও আল্লাহ্‌র সঙ্গে সহভাগিতা করার স্থান, আর এখন এটা হয়ে উঠলো তাদের কাছে ভয়ের ও আল্লাহ্‌র কাছ থেকে লুকাবার স্থান।

৩:৯ তুমি কোথায়? একটি অলংকৃত প্রশ্ন– যে প্রশ্ন উত্তর পাবার আশা করে করা হয় নি– যিনি প্রশ্ন করেন তিনি তার উত্তর

আদম

হযরত আদম মানুষের আদি পিতা। আল্লাহ্‌ তাঁর মত করেই মানুষ অর্থাৎ *আদম* সৃষ্টি করলেন। মাবুদের সৃষ্টির প্রথম মানব ছিলেন আদম। তাঁকে মাটির ধূলি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল। মাবুদ এই মানুষকে সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি, পশু, বুকে-হাঁটা প্রাণী এবং সমস্ত দুনিয়ার উপর রাজত্ব করার ক্ষমতা দিলেন। আল্লাহ্‌ আদমকে চাষাবাদের জন্য আদন বাগানে রাখলেন। তারপর মাবুদ আল্লাহ্‌ আদমের উপর একটি গভীর ঘুম নিয়ে আসলেন, আর সেই সময় আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর একটি পাঁজর তুলে নিলেন এবং তাঁর মাংস দিয়ে আবার ঢেকে দিলেন। আল্লাহ্‌ তাঁর পাঁজর থেকে এক জন স্ত্রীলোক সৃষ্টি করে আদমকে উপহার দিলেন। আদম তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর নাম দিলেন হাওয়া। শয়তান সাপের বেশে বিবি হাওয়াকে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ করা গাছের ফল খেতে প্রবৃত্ত করলো এবং পরে হাওয়া আদমকে প্ররোচিত করলেন, এবং আদমও ফলটি খেলেন। এভাবেই মানুষ গুনাহে পতিত হল এবং নিজের গুনাহের কারণে নিজের ও তার বংশধরদের জন্য দুঃখজনক পরিণতি ডেকে আনল। গুনাহের পতনের পর মাবুদ একজন নাজাতদাতার ওয়াদা করেন। এটিই ছিল মানুষের কাছে প্রথম সুখবর। আল্লাহ্‌ তাঁদের আদন বাগান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তাঁদের বিতাড়নের পর বিবি হাওয়া প্রথম সন্তান জন্ম দিলেন এবং তাঁর নাম রাখলেন কাবিল। যদিও আমরা আদমের তিন পুত্রের বিষয় জানি, কাবিল, হাবিল, এবং শিস, তবুও এটি সুস্পষ্ট যে, তাঁর অনেকগুলো ছেলেমেয়ে ছিল। আদম নয়শত ত্রিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছিলেন। আদম ও হাওয়া সমস্ত মানব জাতির পূর্বপুরুষ ছিলেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তিনি প্রথম প্রাণীবিদ্যাবিদ যিনি পশু-পাখীর নাম রেখেছিলেন।
- প্রথম কৃষিবিদ ও বাগান পরিচর্যাবিদ যিনি কৃষিকর্মের উন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন।
- মানবজাতির আদিপিতা।
- তিনি প্রথম মানুষ যাকে আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনিই সেই লোক যিনি প্রথম আল্লাহ্‌র সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

তাঁর জীবনে যেসব দুর্বলতা ও ভুল দেখা যায়:

- তিনি তার কতর্ব্য থেকে সরে গিয়ে অন্যকে দোষারোপ করেছিলেন। তিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে প্রকাশ না করে বরং তাঁর কাছ থেকে লুকিয়েছিলেন এবং সত্যকে স্বীকার না করে অজুহাত দিয়েছিলেন।
- তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল ছিল যে, হাওয়ার কথায় প্রলোভিত হয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে এই দুনিয়ায় গুনাহ ডেকে নিয়ে এসেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আদমের বংশধর হিসাবে আমরাও আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি নিজেদের জীবনে বহন করছি।
- যদিও আমরা স্বাধীন ও ভুল করি, তবুও আল্লাহ্‌ চান যেন আমরা তাঁকে ভালবাসি।
- আমরা যেন আমাদের ভুলের জন্য অন্যকে দোষারোপ না করি।
- আমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে লুকাতে পারি না।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **অবস্থান:** আদন বাগন
- **কাজ:** বাগানের দেখাশুনাকারী, পরিচর্যাকারী, কৃষিকাজ
- **আত্মীয়-স্বজন:** স্ত্রী, হাওয়া, ছেলেরা: কাবিল, হাবিল, শিশ ও অন্যান্য বংশধর। তিনিই প্রথম মানুষ যার কোন বাবা-মা ছিলেন না।
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** বিবি হাওয়া, কাবিল, হাবিল, শিশ ও অন্যান্য বংশধরগণ

মূল আয়াত: "তাতে আদম বললেন, তুমি আমার সঙ্গীনী করে যে স্ত্রী দিয়েছ, সে আমাকে ঐ গাছের ফল দিয়েছিল, তাই খেয়েছি" (৩:১২)। "কারণ আদমে যেমন সকলের মৃত্যু হয়, তেমনি আবার মসীহেই সকলে জীবন লাভ করবে" (১ করি ১৫:২২)।

আদমের কাহিনী পয়দায়েশ ১:১-৫:৫ পাওয়া যায়। এছাড়া, ১ খান্দান ১:১, আইউব ৩১:৩৩; লূক ৩:৩৮; রোমীয় ৫:১৪; ১ করি ১৫:২২, ৪৫; ১ তীম ২: ১৩,১৩ আয়াতে তাঁর কথা পাওয়া যায়।

BACIB
International Bible
CHURCH

হাওয়া

হাওয়া নামের অর্থ জীবন বা জীবন্ত। তিনি হযরত আদমের স্ত্রী ছিলেন। বিবি হাওয়া হযরত আদমের স্ত্রী। বিবি হাওয়া জীবন লাভের পর হযরত আদম নিজেই তাঁর নাম রাখেন। মাবুদ দেখেন যে, মানুষের একাকী থাকা ভাল নয় তাই তিনি তাঁর জন্য একজন উপযুক্ত সঙ্গী সৃষ্টি করেন এবং সেই থেকে নারী-পুরুষ বিবাহ প্রথায় এক সাথে থাকার অনুমোদন পায়। আল্লাহ্ এই সঙ্গী সৃষ্টি করেছিলেন পুরুষের পাঁজর থেকে, যেন এই নারীকে পুরুষ নিজের মত ভালবাসে। স্ত্রীলোককে মাবুদ বিশেষ অনুগ্রহ এবং বিশেষ দূরদর্শিতায় তৈরি করেছেন, যেন তারা স্বামীদের সাহায্যকারী হয়। সাপের সুচতুর প্রলোভনে বিবি হাওয়া আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে নিষিদ্ধ ফল খান এবং সেই ফলের অর্ধেক তাঁর স্বামীকে খেতে দেন। তাঁর প্রথম পুত্রের জন্ম হলে তিনি বলেন, "মাবুদের সহায়তায় আমি পুত্র সন্তান লাভ করলাম।" তাঁর তিন জন সন্তানের জন্মদানের কথা পাক-কিতাবে লেখা আছে যদিও তিনি আরও অনেক সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। কাবিলের জন্মের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত "নারীকুলের বীজ" উৎপন্ন হয়। তিনি মানব জাতির আদিমাতা।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তিনি প্রথম স্ত্রী ও মা।
- প্রথম স্ত্রীলোক যিনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং আদমের সঙ্গে একই এই সৃষ্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনিও মানুষ হিসাবে আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তির সমস্ত বৈশিষ্টসম্পন্ন ছিলেন।

তাঁর জীবনে যেসব দুর্বলতা ও ভুল দেখা যায়:

- তিনি নিজেকে শয়তান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতে দিয়েছিলেন ও শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছিলেন।
- তিনি শুধু গুনাহ্ করেন নি কিন্তু তিনি তাঁর স্বামীকে দিয়ে গুনাহ্ করিয়েছিলেন।
- তিনি নিজের দোষ স্বীকার করেন নি কিন্তু অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আদমের বংশধর হিসাবে আমরাও আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি নিজেদের জীবনে বহন করছি।
- যদিও আমরা স্বাধীন ও ভুল করি, তবুও আল্লাহ্ চান যেন আমরা তাঁকে ভালবাসি।
- আমরা যেন আমাদের ভুলের জন্য অন্যকে দোষারোপ না করি।
- আমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে লুকাতে পারি না।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **অবস্থান:** আদন বাগন
- **কাজ:** বাগানের দেখাশুনাকারী, পরিচর্যাকারী, কৃষিকাজ
- **আত্মীয়-স্বজন:** স্বামী: আদম; ছেলেরা: কাবিল, হাবিল, শিশ ও অন্যান্য বংশধর। তিনিই প্রথম মানুষ যার কোন বাবা-মা ছিলেন না।

মূল আয়াত: "আর মাবুদ আল্লাহ্ বললেন, মানুষের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তার জন্য তার অনুরূপ সহকারিণী সৃষ্টি করবো" (২:১৮)

বিবি হাওয়া ও আদমের কাহিনী পয়দায়েশ ২:১৯-৪:২৬ আয়াতে পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুর কথা কিতাবুল মোকাদ্দসের কোথাও লেখা হয় নি।

১১ তিনি বললেন, তুমি যে উলঙ্গ তা তোমাকে কে বললো? যে গাছের ফল ভোজন করতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম তুমি কি তার ফল ভোজন করেছ?

১২ তাতে আদম বললেন, তুমি আমার সঙ্গীনী করে যে স্ত্রী দিয়েছ, সে আমাকে ঐ গাছের ফল দিয়েছিল, তাই খেয়েছি।

১৩ তখন মাবুদ আল্লাহ্ নারীকে বললেন, তুমি এ কি করলে?

নারী বললেন, সাপ আমাকে ভুলিয়েছিল, তাই খেয়েছি।

মাবুদ আল্লাহ্‌র বিচার

১৪ পরে মাবুদ আল্লাহ্ সাপকে বললেন, তুমি এই কাজ করেছ, এজন্য গৃহপালিত ও বন্য পশুদের মধ্যে তোমাকে সবচেয়ে বেশি বদদোয়া দেওয়া হল; তুমি বুকে হাঁটবে এবং সারা জীবন ধূলি ভোজন করবে। ১৫ আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাব; সে তোমার মাথা চূর্ণ করবে এবং তুমি তার পায়ের গোড়ালি চূর্ণ করবে।

১৬ পরে তিনি নারীকে বললেন, আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করবো, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করবে। স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা

[৩:১৩] রোমীয় ৭:১১; ২করি ১১:৩; ১তীম ২:১৪।
[৩:১৪] দ্বি:বি ২৮:১৫-২০; জবুর ৭২:৯; ইশা ৪৯:২৩।
[৩:১৫] ইউ ৮:৪৪; প্রেরিত ১৩:১০।
[৩:১৬] জবুর ৪৮:৫-৬; ইশা ১৩:৮। ইয়ার ৪:৩১; মীখা ৪:৯; ১তীম ২:১৫।
[৩:১৭] শুমারী ৩৫:৩৩; ইশা ২৪:৫; রোমীয় ৮:২০-২২।
[৩:১৮] ইশা ৫:৬।
[৩:১৯] রূত ১:৬; ২থিষ ৩:১০; ইব ৯:২৭।
[৩:২০] ২করি ১১:৩; ১তীম ২:১৩।

থাকবে এবং সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করবে।

১৭ আর তিনি আদমকে বললেন, যে গাছের ফলের বিষয়ে আমি তোমাকে বলেছিলাম, তুমি তা ভোজন করো না, তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে সেই গাছের ফল ভোজন করেছ। তাই তোমার দরুন ভূমিকে বদদোয়া দেওয়া হল; তুমি সারা জীবন কষ্ট করে তা ভোগ করবে; ১৮ আর তাতে তোমার জন্য কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা জন্মাবে এবং তুমি ক্ষেতের ওষধি ভোজন করবে। ১৯ তুমি যে মাটি থেকে গৃহীত হয়েছ, যে পর্যন্ত সেই মাটিতে ফিরে না যাবে, ততদিন তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করবে; কেননা তুমি ধূলি এবং ধূলিতে ফিরে যাবে।

২০ পরে আদম তাঁর স্ত্রীর নাম হাওয়া (জীবিত) রাখলেন, কেননা তিনি জীবিত সকলের মা হলেন। ২১ আর মাবুদ আল্লাহ্ আদম ও তাঁর স্ত্রীর জন্য চামড়ার পোশাক প্রস্তুত করে তাঁদেরকে পরালেন।

আদন বাগান থেকে বের করে দেওয়া

২২ আর মাবুদ আল্লাহ্ বললেন, দেখ, মানুষ নেকী-বদীর জ্ঞান লাভ করার বিষয়ে আমাদের এক জনের মত হল; এখন যেন সে হাত বাড়িয়ে জীবন-বৃক্ষের ফলও পেড়ে ভোজন করে অনন্তজীবী না হয়! ২৩ সেজন্য মাবুদ আল্লাহ্

জানেন (দেখুন ৪:৯)।

৩:১২ তুমি আমার সঙ্গীনী ... ফল দিয়েছিল। পুরুষ তার গুনাহের জন্য আল্লাহ্ ও স্ত্রীলোকটিকে দোষ দিচ্ছে।

৩:১৩ সাপ আমাকে ভুলিয়েছিল। স্ত্রীলোকটি নিজেকে দোষ না দিয়ে সাপটিকে দোষ দিচ্ছে।

৩:১৪ বদদোয়া। সাপ, স্ত্রীলোক, ও পুরুষ লোকটি– সকলেই গুনাহের শাস্তি লাভ করেছিল কিন্তু মাত্র সাপ ও ভূমিকে বদদোয়া দেওয়া হয়েছিল– পরে আদমের কারণে এটা হয়েছিল (১৭ আয়াত)।

ধূলি। ধূলি নিজেই মৃত্যুর প্রতীক যা সাপের খাদ্য হয়েছিল (১৯ আয়াত)।

৩:১৫ সে তোমার মাথা চূর্ণ করবে এবং তুমি তার পায়ের গোড়ালি চূর্ণ করবে। অংশটি সাপ ও মানুষের মধ্যে যে বিরোধ তা প্রতীক হিসাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। আল্লাহ্ ও শয়তানের মধ্যকার এই যুদ্ধ মানব ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। স্ত্রীলোকের সন্তানের সাপের মাথা চূর্ণ করার যে প্রতিজ্ঞা এখানে রয়েছে তা শয়তানের উপর মসীহের বিজয়ের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করেছে– যে বিজয় সমস্ত ঈমানদার লোকেরা উপভোগ করবে (দেখুন রোমীয় ১৬:২০)।

৩:১৬-১৮ গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করবো, ... কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা জন্মাবে। আল্লাহ্‌র অবাধ্য হবার জন্য শাস্তি। নারীর সন্তান প্রসবের সময়ের ব্যথা; এবং জমিতে চাষাবাদ করে ফসল ফলানোর পরিশ্রম হবে অনেক কারণ জমিতে অনেক আগাছা, কাঁটাগাছ, ইত্যাদি জন্মাবে। সারা জীবন কষ্ট করে বাঁচার পর মানুষ মরে গিয়ে আবার সেই মাটিতেই ফিরে যাবে যে মাটি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে (২:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:১৯ তুমি যে মাটি থেকে গৃহীত হয়েছ ... তুমি ধূলি এবং ধূলিতে ফিরে যাবে। আদমের পরিশ্রম তাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার শরীরের মূল উপাদান (দেখুন ২:৭) এবং তার খাবারের উৎস (দেখুন ১৭ আয়াত) তার চূড়ান্ত মৃত্যুর প্রতীক হয়ে ওঠে।

৩:২০ স্ত্রীর নাম হাওয়া (জীবিত) রাখলেন। স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করার জন্য নয় (দেখুন ১:৫ এর নোট; ২:১৯) কিন্তু এই কথা স্মরণে রাখবার জন্য যে, আদমের জন্য এবং মানব জাতির জন্য তিনি কত গুরুত্বপূর্ণ।

আদম .... হাওয়া। ইবরানী ভাষায় “মানুষ” ও “আদম” শব্দের একই অর্থ (১:২৬ এর ওপর নোট দেখুন)। ইবরানী ভাষায় ‘হাওয়া’ শব্দটি “জীবিত” ইবরানী শব্দের মত শুনায়।

৩:২১ চামড়ার পোশাক প্রস্তুত করে। আদম ও হাওয়া অবাধ্য হওয়ার পরেও আল্লাহ্ তাদের দেখাশুনা করে চলেছেন।

৩:২২ নেকী-বদীর জ্ঞান লাভ। ভয়ংকর বিকৃত ভাবে সাপের বিষয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা সত্যি হয়েছিল (৫ আয়াত)।

জীবন-বৃক্ষের। আদম ও হাওয়া জীবন-গাছের ফল খায় নি। ঐ গাছ হয়তো এমন গাছ যার ফল খেলে চিরদিন বেঁচে থাকা সম্ভব হতো (২:৯)। ঐ গাছের কাছে থাকা অর্থ আল্লাহ্‌র সঙ্গে থাকা। কিন্তু ঐ গাছ থেকে দূরে থাকার (৩:২৩) দ্বারা বুঝায় যে, তাদের আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে নেই, এবং চিরকাল আর তারা বেঁচেও থাকতে পারবে না। ইঞ্জিল শরীফে আমরা দেখি কিভাবে মানুষ নতুন জীবন লাভ করতে পারে, যে জীবনের একটা অর্থ এই যে, একদিন আল্লাহ্‌র লোকেরা জীবন গাছের ফল খেতে পারবে (প্র:কা: ২২:১৪)।

৩:২২ অনন্তজীবী না হয়। গুনাহ্ যার ফলাফল সব সময়েই মৃত্যু (জবুর ৩৭:১-২; মেসাল ১১:১৯; ইহি ৩৩:৮-৯; রোমীয় ৬:২৩; ইয়াকুব ১:১৪-১৫), আল্লাহ্‌র দেওয়া উপহার অনন্ত

BACIB
International Bible CHURCH

তাঁকে আদন বাগান থেকে বের করে দিলেন যেন
তিনি যা থেকে গৃহীত সেই মাটিতে কৃষিকর্ম
করেন। [২৪] এভাবে আল্লাহ্‌ মানুষকে তাড়িয়ে
দিলেন এবং জীবন-বৃক্ষের পথ রক্ষা করার জন্য
আদন বাগানের পূর্ব দিকে কারুবীদেরকে ও
ঘূর্ণায়মান তেজোময় তলোয়ার রাখলেন।

কাবিল ও হাবিল– দুনিয়ার প্রথম খুন

৪ [১] পরে আদম তাঁর স্ত্রী হাওয়ার সঙ্গে মিলিত
হলে পর তিনি গর্ভবতী হয়ে কাবিলকে
প্রসব করে বললেন, মাবুদের সহায়তায় আমি
পুত্র সন্তান লাভ করলাম। [২] পরে তিনি হাবিল
নামে তার সহোদরকে প্রসব করলেন। হাবিল
ভেড়ার পাল চরাত, আর কাবিল ভূমিতে কৃষি
কাজ করতো। [৩] পরে কালানুক্রমে কাবিল
উপহার হিসেবে মাবুদের উদ্দেশে ভূমির ফল
উৎসর্গ করলো। [৪] আর হাবিলও নিজের পালের
প্রথমজাত কয়েকটি পশু ও তাদের চর্বি কোরবানী
করলো। তখন মাবুদ হাবিল ও তার উপহার
কবুল করলেন; [৫] কিন্তু কাবিল ও তার উপহার
কবুল করলেন না; এজন্য কাবিল ভীষণ ক্রুদ্ধ হল
আর মুখ বিষণ্ন করে রইলো। [৬] তাতে মাবুদ
কাবিলকে বললেন, তুমি কেন ক্ষুব্ধ হয়েছ?
তোমার মুখ কেন বিষণ্ন হয়েছে? [৭] যদি সদাচরণ
করো, তবে কি কবুল করা হবে না? আর যদি
সদাচরণ না করো, তবে গুনাহ্‌ দরজায় ওৎ
পেতে বসে রয়েছে। তোমার প্রতি তার বাসনা
থাকবে এবং তুমি তার উপরে কর্তৃত্ব করবে।
[৮] আর কাবিল তার ভাই হাবিলের সঙ্গে
কথাবার্তা বললো; পরে তারা মাঠে গেলে কাবিল
তার ভাই হাবিলের বিরুদ্ধে উঠে তাকে খুন
করলো। [৯] পরে মাবুদ কাবিলকে বললেন,
তোমার ভাই হাবিল কোথায়? সে জবাব দিল,
আমি জানি না; আমার ভাইয়ের রক্ষক কি
আমি? [১০] তিনি বললেন, তুমি এ কি করেছ?

[৩:২৪] ১শামু ৪:৪; ১বাদশাহ্‌ ৬:২৭। ৮:৬; জবুর ১৮:১০; ইশা ৩৭:১৬।

[৪:১] ইব ১১:৪।
[৪:২] মথি ২৩:৩৫;
[৪:৩] ইশা ৪৩:২৩; ইয়ার ৪১:৫।
[৪:৪] লেবীয় ৩:১৬; ২খান্দান ২৯:৩৫।
[৪:৬] ইউ ৪:৪।
[৪:৭] ইশা ৫৯:১২।
[৪:৮] মথি ২৩:৩৫; কাজী ১:১১।
[৪:৯] ইউ ৮:৪৪।
[৪:১০] দ্বি:বি ২১:৭, ৯; প্রকা ৬:৯-১০।

জীবন থেকে গুনাহ্‌গারকে ছেটে ফেলা হয়।

৩:২৩ আদন বাগান থেকে বের করে দিলেন। আল্লাহ্‌ প্রথম মানব (আদম) ও মানবী হাওয়াকে সৃষ্টি করে সুন্দর আদন বাগানে থাকতে দিলেন। কিন্তু যে ফলটি তিনি তাঁদের খেতে বারণ করেছিলেন তাঁরা তাঁর অবাধ্য হয়ে তা খান। এজন্য তাঁদের ঐ বাগান থেকে বের করে দেয়া হয় এবং কষ্টের জীবনে বাস করতে বাধ্য করা হয়।

সেই মাটিতে কৃষিকর্ম করেন। গুনাহ্‌ করার আগে আদম খুব সুন্দর ও ফলে ভরা বাগানে কাজ করতেন (২:১৫)। এখন তিনি অনুন্নত ভূমিতে কাজ করবেন এবং বদদোয়ার ফলে উৎপন্ন কাঁটাঝোপ ও কাঁটাগাছের সঙ্গে সংগ্রম করে তাঁকে বাঁচতে হবে (১৮ আয়াত)।

৩:২৪ কারুবীদেরকে ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় তলোয়ার। পাখাওয়ালা এই প্রাণীদের নাম কারুবী। তারা বিভিন্ন পবিত্র স্থান পাহাড়া দিত (হিজ ২৫:১৮-২২; ১ বাদশাহ্‌নামা ৮:৬-৭); এবং তাদের যে সব ছবি দেখা যায় তাতে তাদের মিসরের স্ফিংস এর মত দেখায়– যাদের মাথা মানুষের মত ও দেহ সিংহের মত (ইহি ৪১:১২-২০); কিংবা তারা দেখতে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার মন্দির পাহাড়া দেয়া মানুষের মাথাওয়ালা সিংহ ও ষাড়ের মত। যে তলোয়ারের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ইসরাইলের শত্রুদের উপরে আল্লাহ্‌ যে তলোয়ার দিয়ে জয় লাভ করেছিলেন সেই তলোয়ারের মত (ইশাইয়া ৩৪:৫-৬; ইয়ারমিয়া ৪৭:৬-৭)। জলন্ত আগুন, শিখা, এবং ধোঁয়াকে কিতাবুল মোকাদ্দসে অনেক জায়গায় আল্লাহ্‌র উপস্থিতির চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে (হিজ ৩:১-৬, ১৯:১৬-১৮; প্র:কা: ১:১২-১৬)।

৪:১ মাবুদের সহায়তায়। বিবি হাওয়া স্বীকার করলেন যে, আল্লাহ্‌ হলেন জীবনের চূড়ান্ত উৎস (দেখুন প্রেরিত ১৭:২৫)।

কাবিল। ৩:২০ আয়াতের নোট দেখুন। ইবরানী ভাষায় 'কাবিল' শব্দটি 'পাওয়া গেছে'র ইবরানী শব্দের মত শোনায়।

৪:২ হাবিল। 'হাবিল' অর্থ 'শ্বাস' বা 'ক্ষণিক'। হাবিলের এক বছরের ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী দেওয়া খুবই উপযুক্ত ছিল এবং আল্লাহ্‌ তার প্রতি খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন (হিজ ১৩:২, ১২,১৫; লেবীয় ২৭:২৬, ইবরানী ১১:৪)। যদিও শস্য উৎসর্গ সাধারণত উপযুক্ত ছিল; কাবিল হয়তো তার ফসলের প্রথম অংশ বা সবচেয়ে ভাল অংশ উৎসর্গ করে নি।

৪:৩-৪ মাবুদের উদ্দেশে ভূমির ফল ... পশু ও তাদের চর্বি কোরবানী করলো। এখানে যে বৈপরিত্য তা মূলত গাছ পালার জীবন ও প্রাণীর জীবন উৎসর্গ বা কোরবানী করার মধ্যে নয় কিন্তু অসাবধানভাবে, চিন্তা না করে কোরবানী করা ও অন্যদিনেক উদারভাবে কোরবানী দেওয়ার মধ্যে (প্রধানত লেবীয় ৩:১৬)। এখানে প্রেরণা ও হৃদয়ের মনোভাব হল গুরুত্বপূর্ণ, তাই আল্লাহ্‌ হাবিলের কোরবানী গ্রহণ করেছিলেন তার ঈমানের জন্য (দেখুন ইবরানী ১১:৪)।

৪:৪ প্রথমজাত। এটি হাবিলের স্বীকৃতির নিদর্শন যে, পশু পালের সমস্ত উৎপাদন মাবুদের কাছ থেকে আসে এবং এর সব কিছুই তাঁর।

৪:৫ ক্রুদ্ধ হল। আল্লাহ্‌ কাবিলের কোরবানী গ্রহণ করেন নি তাই কাবিল ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে কারণ তার মনোভাব ছিল মন্দ ও মন্দতাই তার মধ্য থেকে বের হয়েছে।

৪:৭ তবে গুনাহ্‌ দরজায় ওৎ পেতে বসে রয়েছে। এখানে "ওৎ পেতে" কথাটার ইবরানী শব্দটি এসেছে এমন এক ব্যাবিলনীয় শব্দ থেকে যার দ্বারা কোন ঘরের ভেতরে থাকা লোকদের আঘাত করার জন্য তার দরজায় অপেক্ষায় থাকা দানবকে বুঝানো হতো। গুনাহ্‌ কাবিলকে ভাল কাজ করা থেকে সরিয়ে রেখেছে।

তোমার প্রতি তার বাসনা থাকবে। হিব্রু ভাষায় একই অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হয়েছে ৩:১৬ আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে, "স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে"।

৪:৮ কাবিল তার ভাই হাবিলের বিরুদ্ধে উঠে তাকে খুন করলো। এই প্রথম খুনটি ছিল বিশেষভাবে বিকট কারণ ইচ্ছাকৃত ভাবেই তাকে ক্ষেতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেন তাকে খুন করতে পারে। এই খুন ছিল তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে ও সমস্ত ভাল মানুষের বিরুদ্ধে (মথি ২৩:৩৫; ইবরানী ১১:৪)– গুনাহে পতনের একটি ভয়াবহ নিদর্শন।

৪:৯ তোমার ভাই হাবিল কোথায়? একটি অলংকৃত প্রশ্ন (দেখুন ৩:৯)।

আমি জানি না: এটি একটি সর্বাংশে মিথ্যে কথা।

আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক? এর মধ্যে দিয়ে নির্মম ঔদাসীন্য প্রকাশ পেয়েছে– যা মানব ইতিহাসে যুগে যুগে এই

তোমার ভাইয়ের রক্ত ভূমি থেকে আমার কাছে
কাঁদছে। ১১ আর এখন, যে ভূমি তোমার হাত
থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত গ্রহণ করার জন্য
নিজের মুখ খুলেছে, সেই ভূমিতে তুমি
বদদোয়াগ্রস্ত হলে। ১২ ভূমিতে কৃষিকর্ম করলেও
তা তার শক্তি দিয়ে তোমার সেবা আর করবে না;
তুমি দুনিয়াতে পলাতক ও ভ্রমণকারী হবে।
১৩ তাতে কাবিল মাবুদকে বললো, আমার
অপরাধের ভার অসহ্য। ১৪ দেখ, আজ তুমি
ভূতল থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিলে, আর
তোমার দৃষ্টি থেকে আমি লুকিয়ে থাকব। আমি
দুনিয়াতে পলাতক ও ভ্রমণকারী হব, আর
আমাকে যে পাবে সেই আমাকে খুন করবে।
১৫ তাতে মাবুদ তাকে বললেন, এজন্য
কাবিলকে যে খুন করবে, সে সাত গুণ প্রতিফল
পাবে। আর মাবুদ কাবিলের জন্য একটি চিহ্ন
রাখলেন, যেন কেউ তাকে পেলে খুন না করে।
১৬ পরে কাবিল মাবুদের সম্মুখ থেকে প্রস্থান
করে আদনের পূর্ব দিকে নোদ নামক একটি
দেশে বাস করতে লাগল।

[৪:১১] ২বাদশাহ্ ২:২৪।
[৪:১২] দ্বি:বি ২৮:১৫-২৪;
[৪:১৪] ২বাদশাহ্ ১৭:১৮; জবুর ৫১:১১।
[৪:১৫] ইহি ৯:৪।
[৪:১৬] কাজী ১:১১।
[৪:১৭] জবুর ৫৫:৯।
[৪:১৯] রূত ৪:১১; ১শামু ১:২।
[৪:২১] জবুর ৩৩:২; ইশা ১৬:১১।
[৪:২২] ১শামু ১৩:১৯; ২বাদশাহ্ ২৪:১৪।
[৪:২৩] লেবীয় ১৯:১৮; দ্বি:বি ২৭:২৪; ৩২:৩৫।

মানব সভ্যতার আরম্ভ

১৭ আর কাবিল তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলে পর
সে গর্ভবতী হয়ে হনোককে প্রসব করলো। আর
কাবিল একটি নগর নির্মাণ করে তার পুত্রের নাম
অনুসারে তার নাম হনোক রাখল। ১৮ হনোকের
পুত্র ঈরদ, ঈরদের পুত্র মহূয়ায়েল, মহূয়ায়েলের
পুত্র মথূশায়েল ও মথূশায়েলের পুত্র লামাক।
১৯ লামাক দু'জন স্ত্রী গ্রহণ করলো, এক জন
স্ত্রীর নাম আদা ও অন্য জনের নাম সিল্লা।
২০ আদার গর্ভে যাবল জন্মগ্রহণ করলো, সে
তাঁবুবাসী পশুপালকদের আদিপুরুষ ছিল। তার
ভাইয়ের নাম যূবল; ২১ যারা বীণা ও বাঁশী
বাজায় সে তাদের আদিপুরুষ ছিল। ২২ আর
সিল্লার গর্ভে তূবল-কাবিল জন্মগ্রহণ করলো, সে
ব্রোঞ্জের ও লোহার নানা রকম অস্ত্র তৈরি
করতো; তূবল-কাবিলের বোনের নাম নয়মা।
২৩ আর লামাক তার দুই স্ত্রীকে বললো,
আদা ও সিল্লা, তোমরা আমার কথা শোন,
লামাকের স্ত্রীদ্বয়, আমার কথায় কান দাও;
কারণ আমি আঘাতের প্রতিশোধে পুরুষকে,
প্রহারের প্রতিশোধে যুবককে হত্যা করেছি।

একই ধারা দেখতে পাওয়া যায়।

৪:১০ তোমার ভাইয়ের রক্ত ভূমি থেকে আমার কাছে কাঁদছে। ন্যায় বিচারের জন্য। ধার্মিক হাবিল (মথি ২৩:৩৫), বিশেষ অর্থে একজন "নবী" (লূক ১১:৫০-৫১), "আজও কথা বলছে, যদিও তিনি মারা গেছেন" (ইবরানী ১১:৪); আজও তাঁর রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে চিৎকার করে কাঁদছে, তাদের বিরুদ্ধে যারা অন্যদের প্রতি অত্যাচার করে। কিন্তু ঈসা মসীহের রক্ত আরও মহৎ উদ্দেশ্যে কথা বলে (ইবরানী ১২:২৪)।

৪:১১ সেই ভূমিতে তুমি বদদোয়াগ্রস্ত হলে। রক্তকে প্রাণীর ও মানুষের জীবনের উৎস বলে মনে করা হতো (লেবীয় ১৭:১১,১৪)। কাবিলকে আল্লাহ্ অভিশাপ দেন, ঠিক যেমন ৩:১৭ আয়াতে জমিকে অভিশাপ দেয়া হয়েছিল।

৪:১১ বদদোয়া। মানুষের গুনাহের জন্য ভূমি অভিশপ্ত হয়েছে (৩:১৭), এবং কাবিলও অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে। এর আগে সে ভূমি চাষ করতো তা তার জন্য জীবন উৎপন্ন করতো (২-৩ আয়াত) কিন্তু এখন যেহেতু সেই ভূমি তার ভাইয়ের রক্ত চুষে নিয়েছে, তাই সে আর তার জন্য অতি সহজে জীবন উৎপন্ন করবে না (১২ আয়াত)।

৪:১২ পলাতক ও ভ্রমণকারী হবে। মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং ভূমিও তার জন্য আর আগের মত ফসল উৎপাদন করবে না, সে ভ্রমণকারী হয়ে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে বেড়াবে।

৪:১৩ আমার অপরাধের ভার অসহ্য। তার অপরাধ ও তার অভিশাপ আজ মুখামুখি দাঁড়িয়েছে, কাবিল তার গুনাহের অনুতাপ না করে বরং নিজের দুঃখের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। কার্যত তার গুনাহ্ ছিল নিরিবিচ্ছিন্ন: অধার্মিকতা (৩ আয়াত), রাগ (৫ আয়াত) ঈর্ষা, ছলনা এবং খুন (৮ আয়াত), মিথ্যা (৯ আয়াত) এবং নিজের সুখ খোঁজ করা (১৩ আয়াত)। এর শেষ ফল ছিল আল্লাহ্‌র সঙ্গে শত্রুতা (১৪,১৬ আয়াত)।

৪:১৪ তোমার দৃষ্টি থেকে আমি লুকিয়ে থাকব। প্রাচীন কালের মানুষ অনেক সময় বিশ্বাস করতো যে বিভিন্ন স্থানের এলাকার জন্য বিভিন্ন দেব-দেবী ছিল। কাবিলের চিন্তায় এই বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে ইবরানী জাতির লোকেরা জেনেছে যে, আল্লাহ্ কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সীমবদ্ধ নন।

৪:১৫ একটি চিহ্ন রাখলেন। ঠিক কি রকম চিহ্ন ছিল তা বলা হয়নি। চিহ্নটি ছিল আল্লাহ্‌র দেখাশুনা ও দয়ার চিহ্ন (৩:২১-র নোট দেখুন)।

৪:১৭ একটি নগর। এখানে যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে যে কোন স্থায়ী বসবাসের জায়গার কথা বুঝায় যদিও তা ছোট। কাবিল তার ঘুরে বেড়ানোর হাত থেকে ও অসহ্য অবস্থার হাত থেকে তার নিজের হাতের কাজ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল– তার সেই ঘুরে বেড়ানোর অবস্থা থেকে বের হয়ে আসবার জন্য একটি নগর স্থাপন করে বাস করতে শুরু করে।

৪:১৭-১৮ কাবিল ... লেমক। আদম থেকে প্রথম প্রজন্মে ৭জন লোক। সাত হচ্ছে পরিপূর্ণতার প্রতীক।

৪:১৯ দু'জন স্ত্রী গ্রহণ করলো। মানব ইতিহাসে বহুবিবাহ প্রথা প্রবেশ করলো। অহংকারী লেমক কাবিলের বংশের আদমের সপ্তম পুরুষ, সম্ভবত আল্লাহ্‌র প্রাথমিক আশীর্বাদের সুবিধা আদায় করতে চেয়েছিল– তার নিজের পথে– বহু বিবাহ করে। যাহোক এক বিবাহ ছিল আল্লাহ্‌র আদি বেহশতী পরিকল্পনা (দেখুন ২:২৩-২৪)।

৪:২২-২০ যাবল ... যূবল...তূবল-কাবিল। লেমকের তিনি পুত্রের নাম প্রায় একই রকম ছিল, প্রতিটি নামই হিব্রু ক্রিয়াপদ থেকে এসেছে যার মানে হল "বয়ে আনা, পরিচালনা করা" যার মধ্য দিয়ে কাজ-কর্মের জোর দেওয়া হয়েছে। তূবল-কাবিল নামটি বিশেষ ভাবে সঠিক ছিল কারণ কাবিল মানের অর্থ হল "ব্রঞ্জের কারিগড়"।

৪:২২ নানা রকম অস্ত্র। কৃষি কাজ ও ঘড়-বাড়ি নির্মাণ করার জন্য, তবে খুব সম্ভবত যুদ্ধের জন্যও অস্ত্র নির্মিত হতো (দেখুন ১ শামু ১৩:১৯-২১)।

৪:২৩ প্রহারের প্রতিশোধে যুবককে হত্যা করেছি। মানব

কাবিল

কাবিল আদম ও বিবি হাওয়ার প্রথম সন্তান (পয়দা ৪:১); কেনীয়দের আদিপিতা (ইউসা ১৫:৫৭)। কাবিল জমি চাষ করতো এবং তার ভাই হাবিল ভেড়ার পাল চড়াত। কাবিল ছিল হিংসুক, প্রতিশোধ পরায়ণ, বন্য প্রাণীদের মত হিংস্র স্বভাবের এবং তার চরিত্রে ধর্মভীরুতার অভাব ছিল, এমন কি মাবুদের সামনে সে প্রকাশ্যে অবাধ্য হয়। উৎসবের দিনে কাবিল ও হাবিল মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী করে। কাবিল জমির ফসল এনে উৎসর্গ এবং হাবিল তাঁর পাল থেকে প্রথম জন্মেছে এমন কয়েকটা ভেড়া এনে তার চর্বিযুক্ত অংশগুলো কোরবানী দেয়। হাবিলের কোরবানী আল্লাহ্‌র চোখে কাবিলের উৎসর্গের চেয়ে অতি চমৎকার ছিল এবং মাবুদ তাঁর কোরবানী কবুল করেন (ইব ১১:৪)। এই কারণে কাবিল খুবই দুঃখিত হয় এবং তার ভাইকে ঘৃণাবশত হত্যার সঙ্কল্প করে। অবশেষে মরিয়া হয়ে সে তার ভাইকে খুন করে। আল্লাহ্‌র কাছে এই অপরাধ স্বীকার করে অনুতপ্ত না হওয়ার কারণেই তার গুনাহের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। এই অপরাধের জন্য তাকে আদন দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তখন থেকে সে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে থাকে। আল্লাহ্‌ তার কান্না শুনে তাকে রক্ষার জন্য তার গায়ে একটি চিহ্ন দেন, যাতে কেউ তাকে হাতে পেয়েও খুন না করতে পারে (পয়দা ৪:১৫)। দণ্ডপ্রাপ্ত, ঘরছাড়া এবং পৃথিবীতে পলাতক আসামী হিসেবে পরে সে আদন দেশের পূর্বে দিকে নোদ নামে একটি দেশে বাস করতে থাকে। সেখানে সে একটি শহর গড়ে তোলে এবং তারপর তার পুত্রের নামে ঐ শহরের নাম রাখে হনোক। তার ষষ্ঠতম বংশধররা এখানে আবাস গড়ে। ক্রমশই তাদের অনৈতিক কাজকর্ম মাবুদের দৃষ্টিতে গুনাহ্‌ হিসেবে ধরা পড়ে। তাদের এই অনৈতিকতা দূর করার জন্য মাবুদ অবশেষে পৃথিবীতে মহাবন্যা পাঠান এবং মন্দতার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ পায়।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- প্রথম মানব সন্তান।
- প্রথম সন্তান যে পিতার পদাংক অনুসরণ করে কৃষিকর্ম শুরু করে।

তাঁর জীবনে যেসব দুর্বলতা ও ভুল দেখা যায়:

- যখন হতাশ হয় তখন সেটি তার ক্রুদ্ধতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে।
- তাকে ইতিবাচক পথ দেখানো হলেও নেতিবাচক পথে অগ্রসর হয়।
- সে ছিল পৃথিবীর প্রথম খুনি– ভ্রাতৃ হন্তাকারী।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- রাগ আবশ্যকভাবে পাপ নয়, কিন্তু রাগ হয়ে যে কাজ করা হয় তা পাপে পূর্ণ হতে পারে। আসলে রাগ আমাদের সৎকাজের শক্তি হতে পারে যদি আমরা সেটিকে ইতিবাচক ভাবে ব্যবহার করি।
- যাকিছু আমরা আল্লাহ্‌কে উপহার দিই তা অবশ্যই হৃদয় থেকে দিতে হবে– আমাদের কাছে যা কিছু ভাল তা–ই তাঁকে উপহার দেওয়া উচিত।
- পাপের যে ফল আমাদের জীবনে আসে তা হয়তো সারা জীবনই আমাদের বয়ে বেড়াতে হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **অবস্থান:** আদন বাগনের কাছে, বর্তমান দিনে হয়তো ইরাক বা ইরানের কোন এক জায়গায়।
- **কাজ:** প্রথমে কৃষিকাজ, পরে পলাতক হয়ে ঘুরে বেড়ানো।
- **আত্মীয়-স্বজন:** বাবা মা: আদম ও হাওয়া; ভাই: হাবিল, শিশ ও অন্যান্য বংশধর।

মূল আয়াত: “যদি সদাচরণ করো, তবে কি কবুল করা হবে না? আর যদি সদাচরণ না করো, তবে গুনাহ্‌ দরজায় ওৎ পেতে বসে রয়েছে। তোমার প্রতি তার বাসনা থাকবে এবং তুমি তার উপরে কর্তৃত্ব করবে” (পয়দা ৪:৭)।

পয়দায়েশ ৪:১-১৭ আয়াতে কাবিলের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ইবরানী ১১:৪ আয়াতে ও ১ ইউহোন্না ৩:১২ ও এহুদা ১১ আয়াতে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হাবিল

হাবিল ছিলেন আদম ও বিবি হাওয়ার দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর ভাই কাবিল তাঁকে খুন করেছিল (পয়দা ৪:১-১৬)। সম্ভবত আদম এই দুই ভাইকে কিভাবে আল্লাহ্‌তা'লার এবাদত করতে হয় সেই বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরে কালক্রমে উৎসবের দিনে প্রত্যেকে তাদের পরিশ্রমের প্রথম ফসল আল্লাহ্‌র কাছে উৎসর্গ করেন। একজন চাষী হিসেবে কাবিল তার ক্ষেতের প্রথম ফল আল্লাহ্‌র কাছে উৎসর্গ করে। হাবিল একজন মেষপালক হিসেবে তাঁর পালের প্রথম কয়েকটি পশু এনে মাবুদের কাছে কোরবানী করেন। মাবুদ হাবিলের কোরবানী কবুল করে তাঁকে গ্রহণ করেন। কিন্তু কাবিল ও তার উৎসর্গ কবুল করলেন না (পয়দা ৪: ৩-৫)। এই কারণে কাবিল তার ভাইকে হিংসা করে এবং তাঁকে খুন করার ফন্দি আটে। অবশেষে সুযোগ পেয়ে তাঁকে খুন করে (পয়দা ৪:৮-৯)। ইঞ্জিল শরীফে হাবিল সম্পর্কে অনেক উল্লেখ আছে। আমাদের নাজাতদাতা ঈসা মসীহ্ তাঁকে একজন ধার্মিক লোক হিসেবে উল্লেখ করেন (মথি ২৩:৩৫)। "হাবিলের রক্তের চেয়ে যে রক্ত আরও মহৎ কথা বলে, তোমরা সেই ছিটানো রক্তের কাছে এসেছ," (ইব ১২:২৪)। মসীহের রক্তদান বাস্তবিক একটি মহৎ কোরবানী আর হাবিলের রক্তদান মসীহের রক্তদানের ছায়া। এখানে ঈসা মসীহের কোরবানী ও হাবিলের কোরবানীর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য দেখানো হয়েছে। মসীহের রক্তপাত আল্লাহ্‌র রহমতের কথা বলে আর হাবিলের হত্যাকারী যে রক্তপাত ঘটিয়েছে তা প্রতিশোধের কথা বলে। এটি সাক্ষ্য দেয় যে, হাবিলের কোরবানী কাবিলের উৎসর্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ (ইব ১১:৪)। তাঁর এই কোরবানী সেই কোরবানীর প্রতীক, যে কোরবানী আল্লাহ্‌তা'লা স্থাপন করেছেন এবং যা সেই হযরত আদম থেকে শুরু করে তার পরবর্তী সময় ধরে যুগে যুগে চলে আসছে। আসন্ন ভবিষ্যতের মহামূল্য কোরবানীর প্রতি হযরত হাবিলের যে ঈমান ছিল, সেই ঈমানের কারণেই হাবিলের কোরবানী আল্লাহ্‌তা'লা কবুল করেছিলেন। কাবিলের উৎসর্গের মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লা সেই নির্ভরতা ও ঈমান দেখতে পান নি বলে তিনি তা কবুল করেন নি। হাবিল ছিলেন মানব জাতির প্রথম শহীদ বা সাক্ষ্যমর।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- দ্বিতীয় মানব সন্তান কিন্তু ইবরানী কিতাব অনুসারে তিনি ঈমানের গৃহের প্রথম সদস্য।
- প্রথম রাখাল।
- সত্যকে ধারণ করার জন্য প্রথম শহীদ।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আল্লাহ্ তাদের কথা শুনেন যারা তাঁর কাছে আসেন।
- আল্লাহ্ নির্দোষ লোককে জানেন এবং আজ হোক বা কাল হোক দোষী লোকদের তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** আদন বাগনের কাছে, বর্তমান দিনে হয়তো ইরাক বা ইরানের কোন এক জায়গায়।
- **কাজ:** প্রথম রাখাল
- **আত্মীয়-স্বজন:** বাবা মা: আদম ও হাওয়া; ভাই: কাবিল, শিশ ও অন্যান্য বংশধর।

মূল আয়াত: "ঈমানে হাবিল আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কাবিলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোরবানী করলেন। এর দ্বারা তাঁর পক্ষে এই সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি ধার্মিক; আল্লাহ্ তাঁর উপহারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন; এবং তিনি ইন্তেকাল করলেও তার মধ্য দিয়ে এখনও কথা বলছেন" (ইবরানী ১১:৪)।

পয়দায়েশ ৪:১-৮ আয়াতে হাবিলের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মথি ২৩:৩৫ আয়াতে ও লূক ১১:৫১, ইবরানী ১১:৪ ও ১২:২৪ আয়াতে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

[২৪] যদি কাবিলের খুনের প্রতিফল সাত গুণ হয়,
তবে লামাকের খুনের প্রতিফল সাতাত্তর
গুণ হবে।
[২৫] পরে আদম পুনর্বার তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত
হলে পর তিনি পুত্র প্রসব করলেন ও তার নাম
শিস রাখলেন। কেননা তিনি বললেন, কাবিল
কর্তৃক নিহত হাবিলের পরিবর্তে আল্লাহ্ আমাকে
আর একটি সন্তান দিলেন। [২৬] পরে শিসের পুত্র
জন্মগ্রহণ করলো, আর তিনি তার নাম আনুশ
রাখলেন। সেই সময় লোকেরা মাবুদের নামে
এবাদত করতে আরম্ভ করলো।

হযরত আদমের বংশ

৫ [১] আদমের বংশের বর্ণনা এই– যেদিন
আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করলেন, সেদিন
আল্লাহ্‌র সাদৃশ্যেই তাঁকে সৃষ্টি করলেন; [২] পুরুষ
ও স্ত্রী করে মানবজাতি সৃষ্টি করলেন, তিনি সেই
সৃষ্টিদিনে তাঁদের দোয়া করে নাম দিলেন আদম।
[৩] পরে আদম এক শত ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর
নিজের সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে পুত্রের জন্ম দিয়ে
তার নাম শিস রাখলেন। [৪] শিসের জন্মের পর
আদম আট শত বছর জীবিত থেকে আরও পুত্র
ও কন্যার জন্ম দিলেন। [৫] সর্বমোট আদমের নয়
শত ত্রিশ বছর বয়স হলে তিনি ইন্তেকাল
করলেন।
[৬] শিস এক শত পাঁচ বছর বয়সে আনুশের জন্ম
দিলেন। [৭] আনুশের জন্মের পর শিস আট শত
সাত বছর জীবিত থেকে আরও পুত্র ও কন্যার
জন্ম দিলেন। [৮] সর্বমোট শিসের নয় শত বারো
বছর বয়স হলে তিনি ইন্তেকাল করলেন।
[৯] আনুশ নব্বই বছর বয়সে কৈননের জন্ম
দিলেন। [১০] কৈননের জন্মের পর আনুশ আট
শত পনের বছর জীবিত থেকে আরও পুত্র ও
কন্যার জন্ম দিলেন। [১১] সর্বমোট আনুশের নয়
শত পাঁচ বছর বয়স হলে তিনি ইন্তেকাল
করলেন।
[১২] কৈনন সত্তর বছর বয়সে মাহলাইলের জন্ম
দিলেন। [১৩] মাহলাইলের জন্মের পর কৈনন আট
শত চল্লিশ বছর জীবিত থেকে আরও পুত্র ও
কন্যার জন্ম দিলেন। [১৪] সর্বমোট কৈননের নয়
শত দশ বছর বয়স হলে তাঁর মৃত্যু হল।
[১৫] মাহলাইল পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইয়ারুদের জন্ম
দিলেন। [১৬] ইয়ারুদের জন্মের পর মাহলাইল
আট শত ত্রিশ বছর জীবিত থেকে আরও পুত্র ও
কন্যার জন্ম দিলেন। [১৭] সর্বমোট মাহলাইলের

[৪:২৪] জবুর ১৮:৪৭; মথি ১৮:২২।
[৪:২৫] ১খান্দান ১:১।
[৪:২৬] ১খান্দান ১:১; লূক ৩:৩৮।
[৫:১] ১খান্দান ১:১।
[৫:২] পয়দা ১:২৭; মথি ১৯:৪; মার্ক ১০:৬; গালা ৩:২৮।
[৫:৩] দেখুন পয়দা ১:২৬; ১করি ১৫:৪৯।
[৫:৫] দেখুন পয়দা ২:১৭; ইব ৯:২৭;
[৫:৬] লূক ৩:৩৮।
[৫:৯] ১খান্দান ১:২; লূক ৩:৩৭।
[৫:১২] ১খান্দান ১:২; লূক ৩:৩৭।
[৫:১৫] ১খান্দান ১:২; লূক ৩:৩৭।

জাতির সহিংস ও ধ্বংসাত্মক কার্যবলী দ্বারা সে আল্লাহ্ থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়ে নিজের হাতে প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করেছে (দেখুন, দ্বি: বি: ৩২:৩৫)। লেমক গর্ব করেই দাবী করেছে যে, সে নিজেই তার মনিব। সে এই কথা চিন্তা করেছে যে, কাবিল যে অভিশাপ নিজের উপর ডেকে এনেছে সে ও তার সন্তানেরা তাদের হাতের কাজ দ্বারা সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। তার এই বিরাটকায় দাবী থেকে তার পাপ কত উচ্চে উঠেছিল যা একদিন কাবিলের মূল্যহীন উৎসর্গ ও ভাইকে খুন করার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল।

৪:২৪ সাতাত্তর গুণ। এখানে লেমকের তার ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারে এক দাম্ভিক ঘোষণা দেখা যায়, আর অন্য দিকে পিতরের প্রশ্নের উত্তরে ঈসা মসীহ্ সাতাত্তর গুণ সাত বার ক্ষমা করার কথা বলেন (মথি ১৮:২১-২২)।

৪:২৫ তার নাম শিস রাখলেন। ইবরানী ভাষায় “শিশ” ও “রাখলেন” শব্দ একই রকম শুনায়।

৪:২৬ আনুশ। নামটি ঠিক “আদম” নামের মত যার মানে “মানুষ” বা “মানব জাতি”।

মাবুদের নামে এবাদত করতে আরম্ভ করলো। কাবিলের বংশধারার চারিত্রিক বৈশিষ্ট অনুসারে লেমক ছিল গর্বিত আত্মনির্ভরশীল, কিন্তু এর বিপরীতে শীশের বংশধরদের আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করতে দেখা যায়।

৫:১-৪ মানুষ সৃষ্টি ... আদম ... শিশ। ১:২৬ ও ৩:২০ আয়াতের নোট দেখুন। যে কথার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহ্ তাঁর নিজের মত করেই আদমকে সৃষ্টি করলেন, ঠিক সেই একই কথা ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে আদমের ছেলে শিশ আদমের মতই হয়েছিল। ৪:২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:৩ তাঁর নিজের সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে। ১:২৬ আয়াতের নোট দেখুন। আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন নিষ্পাপ করে তাঁর নিজের নিঁখুত প্রতিমূর্তিতে, আর আদম পাপ করে তার নিজের ত্রুটিপূর্ণ প্রতিমূর্তিতে নিজের সন্তানের জন্ম দিলেন।

৫:৫ ৯৩০ বছর। পয়দায়েশ কিতাবের প্রথম দিকের অধ্যায়গুলোতে মানুষের আয়ুর যে বড় বড় সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তার মধ্য দিয়ে হয়তো আক্ষরিকভাবেই মানুষের দীর্ঘ আয়ুর কথা বর্ণনা করা হয়েছে নয়তো বা তখনকার প্রচলিত সাহিত্যের কোন দৃষ্টিভংগি উপস্থাপিত হয়েছে বা এই উভয়ই দেখানো হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত নয়। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, এখানে এমন অনেক সংখ্যা আছে যার প্রতীকী গুরুত্ব রয়েছে, যেমন ইনোকের ৩৬৫ বছর (২৩ আয়াত)। (৩৬৫ এমন একটি সংখ্যা যা দিয়ে একটি পূর্ণ বছরের সংখ্যা বুঝায় যা পূর্ণ জীবনের প্রতীক। এছাড়া লেমক ৭৭৭ বছর (৩১ আয়াত) বেঁচে ছিলেন। (৭৭৭ সংখ্যাটি হল একাধিক ৭ সংখ্যার, পরিপূর্ণ সংখ্যার প্রতীক, যেমন “সাতাত্তর গুণ সাত” (এবং অন্য লেমকের ৪:২৪ আয়াতে)। পয়দায়েশ ৫ অধ্যায়ে যে তালিকা আছে সেখানে ঠিক ১০টি নাম আছে (১১:১০-২৬ বংশ-তালিকায়)। খুব সম্ভবত এখানে সময়ের একটি বড় ফাঁক আছে (দেখুন ৪:১৭-১৮), সময়ের এই ফাঁককে খুব সম্ভবত এই বড় সংখ্যা দিয়ে সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দসের বাইরে অন্যান্য প্রাচীন বংশ তালিকায় ঠিক একই ভাবে বয়সের বড় বড় সংখ্যা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সুমেরিয়ানদের তিনজন বাদশাহ্‌র তালিকা (সেখানেও ঠিক এই রকম ১০টি নাম আছে) সেখানে বলা আছে যে, প্রত্যেক বাদশাহ্ ৭২০০০ বছর রাজত্ব করেছেন– স্পষ্টতই সময়ের কাল বাড়িয়ে বলা হয়েছে বলে মনে করা হয়।

তিনি ইন্তেকাল করলেন। পুরো অধ্যায় জুড়ে বার বার এই একই কথা বলা হয়েছে, শুধু মাত্র ইনোকের মৃত্যুর বিষয় ছাড়া (দেখুন ২৪ আয়াতের নোট)। এই কথার মধ্য দিয়ে বার বার আদমের গুনাহের পতনের ফলে যে বিচার নেমে এসেছে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আট শত পঁচানব্বই বছর বয়স হলে তিনি
ইন্তেকাল করলেন।
১৮ ইয়ারুদ এক শত বাষট্টি বছর বয়সে
হনোকের জন্ম দিলেন। ১৯ হনোকের জন্মের পর
ইয়ারুদ আট শত বছর জীবিত থেকে আরও পুত্র
ও কন্যার জন্ম দিলেন। ২০ সর্বমোট ইয়ারুদের
নয় শত বাষট্টি বছর বয়স হলে তিনি ইন্তেকাল
করলেন।
২১ হনোক পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মুতাওশা-
লেহের জন্ম দিলেন। ২২ মুতাওশালেহের জন্মের
পর হনোক তিন শত বছর আল্লাহ্‌র সঙ্গে
গমনাগমন করলেন এবং আরও পুত্র ও কন্যার
জন্ম দিলেন। ২৩ সর্বমোট হনোক তিন শত
পঁয়ষট্টি বছর রইলেন। ২৪ হনোক আল্লাহ্‌র সঙ্গে
গমনাগমন করতেন। পরে তিনি আর রইলেন না,
কেননা আল্লাহ্‌ তাঁকে নিজের কাছেই তুলে
নিলেন।
২৫ মুতাওশালেহ এক শত সাতাশি বছর বয়সে
লামাকের জন্ম দিলেন। ২৬ লামাকের জন্মের পর
মুতাওশালেহ সাত শত বিরাশি বছর জীবিত
থেকে আরও পুত্র ও কন্যার জন্ম দিলেন।
২৭ সর্বমোট মুতাওশালেহের নয় শত উনসত্তর
বছর বয়স হলে তিনি ইন্তেকাল করলেন।
২৮ লামাক এক শত বিরাশি বছর বয়সে পুত্রের
জন্ম দিয়ে তার নাম নূহ্‌ (বিশ্রাম) রাখলেন;
২৯ কেননা তিনি বললেন, মাবুদ কর্তৃক
বদদোয়াগ্রস্ত ভূমি থেকে আমাদের যে পরিশ্রম ও
কষ্ট হয়, সেই বিষয়ে এই ছেলেটিই আমাদের
সান্ত্বনা দেবে। ৩০ নূহের জন্মের পর লামাক পাঁচ
শত পঁচানব্বই বছর জীবিত থেকে আরও পুত্র ও
কন্যার জন্ম দিলেন। ৩১ সর্বমোট লামাকের সাত
শত সাতাত্তর বছর বয়স হলে তিনি ইন্তেকাল
করলেন।
৩২ পরে নূহ্‌ পাঁচ শত বছর বয়সে সাম, হাম ও
ইয়াফসের জন্ম দিলেন।

মানব জাতির নাফরমানী

৬ ১ এভাবে যখন দুনিয়াতে মানুষের সংখ্যা
বৃদ্ধি পেতে লাগল ও অনেক কন্যা
জন্মগ্রহণ করলো, ২ তখন আল্লাহ্‌র পুত্রেরা
মানুষের কন্যাদের সুন্দরী দেখে যার যাকে ইচ্ছা
তাকে বিয়ে করতে লাগল। ৩ তাতে মাবুদ
বললেন, আমার রূহ্‌ মানুষের মধ্যে চিরকাল ধরে
অবস্থান করবেন না, কেননা তারা মরণশীল;
পক্ষান্তরে তাদের সময় এক শত বিশ বছর

[৫:১৮] ১খান্দান ১:৩; লূক ৩:৩৭।
[৫:২১] ১খান্দান ১:৩; লূক ৩:৩৭।
[৫:২২] ২বাদশাহ্‌ ২০:৩; জবুর ১১৬:৯; মীখা ৬:৮; মালা ২:৬।
[৫:২৪] ২বাদশাহ্‌ ২:১, ১১; জবুর ৪৯:১৫; ৭৩:২৪; ৮৯:৪৮; ইব ১১:৫।
[৫:২৫] ১খান্দান ১:৩; লূক ৩:৩৬।
[৫:২৯] ১খান্দান ১:৩; লূক ৩:৩৬; রোমীয় ৮:২০।
[৫:৩২] লূক ৩:৩৬; ইশা ৬৫:২০।
[৬:২] আইউ ১:৬;
[৬:৩] গালা ৫:১৬-১৭।

৫:২২ আল্লাহ্‌র সঙ্গে গমনাগমন করলেন। এই বাক্যটি এই অধ্যায়ের অন্যান্য অনুচ্ছেদের "জীবিত রইলেন" বাক্যটির পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সঙ্গে বিশ্বস্তভাবে গমনাগমন করা ও সাধারণ ভাবে বেঁচে থাকার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৫:২৪ পরে তিনি আর রইলেন না, ... নিলেন। এই বাক্যটি "তারপর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন" এই বাক্যটির পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে "তাঁকে তুলে নিলেন" (২ বাদশাহ্‌ ২:১০)। হনোককে মৃত্যু ছাড়াই বেহেশতে তুলে নেওয়া হয়েছিল (প্রধানত দেখুন জবুর ৪৯:১৫; ৭৩:২৪; এছাড়া দেখুন ইব ১১:৫)। লেমক ছিলেন কাবিল থেকে আদমের সপ্তম পুরুষ যে একজন মন্দ লোক ছিল। কিন্তু আদম থেকে সপ্তম পুরুষ হনোক (এহুদা ১৪ আয়াত) ছিলেন শিশের বংশের মধ্য দিয়ে আসা ধার্মিক লোক যিনি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন (ইব ১১:৫)।

৫:২৭ নয় শত উনসত্তর বছর। হযরত নূহ্‌ ও তাঁর পরিবার বন্যা থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। যদি আক্ষরিক ভাবেই জীবনের এই দীর্ঘ সময় সত্যি হয় তবে মুতাত্তশালেহ বন্যার বছরই মৃত্যুবরণ করেছিলেন (২৫, ২৮ আয়াতে এবং ৭:৬ আয়াতের সংখ্যা যুক্ত হলে ঠিক ৬৯৬ সংখ্যাই বের হয়ে আসে)।

৫:৩২ নূহ্‌। আদম থেকে নূহ্‌ পর্যন্ত দশ পুরুষ এবং তা প্রায় ৮,৪০০ বৎসর। তাদের আয়ুর যে পরিমাণ তা আসলে আক্ষরিকভাবে সত্য না, তা প্রতীক হিসাবে বলা হয়েছে– তবে এ কথা নিয়ে মতের অমিল আছে। বিশেষ করে যখন প্রাচীন কালের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যেমন হনোকের বয়স ৩৬৫ বৎসর (৫:২৩-২৪), বৎসরে যে কয় দিন থাকে সেই কয় বৎসর। এ দ্বারা এ অর্থ বোঝানো হয়েছে যে তিনি পূর্ণ আয়ু পেয়েছিলেন। হিব্রু ভাষায় 'নূহ' নামটি 'সন্ত্বনা' শব্দের মত শোনায়। এর দ্বারা মানব জাতিকে আল্লাহ্‌ যে আর সেই বন্যার দ্বারা, সব ধ্বংস করার মত ধ্বংস করবেন না, এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র সঙ্গে নূহের সহযোগীতাকে বুঝানো হয়েছে (৯:১১-১৭)। এখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে আল্লাহ্‌ নূহ্‌ ও তাঁর পরিবারকে মহা বন্যা থেকে রক্ষা করেছেন যে বন্যা দিয়ে তিনি পৃথিবীর সমস্ত দুষ্ট ও পাপী মানুষকে ধ্বংস করেছেন। তার পরে আছে নূহের সন্তানদের তালিকা এবং ব্যাবিলনের উঁচু দালানের কথা যেখানে আল্লাহ্‌ মানুষের মধ্যে ভাষা ভেদ তৈরি করে বিভিন্ন স্থানে তাদের ছড়িয়ে দেন।

৬:১-৩ আমার রূহ্‌ ... অবস্থান করবেন না। এখানে দেখা যায় যে, মানব জাতির প্রাথমিক ইতিহাস ভীষণভাবে দুষিত হয়ে পড়েছিল। সেজন্য আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্টির উপর বিচার ও শাস্তি নিয়ে এসেছিলেন। এই কঠিন অংশটির বিষয়ে অনেকগুলো মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে:

(১) আল্লাহ্‌ভক্ত শিসের বংশের ও আল্লাহ্‌ ভক্তিহীন কাবিলের বংশের মধ্যে বিয়ের বন্ধন;
(২) প্রাচীন কালের শক্তিশালী শাসনকর্তাদের বহু বিবাহ;
(৩) মানুষের মেয়েদের সঙ্গে বেনে-ইলোহিমের, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পুত্রদের, অর্থাৎ ফেরেশতাদের বিবাহ বন্ধন। এই তিনটি প্রধান মতাবাদের মধ্যে তৃতীয় মতবাদটি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য পাঁচটি কারণে: অনুচ্ছেদটিতে ব্যাপক ধারণা পাওয়া যায় (মহাধ্বংসকারী বন্যার কারণ); নেফিলীয়দের উৎপত্তি (খুব সম্ভব দৈত্যের বংশধরদের এই দুনিয়াতে বসবাসের সঙ্গে যুক্ত LXX, 'gigantes'); রোমীয় এবং গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে টিটেনের কথা পাওয়া যায় যারা অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক আল্লাহ্‌ (আইউব ১:৬, ২:১, ইত্যাদি)। এছাড়া ইঞ্জিল শরীফের ২ পিতর ২:১-৪ আয়াতে এবং এহুদা ৬ আয়াতে

BACIB International Bible CHURCH

হবে। ৪ সেই সময় দুনিয়াতে মহাবীরেরা ছিল
এবং তার পরেও আল্লাহ্‌র পুত্রেরা মানুষের
কন্যাদের সংগে মিলিত হলে তাদের গর্ভে সন্তান
জন্মগ্রহণ করলো। তারাই ছিল সেকালের প্রসিদ্ধ
বীর।
৫ আর মাবুদ দেখলেন, দুনিয়াতে মানব-
জাতির নাফরমানী অত্যধিক এবং তাদের
অন্তঃকরণের সমস্ত কল্পনা সবসময় কেবল মন্দ।
৬ তাই মাবুদ দুনিয়াতে মানবজাতি সৃষ্টি করার
দরুন অনুশোচনা করলেন ও মনে কষ্ট পেলেন।
৭ তখন মাবুদ বললেন, আমি যে মানুষকে সৃষ্টি
করেছি তাকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলবো;
মানুষের সঙ্গে পশু, সরীসৃপ জীব ও আসমানের
পাখিদেরকেও মুছে ফেলবো; কেননা তাদের সৃষ্টি
করার দরুন আমার অনুশোচনা হচ্ছে। ৮ কিন্তু
নূহ্‌ মাবুদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করলেন।

হযরত নূহের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ

৯ নূহের বংশ-বৃত্তান্ত এই। নূহ্‌ তাঁর সময়কার
লোকদের মধ্যে ধার্মিক ও খাঁটি লোক ছিলেন
এবং তিনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে গমনাগমন করতেন।
১০ নূহ্‌ সাম, হাম ও ইয়াফস নামে তিন পুত্রের
জন্ম দেন।
১১ সেই সময় দুনিয়া আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে
গিয়েছিলো এবং দুনিয়া জোর-জুলুমে পরিপূর্ণ

[৬:৪] শুমারী ১৩:৩৩।
[৬:৫] ইহি ৩:১৯; জবুর ১৪:১-৩।
[৬:৬] ইশা ৬৩:১০; ইফি ৪:৩০।
[৬:৭] ইহি ৩৩:২৮; সফ ১:২, ১৮।
[৬:৭] দ্বি:বি ২৮:৬৩।
[৬:৮] লূক ১:৩০; প্রেরিত ৭:৪৬।
[৬:৯] জবুর ১৫:২; ১৮:২৩; মেসাল ২:৭।
[৬:১০] লূক ৩:৩৬।
[৬:১১] জবুর ৭:৯; মালা ২:১৬।
[৬:১২] জবুর ১৪:১-৩।
[৬:১৩] দ্বি:বি ২৮:৬৩; ইয়ার ৪৪:১১।
[৬:১৪] ইব ১১:৭; ১পিতর ৩:২০।
[৬:১৭] জবুর ২৯:১০।
[৬:১৮] ইশা ৫৫:৩;

হয়েছিলো। ১২ আর আল্লাহ্‌ দুনিয়ার দিকে
দৃষ্টিপাত করলেন, আর দেখ, সে ভ্রষ্ট হয়েছে,
কেননা দুনিয়ার সমস্ত প্রাণী তাদের আচার-
আচরণে কলুষিত হয়েছিল।
১৩ তখন আল্লাহ্‌ নূহ্‌কে বললেন, আমি সমস্ত
প্রাণী ধ্বংস করে ফেলতে মনস্থির করেছি,
কেননা তাদের দ্বারা দুনিয়া জোর-জুলুমে পরিপূর্ণ
হয়েছে; আর দেখ, আমি দুনিয়ার সঙ্গে
তাদেরকে বিনষ্ট করবো। ১৪ তুমি গোফর কাঠ
দিয়ে একটি জাহাজ তৈরি কর; সেই জাহাজের
মধ্যে কুঠরী তৈরি করবে ও তার ভিতরে ও
বাইরে আলকাতরা দিয়ে লেপন করবে।
১৫ এইভাবে তা তৈরি করবে। জাহাজ লম্বায়
তিন শত হাত, চওড়ায় পঞ্চাশ হাত ও উচ্চতায়
ত্রিশ হাত হবে। ১৬ তার ছাদের এক হাত নিচে
জানালা প্রস্তুত করে রাখবে ও জাহাজের পাশে
দরজা রাখবে; তার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা
তৈরি করবে। ১৭ আর দেখ, আসমানের নিচে
প্রাণবায়ুবিশিষ্ট যত জীবজন্তু আছে, তাদের
সকলকে বিনষ্ট করার জন্য আমি দুনিয়ার উপরে
বন্যা নিয়ে আসবো, আর দুনিয়ার সকলে
প্রাণত্যাগ করবে। ১৮ কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি
আমার নিয়ম স্থির করবো; তুমি তোমার পুত্ররা,
স্ত্রী ও পুত্রবধূদেরকে সঙ্গে নিয়ে সেই জাহাজে

ফেরেশতাদের গুনাহের কথা পাওয়া যায়।

৬:৪ সেকালের প্রসিদ্ধ বীর। এখানে হয়তো বেহেশতের ফেরেশতাদের বা বর্হিজাগতিক প্রাণীদের বুঝানো হয়েছে (১:২৬; আইউব ১:৬, ২:১ আয়াতের নোট দেখুন)। ঐ সমস্ত সুন্দরী মেয়েদের এবং ঐ বেহেশতী প্রাণীদের বিয়ের ফলে যে সন্তান-সন্ততি তাদের হয় তাদের নেফিলীম বা মহাবীর বলা হয়েছে। 'নেফিলীম' অর্থ "যারা পতিত" খুব সম্ভবত শুমারী কিতাবে ১৩:৩১-৩৩ ও দ্বিতীয় বিবরণ ২:১০-১১, ৯:২ আয়াতে যেসব বীরদের কথা বলা হয়েছে তারা এই জাতীয় লোক।

৬:৫ তাদের অন্তঃকরণের সমস্ত কল্পনা সবসময় কেবল মন্দ। পাক-কিতাবের মধ্যে মানুষ সম্পর্কে যত নেতিবাচক কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক। এখানে দেখা যায় যে, বন্যার পরেও মানুষের স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি, যেমন আগে ছিল এখনও ঠিক তেমনটাই রয়ে গেছে (৮:২১)।

৬:৬ অনুশোচনা করলেন ও মনে কষ্ট পেলেন। মানুষের গুনাহ্‌ মাবুদকে দুঃখ দেয় (দেখুন ইফি ৪:৩০)।

৬:৭ দুনিয়া থেকে মুছে ফেলবো। অনুগ্রহের কাল প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল (দেখুন ৩ আয়াত ও নোট)।

সরীসৃপ জীব ও আসমানের পাখিদেরকেও মুছে ফেলবো। যদিও এসব প্রাণী নির্দোষ ছিল তবুও তারা মানুষের মন্দ শাসনের অধীন ছিল বলে তাদের উপরও শাস্তি নেমে এসেছিল।

৬:৮-৯ নূহ্‌ মাবুদের দৃষ্টিতে ... খাঁটি লোক ছিলেন। ২:৪, ৫:৩-৩২; ২ পিতর ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন। নূহের সমসাময়িক মন্দ লোকদের মধ্যে তাঁর খাঁটি জীবন সত্যিই একটি শক্তিশালী বৈপরীত্য। তবে এই কথার মধ্য দিয়ে তাঁর গুনাহ্‌হীন জীবনের কথা বলা হয় নি।

৬:১৪ গোফর কাঠ দিয়ে একটি জাহাজ তৈরি কর। জাহাজ তৈরি করতে গিয়ে নূহ্‌ কি গাছ ব্যবহার করেছিলেন তা সঠিক বলা যায় না। "জাহাজ" বুঝাতে যে ইবরানী শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে অনেক সময় "নৌকা"ও বুঝানো হয়। এর দ্বারা ভাসমান পেট্‌রাও বুঝানো হয়, যে পেট্‌রা ব্যবহার করে শিশু মূসাকে বাঁচানো হয়েছিল (হিজ ২:৩-৫)। ঐ নৌকা বা জাহাজ লম্বায় প্রায় একটা ফুটবল মাঠের দেড়গুন ছিল।

৬:১৭ আসমানের নিচে ... দুনিয়ার উপরে বন্যা নিয়ে আসবো। কেউ কেউ মনে করেন যে, এই মহাপ্লাবন ছিল সমস্ত পৃথিবীব্যাপী, আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করে পৃথিবীর কোন বিশেষ অংশে এটি হয়েছিল কিন্তু দৃশ্যত পাক-কিতাবে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে বুঝা যায় যে, সমস্ত জায়গায়ই এই মহাপ্লাবন হয়েছিল (দেখুন, ৭, ১২-১৩; ৭:৪, ১৯, ২১-২৩; ৮:২১; ৯:১১, ১৫; ২ পিতর ৩:৬)। অন্যেরা যুক্তি দেখান যে, ৬-৯ অধ্যায়ে যে বন্যার কথা লেখা আছে তা একটি আন্তদেশীয় বন্যা, তৎকালীন লেখকের দৃষ্টিতে তাদের যে চেনা পৃথিবী ছিল সেই পৃথিবী– এর মানে সমস্ত পৃথিবী নয়। এখানে 'পৃথিবী' যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কোন কোন জায়গায় "ভূমি" (২:৫) অর্থেও তা ব্যবহার করা হয়েছে। "আসমানের নিচে যে সব প্রাণী" বলতে হযরত নূহের ধারণায় যে সমস্ত প্রাণী ছিল সেসকল প্রাণী হয়ে থাকতে পারে। (ইউসুফের সময়েও একইভাবে দুর্ভিক্ষের বিষয়টি বর্ণনা করতে এমন সার্বজনীন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে (৪১:৫৪; ৫৭)।

৬:১৮ নিয়ম স্থির করবো। ৯:৯ আয়াতের নোট দেখুন। বন্যার পরে ভূমি থেকে পানি সরে গিয়ে ভূমি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত

BACIB International Bible CHURCH

প্রবেশ করবে। [১৯] সমস্ত জীবজন্তুর স্ত্রী-পুরুষ
জোড়া জোড়া নিয়ে তাদের প্রাণ রক্ষা করার জন্য
তোমার সঙ্গে সেই জাহাজে প্রবেশ করাবে;
[২০] সব জাতের পাখি ও সব জাতের পশু ও সব
জাতের ভূচর সরীসৃপ জোড়া জোড়া প্রাণ রক্ষা
করার জন্য তোমার কাছে আসবে। [২১] আর
তোমার ও তাদের আহারের জন্য তুমি সব
রকমের খাবার জিনিস এনে তোমার কাছে মজুদ
করবে। [২২] তাতে নূহ্‌ সেরকম করলেন, আল্লাহ্‌র
হুকুম অনুসারেই সমস্ত কাজ করলেন।

মহাবন্যা

৭ [১] আর মাবুদ নূহ্‌কে বললেন, তুমি
সপরিবারে জাহাজে প্রবেশ করো, কেননা
এই কালের লোকদের মধ্যে আমার সাক্ষাতে
তোমাকেই ধার্মিক দেখেছি। [২] তুমি পাক-পবিত্র
পশুর স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে প্রত্যেক জাতের সাত
জোড়া করে এবং নাপাক পশুর স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে
প্রত্যেক জাতের এক জোড়া করে, [৩] এবং
আসমানের পাখিদেরও স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে প্রত্যেক
জাতের সাত জোড়া করে, সারা দুনিয়াতে তাদের
বংশ রক্ষা করার জন্য নিজের সঙ্গে রাখ।
[৪] কেননা সাত দিন পর আমি দুনিয়াতে চল্লিশ
দিন ও চল্লিশ রাত বৃষ্টি বর্ষণ করে আমার সৃষ্ট
যাবতীয় প্রাণীকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলবো।
[৫] তখন নূহ্‌ মাবুদের হুকুম অনুসারে সমস্ত কাজ
করলেন।

ইয়ার ৩২:৪০; ইহি ১৬:৬০; হগয় ২:৫; ১পিতর ৩:২০।
[৬:২২] হিজ ৭:৬; ৩৯:৪৩; ৪০:১৬।
[৭:১] মথি ২৪:৩৮; লূক ১৭:২৬-২৭; ইব ১১:৭; ১পিতর ৩:২০; ইহি ১৪:১৪;
[৭:২] দ্বি:বি ১৪:৩-২০; হগয় ২:১২; প্রেরিত ১০:১৪-১৫।
[৭:৩] পয়দা ৬:২০।
[৭:৪] ইয়ার ২৮:১৬।
[৭:১১] আইউ ২৮:১১; জবুর ৩৬:৬; ৪২:৭; মেসাল ৮:২৪; ইশা ৫১:১০; ইহি ২৬:১৯।
[৭:১২] ১শামু ১২:১৭; আইউ ২৮:২৬।
[৭:১৩] ১পিতর ৩:২০।

[৬] নূহের ছয় শত বছর বয়সে দুনিয়াতে বন্যা
আরম্ভ হল। [৭] বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য
নূহ্‌ ও তাঁর পুত্ররা এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্রবধূরা
জাহাজে প্রবেশ করলেন। [৮] নূহের প্রতি আল্লাহ্‌র
হুকুম অনুসারে পাক ও নাপাক পশুর, [৯] এবং
পাখির ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবের স্ত্রী-
পুরুষ জোড়া জোড়া করে জাহাজে নূহের কাছে
প্রবেশ করলো। [১০] পরে সেই সাত দিন গত হলে
দুনিয়াতে বন্যা আরম্ভ হল।
[১১] নূহের বয়সের ছয় শত বছরের দ্বিতীয় মাসের
সপ্তদশ দিনে ভূগর্ভস্থ সমস্ত উৎসমুখ খুলে গেল
এবং আসমানের জানালাগুলো খুলে গেল;
[১২] তাতে দুনিয়াতে চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত
ভীষণ বৃষ্টি হল। [১৩] সেদিন নূহ্‌ এবং সাম, হাম
ও ইয়াফস নামে নূহের পুত্ররা এবং তাঁদের সঙ্গে
নূহের স্ত্রী ও তিন পুত্রবধূ জাহাজে প্রবেশ
করলেন। [১৪] আর তাঁদের সঙ্গে সব জাতের বন্য
পশু, সব জাতের গৃহপালিত পশু, সব জাতের
ভূচর সরীসৃপ ও সব জাতের পাখি, সব জাতের
খেচর, [১৫] প্রাণবায়ুবিশিষ্ট সব রকমের জীবজন্তু
জোড়ায় জোড়ায় জাহাজে নূহের কাছে প্রবেশ
করলো। [১৬] ফলত তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র হুকুম
অনুসারে সমস্ত প্রাণীর স্ত্রী-পুরুষ প্রবেশ করলো।
পরে মাবুদ তাঁর পেছনের দরজা বন্ধ করে
দিলেন।
[১৭] আর চল্লিশ দিন পর্যন্ত দুনিয়াতে বন্যা হল;

আল্লাহ্‌ নূহের সঙ্গে কোন নিয়ম স্থাপন করেন নি।

তুমি তোমার পুত্ররা, স্ত্রী ও পুত্রবধূদেরকে সঙ্গে নিয়ে। আল্লাহ্‌ তাঁর ভালবাসার হাত ধার্মিক নূহের পুরো পরিবারের প্রতি বাড়িয়ে দিয়ে ছিলেন– এই একই ব্যবহার যুগ যুগ ধরে তাঁর লোকদের প্রতি দেখা যায়।

জাহাজে প্রবেশ করবে। বন্যা থেকে নূহের উদ্ধার লাভ কাহিনীটি আল্লাহ্‌র সন্তানদের প্রতি আল্লাহ্‌র পূর্ণ মুক্তির একটি পূর্বাভাস (দেখুন ইব ১২:৭; ২ পিতর ২:৫) এবং এটি বাপ্তিস্মের একটি প্রতীক চিহ্নও ছিল বটে (দেখুন ১ পিতর ৩:২০-২১)। পিতা-মাতার নৈতিক ও দায়িত্বপূর্ণ আচরণের আশীর্বাদ তার সন্তানদের প্রতিও বর্তায় (দেখুন জবুর ৭৮:১-৭; প্রেরিত ২:৩৮-৩৯; ১৬:৩১; ১করি ৭:১৪)।

৬:১৯ সমস্ত জীবজন্তুর স্ত্রী-পুরুষ জোড়া জোড়া নিয়ে। বেশিরভাগ জীব-জন্তু বন্যার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেক প্রাণীর জোড়া জোড়া করে সংরক্ষণ করার ফলে বন্যার পরে পৃথিবীতে তারা আবার নিজেদের বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

৭:১ তুমি সপরিবারে জাহাজে প্রবেশ করো। বন্যা শুরু হবার আগে নূহের কাছে আল্লাহ্‌র শেষ কথার শুরু। বন্যার পরে আল্লাহ্‌র প্রথম কথাও সেই একই রকম, "নৌকা থেকে বের হয়ে এসো" (৮:১৬)।

ধার্মিক। দেখুন ৬:৬-৯ এর নোট, নূহ্‌ ধার্মিকতার একজন তবলিগকারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন (২ পিতর ২:৫)। তিনি তাঁর সমসাময়িক লোকদের কাছে আসন্ন বিচার সম্পর্কে তবলিগ করতেন ও তাঁর ঈমানের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন (দেখুন ইব ১১:৭)।

৭:২ পাক-পবিত্র পশুর .... জাতের সাত জোড়া করে। ৬:১৯-২০ আয়াতের সঙ্গে এ আয়াত তুলনা করুন। সাত স্যংখ্যাটি হচ্ছে পবিত্র ও সম্পূর্ণতার চিহ্ন। মূসার শরীয়তে যে সব প্রাণী কোরবানী করার যোগ্য তাদের "পাক-পবিত্র" বলা হতো; আর যা কোরবানী করার যোগ্য নয় তাদের বলা হতো "নাপাক" পরে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানী করার জন্য এবং খাবার জন্যও কিছু প্রাণীরও দরকার ছিল (৮:২০, ৯:৩)।

৭:৪ চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত। কিতাবুল মোকাদ্দসে চল্লিশ সংখ্যা দ্বারা দুঃখ-কষ্ট ও প্রস্তুতির সময় বুঝায় (দ্বি:বি: ৯:১১, মথি ৪:১-১১ দেখুন)।

৭:৭ বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ... জাহাজে প্রবেশ করলেন। নূহ্‌ ও তাঁর পরিবার বন্যা থেকে রক্ষা পেলেন কিন্তু অন্য সকলের জন্য জীবন যেমন চলে তেমনি সকলই চলছিল যতক্ষণ না বন্যা এসে পড়লো ও তাদের জন্য বেশ দেরি হয়ে গেল (দেখুন, মথি ২৪: ৩৭-৩৯)।

৭:১১-১২ ভূগর্ভস্থ সমস্ত উৎসমুখ খুলে গেল .... ভীষণ বৃষ্টি হল। পানি শুধুমাত্র বৃষ্টির মতই পড়ে নি, কিন্তু যেন কলশি থেকে পানি ঢালার মত করে পানি পড়লো (১:৬-৮ আয়াতের নোট দেখুন)। এই মহা বন্যা ছিল সৃষ্টির প্রথমে নিচের পানি ও আকাশের পানি থেকে শুক্‌না ভূমিকে আলাদা করার (১:৭) কাজের দ্বারা আকারবিহীন পৃথিবীর আকার দান করার ঠিক উল্টো ব্যাপার।

৭:১৩ সেদিন নূহ্‌ ... জাহাজে প্রবেশ করলেন। তারা কেবল মাত্র মোট ৮ জন জাহাজে প্রবেশ করেছিলেন ও বন্যার হাত

তাতে পানি বৃদ্ধি পেয়ে জাহাজ ভাসালে তা মাটি
ছেড়ে উপরে ভেসে উঠলো। ১৮ পরে পানি প্রবল
হয়ে দুনিয়াতে অতিশয় বৃদ্ধি পেল এবং জাহাজ
পানির উপরে ভাসতে লাগল। ১৯ আর দুনিয়াতে
পানি অত্যন্ত প্রবল হল, আসমানের নিচে সমস্ত
মহাপর্বত ডুবে গেল। ২০ তার উপরে পনের হাত
পানি উঠে প্রবল হল, পর্বতগুলো ডুবে গেল।
২১ তাতে ভূচর যাবতীয় প্রাণী– পাখি, গৃহপালিত
ও বন্য পশু, ভূচর সরীসৃপ এবং মানুষ সকলই
মারা গেল। ২২ স্থলচর যত জীবন্ত প্রাণী ছিল,
সকলেই মারা গেল। ২৩ এভাবে দুনিয়া নিবাসী
সমস্ত প্রাণী– মানুষ, পশু, সরীসৃপ ও আসমানের
পাখি দুনিয়া থেকে মুছে গেল, কেবল নূহ্‌ ও তাঁর
সঙ্গী জাহাজের প্রাণীরা বেঁচে রইলেন। ২৪ আর
পানি দুনিয়ার উপরে এক শত পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত
প্রবল থাকলো।

মহা বন্যার সমাপ্তি

৮ ১ আর আল্লাহ্‌ নূহ্‌কে ও তাঁর সঙ্গে
জাহাজে অবস্থিত বন্য পশু ও গৃহপালিত
পশুদের কথা স্মরণ করলেন; আল্লাহ্‌ দুনিয়াতে
বায়ু বহালেন, তাতে পানি কমতে আরম্ভ করলো।
২ আর ভূগর্ভের সমস্ত উৎস ও আসমানের
জানালাগুলো বন্ধ হল এবং আসমানের মহাবৃষ্টি
নিবৃত্ত হল। ৩ আর পানি ক্রমশ ভূমির উপর
থেকে সরে গিয়ে এক শত পঞ্চাশ দিনের শেষে
হ্রাস পেল। ৪ তাতে সপ্তম মাসে, সপ্তদশ দিনে
অরারট পর্বতমালার একটি শৃঙ্গে জাহাজ আট্‌কে
রইলো। ৫ পরে দশম মাস পর্যন্ত পানি ক্রমশ
সরে হ্রাস পেল; ঐ দশম মাসের প্রথম দিনে
পর্বতমালার চূড়া দেখা গেল।
৬ চল্লিশ দিন গত হলে নূহ্‌ তাঁর নিজের তৈরি
জাহাজের জানালা খুলে একটা দাঁড়কাক ছেড়ে
দিলেন; ৭ তাতে সে উড়ে ভূমির উপরিস্থ পানি
শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত যত্রতত্র উড়ে বেড়াতে
লাগল। ৮ আর ভূমির উপরে পানি হ্রাস পেয়েছে
কি না, তা জানবার জন্য তিনি নিজের কাছ
থেকে একটি কবুতর ছেড়ে দিলেন। ৯ তাতে
সমস্ত দুনিয়া পানিতে ঢাকা থাকাতে কবুতরটি পা
রাখার কোন স্থান পেল না, তাই জাহাজে তাঁর
কাছে ফিরে আসল। তখন তিনি হাত বাড়িয়ে
তাকে ধরলেন ও জাহাজের ভিতরে নিজের কাছে
রাখলেন। ১০ পরে তিনি আর সাত দিন বিলম্ব
করে জাহাজ থেকে সেই কবুতরটি পুনর্বার ছেড়ে
দিলেন, ১১ আর সেই কবুতরটি সন্ধ্যাকালে তাঁর
কাছে ফিরে আসল; দেখ, তার ঠোঁটে জলপাই
গাছের একটি নতুন পাতা ছিল; এতে নূহ্‌
বুঝলেন যে, ভূমির উপরে পানি হ্রাস পেয়েছে।
১২ পরে তিনি আর সাত দিন বিলম্ব করে সেই
কবুতরটি পুনরায় ছেড়ে দিলেন, তখন সে তাঁর
কাছে আর ফিরে আসল না।
১৩ নূহের বয়সের ছয় শত এক বছরের প্রথম
মাসের প্রথম দিনে ভূমির উপরে পানি শুকিয়ে
গেল; তাতে নূহ্‌ জাহাজের ছাদ খুলে দৃষ্টিপাত
করলেন, আর দেখ, ভূতলের পানি সম্পূর্ণভাবে
শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে। ১৪ পরে দ্বিতীয়
মাসের সাতাশ দিনে ভূমি সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে

[৭:১৯] জবুর ১০৪:৬।
[৭:২০] ২পিতর ৩:৬।
[৭:২১] ২পিতর ৩:৬।
[৭:২৩] লূক ১৭:২৭; ১পিতর ৩:২০।
[৭:২৩] ইব ১১:৭;
[৭:২৪] আইউ ১২:১৫।
[৮:১] লূক ১:৫৪, ৭২; ইশা ১১:১৫; ৪৪:২৭।
[৮:৪] ২বাদশাহ্‌ ১৯:৩৭; ইয়ার ৫১:২৭।
[৮:৭] দ্বি:বি ১৪:১৪; ইশা ৩৪:১১; লূক ১২:২৪।
[৮:৮] আইউ ৩০:৩১; জবুর ৫৫:৬; ৭৪:১৯; ইশা ৩৮:১৪; ইয়ার ৪৮:২৮; ইহি ৭:১৬; হোশেয় ৭:১১; নহূম ২:৭; মথি ৩:১৬; ইউ ১:৩২।
[৮:১৩] দেখুন পয়দা ৫:৩২।

থেকে জীবন বাঁচিয়েছিলেন (১ পিতর ৩;২০; ২ পিতর ২;৫)।

৭:২২ স্থলচর যত জীবন্ত প্রাণী ছিল, সকলেই মারা গেল। জাহাজের মানুষ ও প্রাণীগুলো ছাড়া আল্লাহ্‌ সৃষ্টির সময়ে যে জীবন-বায়ু তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন (১:৩০, ২:৭) তা তাদের কাছে থেকে তিনি ফিরিয়ে নিলেন।

৮:১ আল্লাহ্‌ নূহ্‌কে ... স্মরণ করলেন। বন্যার কাহিনীটি ছিল একটি বিচারের কাহিনী; এই বিচারের কাহিনী থেকেই মুক্তির কাহিনী বের হয়ে এসেছে। আল্লাহ্‌ নূহকে স্মরণ করলেন। ৭:১৬ আয়াত থেকে বা ১৫০ দিন ধরে আর তাঁর বিষয়ে বলা হয় নি (দেখুন ৭:২৪), আল্লাহ্‌ নূহ্‌ ও তাঁর পরিবারকে ভুলে যান নি। "স্মরণ করলেন" বাক্যটি কিতাবুল মোকাদ্দসে মাত্র আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের কথা মনে করলেন বলা হয় নি কিন্তু তিনি তাদের বিষয়ে ভাবলেন, তাদের যত্ন নিলেন, তাদের ভালবাসলেন এই রকম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যখন আল্লাহ্‌ তাঁর সন্তানদের স্মরণ করলেন, তখন তিনি তা করেন তাঁর দয়ার সঙ্গে (নহি ৫:১৯; ১৩:৩১)।

আল্লাহ্‌ দুনিয়াতে বায়ু বহালেন। ৮ ও ৯ অধ্যায়ে ঘটনাগুলো যেভাবে সাজানো হয়েছে তার সঙ্গে ১ অধ্যায়ের ঘটনাগুলো সাজানোকে তুলনা করে দেখুন। বন্যার পরে ঐ নতুন আরম্ভ সৃষ্টির শুরুর সময়ের ঘটনার মতই: ৮:১ (১:২); ৮:২ (১:৬-৭); ৮:৫ (১:২০); ৮:১৭ (১:২৪); ৯:১-২ (১:২৮)।

৮:৪ অরারট পর্বতমালার একটি শৃঙ্গে। সম্ভবতঃ প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার উত্তর-পশ্চিমের উরাড়টু (বর্তমান তুরস্কের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল বা আর্মেনিয়া)।

৮:৬-৮ দাঁড় কাক ... কবুতর। দাঁড় কাক এক রকম কালো পাখী যা অনেক কঠিন অবস্থার মধ্যেও বেঁচে থাকতে পারে। এ পাখী একা একা সহজেই থাকতে পারে। এ পাখী "নাপাক" হিসাবে পরিচিত কারণ মূসার শরীয়ত অনুসারে এ পাখী অখাদ্য ও তা গুনাহের জন্য কোরবানী করা নিষিদ্ধ ছিল (দ্বিতীয় বিবরণ ১৪:১৪ দেখুন)। কবুতর পাক-পবিত্র পাখী; ঘুঘুর মত। তাকে চিঠিপত্র পাঠানো কাজের জন্য সহজে শিক্ষা দেয়া যেত। মূসার শরীয়ত অনুসারে গরীব লোকেরা– যারা বড় প্রাণী কিনতে পারত না, তারা গুনাহের জন্য কবুতর কোরবানী করতে পারত (লেবীয় ৫:৭)।

৮:১১ সেই কবুতরটি ... নতুন পাতা ছিল। জলপাই গাছ উঁচু স্থানে জন্মায় না, সবুজ সতেজ পাতা ছিল নূহের জন্য একটি চিহ্ন যে ভূমি থেকে পানি নেমে গিয়েছে। বর্তমানে শান্তির যে প্রতীক দেখানো হয় যেখানে একটি কবুতর একটি জলপাই গাছের পাতা মুখে করে উড়ে যাচ্ছে সেই প্রতীকের এটাই হল আসল কাহিনী। এই কাহিনী থেকেই এই প্রতীকটির জন্ম হয়েছে।

৮:১৩ নূহের বয়সের ছয় শত এক বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে। এখানে যে দিন-তারিখের কথা বলা হয়ছে তা বন্যার পরে মনব জাতির নতুন শুরুর সংকেত দেওয়া হয়েছে।

৮:১৪ পরে দ্বিতীয় মাসের সাতাশ দিনে। বন্যা শুরু হওয়ার এক বছরেরও পরের সময় (দেখুন ৭:১১)।

গেল।
১৫ পরে আল্লাহ্‌ নূহ্‌কে বললেন, ১৬ তুমি
তোমার স্ত্রী, পুত্রদের ও পুত্রবধূদেরকে সঙ্গে নিয়ে
জাহাজ থেকে নেমে বাইরে যাও। ১৭ আর
তোমার সঙ্গে যত পশু, পাখি ও ভূচর সরীসৃপ
প্রভৃতি জীবজন্তু আছে, সেই সকলকে তোমার
সঙ্গে বাইরে আন, তারা দুনিয়াকে প্রাণীময় করুক
এবং দুনিয়াতে তারা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হোক।
১৮ তখন নূহ্‌ তাঁর পুত্রদের এবং তাঁর স্ত্রী ও
পুত্রবধূদেরকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। ১৯ আর
নিজ নিজ জাতি অনুসারে প্রত্যেক পশু, সরীসৃপ
ও পাখি, সমস্ত ভূচর প্রাণী জাহাজ থেকে বের
হল।

হযরত নূহের কোরবানী ও আল্লাহ্‌র ওয়াদা

২০ পরে নূহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে কোরবানগাহ্‌
তৈরি করলেন এবং সব রকম পাক-পবিত্র পশু ও
সব রকম পাক-পবিত্র পাখি থেকে কতগুলো নিয়ে
কোরবানগাহ্‌র উপরে আগুনে পুড়িয়ে কোরবানী
করলেন। ২১ তাতে মাবুদ তার সৌরভের ঘ্রাণ
নিলেন, আর মাবুদ মনে মনে বললেন, আমি
মানবজাতি জন্য ভূমিকে আর বদদোয়া দেব না,
কারণ বাল্যকাল থেকে মানুষের মনস্কল্পনা দুষ্ট;
যেমন করলাম, তেমন আর কখনও সমস্ত
প্রাণীকে সংহার করবো না। ২২ যে পর্যন্ত দুনিয়া
থাকবে, সেই পর্যন্ত শস্য বপনের ও শস্য
কাটবার সময়, শীত ও উত্তাপ, গ্রীষ্মকাল ও
হেমন্তকাল, দিবা ও রাত– এই সকলের অবসান
হবে না।

হযরত নূহের সঙ্গে কৃত আল্লাহ্‌র নিয়ম

৯ ১ পরে আল্লাহ্‌ নূহ্‌কে ও তাঁর পুত্রদেরকে
দোয়া করে বললেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও
বহুবংশ হও, দুনিয়া পরিপূর্ণ করো। ২ দুনিয়ার
যাবতীয় প্রাণী ও আসমানের যাবতীয় পাখি
তোমাদেরকে ভয় পাবে ও ভয়ে কাঁপতে থাকবে;
সমস্ত ভূচর জীব ও সমুদ্রের সমস্ত মাছ
তোমাদেরই হাতে দেওয়া হল। ৩ প্রত্যেক
গমনশীল প্রাণী তোমাদের খাদ্য হবে; আমি
সবুজ ওষধির মত সেসব তোমাদেরকে দিলাম।
৪ কিন্তু প্রাণসহ অর্থাৎ রক্তসহ গোশ্‌ত ভোজন
করো না। ৫ আর তোমাদের রক্তপাত হলে আমি

[৮:১৮] ১পিতর ৩:২০।
[৮:২০] হিজ ১৭:১৫; কাজী ৬:২৬; ১১:৩১; ১শামু ২০:২৯; আইউ ১:৫; ৪২:৮।
[৮:২১] ৫১:৫; ইয়ার ১৭:৯; মথি ১৫:১৯; রোমীয় ১:২১; ইয়ার ৪৪:১১; ইশা ৫৪:৯;৭; ২করি ২:১৫।
[৮:২২] জবুর ৭৪:১৭; জাকা ১৪:৮।
[৯:৩] প্রেরিত ১০:১৫; কল ২:১৬।
[৯:৪] লেবীয় ৩:১৭; ইহি ৩৩:২৫।
[৯:৫] ১বাদশাহ্‌ ২:৩২; ২খান্দান

৮:১৭ দুনিয়াতে তারা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হোক। দেখুন ১:২২ ও এর নোট। এখন থেকে সমস্ত জীব-জন্তু ও পাখীরা আগের মত পৃথিবীতে নিজের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে আশীর্বাদ লাভ করলো।

৮:২০ মাবুদের উদ্দেশে। যেহেতু এবাদত একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেজন্য এটি মাবুদের উদ্দেশ্যে (দেখুন ২:৪ আয়াতের নোট) নূহ্‌ কোরবানী দেবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে এলেন (দেখুন ৪:৪)।

আগুনে পুড়িয়ে কোরবানী করলেন। ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন। নূহের কোরবানী কোরবানগাহে সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেয়া হয়। যেমন লেবীয় কিতাবের ১ অধ্যায়ে বলা আছে তা ছিল আল্লাহ্‌কে খুশী করার জন্য কোরবানী।

৮:২১ মাবুদ তার সৌরভের ঘ্রাণ নিলেন। রূপক অর্থে বলা হয়েছে যার অর্থ প্রভু নূহের কোরবানীর প্রতি খুশি হয়েছেন (দেখুন ইফি ৫:২; ফিলি ৪:৮)।

ভূমিকে আর বদদোয়া। যদিও এখানে হিব্রু ভাষায় বদদোয়ার জন্য ভিন্ন একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং একই শব্দ ৩:১৭ আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে। হতে পারে প্রভু অঙ্গীকার করেছেন যে, কাবিলকে তিনি যে অভিশাপ দিয়েছিলেন সেই অভিশাপ আর কখনও দেবেন না (৪;১২)।

কারণ বাল্যকাল থেকে মানুষের মনস্কল্পনা দুষ্ট। ৬:৫ আয়াতে ব্যবহৃত প্রায় একই রকম বাক্যমালা। কারণ মানুষের ভীষণ দুষ্টতার জন্য তিনি বন্যা দিয়ে তাদের ধ্বংস করলেন (৬:৭)। যদিও তিনি ধার্মিক নূহ্‌ ও তাঁর পরিবারকে তিনি রক্ষা করলেন; তিনি ও তাঁর বংশধর আদম থেকে এসেছিল বলে তাদের হৃদয়ে উত্তরাধিকার সূত্রেই গুনাহ্‌ স্বভাবের ছিল। আল্লাহ্‌ তাঁর মহা অনুগ্রহে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, এরকম বন্যা দিয়ে তিনি আর তাদের ধ্বংস করবেন না (৯-১১ দেখুন)। আল্লাহ্‌ গুনাহের বিষয়ে কি রকম ব্যবহার করবেন মানব ইতিহাসে সেই পথ নতুন ভাবে খোলা হয়েছে, আর সেই পথ হল মুক্তির পথ, যে পথের শুরুটা প্রকাশিত হয়েছে ব্যাবিলনে আল্লাহ্‌ যে কাজ করেছেন তার মধ্য দিয়ে (১১:৬ আয়াতের নোট দেখুন), এবং ইব্রাহিমকে আহ্বানের মধ্য দিয়ে (২১:১)।

৮:২২ শুরুতেই সময় ও কাল আল্লাহ্‌ কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে (দেখুন ১:১৪) এবং তা মানব ইতিহাসের শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হবে না।

৯:১-৭ নতুন করে আবার শুরু করা হয়েছে, আল্লাহ্‌ শুরুতে যে আশীর্বাদ করেছিলেন সেই একই আশীর্বাদ আবার নতুন করে দিলেন (২:২৮), মানুষের জন্য খাবারের যে সুযোগ দিয়েছিলেন তা আবার নতুন করে দিলেন (২: ১:২৯-৩০)। মানুষের গুনাহ্‌ যে মন্দতা এই দুনিয়াতে নিয়ে এসেছিল সেই কারণে আল্লাহ্‌ মাংসকে এখন মানুষের খাবার হিসাবে অনুমোদন দিয়েছিলেন (৩ আয়াত), এছাড়াও নানা রকম আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে (৪-৬ আয়াত)। তবুও আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেছে ও সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে (৭ আয়াত)।

৯:২ তোমাদেরই হাতে দেওয়া হল। আল্লাহ্‌তা'লা পূর্নব্যক্ত করলেন যে, মানুষ আবার সমস্ত সৃষ্টির উপর রাজত্ব করবে, এমন কি সমস্ত পশুর উপরেও (দেখুন ১:২৬)।

৯:৩-৪ তোমাদের খাদ্য হবে ... রক্তসহ গোশ্‌ত ভোজন করো না। সৃষ্টির সময়ে যে সমস্ত খাদ্যের বিষয়ে আল্লাহ্‌ বলেছিলেন (১:২৯) তার সঙ্গে মাংস এখানে যোগ করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু বিশ্বাস করা হতো যে, রক্তেই জীবন (৪:১০-১১ আয়াতের নোট দেখুন), তাই তা খেতে নিষেধ করা হয়েছিল (লেবীয় ১৭:১০-১৪; দ্বি:বি: ১২:২৩-২৪)।

৯:৫ আর তোমাদের রক্তপাত হলে ... আমি মানুষের প্রাণের প্রতিশোধ নেব। আল্লাহ্‌ নিজেই মানুষের জীবনের পক্ষে সবচেয়ে বড় রক্ষাকর্তা (দেখুন ৪:৯-১২)। মানুষ তাঁর কাছে খুবই মূল্যবান কারণ তাকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে (৬)। এছাড়াও মানুষ এই দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি এবং আল্লাহ্‌র রাজ্যের কেন্দ্রীয় বিষয়। সিনাই পর্বতে আল্লাহ্‌র এই শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে যে, যদি কোন পশু মানুষের

তোমাদের প্রাণের পক্ষে অবশ্য তার প্রতিশোধ
নেব; সকল পশুর কাছ থেকে তার প্রতিশোধ নেব
এবং সকল মানুষের কাছ থেকে আমি মানুষের
প্রাণের প্রতিশোধ নেব। ৬ যে কেউ মানুষের
রক্তপাত করবে, মানুষ কর্তৃক তার রক্তপাত করা
যাবে; কেননা আল্লাহ্‌ তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে
মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। ৭ তোমরা প্রজাবন্ত
ও বহুবংশ হও, দুনিয়াকে প্রাণীময় করো ও তার
মধ্যে বেড়ে উঠ।
৮ পরে আল্লাহ্‌ নূহ্‌কে ও তাঁর সঙ্গী পুত্রদেরকে
বললেন, ৯ দেখ, তোমাদের সঙ্গে তোমাদের ভাবী
বংশের সঙ্গে ও তোমাদের সঙ্গী যাবতীয় প্রাণীর
সঙ্গে ১০ পাখি, গৃহপালিত ও বন্য পশু, অর্থাৎ
দুনিয়ার যত প্রাণী জাহাজ থেকে বের হয়েছে,
তাদের সঙ্গে আমি আমার নিয়ম স্থির করবো।
১১ আমি তোমাদের সঙ্গে আমার এই নিয়ম স্থির
করলাম, বন্যা দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে আর মুছে
ফেলা হবে না এবং দুনিয়াকে বিনাশ করার জন্য
বন্যা আর হবে না। ১২ আল্লাহ্‌ আরও বললেন,
আমি তোমাদের সঙ্গে ও তোমাদের সঙ্গী যাবতীয়
প্রাণীর সঙ্গে চিরস্থায়ী পুরুষ-পরম্পরার জন্য যে
নিয়ম স্থির করলাম, তার চিহ্ন এই– ১৩ আমি
মেঘে আমার ধনু স্থাপন করবো, তা-ই দুনিয়ার

২৪:২২; হিজ ২১:২৮-৩২।
[৯:৬] কাজী ৯:২৪; মথি ২৬:৫২।
[৯:১১] ইশা ২৪:৫; ৩৩:৮।
[৯:১২] লেবীয় ৩:১৭।
[৯:১৩] ইহি ১:২৮।
[৯:১৫] দ্বি:বি ৭:৯; জবুর ৮৯:৩৪।
[৯:১৬] ২শামু ৭:১৩; জবুর ১০৫:৯-১০; ইশা ৯:৭; ইয়ার ৩১:৩১-৩৪; ইহি ১৬:৬০; ইব ১৩:২০।
[৯:১৮] পয়দা ৫:৩২; লূক ৩:৩৬।
[৯:২২] হবক ২:১৫।

সঙ্গে আমার নিয়মের চিহ্ন হবে। ১৪ যখন আমি
দুনিয়ার উপরে মেঘের সঞ্চার করবো, তখন
মেঘের মধ্যে সেই রংধনু দেখা যাবে; ১৫ তাতে
তোমাদের সঙ্গে ও মরণশীল সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে
আমার যে নিয়ম আছে তা আমার স্মরণ হবে
এবং সকল প্রাণীকে বিনাশ করার জন্য বন্যা
আর হবে না। ১৬ আর রংধনু দেখা দিলে আমি
তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবো; তাতে জীবন্ত যত
প্রাণী দুনিয়াতে আছে তাদের সঙ্গে স্থাপিত
আমার চিরস্থায়ী নিয়ম আমি স্মরণ করবো।
১৭ আল্লাহ্‌ নূহ্‌কে বললেন, দুনিয়ার সমস্ত প্রাণীর
সঙ্গে আমার স্থাপিত নিয়মের এই চিহ্ন হবে।

হযরত নূহের তিন পুত্রের বিবরণ

১৮ নূহের যে পুত্রেরা জাহাজ থেকে বের হলেন,
তাঁদের নাম সাম, হাম ও ইয়াফস; আর হাম
ছিলেন কেনানের পিতা; ১৯ এই তিন জন নূহের
পুত্র, এঁদেরই বংশ সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে
পড়লো।
২০ পরে নূহ্‌ কৃষিকর্ম শুরু করে প্রথমেই একটি
আঙ্গুর ক্ষেত করলেন। ২১ আর তিনি আঙ্গুর-রস
পান করে মাতাল হলেন এবং তাঁবুর মধ্যে
উলংগ হয়ে পড়ে রইলেন। ২২ তখন কেনানের
পিতা হাম নিজের পিতার উলঙ্গতা দেখে বাইরে

প্রাণ নিয়ে থাকে তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে (হিজ ২১:২৮-৩২)।

৯:৬ যে কেউ মানুষের রক্তপাত করবে, মানুষ কর্তৃক তার রক্তপাত করা যাবে। পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র শাসন ব্যবস্থায় যে কেউ পূর্বপরিকল্পিত ভাবে মানুষের রক্তপাত ঘটায় তবে তাকেও হত্যা করা হবে (হিজ ২১:১২-১৪; শুমারী ৩৫:১৬-৩২; রোমীয় ১৩:৩-৪; ১ পিতর ২:১৩-১৪)।

কেননা আল্লাহ্‌ তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। দেখুন ১:২৬ এর নোট। একজন মানুষকে হত্যা করলে সেই হত্যাকারী আল্লাহ্‌র প্রতি তার ঘৃণা প্রকাশ করে থাকে (মেসাল ১৪:৩১; ১৭:৫; ইয়াকুব ৩:৯)।

৯:৯ আমি আমার নিয়ম স্থির করবো। 'নিয়ম' কথাটির ইবরানী যে শব্দ তা কখন কখন অনুবাদ হচ্ছে 'শরীয়ত' যার অর্থ দুই বা তার বেশি মানুষের (বা দলের) মধ্যে চুক্তি। প্রাচীন অনেক ব্যবস্থায় এও লেখা থাকত যে, দুই ব্যক্তি বা দলের লোকেরা তাদের নিয়ম পালন করার জন্য তারা কি করবে। এখানে কিন্তু আল্লাহ্‌ একাই শর্তহীন প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, বন্যা দিয়ে তিনি এ পৃথিবীকে আর ধ্বংস করবেন না (৯:১১,১৫) রংধনু ছিল ঐ প্রতিজ্ঞার এক চিহ্ন। নূহের কি করণীয় তা বলা হয় নি।

৯:১১ বন্যা দ্বারা সমস্ত ... বন্যা আর হবে না। আল্লাহ্‌ হযরত নূহের সাথে যে নিয়ম স্থির করেছিলেন এই বাক্যটি তার সারমর্ম– একটি অনন্তকালীন নিয়ম, যা দেখা যায় "আর হবে না" (১৫) "পুরুষ-পরম্পরার জন্য" (১২) এবং "চিরস্থায়ী" বাক্যগুলোর মধ্য দিয়ে (১৬)।

৯:১২ চিহ্ন। একটি চুক্তির চিহ্ন ছিল একটি দৃশ্যমান শীলমোহর এবং চুক্তির প্রতি যে অঙ্গীকার তার স্মরণচিহ্ন। খৎনা চিহ্নটি ইব্রাহিমের সংগে আল্লাহ্‌র চুক্তির চিহ্ন হয়েছিল (১৭:১১) এবং সিনাই পর্বতে আল্লাহ্‌র সঙ্গে বনি-ইসরাইলের যে চুক্তি হয়েছিল তার চিহ্ন ছিল সাব্বাত বা বিশ্রামবার পালন করা (দেখুন, হিজ ৩১:১৬-১৭)।

৯:১৩ ধনু। নিঃসন্দেহে মেঘ ও মেঘধনুক নূহের বন্যার অনেক আগে থেকেই বর্তমান ছিল, কিন্তু বন্যার পরে নূহের সঙ্গে আল্লাহ্‌র চুক্তির বা নিয়মের চিহ্ন হিসাবে মেঘধনুকের একটি নতুন অর্থ দাঁড়িয়েছে। আক্ষরিক অর্থে হিব্রু ভাষায় "ধনুক" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (২৭:৩; ৪৮:২২)। মেঘধনুক খুব সম্ভবত এমন ধনুকের প্রতিনিধিত্ব করে যখন আল্লাহ্‌ তাঁর ধনুকের সাহায্যে এই দুনিয়াতে বজ্র বিদ্যুৎ পাঠিয়ে থাকেন (জবুর ১৮:১৪; ৭৭:১৭; ১৪৪:৬; ইব ৩:৯, ১১)। কিন্তু একটি শিলা বৃষ্টির পরে আল্লাহ্‌র ধনুক এই পৃথিবী থেকে তা দূর করার জন্য লক্ষ্য স্থাপন করা হয়। তাই যখন সেই মেঘধনুক দেখা দেয়, তিনি সেই কথা স্মরণ করেন যে, এমন ভয়ংকর বন্যা দিয়ে তিনি দুনিয়ার সমস্ত কিছু আর ধ্বংস করবেন না (১৬)।

৯:২০ একটা আঙ্গুর ক্ষেত করলেন। আঙ্গুর অন্যান্য শস্যের মত নয়। তা পাহাড়ের গায়ে হতে পারে। তবে ভাল ও সুস্বাদু আঙ্গুর ফল জন্মানোর জন্য কৃষককে অনেক পরিচর্যা করতে হয়। এ কারণে দেখা যায় যে, সব দেশে উন্নত মানের আঙ্গুরের চাষ হয় তারা কৃষি কাজের বিষয়ে অন্যান্য দেশের থেকে অনেক উন্নত।

আঙ্গুর ফল এমনিই একটি ফল যে, তা শুকিয়ে কিসমিস্‌ করে খাওয়া হতো কিন্তু তার চেয়ে বেশি তা পিষে আঙ্গুর-রস তৈরি করা হতো। এ আয়াত থেকে বুঝতে পারা যায় যে, আঙ্গুর-রস তৈরির প্রথম কাল থেকেই তার অপব্যবহার (মাদকতা) বড় একটা সমস্যা ছিল (পয়দা ১৯:৩০-৩৫, মেসাল ২০:১, ২৩:২০-২১, গালা ৫;২১)।

৯:২২-২৭ হাম ... কেনান ... ইয়াফস্‌। কেনান ছিল নূহের ছোট ছেলে হামের ছেলে। যেহেতু নূহ্‌ কেনানকে অভিশাপ

নূহ্

নূহ্ ছিলেন মুতাওশালেহের নাতি (পয়দা ৫:২৫-২৯), যিনি হযরত আদমের মৃত্যুর পরের ২৫০ বছরের সমসাময়িক। হযরত নূহের পিতার নাম লামাক এবং হযরত আদম মারা যাওয়ার সময় লামাকের বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর। তিনি মানবকুলের মহান দ্বিতীয় আদি পূর্বপুরুষ। নূহের জন্মের সময় আল্লাহ্ মাবুদের ইচ্ছায় তাঁর নামটি রাখা হয় যার প্রকৃত অর্থ "বিশ্রাম ও প্রশান্তি" (মথি ১১:২৮)। তিনি পাঁচশো বছর বেঁচে ছিলেন এবং এই সময়ে তাঁর তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তারা হলেন সাম, হাম ও ইয়াফস (পয়দা ৫:৩২)। তিনি সেই সময়ে একজন "আল্লাহ্ভক্ত ও ধার্মিক লোক" ছিলেন এবং "তিনি আল্লাহ্র পথে চলতেন" (ইহি ১৪:১৪,২০)। সেই সময় লোকেরা মাবুদের অন্তরে ব্যথা দিয়ে খারাপীর দিকে ঝুকে পড়েছিল। যখন মানুষ আরও বেশি খারাপ কাজ করতে লাগল তখন আল্লাহ্ দুনিয়ার সব খারাপ লোককে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলতে সঙ্কল্পবদ্ধ হলেন (পয়দা ৬:৭)। কিন্তু তিনি শুধু হযরত নূহের সাথে "নিয়ম স্থাপন করলেন" (পয়দা ১৮)। নিয়ম অনুসারে আল্লাহ্ নূহ্ ও তাঁর পরিবারকে রক্ষার জন্য একটি জাহাজ তৈরি করতে বললেন (পয়দা ৬:১৪ -১৬)। জাহাজটি তৈরি হওয়া পর্যন্ত একশো বিশ বছর সময় কেটে গিয়েছিল (পয়দা ৬:৩), নূহ্ লোকদের ভয়াবহ দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন (১ পিতর ৩:১৮-২০)। মাবুদের নির্দেশিত "গফর কাঠের" জাহাজটি তৈরি শেষ হলে জীবন্ত প্রাণীদের সঙ্গে নিয়ে নূহ্ ও তাঁর স্ত্রী, তাঁর পুত্রেরা এবং তাদের স্ত্রীরা জাহাজে উঠলে পর আল্লাহ্ নিজে জাহাজের দরজা বন্ধ করে দিলেন (পয়দা ৭:১৬)। এরপর গুনাহ্পূর্ণ পৃথিবীতে মাবুদের বিচার নেমে আসে, পৃথিবী তখন পানিতে সম্পূর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়। জাহাজটি একশো পঞ্চাশ দিন পানিতে ভাসার পর আরারাত পর্বতে এসে আটকে যায় কিন্তু তখনও তিনি জাহাজ থেকে বের হওয়ার জন্য আল্লাহ্র অনুমতি পান নি, তাই তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা গোটা বছরটি ঐ জাহাজটির মধ্যে ছিলেন (পয়দা ৬-১৪)। জাহাজ থেকে প্রথম নূহ্ বের হয়ে একটি কোরবানগাহ্ নির্মাণ করে মাবুদের উদ্দেশে ধন্যবাদ ও প্রশংসার কোরবানী উৎসর্গ করলেন। তখন তাঁর সাথে আল্লাহ্র একটি চুক্তি হয়, যে চুক্তিটি ছিল আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে প্রথম চুক্তি (পয়দা ৮:২১-২২, ৯:১-১৭)। এই চুক্তি অনুসারে আল্লাহ্ স্থির করলেন যে, আর তিনি কখনও বন্যার মাধ্যমে পৃথিবী ধ্বংস করবেন না এবং এর চিহ্নস্বরূপ তিনি আকাশে রংধনু দেখালেন। এই বন্যার পর নূহ্ আরও তিনশো পঞ্চাশ বছর বেঁচে থাকার পর মারা যান (পয়দা ৯:২৮)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- সেই সময়কার লোকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ধার্মিক লোক।
- মানব জাতির দ্বিতীয় আদিপুরুষ।
- প্রথম জাহাজ নির্মাতা।

তাঁর জীবনে যেসব দুর্বলতা ও ভুল দেখা যায়:

- তিনি মাতাল হয়ে পড়েন ও তিনি তাঁর ছেলেদের সম্মুখে লজ্জিত হন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আল্লাহ্ তাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন যারা তাঁর বাধ্য হয়।
- আল্লাহ্ যে সব সময়েই বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করেন তা নয় কিন্তু বিপদ সত্ত্বেও তিনি তাঁর যত্নের হাত আমাদের প্রতি বাড়িয়ে দেন।
- বাধ্যতা একটি দীর্ঘ সময়ের প্রতিশ্রুতি।
- আমরা বিশ্বস্ত হতে পারি কিন্তু আমাদের পাপ-স্বভাব সব সময়েই আমাদের মধ্যে বর্তমান।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **অবস্থান:** আমাদের বলা হয় নি আদন বাগন থেকে কত দূরে তারা তাদের আবাস গড়ে তুলেছিলেন
- **কাজ:** কৃষিকাজ, জাহাজ নির্মাতা, তবলিগকারী
- **আত্মীয়-স্বজন:** দাদু: মুতাওশালেহ্, পিতা: লেমক; পুত্র: সাম, হাম ও ইয়াফস

মূল আয়াত: "তাতে নূহ্ সেরকম করলেন, আল্লাহ্র হুকুম অনুসারেই সমস্ত কাজ করলেন" (পয়দা ৬:২২)।

পয়দায়েশ ৫:১০-৩২ আয়াতে নূহের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ১ খান্দান ১:৩,৪; ইশা ৫৪:৯; ইহি ১৪:১৪, ২০; মথি ২৪:৩৭, ৩৮; লূক ৩:৩৬, ১৭:২৬, ২৭; ইব ১১:৭; ১ পিতর ৩:২০; ২ পিতর ২ পিতর ২:৫ আয়াতে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এসে তার দুই ভাইকে সংবাদ দিল। ২৩ তাতে
সাম ও ইয়াফস একটি কাপড় নিয়ে নিজেদের
কাঁধে রেখে পিছু হেঁটে পিতার উলঙ্গতা আচ্ছাদন
করলেন; পিছনের দিকে মুখ থাকাতে তাঁরা
পিতার উলঙ্গতা দেখলেন না। ২৪ পরে নূহ্
আঙ্গুর-রসের ঘুম থেকে জেগে উঠে তাঁর নিজের
প্রতি কনিষ্ঠ পুত্রের আচরণ অবগত হলেন।
২৫ আর তিনি বললেন,

কেনান বদদোয়াগ্রস্ত হোক,
সে তার ভাইদের গোলামদের
গোলাম হবে।

২৬ তিনি আরও বললেন,

সামের আল্লাহ্ মাবুদ কর্তৃক দোয়া
লাভ করুন;
কেনান তার গোলাম হোক।

২৭ আল্লাহ্ ইয়াফসকে সম্প্রসারিত করুন;
সে সামের তাঁবুতে বাস করুক,
আর কেনান তার গোলাম হোক।

২৮ বন্যার পরে নূহ্ তিন শত পঞ্চাশ বছর জীবিত
থাকলেন। ২৯ সর্বমোট নূহের নয় শত পঞ্চাশ
বছর বয়স হলে তিনি ইন্তেকাল করলেন।

[৯:২৫] হিজ ২০:৫; জবুর ৭৯:৮; ইশা ১৪:২১; ইয়ার ৩১:২৯; ৩২:১৮।
[৯:২৬] হিজ ১৮:১০; জবুর ৭:১৭।
[৯:২৬] ১বাদশাহ্ ৯:২১।
[৯:২৭] পয়দা ১০:২-৫।
[১০:১] ১খান্দান ১:৪।
[১০:২] ইহি ৩৮:২।
[১০:৩] ইহি ২৭:১৪; ৩৮:৬।
[১০:৪] জবুর ৪৮:৭।
[১০:৬] ইশা ১১:১১; ইয়ার ৪৬:৯।
[১০:৭] ইশা ৪৩:৩।
[১০:৮] মীখা ৫:৬।
[১০:১০] ইয়ার ২১:২।

হযরত নূহের পুত্রদের বংশের বিবরণ

১০ ১ নূহের পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফসের
বংশ-বৃত্তান্ত এই। বন্যার পরে তাঁদের
সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করলো। ২ ইয়াফসের
সন্তান– গোমর, মাগোগ, মাদয়, যবন, তূবল,
মেশক ও তীরস। ৩ গোমরের সন্তান– অস্কিনস,
রীফৎ ও তোগর্ম। ৪ যবনের সন্তান– ইলীশা,
তর্শীশ, সাইপ্রাস ও দোদানীম। ৫ এদের মধ্য
থেকেই বিভিন্ন জাতির দ্বীপ-নিবাসীরা নিজ নিজ
দেশে স্ব স্ব ভাষা অনুসারে নিজ নিজ জাতির
নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হল।
৬ আর হামের সন্তান– কূশ, মিসর, পূট ও
কেনান। কূশের সন্তান– সবা, হবীলা, সপ্তা,
রয়মা ও সপ্তকা। ৭ রয়মার সন্তান– সবা ও
দদান। ৮ নমরূদ কূশের পুত্র; তিনি দুনিয়াতে
সর্বপ্রথম শক্তিশালী যোদ্ধা হয়েছিলেন। ৯ তিনি
মাবুদের সাক্ষাতে শক্তিমান শিকারী হলেন;
সেজন্য লোকে বলে, মাবুদের সাক্ষাতে শক্তিমান
শিকারী নমরূদের মত। ১০ শিনিয়র দেশে

দিয়েছেন সেই কারণে কেউ কেউ মনে করেন যে, কেনানই তাকে উলঙ্গ দেখেছিলেন ও তা তার ভাইদের বলে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ইসরাইল জাতির মধ্যে যারা সামের বংশধর তারাই কেনানের বংশধরদের দেশ কেনান অধিকার করেছিল। সেই অভিশাপের ফল হয়েছিল এই যে, তাদের খারাপ যৌন আচরণের জন্য তারা ইসরাইল জাতির গোলাম হয়েছিল (লেবীয় ১৮:২৪-৩০)। উদাহরণস্বরূপ, কেনানীয় জাতির লোকদের ধর্মকর্মের মধ্যেও দেব-দাসীদের যৌনকাজ তাদের উর্বরতার পূজার একটা অংশ ছিল। ইবরানী ভাষায় "ইয়াফস" শব্দটি "আরো আরো" এর ইবরানী শব্দের মত শোনায়।

৯:২৫ কেনান বদদোয়াগ্রস্ত হোক। কেউ কেউ মনে করেন যে, হামের পুত্রকে (দেখুন, ১৮, ২২ আয়াত) তার পিতার গুনাহের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল (দেখুন, হিজ ২০:৫), কিন্তু হিজ ২০:৫ আয়াতে এই রকম শাস্তির ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, "যারা আমাকে অগ্রাহ্য করে"। নূহের পুত্রদের প্রতি এই আশীর্বাদ ও অভিশাপের এই বিবরণটি বনি-ইসরাইলদের কাছেও বলা হয়েছে। খুব সম্ভবত নূহের অভিশাপের কারণে কেনানকে এখানে হামের বংশধর হিসাবে দেখানো হয়েছে। বিনি-ইসরাইলরাই প্রথম কেনানীয়দের গুনাহের গভীরতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল (দেখুন, লেবীয় ১৮:২-৩, ৬-৩০) এবং এজন্য কিভাবে আল্লাহ্ এর শাস্তি দিয়েছিলেন তা দেখতে পেয়েছিল। এই শাস্তিদানের মধ্যে দিয়ে হামের বংশধরদের উপর নূহের অভিশাপ পূর্ণতা লাভ করেছিল। কিন্তু হামের বংশধরদের কথা ১০:৬-১৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে এদের বিনি-ইসরাইলের দীর্ঘ মেয়াদী শত্রু হিসাবে দেখা যায় (মিসর, ফিলিস্তিন, আসিরিয়া, ব্যাবিলন), যারা ইসরাইলদের আল্লাহ্‌র শত্রুতা করার কারণে আল্লাহ্‌র গভীর শাস্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল।

সামের আল্লাহ্ মাবুদ কর্তৃক দোয়া লাভ করুন। কোন কোন অনুবাদে "মাবুদ কর্তৃক দোয়া" লাভের পরিবর্তে "মাবুদ দোয়া লাভ করুন" ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ আল্লাহ্ হলেন আশীর্বাদের বা দোয়ার উৎস। তিনি সামের আল্লাহ্ (সামের বংশধরদের মধ্য দিয়ে ইসরাইল জাতি এসেছে)।

৯:২৯ তিনি ইন্তেকাল করলেন। দেখুন ৫:৫ এর নোট। শিশের বংশধরের দশম ও শেষ সদস্য (৫:৩-৩২), হযরত নূহের মৃত্যু বিষয়ক সংবাদটি তাঁর যোগ্য পূর্বপুরুষদের মৃত্যুর মতই তাঁর জীবনেরও অবসান হয়।

১০:১ বংশ-বৃত্তান্ত। দেখুন ২:৪ এর নোট। এখানে যে বংশ-বৃত্তান্তের কথা লেখা আছে তা হয়তো শারীরিক বংশধরের কথাই বুঝায় নি, কিন্তু এর মধ্যে হয়তো ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও ভাষাগত বিষয়গুলোও যুক্ত থাকতে পারে।

১০:২-৫ যেফতের ছেলেরা ... সাগর পাড়ের: এই সব জাতি ও তাদের দেশগুলো বর্তমান তুরস্ক দেশ ও ফোরাত নদীর উত্তর পাশ দিয়ে অবস্থিত ছিল। ইলীশা হয়তো সাইপ্রাস, কারণ তার পুরানো নাম ছিল আলাশীয়া। তর্শীশ সম্ভবত দক্ষিণ স্পেন; কিত্তীম হয়তো সাইপ্রাস। দেদানীম হয়তো গ্রীসের উপকূল অঞ্চলে বাসকারী লোকেরা ছিল।

১০:৫ বিভিন্ন জাতির দ্বীপ-নিবাসীরা ... স্ব স্ব ভাষা ... নানা গোষ্ঠী। ভৌগলিক, বংশ ও গোষ্ঠী, রাজনৈতিক ও ভাষা সম্বন্ধীয় শব্দাবলী ইত্যাদি বিষয়ের প্রকাশ। নানা জাতির ও দলের লোকদের পার্থক্য করার জন্য নানা বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা হয়েছে।

১০:৬-২০ হামের সন্তান ... এরা হামের সন্তান। এই বংশ ও জাতিগুলো প্রধানত উত্তরপূর্ব আফ্রিকা ও কেনানে অবস্থিত ছিল। তবে নমরুদের মত কোন কোন পূর্বপুরুষ ও শিকারী ব্যাবিলনের ও আসিরিয়া দেশের নীনবী, ইত্যাদি নগর-রাষ্ট্রের শাসক ছিল। ব্যাবিলন ছিল মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ অংশ। আসিরিয়া রাজ্য ছিল হিদ্দেকল ও ফরাৎ নদীর উত্তর পাশে। কুশ (ইথিওপিয়া) দেশ হচ্ছে মিসরের দক্ষিণে। ঐ সময়ের কুশের মধ্যে সুদান দেশও ছিল। ফিলিস্তিনীরা এসেছে কপ্তোর থেকে (ইয়ারমিয়া ৪৭:৪; আমোস ৯:৭) যার অন্য নাম ক্রীট।

একটি প্রাচীন বন্যার কাহিনী

অতি প্রাচীন কালের প্রচলিত অনেক গল্পে আছে যে, মানব জাতির অনেক অংশ কোন কোন ভয়ঙ্কর বন্যায় ধ্বংস হয়ে গেছে। ঐসব গল্প প্রচলিত ছিল প্যালেষ্টাইন দেশ ও তার আশেপাশের অঞ্চলে এবং উত্তর মেরু থেকে ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে। ঐ সব গল্পে বর্ণীত বন্যাগুলো সেই একই বন্যা ছিল কিনা তা বলা মুশ্‌কিল। তবে প্রাচীন ব্যাবিলনীয়ার ‘গিলগামিশ কাব্যে’ যে বন্যার কথা পাওয়া যায় সেই বন্যার সঙ্গে পয়দায়েশের বন্যার অনেক মিল আছে। বনি-ইসরাইল জাতির পূর্বপুরুষেরা যেহেতু ব্যাবিলন থেকে এসেছিল সেহেতু সেই বন্যার কাহিনী তাদের জানা ছিল।

গিলগামিশ কাব্যে বলা আছে যে, ঐ কাব্যের প্রধান চরিত্র উট্‌নাপিসটিমকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে ‘ইয়া’ দেবতা একটি নৌকা তৈরি করতে বলেন। কারণ তাকে জানানো হয় যে, অন্যান্য দেবতারা পৃথিবী ও সমস্ত মানুষকে ধ্বংসের জন্য একটা বন্যা পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে। উট্‌নাপিসটিম তাই একটি নৌকা তৈরি করেন। নৌকাটি ছিল ঘনক্ষেত্রাকার এবং তার গায়ে গাছের আঠা লেপে দেয়া হয় যেন তার ভেতরে পানি ঢুকতে না পারে। তার পরে উট্‌নাপিসটিম তার পরিবার, ঐ নৌকার মিস্ত্রি এবং কিছু প্রাণীকে নিয়ে সেই নৌকায় প্রবেশ করেন। এর পরে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একটা ভীষণ ঝড় এসে সাতদিন ব্যাপী প্রচন্ড এক বন্যা সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করে। শেষে নৌকাটি পানির ওপর ভাসতে ভাসতে একটা পাহাড়ের গায়ে এসে ঠেকে। তার ছয় দিন পরে উট্‌নাপিসটিম দু’টি (Swallow) পাখি ছেড়ে দেন। দু’টি পাখিই নৌকায় ফিরে আসে কারণ তারা কোথাও দাঁড়াবার স্থান পায়নি। তার পরে তিনি একটা দাঁড় কাক ছেড়ে দেন যেটি আর ফিরে আসেনি। পরে পানি চলে গেলে উট্‌নাপিসটিম নৌকা থেকে বের হয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। ফলে দেবতারা আর ঐরকম কোন বন্যা পাঠাবেন না বলে তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেন। পরে উট্‌নাপিসটিমকে দেবতারা তাদের মত একজন হয়ে বাস করার জন্য তাদের কাছে নিয়ে যান।

পয়দায়েশে যে বন্যার বর্ণনা আছে তার সঙ্গে এই প্রাচীন ব্যাবিলনীয় বন্যার বর্ণনার পার্থক্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাবিলনীয় কাহিনীর মধ্যে অনেক দেবতার কথা আছে যে দেবতারা পৃথিবীকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল এ কারণে যে, তারা এমনিতেই মানুষকে ভালবাসতো না। অপরদিকে পয়দায়েশে বর্ণীত ঘটনায় আমরা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কথা দেখি যিনি মানুষের সীমাহীন পাপ ও অধঃপতনের কারণে দুঃখিত হয়ে (৬:৫-৬) বন্যা দিয়ে তাদের ধ্বংস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নূহের কোরবানী ছিল মাবুদকে সন্তুষ্ট করার জন্য। কিন্তু উট্‌নাপিসটিমের কোরবানী ছিল একদল ক্ষুধার্ত দেবতাদের জন্য যে দেবতারা ঐ কোরবানীর চারদিকে ক্ষুধার কারণে মাছির মত ঘোড়াঘুড়ি করছিল।

ঐসব পার্থক্যের জন্যই আমরা বনি-ইসরাইলের ধর্ম ও বনি-ইসরাইলের প্রতিবেশীদের ধর্মের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য দেখতে পাই। অন্যান্য জাতির লোকেরা যেখানে অনেক দেবদেবীর উপাসনা করতো, বনি-ইসরাইল, জাতি সেখানে একমাত্র আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করতো যিনি সব কিছুরই স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান এবং যিনি তাদের বেছে নিয়েছিলেন এবং তাদের মুক্ত করার জন্য ইতিহাসে কাজ করেছেন।

ব্যাবিলন, এরক, অক্কদ ও কল্নী, এসব স্থান
তাঁর রাজ্যের প্রথম অংশ ছিল। ১১ সেই দেশ
থেকে তিনি আশেরিয়া দেশে গিয়ে নিনেভে,
১২ রহোবোৎ-পুরী, কেলহ এবং নিনেভে ও
কেলহের মধ্যস্থিত রেষণ নগর নির্মাণ করলেন;
সেটা মহানগর। ১৩ আর লিডীয়, অনামীয়,
১৪ লহাবীয়, নপ্তুহীয়, পথ্রোষীয়, ফিলিস্তিনীদের
আদিপুরুষ কস্লূহীয় এবং ক্রীটীয়রা– এসব
মিসরের সন্তান।
১৫ কেনানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সিডন, তার পর হেৎ,
১৬ যিবূষীয়, আমোরীয়, গির্গাশীয়, হিব্বীয়,
অর্কীয়, সীনীয়, অর্বদীয়, সমারীয় ও হমাতীয়।
১৭ পরে কেনানীয়দের গোষ্ঠীগুলো ছড়িয়ে
পড়লো। ১৮ সিডন থেকে গরারের দিকে গাজা
পর্যন্ত, ১৯ এবং সাদুম, আমুরা, অদ্মা ও
সবোয়ীমের দিকে লাশা পর্যন্ত কেনানীয়দের সীমা
ছিল। ২০ নিজ নিজ গোষ্ঠী, ভাষা, দেশ ও জাতি
অনুসারে এরা হামের সন্তান।
২১ যে সাম এবরের সকল সন্তানের আদিপুরুষ
আর ইয়াফসের জ্যেষ্ঠ ভাই, তাঁরও সন্তান সন্ততি
ছিল।
২২ সামের এসব সন্তান– ইলাম, আশেরিয়া,
আরফাখশাদ, লূদ ও অরাম। ২৩ অরামের
সন্তান– ঊষ, হূল, গেথর ও মশ। ২৪ আর
আরফাখশাদ শেলহের জন্ম দিলেন ও শেলহ
এবরের জন্ম দিলেন। ২৫ এবরের দুই পুত্র; এক
জনের নাম পেলগ (ভাগ), কেননা সেই সময়
দুনিয়া বিভক্ত হল; তাঁর ভাইয়ের নাম
ইয়াকতান। ২৬ আর ইয়াকতানের পুত্ররা হল
অল্মোদদ, শেলফ, হৎসর্মাবৎ, যেরহ,
২৭ হদোরাম উষল, দিক্ল, ২৮ ওবল, অবীমায়েল,
সাবা , ওফীর, হবীলা ও যোববের জন্ম দিলেন;
২৯ এরা সকলে ইয়াকতানের সন্তান। ৩০ মেষা
থেকে পূর্ব দিকের সফার পর্বত পর্যন্ত তাদের
বসতি ছিল। ৩১ নিজ নিজ গোষ্ঠী, ভাষা, দেশ ও
জাতি অনুসারে এসব সামের সন্তান।
৩২ নিজ নিজ বংশ ও জাতি অনুসারে এরা নূহের
সন্তানদের গোষ্ঠী; এবং বন্যার পরে এদের থেকে
উৎপন্ন নানা জাতি দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ব্যাবিলনে ভাষা-ভেদ

১১ ১ সারা দুনিয়াতে একটি ভাষা ও একই
রকম শব্দ ছিল। ২ পরে লোকেরা পূর্ব
দিকে ভ্রমণ করতে করতে শিনিয়র দেশে একটি
সমভূমি পেয়ে সেই স্থানে বসতি স্থাপন করলো;
৩ আর পরস্পর বললো, এসো, আমরা ইট
প্রস্তুত করে আগুনে পুড়িয়ে নিই; তাতে ইট
তাদের পাথর ও মেটে তেল তাদের চুন হল।
৪ পরে তারা বললো, এসো, আমরা নিজেদের
জন্য একটি নগর ও আকাশ ছোঁয়া একটি
উচ্চগৃহ নির্মাণ করে নিজেদের নাম বিখ্যাত করি,
যেন আমরা সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে না পড়ি।
৫ পরে মানুষেরা যে নগর ও উচ্চগৃহ নির্মাণ
করছিল তা দেখতে মাবুদ নেমে আসলেন।
৬ আর মাবুদ বললেন, দেখ, তারা সকলে এক
জাতি ও একই ভাষাভাষী; তারা কি করতে পারে
এ তার শুরু মাত্র। এর পরে তারা যা কিছু
করতে সঙ্কল্প করবে তা থেকে ক্ষান্ত হবে না।
৭ এসো, আমরা নিচে গিয়ে সেই স্থানে তাদের
ভাষায় বিভেদ সৃষ্টি করি, যেন তারা এক জন
অন্য জনের ভাষা বুঝতে না পারে। ৮ আর মাবুদ

[১০:১১] ২বাদশাহ্ ১৯:৩৬। [১০:১৫] ইশা ২৩:২, ৪; [১০:১৬] উজা ৯:১। [১০:১৭] কাজী ৩:৩; [১০:১৮] শুমারী ১৩:২৯; [১০:২২] ইশা ১১:১১। [১০:২৩] ইয়ার ২৫:২০; মাতম ৪:২১। [১০:২৪] ২১; লূক ৩:৩৫। [১০:২৭] ইহি ২৭:১৯। [১০:২৮] জবুর ৭২:১০, ১৫। [১০:২৯] জবুর ৪৫:৯; ইশা ১৩:১২। [১১:২] পয়দা ১০:১০। [১১:৩] ইশা ৯:১০; আমোস ৫:১১। [১১:৪] ইয়ার ৫১:৫৩। ৬:৮; যেয়েল ৩:২; [১১:৫] জবুর ১৮:৯; ১৪৪:৫। [১১:৭] ১করি ১৪:২, ১১। [১১:৮] দ্বি:বি ৩২:৮; লূক ১:৫১।

যিবূষীয়রা বাস করতো জেরুশালেম ও তার আশে পাশে। পরবর্তীকালে দাউদ তাদের হাত থেকে জেরুশালেম অধিকার করে নেন ও তাদের দূর করে দেন (২ শামু ৫:৬-৯)। ইমোরীয়রা কেনানের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করতো যখন ইসরাইল সেই জায়গা আক্রমণ করে অধিকার করে নেয় (শুমারী ২১:২১-৩৫, ইউসা ২:১০)। অন্যান্য যে সকল জাতির নাম দেয়া আছে তারা কেনানের বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রে বাস করতো।

১০:২১-৩১ সাম এবরের সকল সন্তানের আদিপুরুষ ... এসব সামের সন্তান। তার বংশধরদের বলা হয়েছে সামীয়। ইসরাইল জাতির লোকেরা ইবরানী জাতি থেকে এসেছে (যারা ছিল এবরের বংশধর)। ইবরানীরা ছিল বিভিন্ন সামীয় জাতির একটা অংশ। এলম ছিল আসিরিয়ার একটা প্রাচীন নাম; অরাম ছিল সিরিয়ার প্রাচীন নাম। ইবরানী ভাষায় ‘পেলগ’ অর্থ “বিভক্ত”। সাবা সম্ভবত ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম আরবে। সাবার রানী ইসরাইলের বাদশাহ্ সোলায়মানের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন (১ বাদশাহ্ ১০:১-১৩)। ওফীর হয়তো দক্ষিণ আরব বা আফ্রিকায় ছিল। ঐ স্থান থেকে সোলায়মান অনেক সোনা এনেছিলেন (১ বাদশাহ্ ৯:২৮; ১০:১১)।

১১:১ সারা দুনিয়াতে। বন্যার হাত থেকে যারা বেঁচে ছিলেন ও তাদের বংশধরের যারা তখন পৃথিবীতে ছিলেন (দেখুন ৪, ৮-৯)।

১১:৩ তাতে ইট তাদের পাথর ও মেটে তেল তাদের চুন হল। কেনান দেশে দালান তৈরিতে পাথর ও ইট ব্যবহার করা হতো। মেসোপটেমিয়ায় পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত, যাহোক, কাদা দিয়ে তৈরি ইট ও আলকাতরাও ব্যবহার করা হতো যা প্রত্নতত্ত্ব খনন কার্যের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

১১:৪ আকাশ ছোঁয়া একটি উচ্চগৃহ। অনেক উঁচু মন্দির, যেগুলোকে জিগুরাট বলা হয় সেগুলো মেসোপটামিয়ার দেবদেবীর সম্মানে তৈরি করা হয়েছিল। সাধারণত এ সমস্ত মন্দিরের নিচের দিক হতো চারকোনা ও ছড়িয়ে দেয়া, আর উপরের দিকে ক্রমে ক্রমে সরু। উপরের দিকে ওঠার জন্য সিঁড়ি থাকত। একেবারে চূঁড়ায় থাকত বেদী। এই সব উঁচু ঘরকে বেহেশতে যাবার সিঁড়ি মনে করা হতো। তদের নামও রাখা হতো সেই অর্থ বুঝানোর জন্য। যেমন: লারসার উঁচু ঘরের নাম ছিল ‘বেহেশত ও দুনিয়ার যোগাযোগের ঘর’, ও আসিরিয়ার উঁচু ঘরটির নাম ছিল ‘জগতের পর্বতের ঘর’।

১১:৭ এসো, আমরা ...। মাবুদ কথা বলছেন। ১:২৬ আয়াতের নোট দেখুন। এই পৃথিবীর অহংকারী লোকেরা, যারা বলেছিল, “এসো, আমরা...” (৪ আয়াত) তাদের বিপরীতে কথা বলছেন যারা বেহেশত থেকে নেমে এসেছেন।

যেন তারা এক জন অন্য জনের ভাষা বুঝতে না পারে। একই ভাষা ছাড়া কোন যৌথ কাজ বিশেষ করে বড় কোন কাজ করা

সেখান থেকে সারা দুনিয়াতে তাদেরকে ছড়িয়ে
দিলেন এবং তারা নগর নির্মাণ থেকে নিবৃত্ত হল।
৯ এজন্য সেই নগরের নাম ব্যাবিলন (বিভেদ)
হল; কেননা সেই স্থানে মাবুদ সমস্ত দুনিয়ার
ভাষায় বিভেদ জন্মিয়েছিলেন এবং সেই স্থান
থেকে মাবুদ তাদেরকে সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে
দিয়েছিলেন।

সামের বংশের বিবরণ

১০ সামের বংশ-বৃত্তান্ত এই। সাম এক শত
বছর বয়সে, বন্যার দুই বছর পরে, আর-
ফাখশাদের জন্ম দিলেন। ১১ আরফাখশাদের
জন্মের পর সাম পাঁচ শত বছর জীবিত থেকে
আরও পুত্র ও কন্যার জন্ম দিলেন।
১২ আরফাখশাদের পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে
শেলহের জন্ম দিলেন। ১৩ শেলহের জন্মের পর
আরফাখশাদ চার শত তিন বছর জীবিত থেকে
আরও পুত্র ও কন্যার জন্ম দিলেন।
১৪ শেলহ ত্রিশ বছর বয়সে এবরের জন্ম
দিলেন। ১৫ এবরের জন্মের পর শেলহ চার শত
তিন বছর জীবিত থেকে আরও পুত্র ও কন্যার
জন্ম দিলেন।
১৬ এবর চৌত্রিশ বছর বয়সে পেলগের জন্ম
দিলেন। ১৭ পেলগের জন্মের পর এবর চার শত
ত্রিশ বছর জীবিত থেকে আরও পুত্র ও কন্যার
জন্ম দিলেন।
১৮ পেলগ ত্রিশ বছর বয়সে রিয়ূর জন্ম দিলেন।
১৯ রিয়ূর জন্মের পর পেলগ দুই শত নয় বছর
জীবিত থেকে আরও পুত্র ও কন্যার জন্ম দিলেন।

[১১:৯] জবুর ৫৫:৯; প্রেরিত ২:৫-১১।
[১১:১০] লূক ৩:৩৬।
[১১:১২] লূক ৩:৩৫।
[১১:১৪] লূক ৩:৩৫।
[১১:১৬] লূক ৩:৩৫।
[১১:১৮] লূক ৩:৩৫।
[১১:২০] লূক ৩:৩৫।
[১১:২২] লূক ৩:৩৪।
[১১:২৪] লূক ৩:৩৪।
[১১:২৬] লূক ৩:৩৪; ইউসা ২৪:২।
[১১:২৭] লূক ১৭:২৮।
[১১:২৮] ইহি ২৩:২৩; প্রেরিত ৭:৪।
[১১:৩০] জবুর ১১৩:৯; লূক ১:৭, ৩৬।
[১১:৩১] ইহি ২২:১১; মীখা ৭:৬।

২০ রিয়ূ বত্রিশ বছর বয়সে সরূগের জন্ম দিলেন।
২১ সরূগের জন্মের পর রিয়ূ দুই শত সাত বছর
জীবিত থেকে আরও পুত্র ও কন্যার জন্ম
দিলেন।
২২ সরূগ ত্রিশ বছর বয়সে নাহোরের জন্ম
দিলেন। ২৩ নাহোরের জন্মের পর সরূগ দুই শত
বছর জীবিত থেকে আরও পুত্র ও কন্যার জন্ম
দিলেন।
২৪ নাহোর ঊনত্রিশ বছর বয়সে তেরহের জন্ম
দিলেন। ২৫ তেরহের জন্মের পর নাহোর এক
শত উনিশ বছর জীবিত থেকে আরও পুত্র ও
কন্যার জন্ম দিলেন।
২৬ তেরহ সত্তর বছর বয়সে ইব্রাম, নাহোর ও
হারণের জন্ম দিলেন।

তেরহের বংশের বিবরণ

২৭ তেরহের বংশ-বৃত্তান্ত এই। তেরহ ইব্রাম,
নাহোর ও হারণের জন্ম দিলেন। ২৮ আর হারণ
লূতের জন্ম দিলেন। কিন্তু হারণ তাঁর নিজের
পিতা তেরহের সাক্ষাতে নিজের জন্মস্থান কল্দীয়
দেশের ঊরে প্রাণত্যাগ করলেন। ২৯ ইব্রাম ও
নাহোর উভয়েই বিয়ে করলেন; ইব্রামের স্ত্রীর
নাম সারী ও নাহোরের স্ত্রীর নাম মিল্কা। এই
স্ত্রী হারণের কন্যা; ৩০ হারণ মিল্কার ও ইস্কার
পিতা। সারী বন্ধ্যা ছিলেন, তাঁর সন্তান হল না।
৩১ আর তেরহ তাঁর পুত্র ইব্রামকে ও হারণের পুত্র
অর্থাৎ তাঁর পৌত্র লূতকে এবং পুত্রবধূ ইব্রামের
স্ত্রী সারীকে সঙ্গে নিলেন; তাঁরা একসঙ্গে কেনান
দেশে যাবার জন্য কল্দীয় দেশের ঊর থেকে

অসম্ভব (দেখুন ৮ আয়াত)।

১১:৮ তাদেরকে ছড়িয়ে দিলেন। দেখুন, ৪ আয়াত, ৯:১, ১৯ আয়াত। আল্লাহ্‌ তাদের অহংকার ও অবাধ্যতার জন্য ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমন কি মানব জাতির সর্বচ্চো শক্তি দিয়েও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে স্পর্ধা দেখাতে পারি না ও দীর্ঘ দিন টিকতে পারি না।

১১:৯ ব্যাবিলন। আক্কাদিয় ভাষায় 'ব্যাবিলন' কথার অর্থ "আল্লাহ্‌র দরজা"। হযরত ইয়াকুব যে বেহেশতের সিড়ি দেখেছিলেন সেটাকেও আল্লাহ্‌র দরজা বলা হয়েছে (দেখুন, ২৮:১৭)। কিন্তু এখানে যে ইবরানী 'বালাল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এর অর্থ 'গোলমাল হয়ে যাওয়া', শব্দ থেকে এসেছে।

১১:১০-২৫ শেষ ... তেরহ। এ আয়াতগুলোতে সামের ছেলেমেয়েদের নামের তালিকাটি ৫:৩-৩২ এর নামের তালিকার পরের অংশ বলে ধরতে হবে। ঐ তালিকার শুরুতে আছেন আদম ও শেষে নূহ্‌। এখানে এই তালিকায় (১১:১০-২৫) ইব্রাহিমের বাবা তেরহের কথা আছে। সামের ছেলেমেয়েদের অন্য একটা তালিকা আছে ১০:২১-৩১ আয়াতে ।

১১:২৬ তেরহ সত্তর বছর বয়সে ইব্রাম, নাহোর ও হারণের জন্ম দিলেন। সাম হাম ও ইয়াফসের ক্ষেত্রে যেমন এই তিন পুত্রের ক্ষেত্রেও তাদের বয়সের ধাপ কালানুক্রমিকভ অনুসারে সাজানো হয় নি (দেখুন ৯:২৪; এছাড়াও দেখুন ১০:২১)। হারণ তার পিতা জীবিত থাকা কালেই মারা গিয়েছিলেন (দেখুন ২৮ আয়াত)।

১১:২৬–৩২ তেরহ ... হারণ। এই আয়াতগুলোতে ইব্রাহিমের একেবারে আপন পরিবারের কথা বলা হয়েছে যারা পরে ইসরাইল জাতিতে পরিণত হয়েছে। হারণ হচ্ছে তেরহের এক ছেলের নাম। এটি একটি স্থানেরও নাম বটে (১১:৩১)।

১১:২৮ কল্দীয় দেশের ঊরে। ঊর ছিল মেসোপটামিয়ার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একটি স্থান যেখান থেকে ভুমধ্যসাগরের পাড়ের দেশগুলোর সংগে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যেত। তবে এটি দক্ষিণ ইরাকের ইউফ্রেটিস এর কোন একটি জায়গাও হতে পারে যেখানে লিওনার্দ ওল্লি (Leonard Woolley) ১৯২২-১৯৩৪ পর্যন্ত প্রত্নতাত্তিক খনন কার্য চালিয়েছিলেন। সেখানে যে সব ধ্বংসাবশেস ও নানা পাত্রাদি পাওয়া গেছে তাতে বুঝা যায় যে, সেখানে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল যা ইব্রাহিমের আগেই খুব উচ্চ মানের ছিল। ইব্রাহিমের সমসাময়িকালে উর-নাম্মু নামে একজন বাদশাহ্‌র কথা পাওয়া যায় যিনি তার আইন-কানুনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

১১:৩০ সারী বন্ধ্যা ছিলেন, তাঁর সন্তান হল না। ইব্রাহিমের স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব (১৫:২-৩; ১৭:১৭) এই কথার উপরই জোর দেয় যে, আল্লাহ্‌র লোকেরা ব্যাবিলন-পূর্ব লোকদের থেকে স্বাভাবিক ভাবে আগত কোন বংশধর ছিল না। আল্লাহ্‌ নতুন একটি মানব বংশধর দুনিয়াতে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন যার পূর্বপুরুষ হবেন হযরত ইব্রাহিম (১৭:৫), ঠিক যেমন আদম ও নূহ্‌ ছিলেন পতিত মানব বংশের পূর্বপুরুষ।

১১:৩১ কল্দীয় দেশের ঊর থেকে যাত্রা করলেন। কল্দীয় ছিল

যাত্রা করলেন; আর হারণ নগর পর্যন্ত গিয়ে
সেখানে বাস করলেন। ৩২ পরে তেরহের দুই শত
পাঁচ বছর বয়স হলে ঐ হারণ নগরে তিনি
ইন্তেকাল করলেন।

হযরত ইব্রামের প্রতি আল্লাহ্‌র আহ্বান

১২ ১ মাবুদ ইব্রামকে বললেন, তুমি তোমার
দেশ, আত্মীয়-স্বজন ও পিতার বাড়ি-ঘর
পরিত্যাগ করে আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই
সেই দেশে চল। ২ আমি তোমার মধ্য থেকে
একটি মহাজাতি উৎপন্ন করবো এবং তোমাকে
দোয়া করে তোমার নাম মহৎ করবো; তাতে তুমি
দোয়ার আকর হবে। ৩ যারা তোমাকে দোয়া
করবে তাদের আমি দোয়া করবো; যে কেউ
তোমাকে বদদোয়া দেবে তাকে আমি বদদোয়া
দেব। তোমার মধ্য দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত জাতি
দোয়া লাভ করবে।
৪ পরে ইব্রাম মাবুদের সেই কথা অনুসারে যাত্রা
করলেন; লূতও তাঁর সঙ্গে গেলেন। হারণ থেকে
প্রস্থান করার সময় ইব্রামের পঁচাত্তর বছর বয়স
হয়েছিল। ৫ ইব্রাম তাঁর স্ত্রী সারীকে ও ভাতিজা
লূতকে এবং হারণে তাঁরা যে ধন উপার্জন
করেছিলেন, ও যে সব গোলাম-বাঁদী লাভ

[১১:৩২] ইউসা ২৪:২।
[১২:১] ২৬:২; ইউসা ২৪:৩; প্রেরিত ৭:৩।
[১২:২] ইশা ৬:১৩; ইয়ার ৪:২।
[১২:৩] প্রেরিত ৩:২৫; গালা ৩:৮।
[১২:৫] ইব ১১:৮।

পারস্য উপসাগরের উত্তরে একটা অঞ্চল। তেরহ কলদীয়ের পশ্চিমে অবস্থিত কেনান দেশে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সোজাসুজি সেখানে যেতে হলে আরবের কঠিন মরুভূমি পাড়ি দিতে হয়। নিরাপদে যেতে হলে ফোরাত নদীর পাড় দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে হারণ হয়ে যেতে হয়। তার পরে হারণ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে যেতে হয়।

১১:৩১ হারণ নগর পর্যন্ত গিয়ে সেখানে বাস করলেন। উর দেশে ও হারণে চন্দ্র দেবতার পুজা করা হতো আর তারেখ একজন মূর্তিপুজক ছিলেন (দেখুন, ইউসা ২৪:২) সেজন্য হয়তো সেই দু'টি জায়গাকেই তার নিজের শহর বলে ভাবতেন (আক্কাদিয় ভাষায় এর মানে হল চন্দ্র-উপাসক)। উনিশ শত খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হারণ ছিল একটি উদিয়মান কাফেলা শহর এবং বিংশ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এটি আমোরীয়দের দ্বারা শাসিত হতো (দেখুন ১০:১৬)।

১২:১ মাবুদ ইব্রামকে বললেন। হারণ ত্যাগ করার পূর্বে যখন হযরত ইব্রাহিম মেসোপটেমিয়ায় ছিলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁকে আহ্বান করলেন (প্রেরিত ৭:২)। তিনি বললেন, 'তুমি তোমার দেশ, আত্মীয়-স্বজন ও পিতার বাড়ি-ঘর পরিত্যাগ করে আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই সেই দেশে চল।' ব্যাবিলন-পূর্ব জাতিগুলো থেকে ইব্রাহিমকে অবশ্যই বের হয়ে যেতে হবে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর জন্য যে অধিকতর সুন্দর জায়গা ঠিক করে রেখেছেন সেখানে আল্লাহ্‌র সঙ্গে ধর্ম-যাত্রা করতে হবে (দেখুন, ২৪:৭; এছাড়াও দেখুন ১১:১-৯; ইব ১১:৮-১০)। এখান থেকেই ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে কিভাবে ইয়াহ্‌ওয়েহ্ ... ইব্রাহিমের আল্লাহ্, ইসহাক ও ইয়াকুবের আল্লাহ্ (হিজ ৩:১৬), বনি-ইসরাইলের আল্লাহ্ (হিজ ৫:১), তাঁর নিজের জন্য একটি জাতি সৃষ্টি করবেন যারা তাঁকে একমাত্র সত্য আল্লাহ্ বলে স্বীকার করবে, যিনি তাদের এমন একটি স্থান দেবেন যে স্থান তাদের নিজেদের দেশ বলে পরিচিত হবে। সেই কেনান দেশ মাবুদ হযরত মূসার মাধ্যমে তাদেরকে দান করেছিলেন (ইউসা ২২:৯)। পুরাতন নিয়মের পুরানো পৃথিবীতে, যে সমস্ত দেবদেবীদের উপাসনা করা হতো, লোকেরা তাদের বসবাসের স্থানের জন্য সেই সব দেবদেবীদের উপর নির্ভর করতো যেন তারা একটি জাতি হিসাবে (একটি পরিবার, গোষ্ঠী ও জাতি) গড়ে উঠতে পারে। এরপর থেকে মাবুদ ইসরাইলদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে ও ইসরাইলদের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা একটি মূল বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে হযরত ইব্রাহিম মাবুদ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন।

১২:১ ইব্রাম। 'ইব্রাম' নামের মানে 'মহাপিতা' পরে তাঁর নাম বদল হয়ে 'ইব্রাহিম' রাখা হয় (১৭:৪-৫)।

১২:২-৩ আল্লাহ্‌তা'লা ইব্রাহিমকে যে দোয়া বা আশীর্বাদ করেছিলেন সেই আশীর্বাদের ৭টি গঠন দেখতে পাওয়া যায়।

(১) "আমি তোমাকে একটি মহাজাতি করবো,"
(২) "আমি তোমাকে দোয়া করবো,"
(৩) "আমি তোমার নাম মহৎ করবো,"
(৪) "তুমি দোয়ার আকর হবে,"
(৫) "আমি তাদের দোয়া করবো যারা তোমাকে দোয়া করবে,"
(৬) "যারা তোমাকে অভিশাপ দেবে আমি তাদের অভিশাপ দেব,"
(৭) "দুনিয়ার সমস্ত জাতি তোমার মধ্য দিয়ে দোয়া পাবে।"

সমস্ত মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র মূল যে আশীর্বাদ তা ইব্রাহিম ও তাঁর সন্তানের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করবে (১:২৮)। নানা ভাবে ও নানা সময়ে এই সমস্ত প্রতিজ্ঞাগুলো পুনরায় ইব্রাহিমের কাছে পুনঃনিশ্চয়তা সহকারে দেওয়া হয়েছে (৭; ১৫:৫-২১; ১৭:৪-৮; ১৮:১৮-১৯; ২২:১৭-১৮), ইসহাকের কাছে (২৬:২-৪), ইয়াকুবের কাছে (২৮:১৩-১৫; ৩৫:১১-১২; ৪৬:৩) এবং মূসার কাছে (হিজ ৩:৬-৮; ৬:২-৮)। এই সাতটি প্রতিজ্ঞা আবার উক্ত হয়েছে প্রেরিত ৩:২৫ আয়াতে যেখানে পিতর ইহুদীদের কাছে কথা বলছেন (দেখুন, প্রেরিত ৩:১২)– যারা ইব্রাহিমের শারীরিক বংশধর ছিল– এবং গালাতীয় ৩:৮ আয়াতে পৌলের কাছে যিনি অ-ইহুদীদের কাছে তবলিগ করছিলেন যারা ছিল ইব্রাহিমের রূহানিক বংশধর।

যে কেউ তোমাকে বদদোয়া দেবে। প্রাচীন কালের মধ্য প্রাচ্যের লোকেরা বিশ্বাস করতো যে, কাউকে অভিশাপ দেবার মধ্য দিয়ে তারা দেবতাদের শক্তি বা অলৌকিক শক্তি সেই লোকের উপরে নামিয়ে আনতে পারত যা তাদের ক্ষতি করবে (দেখুন, ১ শামু ১৭:৪৩)। সেই সময়কার লোকদের কাছে এমন অনেক লিখিত অভিশাপ ছিল এবং তা নানাভাবে তা সংরক্ষণ করে রাখা হতো, যেমন মিসরীয়দের পুস্তকে, হিট্টায়িটদের চুক্তিতে, কুড়ুরাস (সীমানা পাথরে), হাম্মুরাবির আইন-কানুনে তা দেখতে পাওয়া যায়। উদাহারণস্বরূপ দেখুন, দ্বি:বি: ৯:১৪; ইয়ার ১৫:৩)।

১২:৪ পরে ইব্রাম মাবুদের সেই কথা অনুসারে যাত্রা করলেন। দেখুন ইবরানী ১১:৮ আয়াত। পূর্বপুরুষদের জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যই ছিল বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বাধ্যতায় জীবন যাপন করা (দেখুন, ১৭:২৩; ২১:১৪; ২২:৩)।

১২:৪-৬ হারণ ... শিখিম। ১১:২৬-৩১ আয়াতের নোট দেখুন। আজকের ইসরাইল লেবানন ও দক্ষিণ সিরিয়া– এইসব দেশ কেনানের অংশ ছিল। কেনানীয়রা ছিল নূহের ছেলে হামের বংশধর (১০:৬-২০)।

১২:৫ হারণে তাঁরা যে ধন ... গোলাম-বাঁদী লাভ করেছিলেন।

হযরত ইব্রাহিমের সময়কার উর দেশ

উর দেশে খনন-কার্য। ১৮৫৪ সালের আগ পর্যন্ত উরদেশ সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি। সেই বছর খনন-কার্যের মাধ্যমে পরিত্যক্ত পোড়ামাটির শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ব্যাবিলনের নবোনিডাস (৫৫৬-৫৩৯ খ্রী:পূ:) সেখানে উরনাম্মুর জিগুরাট পুনঃস্থাপন করেন। H.R. Hall (১৯১৮) এবং C.L. Woolley (১৯২২-৩৪) কর্তৃক খনন-কার্যের ফলে উরব্যাবিলনের ভাল খনন-কার্যের জায়গা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

উরজিগুরাট। এটি ছিল সম্পূর্ণ ইটের তৈরি ২০০×১৫০×৭০ ফুট উঁচু। একে 'বেহেশতের পাহাড়' বা 'আল্লাহ্‌র পাহাড়' বলা হত। এর সবচেয়ে উঁচুতে ছিল নান্নার মাচা, অর্থাৎ শহর রক্ষাকারী চন্দ্র দেবের বেদী। এই জিগুরাট মন্দির জেলার আবাসিক এলাকার পবিত্র সীমায় অবস্থিত। এই শহরের পশ্চিমে ইউফ্রেটিস নদী এবং শহরের চারদিকে খাল বেষ্টন করে আছে এবং শহরটিকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। অন্যান্য মন্দির এবং পবিত্র কাঠামোগুলো নান্না ও তার স্ত্রী নিন-গাল এর পবিত্র পরিবেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করছিল। উরশহর একটি দেবতা নিয়ন্ত্রিত শহর ছিল। সেখানে চন্দ্র দেবতা বাদশাহ্‌ ও দেবতা ছিল এবং সমস্ত কার্যক্রম, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক এবং ধর্মীয় কাজ সেই ধর্মকেই ঘিরে আবর্তিত হত। খুব সম্ভবত তেরহ চন্দ্র দেবের একজন ভক্ত ছিলেন (ইউসা ২৪:২)। ইব্রাহিম যখন সেই শহর ত্যাগ করেন তখন সে স্থানটা ব্যবসা-বাণিজ্যে খুবই সমৃদ্ধ ছিল।

উত্তর মেসোপতেমিয়ায় হযরত ইব্রাহিম

পূর্বপুরুষদের অবস্থানের সাক্ষ্য-প্রমাণ। যদিও উরশহরে অনেক কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে, বিশেষ করে রাজকীয় কবর (দেখুন, Wooley's Ur Excavations II: The Royel Cemetery, ১৯৩৪), তবুও ইব্রাহিমের সেখানে বসবাসের বিষয়ে সরাসরি কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি, কিন্তু হারণ এলাকায় যে ইসরাইলের পূর্বপুরুষেরা থাকত তার কতগুলো প্রমাণ পাওয়া গেছে (পয়দা ১২:১,২)। ১৯৩৫ সালে ১৮০০ খ্রী: পূর্বাব্দে পোড়ামাটির শিলালিপি মারী থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে যেখানে রেবেকার বাড়ি ও নাহোরের উল্লেখ আছে, (Till-Nahiri, 'নাহোরের টিপি' পয়দা ২৪:১০)। হারণের কাছে যে শহরগুলো ছিল সেগুলোর মধ্যে সেরুগ (আশেরীয় ভাষায় সেরুগী, পয়দা ১১:২০) এবং টিল তুরাখী, অর্থাৎ, 'তেরহের টিপি' ছিল। পেলগকে পরবর্তীতে ইউফ্রেটিসের কাছে পেলিগা বলা হয়েছে। পদ্দন-অরাম (পয়দা ২৫:২০) হল অরামীয় ভাষায় Pad-dana অরামের জমি বা সমভূমি। রিয়ূ (পয়দা ১১:২০) শব্দটি মধ্য-ইউফ্রেটিস উপত্যকার শহরগুলোর পরবর্তী নামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

করেছিলেন, সেই সমস্ত নিয়ে কেনান দেশে যাব-
ার জন্য যাত্রা করলেন এবং কেনান দেশে
আসলেন। [৬] আর ইব্রাম নানা দেশ দিয়ে যেতে
যেতে শিখিমে, মোরির এলোন গাছের কাছে
উপস্থিত হলেন। সেই সময় কেনানীয়েরা সেই
দেশে বাস করতো। [৭] পরে মাবুদ ইব্রামকে দর্শন
দিয়ে বললেন, আমি তোমার বংশকে এই দেশ
দেব; আর যিনি ইব্রামকে দর্শন দিয়েছিলেন ইব্রাম
সেই মাবুদের উদ্দেশে সেই স্থানে একটি
কোরবানগাহ্ তৈরি করলেন। [৮] পরে তিনি ঐ
স্থান ত্যাগ করে পর্বতে গিয়ে বেথেলের পূর্ব দিকে
তাঁর তাঁবু স্থাপন করলেন; তার পশ্চিমে বেথেল
ও পূর্ব দিকে অয় নগর ছিল; তিনি সেই স্থানে
মাবুদের উদ্দেশে এক কোরবানগাহ্ তৈরি করলেন
ও মাবুদের এবাদত করলেন। [৯] পরে ইব্রাম ক্রমে
ক্রমে দক্ষিণে গমন করলেন।

মিসর দেশে হযরত ইব্রাম ও বিবি সারী

[১০] দেশে দুর্ভিক্ষ হলে পর ইব্রাম মিসরে প্রবাস
করতে যাত্রা করলেন; কেননা (কেনান) দেশে
ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। [১১] আর ইব্রাম যখন
মিসরে প্রবেশ করতে উদ্যত হন, তখন তাঁর স্ত্রী
সারীকে বললেন, তুমি দেখতে খুব সুন্দরী;
[১২] এজন্য মিসরীয়েরা যখন তোমাকে দেখবে
তখন তুমি যে আমার স্ত্রী এই ভেবে আমাকে
মেরে ফেলবে, আর তোমাকে জীবিত রাখবে।
[১৩] আরজ করি, এই কথা বলো যে, তুমি আমার
বোন; যেন তোমার অনুরোধে আমার মঙ্গল হয়

[১২:৬] ইউসা ২৪:২৬; কাজী ৭:১; ৯:৬।
[১২:৭] জবুর ১০৫:৯-১১; প্রেরিত ৭:৫; রোমীয় ৪:১৩; গালা ৩:১৬।
[১২:৮] ১শামু ৭:১৬; আমোস ৩:১৪; ৪:৪।
[১২:৯] ইউসা ১০:৪০।
[১২:১০] জবুর ১০৫:১৯।
[১২:১৬] আইউ ১:৩; ৩১:২৫।
[১২:১৭] ২বাদশাহ্ ১৫:৫; আইউ ৩০:১১; ইশা ৫৩:৪, ১০।
[১২:১৮] ইশা ৪৩:২৭; ৫১:২; ইহি ১৬:৩।
[১৩:১] পয়দা ৪৫:২৫।
[১৩:২] মেসাল ১০:২২; আইউ ১:৩; ৪২:১২।
[১৩:৩] ইউসা ৭:২;
[১৩:৫] পয়দা ১১:২৭।

ও তোমার জন্য আমার প্রাণ বাঁচে। [১৪] পরে
ইব্রাম মিসরে প্রবেশ করলে মিসরীয়েরা দেখতে
পেল যে, ঐ নারী খুবই সুন্দরী। [১৫] আর
ফেরাউনের কর্মকর্তারা তাঁকে দেখে ফেরাউনের
কাছে তাঁর প্রশংসা করলেন; তাতে সারীকে
ফেরাউনের প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হল। [১৬] আর
তাঁর অনুরোধে তিনি ইব্রামের সঙ্গে ভাল ব্যবহার
করলেন; তাতে ইব্রাম ভেড়া, গরু, গাধা-গাধী ও
উট এবং গোলাম-বাঁদী লাভ করলেন।
[১৭] কিন্তু ইব্রামের স্ত্রী সারীর জন্য মাবুদ ফেরাউন
ও তাঁর পরিবারের উপরে ভীষণ উৎপাত
ঘটালেন। [১৮] তাতে ফেরাউন ইব্রামকে ডেকে
বললেন, আপনি আমার সঙ্গে এ কি ব্যবহার
করলেন? উনি আপনার স্ত্রী, এই কথা আমাকে
কেন বলেন নি? [১৯] ওঁকে আপনার বোন কেন
বললেন? আমি তো ওঁকে বিয়ে করতে
নিয়েছিলাম। এখন আপনার স্ত্রীকে নিয়ে চলে
যান। [২০] তখন ফেরাউন লোকদেরকে তাঁর
বিষয়ে হুকুম দিলেন, আর তারা সর্বস্ব সহ তাঁকে
ও তাঁর স্ত্রীকে বিদায় করলো।

হযরত ইব্রাম ও হযরত লূতের পৃথক হওয়া

১৩ [১] পরে ইব্রাম ও তাঁর স্ত্রী সমস্ত
সম্পত্তি নিয়ে লূতের সঙ্গে মিসর থেকে
কেনান দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যাত্রা করলেন।
[২] ইব্রাম পশুধনে এবং সোনা ও রূপায় অতিশয়
ধনবান ছিলেন। [৩] পরে তিনি দক্ষিণ থেকে
বেথেলের দিকে যেতে যেতে বেথেলের ও অয়ের

প্রাচীন পৃথিবীতে সম্পদশালী লোকদের অনেক চাকর থাকত যারা তাদের জন্য নানা রকম কাজকর্ম করতো। এদের মধ্যে অনেক থাকত যারা নিছক গোলাম-বাঁদী, আবার কেউ শ্রমজীবী হিসাবে কাজ করতো। কিন্তু তাদের সকলকেই তাদের পরিবারের "একজন" বলে ধরা হতো (দেখুন ১৪:১৪; ১৫:৩; ১৭:১২-১৩; ২৪:২)।

১২:৬ মোরির এলোন গাছের কাছে উপস্থিত হলেন। ইব্রাহিম যে পথ দিয়ে যাতায়াত করেছেন সেই পথ ছিল মেসোপটামিয়া, কেনান ও মিসরের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য চলাচলের পথ। কেনানীয়রা বিশ্বাস করতো যে, মোরির বিশেষ গাছটি যেখানে ছিল সেই স্থানটি ছিল এমন একটি স্থান যেখানে কেনানীয়রা তাদের দেবদেবীর দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী পেত (দ্বি:বি: ১১:৩০)। ইব্রাহিম ঐ স্থানে একটা কোরবানগাহ্ তৈরি করে ঐ স্থানটি মাবুদের জন্য চেয়েছিলেন (১২:৭)।

শিখিম। শিখিম ছিল কেনানের মাঝামাঝি জায়গায়। ইসরাইলের বিভিন্ন বংশ যখন কেনানে প্রবেশ করে তখন জায়গাটি তাদের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হয় (ইউসা ২৪:১)।

এলোন গাছ। এই গাছটির গোড়ায় কেনানীয়রা হয়তো তাদের উর্বরতার দেবী আশেরার পূজা করতো।

১২:৮ বৈথেল। বৈথেল ইসরাইল জাতির ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থানে পরিণত হয় (পয়দা ২৮:১০-২২; ৩৫:১-৮; ১ বাদশাহ্ ১২:২৬-২৯)।

অয়। অয় শহরটি ছিল ইসরাইলদের ধ্বংস করে দেয়া শহরগুলোর একটা। ইব্রাহিমের সময়ে প্রায় ছয়শো বৎসরে পরে তারা এটি ধ্বংস করে (ইউসা ৮:১-২৯; ১০:১)।

১২:৯ আমি ডানে যাই। দক্ষিণে মরু-এলাকার অন্য নাম নেগেভ। তা ছিল মরুসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে। কেনান, সীনয় এলাকা ও মিসরের মধ্যে এই এলাকাটা ছিল একটা যোগাযোগের মাধ্যম।

১২:১০ মিসর। ইব্রাহিমের সময়ে মিসর ছিল প্রাচীন আমলের একটা মস্তবড় শক্তিশালী রাজ্য। ইসরাইল জাতির ইতিহাসে এই দেশটির একটি বড় স্থান রয়েছে (পয়দা ৩৭-৫০; হিজ ১-১৫)।

১২:১৩ এই কথা বলো যে, তুমি আমার বোন। যদি সারীকে ফেরাউন তাঁর হারেমে নিতে চাইতেন ও জানতে পারতেন যে, ইব্রাহিম তাঁর স্বামী তবে আগে তাঁর স্বামীকে হত্যা করে পরে তাঁকে তাঁর হারেমে নিয়ে যেতেন।

১২:১৯ ওঁকে আপনার বোন কেন বললেন? মিসরীয় নৈতিকতা পূর্ণ সত্যের উপর খুব জোর দিত, আর ইব্রাহিম তাঁর স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দিয়ে একরকম মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হওয়ার উপক্রম করেছিলেন।

আমি তো ওঁকে বিয়ে করতে নিয়েছিলাম। মিসরের বাদশাহ্ সারীকে তাঁর প্রাসাদে রানীদের সঙ্গে থাকবার জন্য এনেছিলেন। সারীকে ইব্রাহিম তাঁর বোন বলে পরিচয় দিয়ে তাঁদের কাছে করা আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাকে বিফল করতে যাচ্ছিলেন।

মধ্যবর্তী যে স্থানে আগে তাঁর তাঁবু খাটিয়ে ছিল,
৪ সেই স্থানে তাঁর পূর্বনির্মিত কোরবানগাহ্‌র কাছে
উপস্থিত হলেন। সেখানে ইব্রাম মাবুদের এবাদত
করলেন। ৫ ইব্রামের সহযাত্রী লূতেরও অনেক
গরু-ছাগলের পাল, ভেড়ার পাল এবং তাঁবু ছিল।
৬ তাদের একত্রে বাস করার পক্ষে সেই দেশটি
ছোট হল, কেননা তাঁদের প্রচুর সম্পত্তি থাকাতে
তাঁরা একত্রে বাস করতে পারলেন না। ৭ ফলে
ইব্রামের পশুপালকদের ও লূতের পশুপালকদের
মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হত। সেই সময় সেই দেশে
কেনানীয়েরা ও পরিষীয়েরাও বাস করতো।
৮ তাতে ইব্রাম লূতকে বললেন, আরজ করি,
তোমার ও আমার মধ্যে এবং তোমার
পশুপালকদের ও আমার পশুপালকদের মধ্যে
ঝগড়া-বিবাদ না হোক; কেননা আমরা পরস্পর
জ্ঞাতি। ৯ তোমার সম্মুখে তো সমস্ত দেশটি পড়ে
আছে। আরজ করি, আমার কাছ থেকে পৃথক
হও; হয়, তুমি বামে যাও, আমি ডানে যাই; নয়,
তুমি ডানে যাও, আমি বামে যাই।
১০ তখন লূত চোখ তুলে দেখলেন, জর্ডানের
সমস্ত অঞ্চল সোয়র পর্যন্ত সর্বত্র যথেষ্ট পানি
আছে এবং তা মাবুদের বাগানের মত, মিসর
দেশের মত, কেননা সেই সময় মাবুদ সাদুম ও
আমুরা বিনষ্ট করেন নি। ১১ অতএব লূত নিজের
জন্য জর্ডানের সমস্ত অঞ্চল মনোনীত করে পূর্ব
দিকে প্রস্থান করলেন; এভাবে তাঁরা পরস্পর
একে অন্যের কাছ থেকে পৃথক হলেন। ১২ ইব্রাম
কেনান দেশে থাকলেন এবং লূত সেই অঞ্চলের
নগরগুলোর মধ্যে থেকে সাদুমের কাছ পর্যন্ত তাঁবু
স্থাপন করতে লাগলেন। ১৩ সাদুমের লোকেরা
ভীষণ দুষ্ট ছিল ও মাবুদের বিরুদ্ধে মহা গুনাহ্‌
করছিল।

হযরত ইব্রামের হেবরনে গমন

১৪ ইব্রামের কাছ থেকে লূত পৃথক হলে পর
মাবুদ ইব্রামকে বললেন, এই যে স্থানে তুমি
আছ, এই স্থান থেকে চোখ তুলে উত্তর-দক্ষিণে
ও পূর্ব-পশ্চিমে দৃষ্টিপাত করো; ১৫ কেননা এই
যে সমস্ত দেশ তুমি দেখতে পাচ্ছ, এই স্থান
আমি তোমাকে ও যুগে যুগে তোমার বংশকে
দেব। ১৬ আর দুনিয়ার ধূলিকণা মত তোমার
বংশ বৃদ্ধি করবো; কেউ যদি দুনিয়ার ধূলি গণনা
করতে পারে তবে তোমার বংশও গণনা করা
যাবে। ১৭ উঠ, এই দেশের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ঘুরে দেখ,
কেননা আমি তোমাকেই এই দেশ দেব।
১৮ তখন ইব্রাম তাঁবু তুলে হেবরনে অবস্থিত
মম্রির এলোন বনের কাছে গিয়ে বাস করলেন
এবং সেখানে মাবুদের উদ্দেশে একটি
কোরবানগাহ্‌ তৈরি করলেন।

হযরত লূতের বন্দীত্ব ও পুনরুদ্ধার

১৪ ১ শিনিয়রের বাদশাহ্‌ অম্রাফল,
ইল্লাসরের বাদশাহ্‌ অরিয়োক, এলমের
বাদশাহ্‌ কদর্লায়োমর ২ এবং গোয়ীমের বাদশাহ্‌
তিদিয়লের সময়ে ঐ বাদশাহ্‌রা সাদুমের
বাদশাহ্‌ বিরা, আমুরার বাদশাহ্‌ বির্শা, অদ্‌মার
বাদশাহ্‌ শিনাব, সবোয়িমের বাদশাহ্‌ শিমেবর ও
বিলার অর্থাৎ সোয়রের বাদশাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধ
করলেন। ৩ এঁরা সকলে সিদ্দীম উপত্যকাতে
অর্থাৎ লবণ-সমুদ্রে একত্র হয়েছিলেন। ৪ এঁরা
বারো বছর পর্যন্ত কদর্লায়োমরের গোলামী থেকে
ত্রয়োদশ বছরে বিদ্রোহী হন। ৫ পরে চতুর্দশ

[১৩:৬] দেখুন পয়দা ১২:৫; ৩৩:৯; ৩৬:৭।
[১৩:৭] শুমারী ২০:৩।
হিজ ৩:৮; কাজী ১:৪।
[১৩:৮] মেসাল ১৫:১৮; জবুর ১৩৩:১।
[১৩:৯] ইয়ার ৪০:৪।
[১৩:১০] ১বাদশাহ্‌ ৭:৪৬; ২খান্দান ৪:১৭; ইশা ৫১:৩; ইহি ৩১:৮-৯।
[১৩:১২] পয়দা ১৪:১২।
[১৩:১৩] ইশা ১:১০; ৩:৯।
[১৩:১৪] ইশা ৫৪:৩।
[১৩:১৫] গালা ৩:১৬।
[১৩:১৬] শুমারী ২৩:১০।
[১৩:১৭] শুমারী ১৩:১৭-২৫।
[১৩:১৮] ইউসা ১০:৩, ৩৬; কাজী ১:১০।
[১৪:৩] শুমারী ৩৪:৩, ১২; দ্বি:বি ৩:১৭।
[১৪:৫] ইউসা ১২:৪; ১খান্দান

১৩:৪ সেখানে ইব্রাম মাবুদের এবাদত করলেন। এই একই জায়গায় তিনি আগে মাবুদের এবাদত করেছিলেন (দেখুন ১২:৮)।

১৩:৫ লূত। লূত ছিলেন ইব্রাহিমের ভাতিজা (১১:৩১)।

১৩:৬ তাদের একত্রে বাস ... দেশটি ছোট হল। তাদের পশুপাল এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সেই কারণে তারা প্রচুর ধনী হয়ে উঠেছিলেন এবং তারা যে এলাকায় বাস করতেন, অর্থাৎ বৈথেল ও অয় এলাকায় যথেষ্ট পানি ও পশুপালের চড়ে বেড়াবার জায়গা ছিল না (দেখুন ১০:১৭-২২, ৩২: ৩৬:৭)।

১৩:৭ পরিষীয়। পরীষীয়রা কারা তা স্পষ্ট নয়। তারা হয়তো গ্রামীন লোক হয়ে থাকবে, শহরের বাসিন্দা নয়।

১৩:১০–১২ সাদুম ও আমুরা ... সোয়র ... জর্ডান নদীর দক্ষিণ। জর্ডান নদীর দক্ষিণের সমভূমি ছিল উত্তরে গালীল সাগর থেকে সোয়র পর্যন্ত বিস্তৃত। সোয়ার ছিল বর্তমান মরু-সাগরের দক্ষিণে। সদোম ও ঘমোরার অবস্থান সঠিক জানা যায় না। তবে তা মরু-সাগরের দক্ষিণ অংশের সিদ্দীম উপত্যাক্যায় (১৪:১-৪) হয়ে থাকতে পারে। জর্ডান সমভূমি ছিল মিসরের নীল নদীর পারের সমভূমির মত। সেখানে পানি থাকায় মাটি অত্যন্ত উর্বর ছিল, যে কারণে অনেক শষ্য হতো ও পশুর জন্য অনেক ঘাস জন্মাত। কিন্তু সাদুমের বাসিন্দারা অত্যন্ত দুষ্ট ছিল বলে তার কাছাকাছি বাস করা ঠিক হতো না (১৩:১৩, ১৯: ১-২৯)।

১৩:১২ লূত ... সাদুমের কাছ পর্যন্ত তাঁবু স্থাপন করতে লাগলেন। সাদুমের লোকেরা যে দুষ্ট (১৩ আয়াত) সেই কথা জানা সত্ত্বেও লূত সেই নগরের কাছ পর্যন্ত বাস করতে মনস্থির করেছিলেন। অন্য দিকে হযরত ইব্রাহিমের ব্যাপারে একবারেই বিপরিত চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

১৩:১৮ হেবরনে অবস্থিত মম্রির এলোন বনের কাছে গিয়ে বাস করলেন। ইব্রাহিমের একজন আমোরীয় বন্ধুর (১৪:১৩) নামে নাম মম্রি শহর ছিল হেবরনের কাছে। জেরুশালেম থেকে ২০ মাইল দক্ষিণে ছিল এই শহর। পরে সারা এখানে মারা যান (২৩:১)।

১৪:১-৪ বাদশাহ্‌ অম্রাফল...। ১৪:১ এ যে সব বাদশাহ্‌দের নাম আছে তাঁরা কেনান দেশের পূর্ব অঞ্চলের বাদশাহ্‌। ১৪:২ আয়াতে যে বাদশাহ্‌দের নাম আছে তারা দক্ষিণ কেনানের বিভিন্ন শহরের বাদশাহ্‌ ছিলেন। তাঁরা সিদ্দীম সমভূমিতে যুদ্ধ করতেন। ঐ স্থানটি এখন হয়তো মরুসাগরের দক্ষিণ অংশে ঢাকা পড়েছে। মরু সাগরের অন্য নাম লবণ সমুদ্র। কারণ এর পানি অন্য সমুদ্রের চেয়ে দশগুণ লবণাক্ত। এটি সমুদ্র থেকে ১৩০০০ ফুট নীচে।

১৪:৫-৭ অস্তরোৎ-কর্ণায়িমে ... হৎসসোন-তামর। পূর্ব দেশের যে বাদশাহ্‌ বিভিন্ন জাতি ও দেশকে আক্রমণ করেছিলেন সেই

হযরত ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের সঙ্গে আল্লাহ্‌র চুক্তি (পয়দা ২৬:২-৫)

চুক্তি বা নিয়মের প্রকৃতি: কিতাবুল মোকাদ্দসের সর্বত্র এই চুক্তির ভিত্তিতেই আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর লোকদের সম্পর্কের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এই কথাটা প্রথমে দেখা যায় পয়দা ৬:১৮ আয়াতে এবং এটা ইঞ্জিল শরীফ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে দেখা যায়, যেখানে আল্লাহ্ ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে একটি নতুন নিয়ম স্থাপন করেছেন।

কিতাবুল মোকাদ্দসে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র বিশেষ চুক্তির নাম হল 'ইয়াহওয়ের নিয়ম' যার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে আল্লাহ্‌র ভালবাসা, তাঁর অনুগ্রহ, মানব জাতির জন্য তাঁর নাজাতের পরিকল্পনা, তাঁর লোকদের কাছে তাঁর বিশেষ উপস্থিতি, তাদের সঙ্গে থাকার তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও তাদের আল্লাহ্ ও প্রভু হওয়া।

চুক্তির মৌলিক প্রতিজ্ঞাটি হল মাবুদের এই প্রতিজ্ঞা যেখানে তিনি বলেছেন, "তোমাদের সঙ্গে ও তোমার ভাবী বংশের সঙ্গে কৃত আমার যে নিয়ম তোমরা পালন করবে তা এই– তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের খৎনা করতে হবে" (পয়দা ১৭:৭)। এই প্রতিজ্ঞার উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্যান্য প্রতিজ্ঞাগুলো যেগুলো এই চুক্তির অংশবিশেষ। এর অর্থ হল এই যে, আল্লাহ্ নিজেকে তাঁর বিশ্বস্ত লোকদের সঙ্গে তাদের আল্লাহ্ হবার জন্য দৃঢ়ভাবে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন এবং তাদের প্রতি ভালবাসায় তাঁর অনুগ্রহ, সুরক্ষা, দয়া ও আশীর্বাদ প্রদান করবেন বলে অঙ্গীকার করছেন (ইয়ার ১১:৪; ২৪:৭; ৩০:২২; ৩২:৩৮; ইহি ১১:২০)।

মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র চুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য কেবল একটা জাতিকে নাজাতের পথে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা ছিল না, কিন্তু সমস্ত মানুষকে জন্য নাজাতের পথে নিয়ে আসাই ছিল তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ এরই মধ্যে ইব্রাহিমের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁর মধ্য দিয়ে দুনিয়ার যাবতীয় লোকেরা আশীর্বাদ লাভ করবে (পয়দা ১২:৩; ১৮:১৮)। আল্লাহ্ ইসরাইল জাতির প্রতি প্রথমে তাঁর চুক্তির অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন, যাতে তারা জাতিগণের সামনে দীপ্তিস্বরূপ হতে পারে (ইশা ৪৯:৬)। এই চুক্তি পূর্ণতা লাভ করেছে মূলত ঈসা মসীহের মুক্তিদাতা রূপে এই দুনিয়াতে আগমনের মধ্য দিয়ে ও তাঁর দেওয়া নাজাত দানের মধ্য দিয়ে (লূক ২:৩২; প্রেরিত ১৩:৪৬-৪৭; গালা ৩:৮-১৪)।

আল্লাহ্ মানুষের সঙ্গে যে চুক্তিগুলো করেছিলেন তার মধ্যে দুটি নীতি বিশেষভাবে কার্যকর: (১) আল্লাহ্‌ই কেবল প্রতিজ্ঞাগুলোকে এবং তাঁর দায়-দায়িত্বগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং (২) আশা করা হয়েছে যে, লোকেরা বিশ্বাসে সেগুলোকে গ্রহণ করে নেবে ও সেগুলোর অনুগত থাকবে। কোন কোন সময় আল্লাহ্ আগেই সময়ের আগেই প্রতিজ্ঞাগুলো ও উভয় পক্ষের দায়-দায়িত্বগুলোর রূপরেখা দিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু লোকেরা কখনই চুক্তির শর্তগুলো পালন করার দিকে মনোযোগ দেই নি।

ইব্রাহিমের সঙ্গে আল্লাহ্‌র চুক্তি: পয়দায়েশ ১২:১-৪; ১৩:১৪-১৭; ১৫:১-৭; ১৭:১-৮

মাবুদ আল্লাহ্‌র এই চুক্তিটি ভবিষ্যতের ইতিহাস নির্মাণে একটি মহা প্রকাশ যা ভবিষ্যতের অনেক বিষয়ের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। আল্লাহ্ মাবুদ তাঁর অনুগ্রহে ইব্রাহিমকে বেছে নিয়েছিলেন যা ইব্রাহিমের ইচ্ছা অনুসারে হয় নি কিন্তু তিনি তাঁর ব্যবস্থার বাধ্য হয়েছিলেন। মাবুদ আল্লাহ্ তাঁকে আহ্বান করে বলেছিলেন, "তুমি তোমার নিজের দেশ, তোমার আত্মীয় -স্বজন এবং তোমার পিতার বাড়ী-ঘর ছেড়ে আমি তোমাকে যে দেশ দেখাব সেই দেশে যাও। তোমার মধ্য থেকে আমি একটি মহা জাতি সৃষ্টি করব। আমি তোমাকে দোয়া করব এবং এমন করব যাতে তোমার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর তোমার মধ্য দিয়ে লোকে দোয়া পায়। যারা তোমাকে দোয়া করবে আমি তাদের দোয়া করব, আর যারা তোমাকে বদদোয়া দেবে আমি তাদের বদদোয়া দেব। তোমার মধ্য দিয়েই দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতি দোয়া পাবে।"

মাবুদ আল্লাহ্ যে ব্যবস্থা তাঁর জন্য করেছিলেন সেখানে তিনটি মহান প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল:

- আমি তোমার মধ্য দিয়ে একটি মহা জাতি সৃষ্টি করবো
- আমি তোমাকে দোয়া করবো, এবং
- আমি তোমার নাম মহান করবো।

এই প্রতিজ্ঞা যে শুধু তাকেই করা হয়েছে তা নয় কিন্তু তার মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতিকে করা হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এই মহান প্রতিজ্ঞার সংগে আরও কিছু বিষয় রয়েছে যে সমস্ত বিষয়গুলো ভবিষ্যতে পূর্ণতা লাভ করবে:

- যারা তোমাকে দোয়া করবে, আমি তাদের দোয়া করব,
- আর যারা তোমাকে বদদোয়া দেবে, আমি তাদের বদদোয়া দেব,
- তোমার মধ্য দিয়েই দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতি দোয়া পাবে।

হযরত ইব্রাহিমের বংশ আকাশের তারার ন্যায় হবে, তাঁর নাম মহান হবে এবং ব্যক্তিগত ভাবে তিনি আশীর্বাদের আকর হবেন। হযরত ইব্রাহিমের মধ্য দিয়ে একটি মহান জাতির (বনি-ইসরাইল) সৃষ্টি হবে এবং তাঁর মধ্য দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত জাতি আশীর্বাদ লাভ করবে (মসীহের মধ্য দিয়ে)। হযরত ইব্রাহিমের বংশধরদের (ইহুদীদের) মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌তা'লার নবীরা আসবেন, যাদের লেখার মধ্য দিয়ে পাক-কিতাব রচিত হবে ও মসীহ্ মানব দেহে এই

দুনিয়াতে আগমন করবেন।

ইব্রাহিমের সঙ্গে আল্লাহ্‌র চুক্তিকে বলা হয়েছে একটি চিরস্থায়ী নিয়ম বা চুক্তি (পয়দা ১৭:৭) আল্লাহ্‌ চেয়েছিলেন যেন চুক্তিটি একটি স্থায়ী চুক্তি হয়। কিন্তু ইব্রাহিমের বংশধরেরা এটা ভঙ্গ করতে পারত, এবং আল্লাহ্‌র তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হতেও পারতেন। উদাহরণ হিসাবে, তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল যে, কেনান দেশ হবে ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরদের চিরস্থায়ী অধিকার (১৭:৮) কিন্তু ইসরাইলের অবিশ্বস্ততার কারণে তাঁর দেওয়া নিয়ম মানতে অস্বীকার করায় তারা সেই দেশ অধিকার করে রাখতে পারে নি। বরং সেই দেশ থেকে দূরিকৃত হয়ে তারা বন্দিদশায় নীত হয়েছিল।

ইসহাকের সঙ্গে আল্লাহ্‌র নিয়ম বা চুক্তি: পরবর্তী প্রত্যেকটি প্রজন্মের সঙ্গে আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমের সঙ্গে করা চুক্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমের পুত্র ইসহাকের মধ্য দিয়ে (পয়দা ১৭:২১) সেই চুক্তি বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা করেছেন। ইব্রাহিমের বংশধর হওয়াই ইসহাকের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু তাঁকেও বিশ্বাসে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাগুলো গ্রহণ করে নিতে হয়েছিল। কেবল তখনই আল্লাহ বলতেন, “আমি তোমার সহবর্তী, আমি তোমাকে দোয়া করবো ও তোমার বংশ বৃদ্ধি করবো” (পয়দা ২৬:২৪)।

আমরা দেখতে পাই, ইসহাক ও রেবেকার বিয়ের প্রথম বিশ বছরের মধ্যে তাদের কোনও সন্তান হয় নি (পয়দা ২৫:২০)। ইসহাক যে পর্যন্ত মাবুদের কাছে একাগ্রভাবে সন্তান না চাইলেন ততদিন পর্যন্ত রেবেকার গর্ভউন্মোচন হয় নি (পয়দা ২৫:২১)। মুনাজাতের উত্তরদান এই কথাই প্রমাণ করে যে, স্বাভাবিকভাবেই চুক্তিগুলো বাস্তবায়ন হয় না। কিন্তু মুনাজাত ও আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পালনের দ্বারাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করা যায়।

চুক্তির আশীর্বাদগুলো পেতে থাকবার জন্য ইসহাককেও মাবুদের বাধ্য থাকতে হয়েছিল। যেমন কেনান দেশে যখন একটা দুর্ভিক্ষ হল তখন আল্লাহ্‌ ইসহাককে বললেন, যেন তিনি মিসর দেশে না গিয়ে যেখানে আছেন সেখানেই থাকেন। যদি তিনি আল্লাহ্‌র বাধ্য হন তবে আল্লাহ্‌ প্রতিজ্ঞা করলেন যে, “আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে তোমাকে দোয়া করবো, ... আমি তোমার পিতা ইব্রাহিমের কাছে যে ওয়াদা করেছিলাম তা সফল করবো” (আদি ২৬:৩; ২৬:৬)

ইয়াকুবের সঙ্গে আল্লাহ্‌র চুক্তি: (১) ইসহাক ও রেবেকার ইস্‌ ও ইয়াকুব নামে দু’জন সন্তান হয়। স্বাভাবিকভাবে যেকেউ আশা করবে যে, চুক্তির দোয়াগুলো জেষ্ঠ সন্তান ইসের উপরই বর্তাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ রেবেকার কাছে প্রকাশ করলেন যে, তাঁর জমজ সন্তানদের মধ্যে জেষ্ঠ কনিষ্ঠের গোলাম হবে, তার পর ইস্‌ নিজেও তাঁর জেষ্ঠাধিকার তুচ্ছ করে তা তার ছোট ভাইয়ের কাছে বিক্রি করেছিলেন। এছাড়া তিনি তার পিতামাতার ধার্মিকতার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে আল্লাহ্‌র সত্যে বিশ্বাসী নয় এমন দু’জন স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছিলেন। আসলে আল্লাহ্‌র চুক্তির দোয়াগুলোর প্রতি তাঁর কোন মনোযোগ ছিল না, সেজন্য তিনি তা লাভ করতেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। ইব্রাহিম ও ইসহাকের মত ইয়াকুবের সঙ্গে কৃত নিয়ম ও চুক্তি রাখার জন্য বিশ্বাস ও বাধ্যতার প্রয়োজন হয়েছিল। এই গোষ্ঠিপতি বেঁচে থাকা ও সফলতা লাভ করার জন্য তাঁর নিজের চতুরতার উপর নির্ভর করেছিলেন সত্যি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাবুদের আদেশ ও ইচ্ছা পালন করার জন্য (পয়দা ৩১:১৩) হারণ ত্যাগ করে প্রতিজ্ঞাত কেনান দেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত (পয়দা ৩৫:১-৭) আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমের সঙ্গে করা চুক্তিগুলো ইয়াকুবের সঙ্গে নবায়িত করেন নি (পয়দা ৩৫:৯-১৩)। এই ইয়াকুবের বারো সন্তানের মধ্য দিয়েই পরে জাতি হিসাবে ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

BACIB
International Bible
CHURCH

বছরে কদর্লায়োমর ও তাঁর সহায় বাদশাহ্‌রা
এসে অস্তরোৎ-কর্ণয়িমে রফায়ীয়দেরকে, হমে
সুষীয়দেরকে, শাবিকিরিয়াথয়িমে এমীয়দেরকে
৬ ও মরু-ভূমির পাশে অবস্থিত এল-পারণ পর্যন্ত
সেয়ীর পর্বতে সেখানকার হোরীয়দেরকে আঘাত
করলেন। ৭ পরে সেই স্থান থেকে ফিরে
ঐনমিস্পটে অর্থাৎ কাদেশে গিয়ে
আমালেকীয়দের সমস্ত দেশকে এবং হৎসসোন-
তামর নিবাসী ইমোরীয়দেরকে আঘাত করলেন।
৮ আর সাদুমের বাদশাহ্, আমুরার বাদশাহ্,
অদ্‌মার বাদশাহ্, সবোয়িমের বাদশাহ্ ও বিলার
অর্থাৎ সোয়রের বাদশাহ্ বের হয়ে এলমের
কদর্লায়োমর বাদশাহ্‌র, ৯ গোয়ীমের বাদশাহ্
তিদিয়লের, শিনিয়রের বাদশাহ্ অম্রাফলের ও
ইল্লাসরের বাদশাহ্ অরিয়োকের সঙ্গে পাঁচ জন
বাদশাহ্ চার জন বাদশাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য
'সিদ্দীম উপত্যকাতে' সৈন্য স্থাপন করলেন।
১০ ঐ সিদ্দীম উপত্যকাতে মেটে তেলের অনেক
খাত ছিল; আর সাদুম ও আমুরার বাদশাহ্‌রা
পালিয়ে গেলেন। তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ
সেই মেটে তেলের খাতে পড়ে গেলেন এবং
অবশিষ্টেরা পর্বতে পালিয়ে গেলেন। ১১ আর
দুশমনরা সাদুম ও আমুরার সমস্ত সম্পত্তি ও
খাদ্যদ্রব্য নিয়ে প্রস্থান করলেন। ১২ বিশেষতঃ
তাঁরা ইব্রামের ভ্রাতুষ্পুত্র লূতকে ও তাঁর সমস্ত
সম্পদ নিয়ে গেলেন, কেননা তিনি সাদুমে বাস
করছিলেন।
১৩ তখন এক জন লোক পালিয়ে এসে ইবরানী
ইব্রামকে সংবাদ দিল; ঐ সময়ে তিনি ইষ্কোলের
ভাই ও আনেরের ভাই আমোরীয় মম্রির এলোন
বনে বাস করছিলেন এবং তাঁরা ইব্রামের সঙ্গে
বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। ১৪ ইব্রাম যখন
শুনলেন যে, তাঁর জ্ঞাতিকে ধরে নিয়ে গেছে
তখন তিনি তাঁর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছে এমন
তিন শত আঠার জন যুদ্ধে প্রশিক্ষণ পাওয়া
গোলামকে নিয়ে দান পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে
গেলেন। ১৫ পরে রাতের বেলায় তাঁর
গোলামদেরকে দুই দলে ভাগ করে তিনি
দুশমনদেরকে আঘাত করলেন এবং দামেস্কের
উত্তরে অবস্থিত হোবা পর্যন্ত তাড়িয়ে দিলেন।
১৬ তিনি সমস্ত সম্পদ, আর তাঁর জ্ঞাতি লূত ও
তাঁর সমস্ত সম্পদ এবং স্ত্রীলোকদেরকে ও লোক
সকলকে ফিরিয়ে আনলেন।

হযরত ইব্রামের প্রতি মাল্‌কীসিদ্দিকের দোয়া

১৭ ইব্রাম কদর্লায়োমরকে ও তাঁর সঙ্গী
বাদশাহ্‌দেরকে জয় করে ফিরে আসলে পর
সাদুমের বাদশাহ্ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শাবী
উপত্যকায় অর্থাৎ বাদশাহ্‌র উপত্যকায় গমন
করলেন। ১৮ তখন শালেমের বাদশাহ্
মাল্‌কীসিদ্দিক রুটি ও আঙ্গুর-রস বের করে
আনলেন; তিনি ছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র
ইমাম। ১৯ তিনি ইব্রামকে দোয়া করে বললেন,

২০:৪। [১৪:৬] ইশা ৩৪:৫; ইহি ২৫:৮; ৩৫:২। [১৪:৭] শুমারী ১৩:২৬; দ্বি:বি ১:২; ইউসা ১০:৪১; কাজী ১১:১৬; জবুর ২৯:৮। [১৪:৮] দ্বি:বি ২৯:২৩; হোশেয় ১১:৮। [১৪:১০] ইউসা ২:১৬; জবুর ১১:১। [১৪:১১] পয়দা ১১:২৭। [১৪:১৩] হিজ ৩:১৮; ১শামু ৪:৬; ১৪:১১। [১৪:১৫] ২শামু ৮:৫। [১৪:১৬] ১শামু ৩০:৮, ১৮; [১৪:১৭] ২শামু ১৮:১৮। [১৪:১৮] জবুর ১১০:৪; ইব ৫:৬। [১৪:১৯] ইব ৭:৬; জবুর ১৪৮:৫; মথি ১১:২৫।

কদর্লায়োমর বাদশাহ্ জর্ডান নদী ও মরু-সাগরের পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বাস করতেন। ইদোম ছিল মরু সাগরের দক্ষিণে। কাদেশ ছিল দক্ষিণের মরু এলাকায় অবস্থিত (১২:৪-৯ দেখুন) এবং পরে তার নাম হয় কাদেশ-বর্নিয় (শুমারী ৩২:৮)। লূত যেখানে বাস করার জন্য বেছে নেন সেখানে বেশির ভাগ সময় যুদ্ধ চলার ফলে তার পরিবার ও পশুপাল নিয়ে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

১৪:১০ মেটে তেলের খাত। মরু সাগরের দক্ষিণ পাশের শেষের দিকে এখনও প্রায়ই পিচের গর্ত দেখতে পাওয়া যায়।

পর্বত: মরু সাগর হল সাধারণ সাগরের উচ্চতা থেকে ১৩০০ ফিট নিচে অবস্থিত। এর দু'দিকেই রয়েছে পর্বত বা পাহাড়। ফলে এর চারপাশটাই উঁচু স্থানে ঘেরা।

১৪:১২ ... সাদুমে বাস করছিলেন। তিনি সাদুম নগরে সরে এসেছিলেন ও দুষ্ট লোকদের সঙ্গে বাস করছিলেন (দেখুন ২ পিতর ২:৮)। যদিও লূত একজন ধার্মিক লোক ছিলেন কিন্তু এখন তিনি বিপদগ্রস্ত ছিলেন কারণ, "যিনি ধর্মহীনদের লম্পটতায় কষ্ট পেতেন" (২ পিতর ২:৭)।

১৪:১৩ ইবরানী ইব্রাম। কিতাবুল মোকাদ্দসে সর্বপ্রথম বনি-ইসরাইল জাতির আদিপিতা ইব্রামকেই "ইবরানী" বলা হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দসের বাইরে প্রাচীন অন্যান্য লেখায় কোন এক জাতিকে 'হাবিরু' বা 'আপিরু' বলা হয়েছে, যারা ইবরানীদের সঙ্গে সম্পর্কীত হয়ে থাকতে পারে। ঐ জাতির লোকদের এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে তারা যাযাবরের মত বা বিদেশীদের মত একস্থান থেকে অন্য স্থানে অস্থায়ী ভাবে বসবাস করে কারণ তাদের নির্দিষ্ট কোন স্থান বা দেশ ছিল না।

১৪:১৪ তাঁর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছে এমন তিন শত আঠার জন যুদ্ধে প্রশিক্ষণ পাওয়া গোলাম। হযরত ইব্রাহিম যে একজন খুবই সম্পদশালী লোক ছিলেন এটা তার পরিষ্কার ইঙ্গিত। একজন ইবরানী লোকের যে প্রশিক্ষিত গোলাম ছিল কিতাবুল মোকাদ্দসে মাত্র এখানেই তা দেখতে পাওয়া যায়।

দান। উত্তরে অবস্থিত এই পরিচিত নগরটির নাম কাজীগণের বিবরণের পূর্বে দেওয়া হয় নি (দেখুন, কাজী ১৮:২৯)। পূর্বে এটিকে বলা হতো লয়িশ (দেখুন ইউসা ১৯:৪৭; কাজী ১৮:৭)। দান ছিল গালীল সাগরের উত্তরে এবং হোবা ছিল দামেস্ক শহরের উত্তরে অবস্থিত। ইব্রাহিম ও তাঁর লোকেরা কদর্লায়েমরেরকে সৈন্যদের কমপক্ষে ১৫০ মাইল উত্তর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যায় লূতকে উদ্ধার করার জন্য (১৪:১৬)। তারপর তারা শাবীর তলভূমিতে বা বাদশাহ্‌র তলভূমিতে ফিরে আসে। ঐ তলভূমি সম্ভবত জেরুশালেমের পূর্ব দিকের তলভূমি ছিল (২ শামু ১৮:১৮)।

১৪:১৮ শালেমের বাদশাহ্ মাল্‌কীসিদ্দিক ... আল্লাহ্‌র ইমাম। 'মাল্‌কীসিদ্দিক' মানে 'ন্যায়ের বাদশাহ্' ও 'শালেম' মানে 'শান্তি' (ইবরানী ৭:২ দেখুন)। জেরুশালেমকে হয়তো সংক্ষেপে 'শালেম' বলা হয়েছে। প্রাচীন কালে শাসক বা বাদশাহ্ কখন কখন ইমামের কাজও করতেন। ইব্রাহিম মাল্‌কীসিদ্দিককে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির দশমাংশ দান করেন। দশ ভাগের এক ভাগ ছিল বাদশাহ্‌র অংশ (১ শামু ৮:১৫-১৭) মাল্‌কীসিদ্দিকের নাম জবুর ১১০:৪ আয়াতেও পাওয়া যায়। ইঞ্জিল শরীফে মাল্‌কীসিদ্দিককে মসীহের প্রতীক বলে ধরা হয় (ইব ৭:১১)।

ইব্রাহিম

হযরত ইব্রাহিমের পিতার নাম ছিল তারেখ (পয়দা ১১:২৭)। ইব্রাহিম ছিলেন আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতির আদিপিতা। আল্লাহ্‌র আহ্বানে সত্তর বছর বয়সে হযরত ইব্রাহিম তাঁর আত্মীয়-স্বজন সহ কল্‌দীয় দেশ থেকে কেনানে রওনা হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাতিজা লূতকে সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিলেন। যিনি তাঁকে আহ্বান করেছিলেন তাঁর উপর দৃঢ় ঈমান রেখে তিনি তাঁর বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে মহান ওয়াদা লাভ করেছিলেন (পয়দা ১২:২,৩,৭)। তিনি কেনান দেশে আসবার পরে তিনি দুর্ভিক্ষের কারণে কিছু কালের জন্য মিসরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ তাঁর কাছে যে মহান ওয়াদা করেছিলেন তার প্রতি ধৈর্যহীনতার কারণে ইব্রাহিম তাঁর মিসরীয় বাঁদী হাজেরাকে উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন যেন তাঁর স্ত্রী সারা তার মধ্য দিয়ে একটি সন্তান লাভ করতে পারেন। হাজেরার গর্ভে ইসমাইল জন্মগ্রহণ করেছিল। ইব্রাহিমকে ব্যবস্থার চিহ্ন হিসেবে প্রত্যেক পুরুষের খৎনা করাবার নিয়ম দিয়েছিলেন। উপযুক্ত সময়ে ফেরেশতারা মেহমানরূপে এসে সারাকে আবার পুত্র সন্তানের ওয়াদা করেন ও তাঁর বৃদ্ধ বয়েসে সারার গর্ভে ইসহাকের জন্ম হয়। তখন বিবি সারা ও বিবি হাজেরার মধ্যে বংশীয় উত্তরাধিকারী নিয়ে হিংসা ও বিদ্বেষের মনোভাব জেগে উঠেছিল। এরপর বিবি হাজেরা ও তার পুত্রকে তাদের তাঁবু থেকে বের করে দেওয়া হয়। ইসহাক যখন বালক তখন মাবুদ হুকুম দিলেন হযরত ইব্রাহিমকে তাঁর ওয়াদার অদ্বিতীয় পুত্রকে মোরিয়া পাহাড়ে কোরবানী দিতে। এটি ছিল হযরত ইব্রাহিমের জীবনে এক মারাত্মক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। হযরত ইব্রাহিমের পরবর্তী দায়িত্ব ছিল ইসহাকের সঙ্গে তাঁর ভাই নাহুরের মেয়ে রেবেকার বিয়ের ব্যবস্থা করা।
অবশেষে একশত পঁচাত্তর বছর বয়সে তাঁর সুদীর্ঘ যাযাবর জীবনের সমাপ্তি ঘটে। একশত পঁচাত্তর বছর বয়েসে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি কেনান দেশে একশো বছর বাস করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁকে তাঁর পুরাতন পারিবারিক গোরস্থান মক্‌পেলা গুহায় দাফন করা হয়েছিল, পয়দা ২৫:৭-১০। সেই সময়ের প্রাচীন দুনিয়ার হযরত ইব্রাহিমের ঈমানকে খুবই বড় ও গভীরভাবে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। পূর্ব দেশীয় সকল ধর্ম বিশ্বাসের লোকেরা তাঁকে শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে দেখে থাকে। তাঁকে বলা হয় আল্লাহ্‌র বন্ধু (ইয়াকুব ২:২৩), ঈমানদার হযরত ইব্রাহিম (গালা ৩:৯), আমাদের সকলের পিতা (রোমীয় ৪:১৬)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তাঁর ঈমান আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করেছিল।
- ইহুদী জাতির আদিপিতা হয়েছিলেন।
- অন্যেরা তাঁর জীবন থেকে অনুপ্রাণীত হয়ে যেকোন মূল্যে পরিবারকে রক্ষা করার শিক্ষা গ্রহণ করেন।
- তিনি শুধু নিজের পরিবারের দেখাশুনাই করেন নি কিন্তু অন্যদের আতিথ্যও করেছেন।
- একজন ধনী পশুপালক ও কৃষিজীবি ছিলেন।
- তিনি বিবাদ এড়িয়ে থাকতেন কিন্তু যখন তা সম্ভব হতো না তখন অন্যদের সঙ্গে সে্ই বিবাদ মিমাংসা করে নিতেন।

তাঁর জীবনের দুর্বলতা ও ভুল:

- তিনি পারিবারিক চাপে একসময় সত্য থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আল্লাহ্‌ আমাদের কাছ থেকে নির্ভরতা, বাধ্যতা, বিশ্বাস চান– শুধু আমাদের নিজস্ব শক্তিতে বিশ্বাস নয় যা তাঁকে খুশি করতে পারে।
- আল্লাহ্‌র প্রথম থেকেই পরিকল্পনা ছিল যেন সমস্ত মানুষ তাঁকে জানতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** তিনি কলদীয়দের উর শহরে জন্মগ্রহন করেন ও বেশিরভাগ সময় কেনান দেশে কাটান।
- **কাজ:** একজন ধনী পশুপালক।
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: তারেখ; ভাই: হারণ ও নাহোর; স্ত্রী: সারা; ভাতিজা: লূত; ছেলে: ইসমাইল ও ইসহাক।

মূল আয়াত: "তখন তিনি মাবুদের উপর ঈমান আনলেন, আর মাবুদ তাঁর পক্ষে তা ধার্মিকতা বলে গণনা করলেন" (ইবরানী ৭:১,৪)।

পয়দায়েশ ১১-২৫ অধ্যায়ে ইব্রাহিমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হিজরত ২:২৪; প্রেরিত ৭:২-৮; রোমীয় ৪ অধ্যায়; গালাতীয় ৩ অধ্যায়; ইবরানী ২, ৬, ৭, ১১ অধ্যায়ে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সারা

সারা নামের অর্থ রাজকন্যা, রাজকুমারী। বিবি সারা হচ্ছেন হারণের কন্যা। তাঁর আরেক নাম হল ইস্কা। সম্ভবত সারা হযরত ইব্রাহিমের চেয়ে দশ বছরের বেশি ছোট ছিলেন না (পয়দা ১১:২৯; ২০:১২)। তাঁর নাম আগে ছিল "সারী" কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নাম পরিবর্তন করে "সারা" রাখেন। পরবর্তীতে তিনি শুধুমাত্র ইব্রাহিমের স্ত্রী বা তাঁর বংশের মাতা হন নি, কিন্তু পুরো পৃথিবীর "বংশের আদিমাতা" হয়েছেন। তিনি খুবই সুন্দরী ছিলেন, তাই তিনি ইব্রাহিমের কথামত নিজেকে বাঁচানোর জন্য তাঁর বোন হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন (পয়দা ১২:১৩; ২০:৫,১৩)। তিনি ইব্রাহিমকে তাঁর বাঁদী হাজেরার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি বন্ধ্যা ছিলেন (পয়দা ১৬:১-৩)। হাজেরার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করার ফলে সে তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে যায়। মাবুদের ওয়াদা অনুসারে বুড়ো বয়সে তিনি সন্তান ধারণ করেন। তাঁর কিছুটা শঙ্কা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ঈমানেরই জয় হয়। আল্লাহ্ মাবুদের ওয়াদা অনুসারে তিনি ইসহাকের জন্ম দেন। ইসহাককে মায়ের দুধ ছাড়ানো হলে হযরত ইব্রাহিম একটি ভোজের আয়োজন করেন। ইসহাক ছিলেন মাবুদের ওয়াদা করা পুত্র (গালা ৪:২২-৩১)। বিবি সারা হযরত ইব্রাহিমের বাধ্য ছিলেন এবং তাঁকে প্রভু বলে ডাকতেন, যা সব স্ত্রীদের নমুনা হওয়া উচিত (১ পিতর ৩:৬; পয়দা ১৮:১২)। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্যই পূর্ণ হয়, সত্যের জয় হয়। বিবি সারার মৃত্যুর পর হযরত ইসহাকের প্রতি তাঁর মাতৃসুলভ আদর ও ভালবাসার অভাব আর কেউ পূরণ করতে না পারলেও বিবি রেবেকা পেরেছিলেন (পয়দা ২৪:৬,৭)। হযরত ইব্রাহিমের মৃত্যুর আঠাশ বছর আগে একশো সাতাশ বছর বয়সে হেবরনে সারা মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে মক্‌পেলার গুহাতে দাফন করা হয়, যে জমি ইব্রাহিম হিট্টীয়দের কাছ থেকে কিনেছিলেন। তাঁর কবরের বিপরীতেই আছে হযরত ইব্রাহিমের কবর।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:
- তিনি নিজের সন্তানের উত্তরাধিকারের ভাগ দিতে চান নি।
- তিনি ঈসা মসীহের আদিমাতা ছিলেন।
- তিনি ঈমানের বীর নারী ছিলেন। ইবরানী ১১ অধ্যায়ে ঈমানের বীর নারীদের যে তালিকা আছে সেখানে প্রথমেই তাঁর নাম স্থান পেয়েছে।

তাঁর জীবনের দুর্বলতা ও ভুল:
- আল্লাহ্ তাঁর কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ধৈর্য সহকারে তার জন্য অপেক্ষা করতে সক্ষম হন নি।
- যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল তা নিজেই দূর করতে চেয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ্‌র পরামর্শ নেন নি।
- তাঁর নিজের দোষ ঢাকতে গিয়ে অন্যদের দোষারোপ করেছেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:
- তাঁর জীবনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁর ঈমানের উত্তর দিয়েছেন।
- সাধারণত যা কিছু ঘটে তার প্রতি যে আল্লাহ্ সাড়া দেবনই এমন কথা নেই কিন্তু এবং তাঁর রহমতের সীমারেখা নেই– আমাদের যেখানে সম্ভবনা নেই বলে মনে হয় সেখানেও তিনি তাঁর রহমত দান করে থাকেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
- **অবস্থান:** কলদীয়দের ঊর শহরে ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় ও তারপর ইব্রাহিমের সঙ্গে কেনান দেশে আসেন।
- **কাজ:** স্ত্রী, মা ও পরিবারের কর্ত্রী।
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: তেরেহ; স্বামী: ইব্রাহিম; সৎভাই: নাহোর ও হারণ; ছেলে: ইসহাক।

মূল আয়াত: "ঈমানের জন্যই স্বয়ং সারাও বংশ উৎপাদনের শক্তি পেলেন, যদিও তাঁর অতিরিক্ত বয়স হয়েছিল, কেননা যিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান করেছিলেন" (ইবরানী ১১:১১)।

পয়দায়েশ ১১-২৫ অধ্যায়ে ইব্রাহিমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ইশাইয়া ৫১:২; রোমীয় ৪:১৯, ৯:৯; ইবরানী ১১:১১; ১ পিতর ৩:৬ আয়াতে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইব্রাম বেহেশত ও দুনিয়ার অধিকারী সর্বশক্তিমান
আল্লাহ্‌র দোয়ার পাত্র হোন, ২০ আর সর্বশক্তিমান
আল্লাহ্‌ ধন্য হোন, যিনি আপনার বিপক্ষদেরকে
আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন। তখন ইব্রাম
সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ তাঁকে দিলেন। ২১ আর
সাদুমের বাদশাহ্‌ ইব্রামকে বললেন, সমস্ত মানুষ
আমাকে দিন, ধন-সম্পদ আপনার জন্য নিন।
২২ তখন ইব্রাম সাদুমের বাদশাহ্‌কে জবাবে
বললেন, আমি বেহেশত ও দুনিয়ার অধিকারী
সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে হাত উঠিয়ে
বলছি, ২৩ আমি আপনার কিছুই নেব না, এক
গাছি সুতা বা জুতার ফিতাও নেব না; পাছে
আপনি বলেন, আমি ইব্রামকে ধনবান করেছি।
২৪ কেবল (আমার) যুবকেরা যা খেয়েছে তা নেব
এবং যে ব্যক্তিরা আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন,
আনের, ইস্কোল ও মম্রি, তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ
পাপ্য অংশ গ্রহণ করুন।

হযরত ইব্রামের সঙ্গে আল্লাহ্‌র নিয়ম স্থাপন

১৫ ১ ঐ ঘটনার পরে দর্শনের মধ্য দিয়ে
মাবুদের কালাম ইব্রামের কাছে নাজেল
হল। মাবুদ বললেন, ইব্রাম, ভয় করো না,
আমিই তোমার ঢাল ও তোমার মহাপুরস্কার।
২ ইব্রাম বললেন, হে সার্বভৌম মাবুদ, তুমি
আমাকে কি দেবে? আমি তো নিঃসন্তান অবস্থায়
দিন যাপন করছি এবং এই দামেস্কের ইলীয়েষর
আমার বাড়ির ওয়ারিশ হবে। ৩ আর ইব্রাম
বললেন, দেখ, তুমি আমাকে সন্তান দিলে না
এবং আমার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছে এমন
এক জন গোলাম আমার ওয়ারিশ হবে। ৪ তখন
দেখ, তাঁর কাছে মাবুদের কালাম নাজেল হল,
যথা, ঐ ব্যক্তি তোমার ওয়ারিশ হবে না, কিন্তু
যে তোমার ঔরসে জন্মাবে, সেই তোমার
ওয়ারিশ হবে। ৫ পরে তিনি তাঁকে বাইরে এনে
বললেন, তুমি আসমানে দৃষ্টিপাত করে যদি তারা
গণনা করতে পার তবে গণনা করে বল। তিনি
তাঁকে আরও বললেন, ঐ তারার মতই তোমার
বংশ হবে। ৬ তখন তিনি মাবুদের উপর ঈমান
আনলেন, আর মাবুদ তাঁর পক্ষে তা ধার্মিকতা
বলে গণনা করলেন।
৭ আর তাঁকে বললেন, যিনি এই দেশের
অধিকার দেবার জন্য কলদীয় দেশের ঊর থেকে
তোমাকে বের করে এনেছেন, আমি সেই মাবুদ।
৮ তখন তিনি বললেন, হে সার্বভৌম মাবুদ,
আমি যে এর অধিকারী হব তা কিসে জানবো?
৯ তিনি তাঁকে বললেন, তুমি তিন বছরের একটি
গাভী, তিন বছরের একটি ছাগী, তিন বছরের
একটি ভেড়া এবং একটি ঘুঘু ও একটি
কবুতরের বাচ্চা আমার কাছে আন। ১০ পরে

[১৪:২০] দ্বিঃবি ১৪:২২; লূক ১৮:১২; ইব ৭:৪।
[১৪:২২] হিজ ৬:৮; দানি ১২:৭; প্রকা ১০:৫-৬।
[১৪:২৩] ২বাদশাহ্‌ ৫:১৬।
[১৪:২৪]
[১৫:১] ১শামু ১৫:১০; ইশা ৩:১০।
[১৫:২] ইহি ৫:১১; ১৬:৪৮; প্রেরিত ৭:৫;
[১৫:৪] গালা ৪:২৮;
[১৫:৫] ইয়ার ৩৩:২২।
[১৫:৬] জবুর ১০৬:৩১।
[১৫:৭] হিজ ২০:২।
[১৫:৮] লূক ১:১৮।
[১৫:৯] শুমারী ১৯:২।
[১৫:১০] ইয়ার ৩৪:১৮।

১৪:২২ হাত উঠিয়ে বলছি। প্রাচীন কালে ওয়াদা করার জন্য একরকম প্রচলিত নিয়ম ছিল (দেখুন, দ্বিঃবি ৩২:৪০; প্রকা ১০:৫-৬)।

১৫:২ দামেস্কের ইলীয়েষর। ইব্রাম হয়তো হারণ থেকে দক্ষিণ দিকে কেনানে যাবার সময় ইলিয়েষরকে তাঁর একজন গোলাম হিসাবে বেছে নেন। ইলিয়েষরই হয়তো ২৪:২ তাঁর বাড়ির সবচেয়ে পুরানো গোলাম। প্রাচীন ব্যাবিলনের কোন কোন দলিলপত্রে এমন আইনের কথা উল্লেখ আছে যে, যদি কোন মনিবের নিজের সন্তান না থাকে তবে তিনি তাদের গোলামদের কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করতে পারতেন এবং ঐ পালিত সন্তান তাঁর পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী হতো।

১৫:১ আমিই তোমার ঢাল ও তোমার মহাপুরস্কার। ঢাল সার্বভৌম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে (দেখুন, দ্বিঃ বিঃ ৩৩:২৯; ২ শামু ২২:৩; জবুর ৭:১০; ৮৪:৯)। যদিও ইব্রাহিম অনেক সম্পদশালী ছিলেন (১৩:২; ১৪:২৩), তবুও আল্লাহ্‌ নিজেই ছিলেন ইব্রাহিমের সবচেয়ে বড় ধন (দেখুন দ্বিঃ বিঃ ১০:৯)।

১৫:২ দামেস্কের ইলীয়েষর। খুব সম্ভবত একজন চাকর যাকে ইব্রাহিম হারণ থেকে দক্ষিণ দিকে যাবার সময় পেয়েছিলেন (দেখুন, ১২:৫)। সে ছিল তাঁর গৃহের একজন প্রাচীন, যার উপর সমস্ত দায়িত্ব রয়েছে বলা হয়েছে (২৪:২)।

১৫:৩-৪ এক জন গোলাম আমার ওয়ারিশ হবে। কিরকুকের কাছে তাইগ্রীস নদীর একটি শাখায় নূজি এলাকায় এবং অন্যান্য স্থানেও যে পুরানো নথিপত্র আবিস্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, যে সমস্ত লোকের কোন সন্তান হতো না তারা ইচ্ছে করলে তাদের একজন পুরুষ চাকরকে তার উত্তরাধিকারী করতে পারত এবং তার সম্পত্তির দেখাশুনা করার ভার দিত। ইব্রাহিম ইলিয়েশরকে নিয়ে হয়তো তাই করতে চেয়েছিলেন বা খুব সম্ভবত তাই করেছিলেন।

১৫:৫ যদি তারা গণনা করতে পার তবে গণনা করে বল। দেখুন ২২:৭ আয়াত। মধ্যপ্রাচ্যের কোন অন্ধকার রাতে ৮০০০ বেশি তারা খালি চোখে পরিস্কারভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তোমার বংশধরও তেমনি হবে। মাবুদের এই ওয়াদা আংশিকভাবে পূর্ণ হয়েছিল যখন তারা মিসর দেশে ছিল (দেখুন হিজ ১; দেখুন দ্বিঃবি ১:১০; ইব ১১:১২)। পরিশেষে, যারা ঈমান আনার ফলে মসীহে অবস্থান করেন তারা সকলেই ইব্রাহিমের বংশধর (দেখুন, গালা ৩:২৯)।

১৫:৬ ধার্মিকতা বলে গণনা করলেন। ইব্রাহিম হলেন, "যারা ঈমান আনে তাদের সকলের পিতা" (রোমীয় ৪:১১), এবং এটি হল প্রথম আয়াত যেখানে ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা রয়েছে (দেখুন রোমীয় ৪:৩)। এটি এই শিক্ষাও দেয় যে, আল্লাহ্‌ তাঁর অনুগ্রহে যারা ঈমান আনে তাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন (দেখুন ইব ১১:৮)।

১৫:৭ কলদীয় দেশের ঊর ... আমি সেই মাবুদ। প্রাচীন কালের রাজকীয় চুক্তি সাধারণত শুরু হয় বাদশাহ্‌র আত্ম-পরিচয় দেবার মধ্য দিয়ে এবং একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা দিয়ে যেমন এখানে দেওয়া হয়েছে (দেখুন, হিজ ২০:২)।

১৫:৮ মাবুদ আল্লাহ্‌। ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:১০ তিনি সেই সমস্ত তাঁর কাছে এনে দুই দুই খণ্ড করলেন। 'খণ্ড' করার ইবরানী ভাষার অর্থ অনেকটা চুক্তি করার মত শুনায়। এই আয়াতগুলোতে অতি প্রাচীন একটা অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে যে অনুষ্ঠানে একটা "চুক্তি" করা হচ্ছে। এ অনুষ্ঠানে পশুকে দুই খণ্ড করা হতো এবং যারা ঐ চুক্তি করতো তাদের ঐ দুই খণ্ডের মাঝ দিয়ে হেঁটে যেতে হতো (ইয়ার ৩৪:১৭-১৯)।

তিনি সেই সমস্ত তাঁর কাছে এনে দুই দুই খণ্ড
করলেন এবং এক একটি খণ্ডের সম্মুখে অন্য
অন্য খণ্ডটি রাখলেন, কিন্তু পাখিগুলোকে দ্বিখণ্ড
করলেন না। ১১ পরে হিংস্র পাখিগুলো সেই মৃত
পশুদের উপরে পড়লে ইব্রাম তাদেরকে তাড়িয়ে
দিলেন।
১২ পরে সূর্যাস্তের সময়ে ইব্রাম গভীর ঘুমে
আচ্ছন্ন হলেন; আর দেখ, ঘুমের মধ্যেই তিনি
ত্রাস ও অন্ধকারে আক্রান্ত হলেন। ১৩ তখন তিনি
ইব্রামকে বললেন, নিশ্চয় জেনো, তোমার
সন্তানেরা পরদেশে প্রবাসী থাকবে এবং বিদেশী
লোকদের গোলামীর কাজ করবে; লোকে চার
শত বছর পর্যন্ত তাদেরকে দুঃখ দেবে; ১৪ আবার
তারা যে জাতির গোলাম হবে, আমিই সেই
জাতির উপর গজব নাজেল করবো; তারপর তারা
যথেষ্ট সম্পদ নিয়ে বের হবে। ১৫ আর তুমি
শান্তিতে তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যাবে
ও শুভ বৃদ্ধাবস্থায় কবর পাবে। ১৬ আর তোমার
বংশের চতুর্থ পুরুষ এই দেশে ফিরে আসবে;

[১৫:১১] ইয়ার ৭:৩৩।
[১৫:১৩] প্রেরিত ৭:৬, ১৭।
[১৫:১৪] শুমারী ১০:২৯।
[১৫:১৫] ২শামু ৭:১২;
[১৫:১৬] হিজ ১২:৪০।
[১৫:১৮] ১খান্দান ১৬:১৬; জবুর ১০৫:৯।
[১৫:১৯] শুমারী ২৪:২১;
[১৫:২০] দ্বিঃবি ৭:১;।
[১৫:২১] ইউসা ৩:১০।
[১৬:১] লূক ১:৭, ৩৬; গালা ৪:২৪-২৫।

কেননা আমোরীয়দের অপরাধ এখনও সম্পূর্ণ
হয় নি।
১৭ পরে সূর্য অস্তগত ও অন্ধকার হলে দেখ,
ধোঁয়ায় ভরা চুলা ও জ্বলন্ত উল্কা ঐ দু'টি
খণ্ডশ্রেণীর মধ্য দিয়ে চলে গেল। ১৮ সেদিন
মাবুদ ইব্রামের সঙ্গে নিয়ম স্থির করে বললেন,
আমি মিসরের নদী থেকে মহানদী ফোরাত পর্যন্ত
এই দেশ তোমার বংশকে দিলাম; ১৯ কেনীয়,
কনিষীয়, কদমোনীয়, ২০ হিট্টিয়, পরিষীয়,
রফায়ীয়, ২১ আমোরীয়, কেনানীয়, গির্গাশীয় ও
যিবূষীয় লোকদের দেশ দিলাম।

হযরত ইসমাইলের জন্ম

১৬ ১ ইব্রামের স্ত্রী সারী নিঃসন্তান ছিলেন
এবং হাজেরা নামে তাঁর এক জন
মিসরীয়া বাঁদী ছিল। ২ তাতে সারী ইব্রামকে
বললেন, দেখ, মাবুদ আমাকে বন্ধ্যা করেছেন;
আরজ করি, তুমি আমার বাঁদীর কাছে গমন কর;
কি জানি, এর মধ্য দিয়ে আমি পুত্রবতী হতে
পারবো। তখন ইব্রাম সারীর কথায় সম্মত

১৫:১৩ নিশ্চয় জেনো। ৯:৯ আয়াত দেখুন। ইব্রাহিমের কাছে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার মধ্যে এই কথাও ছিল যে, তাঁর বংশধরেরা মিসরে চারশো বছর গোলামী করবে (দেখুন, হিজ ১:১-১৪, ১২:৪০-৪১; প্রেরিত ৭:৬-৭)। "চতুর্থ পুরুষ" দ্বারা হয়তো চারশো বছর বুঝানো হয়েছে (১৫:১৩-১৫)।

১৫:১৬ ইমোরীয়দের অপরাধ এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। কেনানীয়রা যে কত পাপময় জীবন যাপন করতো তা প্রত্নতত্ত্বেও আবিস্কার থেকে, বিশেষ করে তাদের ব্যবহার্য জিনিষপত্র থেকে এবং সেই সময়কার সাহিত্য থেকে জানা যায়। ১৯২৯ সালে সিরিয়ার সাগর পারের অঞ্চল রাশ শার্মার (প্রাচীন ইউগারিট) আবিস্কার থেকে এ বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাদের উপাসনা ছিল বহুগামিতা যার মধ্যে ছিল ব্যভিচার, ধর্মীয় যৌনতা, মন্ত্রতন্ত্র (দেখুন, দ্বিঃ বিঃ ১৮:৯-১২), এমন কি শিশু কোরবানী। আল্লাহ্ তাঁর বিচারে ধৈর্য ধরেছিলেন, এমন কি দুষ্ট কেনানীয়দের বেলায়ও।

১৫:১৭ ধোঁয়ায় ভরা চুলা ও জ্বলন্ত উল্কা। আল্লাহ্‌র উপস্থিতির প্রতীকচিহ্ন (দেখুন, হিজ ৩:২; ১৪:২৪; ১৯:১৮; ১ বাদশাহ্ ১৮:৩৮; প্রেরিত ২:৩-৪)।

ঐ দু'টি খণ্ডশ্রেণীর মধ্য দিয়ে চলে গেল। যে পশু দুই টুকরা করা হয়েছিল (১০ আয়াত) তার মধ্য দিয়ে চলে গেল। প্রাচীনকালে যে দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি সাধিত হতো তারা দুই খণ্ড করা পশুর মধ্য দিয়ে হেঁটে যাবার মধ্য দিয়ে (ইয়ার ৩৪:১৮-১৯) একটি ওয়াদা করতো। এ রকম করার মধ্য দিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের কাছে প্রতিজ্ঞা করতো যে, "যদি আমি আমার আমার ওয়াদা না রাখি তবে আমার প্রতিও এ রকম করা হোক"। ইব্রাহিমকে তাঁর ঈমানের জন্য ধার্মিক বলে গণ্য করার জন্য, আল্লাহ্ নিজেই তাঁর মহা অনুগ্রহে এই কাজ সম্পাদন করছেন যেন প্রতিজ্ঞাত দেশের বিষয়ে তাঁকে নিশ্চিত করা যায়। তিনি ইব্রাহিমের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন যেমন তিনি নূহের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন (দেখুন, ৯:৯)।

১৫:১৮ মিসরের নদী থেকে মহানদী ইউফ্রেটিস। মিসরের নদী বা শিহোর নদী ছিল মিসর ও কেনান দেশের মাঝখানের মরুময় এলাকার একটা ঝর্ণা। ইউফ্রেটিস্ নদী ছিল মেসোপটামিয়ায়। কেবল মাত্র বাদশাহ্ দাউদের সময়েই ইসরাইল জাতি ঐ এলাকা সম্পূর্ণ দখলে নিতে পেরেছিল (দ্বিঃ বিঃ ১১:২৪, ২ শামু ৮:৩, ইউসা ১৩:২-৭ দেখুন)।

১৫:১৯-২১ কেনীয়, ... যিবূষীয় লোকদের দেশ দিলাম। কেনানীয়দের সম্পর্কীত একই রকমের তালিকা ১০:১৫-১৮ আয়াতে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে ১০ জনের একটি তালিকা দেখতে পাওয়া যায়। ১০ সংখ্যাটি পূর্ণতা বুঝায়। কেনানের অধিবাসীদের অন্যান্য তালিকার জন্য দেখুন, হিজ ৩:৮, ১৭; ১৩:৫; ২৩:২৩; ৩৩:২; ৩৪:১১; শুমারী ১৩:২৯; দ্বিঃবিঃ ৭:১; ২০:১৭; ইউসা ৩:১০; ৯:১; ১১:৩; ১২:৮; ২৪:১১; কাজী ৩:৫; ১ খান্দান ১:১৪; ২ খান্দান ৮:৭; উজায়ের ৯:১; নহি ৯:৮।

১৬:১ সারী নিঃসন্তান ছিলেন। ১১:৩০ আয়াতের নোট দেখুন। মিসরীয় হাজেরাকে হয়তো বাঁদী হিসাবে পেয়েছিলেন যখন ইব্রাহিম ও সারী মিসরে গিয়েছিলেন।

১৬:২ মাবুদ আমাকে বন্ধ্যা করেছেন। ১৫:৪ আয়াতে যে দর্শন দেখেছিলেন সেই সময় থেকে হয়তো অনেক সময় পার হয়ে গেছে (দেখুন ১৬:৩), এবং সারী অধৈর্য হয়ে ভেবেছিলেন মাবুদ তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখছেন না। সেইজন্য তিনি হাজেরাকে বিয়ে করতে বলেছিলেন। প্রাচীন কালের সংস্কৃতিতে, যেমন পুরানো আসিরিয়ান বিয়ের চুক্তি, হাম্মুরাব্বি কোড, এবং নূজি শিলালিপিতে দেখা যায় যে, তাদের পুত্র সন্তানেরা উত্তরাধিকার লাভ করতো। সেজন্য সারী একজন পুত্র আকাঙ্খা করছিলেন যা তার বাঁদীর মধ্য দিয়ে পাওয়া যেতে পারে।

১৬:৩ দশ বছর বাস করলে পর। তখন ইব্রাহিমের বয়স ছিল ৮৫ বছর (দেখুন, ১২:৪; ১৬:১৬)।

সারী ... হাজেরা। দশ বৎসর পার হয়ে যাবার পরেও (১৫:৪ ও ১৬:৩ তুলনা করুন) যখন সারী গর্ভবতী হন নি তখন তিনি তাঁর স্বামী ইব্রাহিমকে বললেন যেন তিনি তার বাঁদী হাজেরাকে বিয়ে করেন। ইব্রাহিমেরও আগে প্রাচীন আমলে আসিরিয়া

হলেন। ৩ এভাবে কেনান দেশে ইব্রাম দশ বছর
বাস করলে পর ইব্রামের স্ত্রী সারী নিজের বাঁদী
মিসরীয় হাজেরাকে নিয়ে নিজের স্বামী ইব্রামের
সঙ্গে বিয়ে দিলেন। ৪ পরে ইব্রাম হাজেরার সংগে
মিলিত হলে সে গর্ভবতী হল; আর নিজের গর্ভ
হয়েছে দেখে নিজের বেগম সাহেবাকে তুচ্ছ জ্ঞান
করতে লাগল। ৫ তাতে সারী ইব্রামকে বললেন,
আমার প্রতি কৃত এই অন্যায় তোমাতেই ফলুক;
আমি নিজের বাঁদীকে তোমার আলিঙ্গনে তুলে
দিয়েছিলাম, সে নিজেকে গর্ভবতী দেখে আমাকে
তুচ্ছ জ্ঞান করছে; মাবুদই তোমার ও আমার
বিচার করুন! ৬ তখন ইব্রাম সারীকে বললেন,
দেখ, তোমার বাঁদী তোমারই হাতে; তোমার যা
ভাল মনে হয়, তার প্রতি তা-ই করো। তাতে
সারী হাজেরাকে দুঃখ দিলেন, আর সে তাঁর কাছ
থেকে পালিয়ে গেল।
৭ পরে মাবুদের ফেরেশতা মরুপ্রান্তরের মধ্যে
একটি পানির উৎসের কাছে, শূরের পথে যে
পানির উৎস আছে তার কাছে তাকে পেয়ে
বললেন, ৮ হে সারীর বাঁদী হাজেরা, তুমি কোথা
থেকে আসলে এবং কোথায় যাবে? তাতে সে
বললো, আমি নিজের বেগম সাহেবা সারীর কাছ
থেকে পালাচ্ছি। ৯ তখন মাবুদের ফেরেশতা
তাকে বললেন, তুমি তোমার বেগম সাহেবার
কাছে ফিরে গিয়ে নম্রভাবে তার বশীভূতা হও।

[১৬:৪] ১শামু ১:৬।
[১৬:৫] হিজ ৫:২১; কাজী ১১:২৭; ১শামু ২৪:১২, ১৫; ২৬:১০, ২৩; জবুর ৫০:৬; ৭৫:৭।
[১৬:৬] ইউসা ৯:২৫।
[১৬:৭] হিজ ৩:২; ১৪:১৯; জবুর ৩৪:৭।
[১৬:১১] প্রেরিত ৫:১৯; ইশা ৪৪:১; আমোস ৩:২; মথি ১:২১; লূক ১:১৩, ৩১।
[১৬:১২] আইউ ৬:৫; হোশেয় ৮:৯।
[১৬:১৩] জবুর ১৩৯:১-১২; ইশা ৬:৫।
[১৬:১৫] গালা ৪:২২।
[১৬:১৬]
[১৭:১] আইউ ৫:১৭; ইশা ১৩:৬।

১০ মাবুদের ফেরেশতা তাকে আরও বললেন,
আমি তোমার বংশের এমন বৃদ্ধি করবো যে, তা
গণনা করে শেষ করা যাবে না। ১১ মাবুদের
ফেরেশতা তাকে আরও বললেন, দেখ, তুমি
গর্ভবতী হয়েছে, তুমি পুত্র প্রসব করবে ও তার
নাম ইসমাইল (আল্লাহ্ শুনেন) রাখবে, কেননা
মাবুদ তোমার দুঃখের কথা শুনলেন। ১২ আর সে
বন্য গর্দভের মত স্বাধীন হবে; সে সকলের
বিরোধিতা করবে ও সকলে তার বিরুদ্ধে যাবে;
সে তার সকল ভাইয়ের পূর্ব দিকে বসতি
করবে। ১৩ পরে হাজেরা, যিনি তার সঙ্গে কথা
বললেন, সেই মাবুদের এই নাম রাখল, তুমি
দর্শনকারী আল্লাহ্; কেননা সে বললো, যিনি
আমাকে দর্শন করেন, আমি কি এই স্থানেই
তাঁকে দর্শন করি নি? ১৪ এই কারণে সেই কূপের
নাম বের-লহয়-রোয়ী (জীবন্ত দর্শক; যিনি
আমায় দেখছেন, তাঁর কূপ) হল; দেখ, তা
কাদেশ ও বেরদের মধ্যে রয়েছে।
১৫ পরে হাজেরা ইব্রামের জন্য পুত্র প্রসব
করলো; আর ইব্রাম হাজেরার গর্ভজাত সেই
পুত্রের নাম ইসমাইল রাখলেন। ১৬ ইব্রামের
ছিয়াশি বছর বয়সে হাজেরা ইব্রামের জন্য
ইসমাইলকে প্রসব করলো।

আল্লাহ্‌র নিয়মের চিহ্ন

দেশে এই নিয়ম ছিল যে, কোন ব্যক্তির স্ত্রীর বাঁদীকে ছেলেমেয়ের আশায় বিয়ে করতে পারত। ঐ বিয়ের ফলে যদি ছেলেমেয়ে হতো তাহলে তারা ঐ মালিকে স্ত্রীর ছেলেমেয়ে বলে পরিচিত হতো। ইব্রাহিম যখন হাজেরাকে বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচাশী বৎসর (দেখুন, পয়দা ১২:৪; ১৬:১৫-১৬)।

১৬:৪ নিজের বেগম সাহেবাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে লাগল। পনিন্নাও তার সতিন হান্নার সঙ্গে একইভাবে ব্যবহার করেছিল (দেখুন ১ শামু ১:৬)।

১৬:৫ মাবুদই তোমার ও আমার বিচার করুন! শত্রু মনোভাপন্নতার বহিঃপ্রকাশের ভাষা বা সন্দেহ করার ভাষা (দেখুন, ৩১:৫৩)।

১৬:৭ মাবুদের ফেরেশতা। মাবুদের ফেরেশতা মাবুদের পক্ষে কথা বলে থাকেন ব্যাকারণের প্রথম পুরুষ ব্যবহার করে (১০ আয়াত)। ফেরেশতা দু'ভাবেই প্রকাশিত হন, মাবুদের দূত হিসাবে (সেক্ষেত্রে তিনি তাকে "বার্তাবাহক"– হিব্রু ভাষায় "ফেরেশতা" মানে "বার্তাবাহক"), ও মাবুদ হিসাবে প্রকাশিত হন (দেখুন ৪৮:১৬)। অনুরূপ পার্থক্য ও সনাক্তকরণ বিষয়গুলো পাক-কিতাবের অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়, দেখুন ১৯:১, ২১; ৩১:১১, ১৩; হিজ ৩:২, ৪; কাজী ২:১-৫; ৬:১১-১২, ১৪; ১৩:৩, ৬, ৮-১১, ১৩, ১৫-১৭, ২০-২৩; জাকা ৩:১-৬; ১২:৮। ঐতিহ্যগত ঈসায়ী ব্যাখ্যা হল যে, এই "ফেরেশতা" ছিলেন মসীহ্ মানুষ হয়ে আসার আগের রূপ যখন তিনি বার্তাবাহক-গোলাম হিসাবে কার্যরত ছিলেন। যাহোক, হতে পারে মাবুদের ব্যক্তিগত বার্তাবাহক হিসাবে যিনি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁর পরিচয় বহন করেন, সেইজন্য তিনি মাবুদের পক্ষে কথা বলেন যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছেন (দেখুন, ১৯:২১;১৮:২,২২; ১৯:২)। এই ফেরেশতাই কি ত্রিত্ব আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় জন কি না তা নিশ্চিত নয় (লূক ২:৯)।

শূর। শূর ঠিক কোন জায়গায় অবস্থিত ছিল তা জানা যায় নি; তবে মিসর দেশের পূর্ব দিকে কোথায়ও ছিল (২৫:১৭-১৮; ১ শামু ১৫:৭)।

১৬:১১-১২ ইসমাইল ... বন্য গর্দভের মত স্বাধীন হবে। ইবরানী ভাষায় ইসমাইল শব্দটি "আল্লাহ্ শুনেন" এর ইবরানী শব্দের মত শোনায়। হাজেরার কাছে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা ১৭:২০ আয়াতে আবার বলা হয়েছে এবং তা ২৫:১৩-১৬ আয়াতে পূর্ণ হয়েছে। ইসমাইলের বংশধরেরা দক্ষিণের মরু এলাকার মধ্যে বুনো গাধার মত ঘুরে বেড়াবে (আইউব ২৪:৫, হোশেয় ৮:৯ দেখুন)।

১৬:১৩ যিনি আমাকে দর্শন ... দর্শন করি নি? দেখুন হিজ ৩৩:২৩। এটা বিশ্বাস করা হতো যে, যদি কেউ আল্লাহ্‌র মুখ দেখে তবে সে আর বেঁচে থাকে না (দেখুন ৩২:৩০; হিজ ৩৩:২০)।

১৬:১৪ কাদেশ ও বেরদের। সম্ভবতঃ দক্ষিণের মরু এলাকার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের মধ্যে অবস্থিত।

১৭:১ নিরানব্বই বছর বয়স। ইসমাইলের জন্মের পর ১৩ বছর পার হয়ে গেছে (দেখুন ১৬:১৬; ১৭:২৪-২৫)।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্। হিব্রু ভাষায় 'এল-সাদ্দাই' বলা হয়। খুব সম্ভবত এর মানে হল "আল্লাহ্, একজন পাহাড়"। হতে পারে এর মানে আল্লাহ্‌র অপরাজেয় শক্তি বা আল্লাহ্‌র প্রতীকী ঘর হিসাবে পাহাড় বুঝানো হয়েছে (দেখুন, জবুর ১২১:১)। এটি আল্লাহ্‌র বিশেষ নাম যে নাম নিয়ে তিনি আমাদের পূর্ব

১৭ ১ ইব্রামের নিরানব্বই বছর বয়সে
মাবুদ তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, আমি
সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, তুমি আমার সাক্ষাতে
গমনাগমন করে সিদ্ধ হও। ২ আর আমি তোমার
সঙ্গে আমার নিয়ম স্থির করবো ও তোমার বংশ
অতিশয় বৃদ্ধি করবো। ৩ তখন ইব্রাম উবুড় হয়ে
সেজ্‌দা করলেন; আর আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে আলাপ
করে বললেন, দেখ, ৪ আমিই তোমার সঙ্গে
আমার নিয়ম স্থির করছি, তুমি বহুজাতির
আদিপিতা হবে। ৫ তোমার নাম ইব্রাম
(মহাপিতা) আর থাকবে না, কিন্তু তোমার নাম
ইব্রাহিম (বহু লোকের পিতা) হবে; কেননা আমি
তোমাকে বহুজাতির আদিপিতা করলাম। ৬ আমি
তোমাকে অতিশয় ফলবান করবো এবং তোমা
থেকে বহুজাতি সৃষ্টি করবো; আর বাদশাহ্‌রা
তোমা থেকে উৎপন্ন হবে। ৭ আমি তোমার সঙ্গে
ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশের সঙ্গে যে
নিয়ম স্থাপন করবো তা চিরকালের নিয়ম হবে;
ফলত আমি তোমার আল্লাহ্ ও তোমার ভাবী
বংশের আল্লাহ্ হবো। ৮ তুমি এই যে কেনান
দেশে প্রবাস করছো, এর সমস্তটাই আমি
তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে চিরস্থায়ী
অধিকারের জন্য দেব, আর আমি তাদের আল্লাহ্
হবো।
৯ আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে আরও বললেন, তুমিও
আমার নিয়ম পালন করবে; তুমি ও তোমার ভাবী
বংশ পুরুষানুক্রমে তা পালন করবে।
১০ তোমাদের সঙ্গে ও তোমার ভাবী বংশের সঙ্গে
কৃত আমার যে নিয়ম তোমরা পালন করবে তা
এই– তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের খৎনা করতে
হবে। ১১ তোমরা নিজ নিজ পুরুষাঙ্গের সম্মুখের
চামড়া কর্তন করবে; তা-ই তোমাদের সঙ্গে
আমার নিয়মের চিহ্ন হবে। ১২ পুরুষানুক্রমে
তোমাদের প্রত্যেক পুত্র-সন্তানের আট দিন
বয়সে খৎনা করতে হবে এবং যারা তোমার বংশ
নয়, এমন বিদেশীদের মধ্যে তোমাদের বাড়িতে
জন্ম হয়েছে এমন লোক কিম্বা মূল্য দ্বারা ক্রয়
করা লোকেরও খৎনা করতে হবে। ১৩ তোমার
বাড়িতে জন্ম হয়েছে এমন লোক কিম্বা মূল্য দ্বারা
ক্রয় করা হয়েছে এমন লোকদের খৎনা করা
তোমার অবশ্য কর্তব্য; আর তোমাদের দেহে
বিদ্যমান আমার নিয়ম চিরকালের নিয়ম হবে।
১৪ কিন্তু যার পুরুষাঙ্গের সম্মুখের চামড়া কাটা না
হবে, এমন খৎনা-না-করানো পুরুষ নিজের
লোকদের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হবে; কারণ সে
আমার নিয়ম ভঙ্গ করেছে।
১৫ আর আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে বললেন, তুমি
তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলে ডেকো না;
তার নাম সারা (রাণী) হল। ১৬ আর আমি তাকে
দোয়া করবো এবং তার মধ্য থেকে একটি পুত্রও
তোমাকে দেব; আমি তাকে দোয়া করবো, তাতে
সে অনেক জাতির (আদিমাতা) হবে, তার মধ্য
থেকে লোকবৃন্দের বাদশাহ্‌গণ উৎপন্ন হবে।
১৭ তখন ইব্রাহিম সেজ্‌দায় পড়ে হাসলেন, মনে
মনে বললেন, শতবর্ষ বয়স্ক পুরুষের কি সন্তান
হবে? আর নব্বই বছর বয়স্কা সারা কি প্রসব

[১৭:৩] হিজ ১৮:৭; শুমারী ১৪:৫।
[১৭:৫] ইশা ৪৮:১; দেখুন ইউ ১:৪২; রোমীয় ৪:১৭।
[১৭:৬] দ্বি:বি ৭:১৩; মথি ১:৬।
[১৭:৭] লেবীয় ২৬:৯, ১৫; ইব ১৩:২০;রোমীয় ৯:৮; গালা ৩:১৬।
[১৭:৮] হিজ ৬:৪; ১খান্দান ২৯:১৫।
[১৭:৮] ইয়ার ৩১:১।
[১৭:৯] হিজ ১৯:৫; দ্বি:বি ৫:২।
[১৭:১০] ইউ ৭:২২; প্রেরিত ৭:৮।
[১৭:১১] দ্বি:বি ১০:১৬।
[১৭:১২] লেবীয় ১২:৩; ইউসা ৫:২।
[১৭:১৩] দেখুন পয়দা ৯:১৬।
[১৭:১৪] দ্বি:বি ১৭:১২; ইহি ৪৪:৭।
[১৭:১৬] ইশা ২৯:২২; গালা ৪:৩১।
[১৭:১৭] ইয়ার ২০:১৫; লূক ১:১৮।
[১৭:১৯] ১শামু

পুরুষদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতেন (দেখুন, হিজ ৬:৩)। 'সাদ্দাই' নামটি ৩১ বার আইউব কিতাবে ও ১৭ বার পাক-কিতাবের অন্যান্য জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে।

১৭:২ আমার নিয়ম স্থির করবো। ৯:৯ আয়াতের নোট দেখুন। ইব্রাহিমের কাছে আল্লাহ্‌র আগের প্রতিজ্ঞাগুলোর (১২:২-৩; ১৩:১৪-১৬; ৫:৪-৫) মধ্যে ইব্রাহিমের কেনান দেশে যাবার বিষয়টি ছাড়া অন্য আর কোন শর্ত ছিল না। এই চুক্তিটিতে (১৭:১-২২) আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে চুক্তির মধ্যে তাঁর করণীয় কাজ হিসাবে কেবল খৎনা করতে বলেন (১৭:৯-১৪)।

১৭:৪-৫ তোমার নাম ইব্রাহিম। ১২:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন। ইব্রাহিম নামটি 'অব্রাম' এর অন্য একটা আকার আর এর অর্থ "অনেক লোকের পিতা"।

১৭:৮ কেনান দেশে ... চিরস্থায়ী অধিকারের জন্য দেব। দেখুন ১২:৭; ১৫:১৮; প্রেরিত ৭:৫। এই দেশ তাদের চিরস্থায়ী অধিকার হিসাবে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাদের অবাধ্যতার জন্য তা অল্পকাল বাসের দেশে পরিণত হয়েছিল (দেখুন দ্বি:বি: ২৮:৬২-৬৩; ৩০:১-১০ আয়াত)।

১৭:১০-১১ খৎনা। খৎনা হচ্ছে পুরুষের লিঙ্গের সামনের অংশের চামড়া কেটে ফেলা। প্রাচীন কালে অনেক জাতির মধ্যে এ প্রথা চালু ছিল। তবে কি কারণে তা সঠিক জানা নি। আল্লাহ্ বলেছিলেন যে, খৎনা হবে ইব্রাহিমের জন্য তাঁর চুক্তির চিহ্ন। সেজন্য তাঁর বংশধরেরা আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতি হিসাবে এটা তাদের একটা শারীরিক চিহ্ন হবে (১৭:১২-২৪)। মূসার শরীয়তে খৎনা করতে বলা হয়েছে (পয়দা ৩৪:২১-২৩, লেবীয় ১২:৩)। আরোও দেখুন প্রেরিত ৭:৮, রোমীয় ৪:১১।

১৭:১২ আট দিন বয়সে। দেখুন ২১:৪ এবং ২১:৪; প্রেরিত ৭:৪ (ইসহাক); লূক ১:৫৯ (বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া); ২:২১ (ঈসা মসীহ্); ফিলি ৩:৫ (পৌল)। ইব্রাহিম তখন ৯৯ বছরের বৃদ্ধ যখন তিনি প্রথমবারের মত এই চুক্তির আওতায় খৎনা করান (দেখুন ২৪ আয়াত)। আরবের লোকেরা যারা মনে করেন যে, তারা ইসমাইলের বংশধর, তারা ১৩ বছরের সময়ে খৎনা করিয়ে থাকেন (দেখুন ২৫)। তাদের জন্য ও অন্যান্য লোকের জন্য খৎনা হল তাদের ছেলে বেলা থেকে পুরুষ হবার উত্তরণের একটি চিহ্ন আর এভাবে তারা পূর্ণভাবে তাদের সমাজের সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত হন।

১৭:১৪ উচ্ছিন্ন হবে। বেহেশতী বিচারের দ্বারা নিয়মের বা চুক্তির লোক হিসাবে তাদের মুছে ফেলা হবে।

১৭:১৫ সারা। 'সারী' ও 'সারা', এ দু'টি নামেরই অর্থ রাজকন্যা। এ নাম দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সারা হবেন ইসরাইলের শাসকদের রাজ মাতা (১৭:১৬)।

১৭:১৭ হাসলেন। সাময়িক অবিশ্বাস (দেখুন, ১৮:১২; রোমীয় ৪:১৯-২১)। ক্রিয়াপদটি 'ইসহাক' নামের একটি শ্লেষ যার মানে 'তিনি হাসেন' (দেখুন ২১:৩; ১৮:১২-১৫; ২১:৬)।

১৭:১৮ ইসমাইল। ইব্রাহিম ও হাজেরার ছেলে (১৬:১০-১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

মাল্‌কীসিদ্দিক

মাল্‌কীসিদ্দিক নামের অর্থ 'ধার্মিকতার বাদশাহ্‌'। তাঁকে শালেমের বাদশাহ্‌ বাদশাহ্‌ বলা হয়েছে (পয়দা ১৪:১৮-২০; জবুর ১১০:৪)। তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস বিস্তারিতভাবে ইবরানীদের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ৭ম অধ্যায়ে উল্লিখিত রয়েছে:

১. হযরত ইব্রাহিম তাঁকে দশমাংশ দিয়েছিলেন,
২. তিনি হযরত ইব্রাহিমকে দোয়া করেছিলেন,
৩. তিনি এমন একজন ইমাম যিনি চিরকাল বেঁচে থাকেন,
৪. লেবীয় বংশের সূচনা হওয়ার আগেই ইব্রাহিম তাঁকে দশমাংশ দিতেন,
৫. ঈসা মসীহে তাঁর ইমামতির স্থায়িত্ব লেবীয় কার্যক্রমের বিলুপ্তির ইঙ্গিত দেয়,
৬. তাঁকে ওয়াদা সহকারে ইমাম করা হয়,
৭. তাঁর ইমামতি হস্তান্তর যোগ্য ছিল না, বা তাঁর ইমামতি মৃত্যুর দ্বারা বাধাগ্রস্থ হত না; তিনি যেহেতু চিরঞ্জীব তাই তাঁর ইমামতি পদ অপরিবর্তনীয়।

ইহুদীদের মধ্যে একটি বিশ্বাস ছিল যে, ইনি নূহের পুত্র সাম। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী মাল্‌কীসিদ্দিক ছিলেন একজন কেনানীয় বাদশাহ্‌, সত্য আল্লাহ্‌র এবাদতকারী এবং তাঁর বিস্ময়কর ইতিহাস এবং জ্ঞানপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাঝে মাবুদের নির্দেশনার ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়; তিনি ছিলেন একজন মহা-ইমাম (ইব ৫:৬,৭; ৬:২০)। অমর্না লিপি মাল্‌কীসিদ্দিক-এর গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সত্যতা প্রমাণ করে, ইবরানীদের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- পাক-কিতাব অনুসারে তিনিই প্রথম বাদশাহ্‌ ও ইমাম– একজন মহান নেতা যিনি আল্লাহ্‌র এবাদত করতেন।
- অন্যেরা যেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আল্লাহ্‌র সেবা করে সেজন্য লোকদের অনুপ্রাণীত করতেন।
- তাঁর চরিত্রের মধ্য দিয়েই জানা যায় আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর অসীম মহব্বত ছিল।
- তিনি এমন একজন মানুষ যার মধ্য দিয়ে আমরা মসীহ্‌কে দেখতে পাই এবং অনেকে বিশ্বাস করেন যে, তিনি মসীহ্‌ই ছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আল্লাহ্‌তা'লার জন্য জীবন-যাপন করুন এবং তিনিই সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে আপনাকে স্থাপন করবেন।
- আপনার হৃদয়কে পরীক্ষা করুন কিসের প্রতি বা কার প্রতি আপনার সবচেয়ে বেশি আনুগত্য আছে। এর উত্তর যদি হয় আপনি আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য স্বীকার করছেন তবে আপনি সত্যি আল্লাহ্‌র পথে চলছেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **অবস্থান:** তিনি শালেমে রাজত্ব করতেন যেখানে ভবিষ্যতে জেরুশালেম নগরী স্থাপিত হবে।
- **কাজ:** শালেমের বাদশাহ্‌ ও মহান আল্লাহ্‌র ইমাম।
- **আত্মীয়-স্বজন:** তার আত্মীয়-স্বজনের কোন প্রমাণ কিতাবুল মোকাদ্দসে নেই।

মূল আয়াত: "এই "শালেমের বাদশাহ্‌ মাল্‌কীসিদ্দিক, সর্বশক্তিমান আল্লহ্‌র ইমাম, যিনি, ইব্রাহিম যখন বাদশাহ্‌দের হারিয়ে দিয়ে ফিরে আসলেন, তিনি তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ও তাঁকে দোয়া করলেন"... বিবেচনা করে দেখ, তিনি কেমন মহান, যাঁকে সেই পিতৃকুলপতি ইব্রাহিম উত্তম উত্তম লুটদ্রব্য নিয়ে দশ ভাগের এক ভাগ দান করেছিলেন" (ইবরানী ৭:১,৪)।

পয়দায়েশ ১৪:১৭-২০ আয়াতে মালকীসিদ্দিকীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জবুর ১১০:৪; ইবরানী ৫-৭ অধ্যায়ে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কেনান
হযরত ইব্রাহিমের সময়কার
০ ১০ ২০ ৩০
মাইল স্কেল
সিডন
দামেস্ক
টায়ার
দান
বাশন
কর্ণয়িম
অষ্টারোৎ
কিন্নেরৎ হ্রদ
ভূমধ্যসাগর
হাম
দোথন
জর্ডান নদী
সুক্কোৎ
অম্মোন
শিখিম
যব্বোক নদী
পনূয়েল
ফিলিস্তিন
দেশ
শীলো
গিলিয়দ
বেথেল
জেরুশালেম
বেথেলহাম
গাজা
অর্ণোন নদী
মোয়াব
হেবরন
গরার
আমুরা?
সাদুম?
বের্-শেবা
সেরদ নদী
রহোবোৎ
ইদোম
পারণ মরু-এলাকা

করবে? ১৮ পরে ইব্রাহিম আল্লাহ্‌কে বললেন, ইসমাইলই তোমার গোচরে বেঁচে থাকুক। ১৯ তখন আল্লাহ্‌ বললেন, তোমার স্ত্রী সারা অবশ্য তোমার জন্য পুত্র প্রসব করবে এবং তুমি তার নাম ইস্‌হাক (হাস্য) রাখবে। আর আমি তার সঙ্গে আমার নিয়ম স্থাপন করবো, তা তার ভাবী বংশের পক্ষে চিরস্থায়ী নিয়ম হবে। ২০ আর ইসমাইলের বিষয়েও তোমার মুনাজাত শুনলাম; দেখ, আমি তাকে দোয়া করলাম এবং তাকে ফলবান করে তার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করবো; তা থেকে বারো জন বাদশাহ্‌ উৎপন্ন হবে ও আমি তাকে বড় জাতি করবো। ২১ কিন্তু আগামী বছরের এই ঋতুতে সারা তোমার জন্য যাকে প্রসব করবে, সেই ইস্‌হাকের সঙ্গে আমি আমার নিয়ম স্থাপন করবো। ২২ পরে কথাবার্তা শেষ করে আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমের কাছ থেকে উর্ধ্বগমন করলেন।

২৩ পরে ইব্রাহিম তাঁর পুত্র ইসমাইলকে ও নিজের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছে এমন লোক ও মূল্য দ্বারা ক্রয় করা সকল লোককে, ইব্রাহিমের বাড়িতে যত পুরুষ ছিল, তাদের সকলকে নিয়ে আল্লাহ্‌র হুকুম অনুসারে সেই দিনে তাদের খৎনা করালেন। ২৪ ইব্রাহিমের যখন খৎনা করানো হল সেই সময় তাঁর বয়স হয়েছিল নিরানব্বই বছর। ২৫ আর তাঁর পুত্র ইসমাইলের খৎনা করানোর সময় তার বয়স হয়েছিল তের বছর। ২৬ একই দিনে ইব্রাহিম ও তাঁর পুত্র ইসমাইলের খৎনা করানো হয়েছিল। ২৭ আর তাঁর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছে এবং বিদেশীদের কাছ থেকে মূল্য দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে বাড়ির এমন সকল পুরুষদেরও সেই সময় খৎনা করা হল।

আল্লাহ্‌র ওয়াদা

১৮ ১ পরে মাবুদ মম্রির এলোন বনের কাছে তাঁকে দর্শন দিলেন। তিনি দুপুর বেলা তাঁবুর দরজায় বসেছিলেন; ২ আর চোখ তুলে দৃষ্টিপাত করলেন, আর দেখ, তিন জন পুরুষ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখামাত্র তিনি তাঁবুর দরজা থেকে তাঁদের কাছ দৌড়ে গিয়ে ভূমিতে উবুড় হয়ে সালাম জানিয়ে বললেন, ৩ হে মালিক, আরজ করি, যদি আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি তবে আপনার এই গোলামের কাছ থেকে অগ্রসর হবেন না। ৪ আরজ করি, কিঞ্চিৎ পানি আনিয়ে দিই, আপনারা পা ধুইয়ে এই গাছের নিচে বিশ্রাম করুন, ৫ এবং কিছু খাদ্য এনে দিই, তা দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ করুন, পরে পথে অগ্রসর হবেন; কেননা এরই জন্য আপনার গোলামের কাছে এসেছেন। তখন তাঁরা বললেন, যা বললে, তা-ই করো। ৬ তাতে ইব্রাহিম তখনই তাঁবুতে সারার কাছে গিয়ে বললেন, শীঘ্র তিন মাণ উত্তম ময়দা নিয়ে রুটি প্রস্তুত কর। ৭ পরে ইব্রাহিম দৌড়ে পশুপাল থেকে উৎকৃষ্ট কচি একটি বাছুর নিয়ে গোলামকে দিলে পর সে তা শীঘ্র রান্না করলো। ৮ তখন তিনি দই, দুধ ও রান্না-করা গোশ্‌ত নিয়ে তাঁদের সম্মুখে দিলেন এবং তাঁদের কাছে গাছের নিচে দাঁড়ালেন ও তাঁরা ভোজন করলেন।

১:২০; লূক ১:১৩, ৩১।
[১৭:২১] হিজ ৩৪:১০।
[১৭:২২] শুমারী ১২:৯।
[১৭:২৪] রোমীয় ৪:১১।
[১৮:১] প্রেরিত ৭:২; রূত ৪:১; জবুর ৬৯:১২; ইব ১১:৯।
[১৮:২] ইউসা ৫:১৩; কাজী ১৩:৬-১১; হোশেয় ১২:৩-৪; ইব ১৩:২।
[১৮:৩] ১শামু ১:১৮; ইষ্টের ২:১৫।
[১৮:৪] ২শামু ১১:৮; লূক ৭:৪৪।
[১৮:৬] পয়দা ১৯:৩; ২শামু ১৩:৮।
[১৮:৭] ১শামু ২৮:২৪; লূক ১৫:২৩।
[১৮:৮] ইশা ৭:১৫, ২২।
[১৮:৮] কাজী ৪:১৯; ৫:২৫।
[১৮:৮] কাজী ৬:১৯।
[১৮:৯] ইব ১১:৯।
[১৮:১০] ২বাদশাহ্‌

১৭:১৯ ইস্‌হাক। হিব্রু ভাষায় 'ইসহাক' কথাটা হিব্রু ভাষায় হাসি শব্দের মত শোনায় (১৭:১৭,১৮:১২-১৫,২১:৬ দেখুন)।

১৭:২০ বারো জন বাদশাহ্‌। দেখুন ১৩:১৬ এর নোট। বারো জন বাদশাহ্‌ বা শাসনকর্তার পিতা। ২৫:১৬ আয়াতে তা পূর্ণ হয়েছে।

১৭:২১ সেই ইস্‌হাকের সঙ্গে আমি আমার নিয়ম স্থাপন করবো। পৌল বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ ইসহাককে বেছে নিয়েছেন ইসমাইলকে নয় আর এটি তিনি করেছেন তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার বলে যেন তিনি অনুগ্রহে মানুষকে নাজাত দান করতে পারেন (রোমীয় ৯:৬-১৩)।

১৭:২৩-২৭ খৎনা করা। ১৭:১০-১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:১ মম্রির এলোন বনের কাছে। ১২:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:২ তিন জন পুরুষ। এদের দুই জন ছিলেন ফেরেশতা (দেখুন ১৯:১ আয়াত)। তৃতীয় জন ছিলেন স্বয়ং মাবুদ (দেখুন ১, ১৩, ১৭, ২০, ২৬, ৩৩)।

দেখামাত্র। ২-৮ আয়াতে যে কাহিনী বলা হয়েছে তাতে মধ্যপ্রাচ্যের মেহমানদারী নানাভাবে দেখানো হয়েছে।

(১) ইব্রাহিম খুব তাড়াতাড়িই দেখতে পেয়েছিলেন যে, তাঁর মেহমানদের প্রয়োজন কি (২, ৬-৭)।

(২) তিনি মাটিতে উবুর হয়ে পড়ে তাদের সম্মান দেখিয়ে ছিলেন।

(৩) তিনি নম্রভাবে তাদের একজন মেহমানকে "প্রভু" বলে সম্বোধন করে নিজেকে তাঁদের গোলাম বলে পরিচয় দিয়েছিলেন (৩, ৫ আয়াত), এটা কোন উচ্চ পদস্থ লোকদের সঙ্গে কথা বলার সাধারণ ভঙ্গি (১৯:২, ১৮-১৯)।

(৪) তিনি এমন ভাবে ব্যবহার করছিলেন যে, যদি তারা অনুমতি দেন তবে তিনি তাদের সেবা করবেন (৩-৫ আয়াত)।

(৫) তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যেন পানি এনে তাদের পা ধুইয়ে দেওয়া হয় (৪ আয়াত), এটা তাদের সজীব করার জন্য একটি কাজ কারণ সেই দেশ গরম ও বালুময় (১৯:২ ২৪:৩২; ৪৩:২৪)।

(৬) তিনি তাদের জন্য একটি বড় ভোজের আয়োজন করেছিলেন (৫-৮ আয়াত)। ঠিক একই রকম বড় ভোজ দেবার কথা বলা হয়েছে একজন বেহেশতী বার্তাবাহককে (কাজী ৬:১৮০১৯; ১৩:১৫-১৬) আয়াতে।

(৭) তিনি তাদের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন (৮), যেমন সাধারণত খাবার পরিবেশনকারী চাকরেরা দাঁড়িয়ে থাকে। (দেখুন ২২) যেন তাদের সকল হুকুম তামিল করা যায়। ইবরানী ১৩:২টি খুব সম্ভবত ২-৮ আয়াতের রেফারেন্স এবং ১৯:১-৩ আয়াতের রেফারেন্স।

৯ আর তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার
স্ত্রী সারা কোথায়? তিনি বললেন, দেখুন, তিনি
তাঁবুতে আছেন। ১০ তাতে তাঁদের এক ব্যক্তি
বললেন, এই ঋতু পুনরায় উপস্থিত হলে আমি
অবশ্য তোমার কাছে ফিরে আসবো; আর দেখ,
তোমার স্ত্রী সারার একটি পুত্র হবে। এই কথা
সারা তাঁবুর দরজায় তাঁর পিছনে থেকে শুনলেন।
১১ সেই সময়ে ইব্রাহিম ও সারা বৃদ্ধ ছিলেন ও
দু'জনেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছিল এবং সারার
স্ত্রীধর্ম নিবৃত্ত হয়েছিল। ১২ অতএব সারা মনে
মনে হেসে বললেন, আমার এই শীর্ণ দশার পরে
কি এমন আনন্দ হবে? আমার মালিকও তো
বৃদ্ধ। ১৩ তখন মাবুদ ইব্রাহিমকে বললেন, সারা
কেন এই কথা বলে হাসল যে, আমি কি সত্যিই
প্রসব করবো, আমি যে বৃদ্ধা? ১৪ কোন কাজ কি
মাবুদের পক্ষে অসাধ্য? নিরূপিত সময়ে এই ঋতু
আবার উপস্থিত হলে আমি তোমার কাছে ফিরে
আসবো, আর সারার পুত্র হবে। ১৫ তাতে সারা
অস্বীকার করে বললেন, আমি তো হাসি নি;
কেননা তিনি ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি
বললেন, অবশ্য হেসেছিলে।

সাদুমের উপর আল্লাহ্‌র গজব নাজেলের ঘোষণা

১৬ পরে সেই ব্যক্তিরা সেখান থেকে উঠে
সাদুমের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, আর ইব্রাহিম
তাঁদেরকে বিদায় দিতে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে
চললেন। ১৭ তাতে মাবুদ বললেন, আমি যা
করবো, তা কি ইব্রাহিমের কাছ থেকে লুকাবো?
১৮ ইব্রাহিমের মধ্য থেকে মহান ও বলবান একটি
জাতি উৎপন্ন হবে এবং দুনিয়ার সমস্ত জাতি তার
মধ্য দিয়েই দোয়া লাভ করবে। ১৯ কেননা আমি
তাকে মনোনীত করেছি, যেন সে নিজের ভাবী
সন্তানদেরকে ও পরিবারদেরকে হুকুম করে, যেন
তারা ধর্মসঙ্গত ও ন্যায্য আচরণ করতে করতে
মাবুদের পথে চলে; এভাবে মাবুদ যেন
ইব্রাহিমের বিষয়ে কথিত নিজের কালাম সফল
করেন।

সাদুমের জন্য ইব্রাহিমের মুনাজাত

২০ পরে মাবুদ বললেন, সাদুম ও আমুরার
বিরুদ্ধে ভীষণ কান্নাকাটি হচ্ছে এবং তাদের
গুনাহ্ অতিশয় ভারী; ২১ আমি নিচে গিয়ে দেখব,
আমার কাছে আগত কান্নাকাটি অনুসারে তারা
সর্বতোভাবে করেছে কি না; যদি না করে থাকে
তাও জানতে পারবো।

৪:১৬; রোমীয় ৯:৯। [১৮:১১] লূক ১:১৮। [১৮:১২] ১পিতর ৩:৬। [১৮:১৪] ইশা ৪০:২৯; গালা ৪:২৩। [১৮:১৭] আমোস ৩:৭। [১৮:১৮] গালা ৩:৮। [১৮:১৯] ইফি ৬:৪। [১৮:২০] পয়দা ১৯:১৩। [১৮:২০] পয়দা ১৩:১৩। [১৮:২১] পয়দা ১১:৫। [১৮:২২] পয়দা ১৯:১।

১৮:১০ একটি পুত্র হবে। দেখুন ১৭:২১। পৌল ইসহাকের জন্মের প্রতিজ্ঞা কথা বলেছেন (দেখুন ১৪) রোমীয় ৯:৯ আয়াতে এবং ইব্রাহিমের আত্মিক সন্তান হবার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছেন (দেখুন ৯:৭-৮)।

১৮:১২ মনে মনে হেসে বললেন। অবিশ্বাসে হেসেছেন, যে অবিশ্বাস প্রথমে ইব্রাহিমেরও ছিল (দেখুন ১৭:১৭)। কিন্তু সারা পরেও হেসেছিলেন কিন্তু তা ছিল আনন্দ ও বিশ্বাসের, দেখুন ২১:৬-৭ আয়াত।

সহবাসের আনন্দ। এর দ্বারা যৌন প্রেম অথবা ছেলেমেয়ে জন্ম দেয়ার আনন্দকে বুঝানো হয়েছে।

১৮:১৪ কোন কাজ কি মাবুদের অসাধ্য? এর উত্তর হল না, সারা ও তাদের বংশধর মরিয়ম ও এলিজাবেতের জন্যও সেই একই উত্তর (লূক ১:৩৪-৩৭)। কোন কিছুই আল্লাহ্‌র কাছে অসম্ভব নয়, এমন কি সৃষ্টি করা (ইয়ারমিয়া ৩২:১৭) এবং মানুষের মুক্তি (দেখুন, মথি ১৯:২৫-২৬), কোন কিছুই তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

১৮:১৬ তিনজন লোক। এখান থেকে বুঝা যায় যে, তাঁরা ছিলেন আল্লাহ্‌র দু'জন ফেরেশতা ও আল্লাহ্ নিজে। ৩২:১ আয়াতের নোট দেখুন। ইব্রাহিম তাঁদের খুব সম্মানের সাথে তাঁর তাঁবুতে তাঁদের আমন্ত্রন জানালেন। তাঁদের জন্য তিনি খাবার তৈরি করলেন এবং তাঁদের পা ধোয়ার জন্য পানি দিলেন (১৮:৪), আর যখন তাঁরা খাচ্ছিলেন তখন তিনি তাদের পাশে একজন গোলামের মত দাঁড়িয়ে থাকলেন। এসব ছিল প্রাচীন কালে ঐ অঞ্চলে মেহমানদারীর ঐতিহ্যগত কাজ।

১৮:১৭ ইব্রাহিম ছিলেন আল্লাহ্‌র বন্ধু (দেখুন, ১৯:২ খান্দান ২০:৭; ইয়াকুব ২:২৩; ইশা ৪১:৮)। যেহেতু তিনি এখন আল্লাহ্‌র নিয়ম বা চুক্তিরও বন্ধু (দেখুন, আইয়ুব ২৯:৪) তাই আল্লাহ্‌র বেহেশতী কাউন্সিল এখন ইব্রাহিমের তাঁবুতে। এখানে তিনি ইব্রাহিমের জন্য তাঁর পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন (১০ আয়াত) এবং সেই অঞ্চলের দুষ্ট লোকদের জন্য তাঁর উদ্দেশ্য কি তা তাঁকে জানালেন (২০-২১)– সেই উদ্দেশ্য ছিল মুক্তি ও বিচার। এভাবে তিনি এমনকি তাঁর সাক্ষাতে ইব্রাহিমকে সুযোগ দিলেন যেন ইব্রাহিম তাঁর কথা বলতে পারেন ও সাদুম ও আমুরায় যারা ধার্মিক তাদের পক্ষে প্রার্থনা জানাতে পারেন। সেজন্য ইব্রাহিমকে পরে নবী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে (২০:৭)। এখানে ইব্রাহিমের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিয়মের লোক হিসাবে তাদের যে সুযোগ তার উদাহারণ হিসাবে ইব্রাহিমকে দেখতে পাওয়া যায়: আল্লাহ্ তার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন ও বেহেশতে আল্লাহ্‌র আদালতে তিনি তাদের বিনতি যে তিনি শুনবেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৮:১৮ মহান ও বলবান একটি জাতি ... তার মধ্য দিয়েই দোয়া লাভ করবে। দেখুন ১২:২-৩ এর নোট।

১৮:১০ ধর্মসঙ্গত ও ন্যায্য আচরণ। দেখুন জবুর ১১৯:২১২ আয়াতের নোট।

১৮:২০ সাদুম ও আমুরা। ১৩:১০-১২ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে যে মন্দ বিষয়ের কথা বলা হয়েছে তা ছিল যৌন পাপ। (দেখুন, ১৯:৪-৫)।

ভীষণ কান্নাকাটি হচ্ছে। ধার্মিকতার জন্য কান্নাকাটি ও ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ (প্রধানত, হাবিলের রক্তের জন্য, ৪:১০) এটা একটা বড় কারণ যে জন্য এই শহর দুটির ধ্বংস করা হয়েছে (দেখুন ১৯:১৩)।

১৮:২১ আমি নিচে গিয়ে দেখব। এর ফল ফল হবে শাস্তি দেওয়া (যেমন ১১:৫-৯ দেখা যায়), কিন্তু আল্লাহ্ এছাড়া মুক্তিও দিতে চান যেমন (হিজ ৩:৮), এখানে আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞানকে অস্বীকার করা নয় কিন্তু প্রতীকী উপায়ে একজন বিচারক হিসাবে তিনি কথা বলছেন (২৫ আয়াত), যিনি মাত্র অভিযোগ শুনেই বিচার করবেন না কিন্তু তা প্রমাণিত হলে পরেই শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

²² পরে সেই ব্যক্তিরা সেখান থেকে ফিরে সাদুমের দিকে গমন করলেন; কিন্তু ইব্রাহিম তখনও মাবুদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। ²³ পরে ইব্রাহিম কাছে গিয়ে বললেন, আপনি কি দুষ্টের সঙ্গে ধার্মিককেও সংহার করবেন? ²⁴ সেই নগরের মধ্যে যদি পঞ্চাশ জন ধার্মিক পাওয়া যায়, তবে আপনি কি সেখানকার পঞ্চাশ জন ধার্মিকের অনুরোধে সেই স্থানের প্রতি দয়া না করে তা বিনষ্ট করবেন? ²⁵ দুষ্টের সঙ্গে ধার্মিকের বিনাশ করা, এই রকম কাজ আপনার কাছ থেকে দূরে থাকুক; ধার্মিককে দুষ্টের সমান করা আপনার কাছ থেকে দূরে থাকুক। সমস্ত দুনিয়ার বিচারকর্তা কি ন্যায়বিচার করবেন না? ²⁶ মাবুদ বললেন, আমি যদি সাদুমের মধ্যে পঞ্চাশ জন ধার্মিক লোক দেখি, তবে তাদের অনুরোধে সেই সমস্ত স্থানের প্রতি দয়া করবো। ²⁷ ইব্রাহিম জবাবে বললেন, দেখুন, ধূলি ও ভস্মমাত্র যে আমি, আমি মালিকের সঙ্গে কথা বলতে সাহসী হয়েছি। ²⁸ কি জানি, পঞ্চাশ জন ধার্মিকের পাঁচ জন কম হবে; সেই পাঁচ জন কম হওয়ার দরুন আপনি কি সমস্ত নগর বিনষ্ট করবেন? তিনি বললেন, সেই স্থানে পঁয়তাল্লিশ জন পেলে আমি তা বিনষ্ট করবো না। ²⁹ তিনি তাঁকে আবার বললেন, সেই স্থানে যদি চল্লিশ জন পাওয়া যায়? তিনি বললেন, সেই চল্লিশ জনের অনুরোধে তা করবো না। ³⁰ আবার তিনি বললেন, মালিক বিরক্ত হবেন না, আমি আরও বলি; যদি সেখানে ত্রিশ জন পাওয়া যায়? তিনি বললেন, সেখানে ত্রিশ জন পেলে তা করবো না। ³¹ তিনি বললেন, দেখুন, মালিকের কাছে আমি সাহসী হয়ে পুনর্বার বলি, যদি সেখানে বিশ জন পাওয়া যায়? তিনি বললেন, সেই বিশ জনের অনুরোধে তা বিনষ্ট করবো না। ³² তিনি বললেন, মালিক ক্রুদ্ধ হবেন না, আমি কেবল আর এই এক বার বলি; যদি সেখানে দশ জন পাওয়া যায়? তিনি বললেন, সেই দশ জনের অনুরোধে তা বিনষ্ট করবো না। ³³ তখন মাবুদ ইব্রাহিমের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে প্রস্থান করলেন; আর ইব্রাহিম স্বস্থানে ফিরে আসলেন।

[১৮:২৩] ২শামু ২৪:১৭; জবুর ১১:৪-৭; ৯৪:২১।
[১৮:২৪] ইয়ার ৫:১।
[১৮:২৫] দ্বি:বি ৩২:৪।
[১৮:২৫] ইশা ৫:২০; আমোস ৫:১৫।
[১৮:২৭] আইউ ২:৮।
[১৮:৩০] হিজ ৩২:২২।
[১৮:৩২] কাজী ৬:৩৯।
[১৮:৩২] ইয়ার ৫:১।
[১৮:৩৩] হিজ ৩১:১৮।
[১৯:১] ইব ১৩:২।
[১৯:২] লূক ৭:৪৪।
[১৯:২] কাজী ১৯:১৫, ২০।
[১৯:৩] আইউ ৩১:৩২।
[১৯:৩] হিজ ১২:৩৯।
[১৯:৫] কাজী ১৯:২২; রোমীয় ১:২৪-২৭।
[১৯:৬] কাজী ১৯:২৩।

সাদুমের গুনাহ্‌ ও নৈতিক অধঃপতন

১৯ ¹ পরে সন্ধ্যাকালে ঐ দুই জন ফেরেশতা সাদুমে আসলেন। তখন লূত সাদুমের নগরদ্বারে বসেছিলেন, আর তাঁদেরকে দেখে তাঁদের কাছে যাবার জন্য উঠলেন এবং ভূমিতে উবুড় হয়ে সালাম জানিয়ে বললেন, ² হে আমার প্রভুরা, আরজ করি, দয়া করে আপনাদের এই গোলামের গৃহে পদার্পণ করুন ও হাত-পা ধুয়ে নিয়ে রাত্রি যাপন করুন; পরে খুব ভোরে উঠে নিজেদের যাত্রাপথে অগ্রসর হবেন। তাঁরা বললেন, না, আমরা চকেই রাত্রি যাপন করবো। ³ কিন্তু লূত অতিশয় আগ্রহ দেখালে তাঁরা তাঁর সঙ্গে গেলেন ও তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন; তাতে তিনি তাঁদের জন্য ভোজ প্রস্তুত করলেন ও খামিহীন রুটি প্রস্তুত করলেন, আর তাঁরা ভোজন করলেন। ⁴ পরে তাঁদের শুতে যাবার আগে ঐ নগরের পুরুষেরা, সাদুমের আবাল বৃদ্ধ সমস্ত লোক চতুর্দিক থেকে এসে তাঁর বাড়ি ঘেরাও করলো এবং লূতকে ডেকে বললো, ⁵ আজ রাতে যে দুই ব্যক্তি তোমার বাড়িতে আসল তারা কোথায়? তাদেরকে বের

১৮:২৩ ধার্মিককেও সংহার করবেন? এখানে যে শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে ‘ধার্মিক’ কখন কখন সেটি সৎ রূপেও অনুবাদ করা হয়ে থাকে। ধার্মিক হওয়ার মানে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে জীবন যাপন করা বা আল্লাহ্‌র নিয়ম মত জীবন যাপন করা। প্রাচীন কালে ইসরাইল জাতির লোকেরা বিশ্বাস করতো যে, একজন বা অল্প লোকের গুনাহের কারণে সমস্ত সমাজ কষ্ট পেতে পারে (দ্বি: বি: ২১:১-৯)। এখানে ইব্রাহিম তার উল্টো একটি বিষয় বলছেন। তিনি বলছেন যে অল্প কয়েকজন সৎ লোকের কারণে একটা অসৎ সমাজ ভাল হতে পারবে।

১৮:২৫ সমস্ত দুনিয়ার বিচারকর্তা। ইব্রাহিম এখানে তার প্রার্থনা তুলে ধরেছেন আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচার ও ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে, এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি যা ভাল তাই করবেন (দেখুন দ্বি: বি: ৩২:৪)।

১৮:২৭ মালিক। ইব্রাহিম এখানে “মালিক” বা প্রভু (আদোনাই) নামটি ব্যবহার করেছেন, আল্লাহ্‌র ব্যবস্থার টাইটেল “মাবুদ” (ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌) নামটি তিনি তাঁর আর্জিতে ব্যবহার করেন নি। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে আর্জি রেখেছেন “দুনিয়ার ন্যায় বিচারক” হিসাবে (২৫)।

১৮:৩২ আর এই এক বার বলি। ২৩-৩২ আয়াতে ইব্রাহিম প্রশ্ন করে চলেছেন ঠিক দরাদরি করার অভিপ্রায়ে নয় কিন্তু তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের অবস্থা কি হবে তা জানার জন্য। বিশেষ করে লূত, তাঁর স্ত্রী ও তাঁর দুই মেয়ে ও তাদের হবু জামাইদের প্রতি তাঁর মমতার জন্যই তিনি তাঁর আর্জি জানাচ্ছিলেন।

১৮:৩৩ স্বস্থানে ফিরে আসলেন। মম্রিতে ফিরে গেলেন (১৮:১)।

১৯:১ ঐ দুই জন ফেরেশতা। লূত সেই শহরের ফটকের কাছে বাস করছিলেন। তিনি হয়তো সাদুম শহরের শাসনকর্তার কাউন্সিল সদস্য ছিলেন, কারণ শহরের ফটকে সাধারণত প্রশাসনিক ও বিচারিক কার্যালয় থাকত যেখানে বিচারের বিষয়গুলো আলোচনা হতো ও শাস্তির ব্যবস্থা নির্ধারিত হতো। এছাড়া, লোকেরা শহরের ফটকের কাছে একত্রিত হয়ে সামাজিক কাজকর্ম করতো ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করতো (দেখুন, রূত ৪:১-১২)।

১৯:৩ খামিহীন রুটি। এই ধরনের চ্যাপ্টা রুটি মেহমানদের জন্য তাড়াতাড়ি তৈরি করা যেত। খামি দেয়া রুটি তৈরি করতে সময় লাগে। ইব্রাহিমের অতিথি সেবার সঙ্গে লূতের অতিথি সেবা তুলনা করুন। (দেখুন, ১৮:১৬)।

১৯:৫ আমরা তাদের পরিচয় নেব। সমকামিতা সেখানে একটি সাধারণ ব্যবহার ছিল (দেখুন কাজী ৭ অধ্যায়)। ‘পায়ুকামী’ প্রাচীন নগরের একটি একটি সাধারণ ভ্রষ্ট ব্যবহার হিসাবে পরিচিত ছিল।

করে আমাদের কাছে আন, আমরা তাদের
পরিচয় নেব। ৬ তখন লূত বাড়ির দরজার বাইরে
তাদের কাছে এসে পিছনের দরজা বন্ধ করে
বললেন, ৭ ভাইয়েরা, আরজ করি, এমন
দুর্ব্যবহার করো না। ৮ দেখ, আমার দু'টি কুমারী
কন্যা আছে, তাদেরকে তোমাদের কাছে আনি,
তোমাদের দৃষ্টিতে যা ভাল মনে হয় তা করো,
কিন্তু সেই ব্যক্তিদের প্রতি কিছুই করো না,
কেননা এজন্য তাঁরা আমার বাড়িতে মেহমান
হয়ে এসেছেন। ৯ তখন তারা বললো, সরে যা।
আরও বললো, এ একাকী প্রবাস করতে এসে
আমাদের বিচারকর্তা হয়েছে! এখন তাদের চেয়ে
তোর প্রতি আরও দুর্ব্যবহার করবো। এই বলে
তারা লূতের উপরে ভীষণ চড়াও হয়ে দরজা
ভাঙ্গতে গেল। ১০ তখন সেই দুই ব্যক্তি হাত
বাড়িয়ে লূতকে ঘরের মধ্যে নিজেদের কাছে টেনে
নিয়ে দরজা বন্ধ করলেন; ১১ আর বাড়ির দরজার
নিকটবর্তী ছোট ও বড় সমস্ত লোককে অন্ধতায়
আহত করলেন; তাতে তারা দরজা খুঁজতে
খুঁজতে পরিশ্রান্ত হল পড়লো।

হযরত লূতের সাদুম ত্যাগ

১২ পরে সেই ব্যক্তিরা লূতকে বললেন, এই
স্থানে তোমার আর কে কে আছে? তোমার
জামাতা ও পুত্র-কন্যা যত জন এই নগরে আছে,
তাদের সকলকে এই স্থান থেকে নিয়ে যাও।
১৩ কেননা আমরা এই স্থান ধ্বংস করে ফেলব;
কারণ মাবুদের সাক্ষাতে এই লোকদের বিরুদ্ধে
ভীষণ কান্নাকাটি উঠেছে, তাই মাবুদ এই শহর
উচ্ছিন্ন করতে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন।
১৪ তখন লূত বাইরে গিয়ে, যারা তাঁর
কন্যাদেরকে বিয়ে করবে বলে ঠিক হয়েছিল,
তাঁর সেই ভাবী জামাতাদেরকে বললেন, উঠ, এই
স্থান থেকে বের হও, কেননা মাবুদ এই নগর
ধ্বংস করে ফেলবার জন্য তৈরি হয়ে আছেন।

[১৯:৮] কাজী ১৯:২৪; ২পিতর :৭-৮।
[১৯:৯] প্রেরিত ৭:২৭।
[১৯:১১] ২বাদশাহ্‌ ৬:১৮; প্রেরিত ১৩:১১।
[১৯:১৩] ২শামু ২৪:১৬; ২বাদশাহ্‌ ১৯:৩৫।
[১৯:১৩] জবুর ৭৮:৪৯।
[১৯:১৪] শুমারী ১৬:২১; প্রকা ১৮:৪।
[১৯:১৫] আইউ ২১:১৮; প্রকা ১৮:৪।
[১৯:১৭] ১বাদশাহ্‌ ১৯:৩; ইয়ার ৪৮:৬।
[১৯:১৯] ১শামু ২৫:৩৫; ২শামু ১৪:৮; আইউ ৪২:৯।
[১৯:২২] দেখুন পয়দা ১৩:১০।
[১৯:২৩] দেখুন পয়দা ১৩:১০।
[১৯:২৪] ইশা ৩০:৩৩; ৩৪:৯; ইহি ৩৮:২২; আমোস ৪:১১; মথি

কিন্তু তাঁর জামাতারা তাঁকে উপহাসকারী বলে
জ্ঞান করলো।
১৫ পরে প্রভাত হলে সেই ফেরেশতারা লূতকে
তাড়া দিলেন, বললেন, উঠ, তোমার স্ত্রীকে ও
এই যে কন্যা দু'টি এখানে আছে, এদেরকে নিয়ে
যাও, অন্যথায় এই নগরের উপর যে গজব নেমে
আসছে তাতে তোমরাও বিনষ্ট হবে। ১৬ কিন্তু
তিনি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন; তাঁতে তাঁর প্রতি
মাবুদের করুণার জন্য সেই ব্যক্তিরা তাঁর ও তাঁর
স্ত্রীর ও কন্যা দু'টির হাত ধরে নগরের বাইরে
নিয়ে গেলেন। ১৭ এভাবে তাঁদেরকে বের করে
তিনি লূতকে বললেন, প্রাণ রক্ষার জন্য পালিয়ে
যাও, পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করো না; এই
সমস্ত অঞ্চলের মধ্যেও দাঁড়িয়ে থেকো না;
পর্বতে পালিয়ে যাও, তা না হলে বিনষ্ট হবে।
১৮ তাতে লূত তাঁদেরকে বললেন, হে আমার
মালিক, এমন না হোক। ১৯ দেখুন, আপনার
গোলাম আপনার কাছে অনুগ্রহ লাভ করেছে;
আমার প্রাণ রক্ষা করে আপনি আমার প্রতি
আপনার মহাদয়া প্রকাশ করেছেন; কিন্তু আমি
পর্বতে পালিয়ে যেতে পারব না; কি জানি, সেই
বিপদ এসে পড়লে আমিও মারা পরবো।
২০ দেখুন, পালাবার জন্য ঐ নগরটি নিকটবর্তী,
সেটি ক্ষুদ্র; ওখানে পালাবার অনুমতি দিন, তা
হলে আমার প্রাণ বাঁচবে; সেটি কি ক্ষুদ্র নয়?
২১ তিনি বললেন, ভাল, আমি এই বিষয়েও
তোমার অনুরোধ রক্ষা করলাম। ঐ যে নগরের
কথা বললে, আমি সেটি উৎপাটন করবো না।
২২ শীঘ্রই ঐ স্থানে পালিয়ে যাও, কেননা তুমি ঐ
স্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি কিছু করতে পারি
না। এজন্য সেই স্থানের নাম সোয়র (ক্ষুদ্র)
হল।

সাদুম ও আমুরার বিনাশ

২৩ দেশের উপরে সূর্য উদিত হলে লূত সোয়রে

১৯:৮ আমার দু'টি কুমারী কন্যা আছে। তাঁরা আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন! প্রাচীন কালের অতিথি সেবার প্রথা হিসাবে লূতের দায়িত্ব ছিল যেন তাঁর অতিথিরা যতটা সম্ভব নিরাপদে ও আরামে থাকতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করা (২৪:৩১-৩৩)। তবে তাঁর অতিথিদের নিরাপদে রাখার কারণে তিনি তাঁর নিজের দুই মেয়েকে সাদুমের পাষণ্ড লোকদের হাতে দিতে চেয়ে তিনি তাঁর মেয়েদের ও নিজের জীবন আরো বেশি বিপদের মধ্যে ফেললেন। অবশেষে তাঁর অতিথিদেরই (ফেরেশতারা) লূতকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে হলো।

১৯:৯ প্রবাস করতে এসে আমাদের বিচারকর্তা হয়েছে। লূত ইব্রাহিমের কাছ থেকে আলাদা হয়ে সাদুমের ঐ এলাকাতে এসেছিলেন (১৩:৮-১২)। লূতের প্রতি সাদুমের লোকদের খারাপ ব্যবহারকে তুলনা করা যায় মূসার সঙ্গে মিসরের লোকদের ব্যবহার (হিজ ২:১৪; প্রেরিত ৭:২৭)।

১৯:১৩ আমরা এই স্থান ধ্বংস করে ফেলব। সাদুমের দুষ্টতা পরিপক্ক হয়েছে ধ্বংসের জন্য (দেখুন, ইশা ৩:৯; ইয়ার ২৩:১৪; মাতম ৪:৬; সফ ২:৮-৯; ২ পিতর ২:৬; এহুদা ৭)।

১৯:১৬ ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। খুব সম্ভবত তাদের সংসারের জিনিষপত্রের জন্য তা ছেড়ে যেতে অনিচ্ছা হচ্ছিল। তাই ফেরেশতারা তাঁর হাত, তাঁর স্ত্রীর ও মেয়েদের হাত ধরে বেড় করে আনলেন। শহরটি রক্ষার জন্য ১০ জন ধার্মিক লোক প্রয়োজন ছিল (দেখুন ১৮:৩২) কিন্তু সেখানে মাত্র চারজন পাওয়া গিয়েছিল। তবুও মাবুদ তাদের প্রতি করুণা করেছিলেন। মাবুদের করুণার জন্যই উদ্ধার পাওয়া যায়, মানুষের ধার্মিকতার জন্য নয় (দেখুন তীত ৩:৫)।

১৯:১৭-২৩ পর্বতে পালিয়ে যেতে পারব না ... নাম সোয়র। সম্ভবতঃ এ জায়গা ছিল পূর্ব দিকে মোয়াবের পাহাড়ি এলাকা (১৯:৩০,৩৭)। কিন্তু লূত ও তাঁর পরিবার প্রথমে মরু-সাগরের কয়েক মাইল দক্ষিণে ছোট্ট শহর সোয়রে যান। ইবরানী ভাষায় "সোয়র" শব্দটা "ছোট্ট" শব্দের মত শোনায়।

১৯:২৪ গন্ধক ও আগুন বর্ষিয়ে। হয়তো বা বড় একটি ভূমিকম্পের ফলে ভূগর্ভস্থ থেকে গন্ধক উদগত হয়েছিল যা আজও সেই এলাকায় দেখা যায় (দেখুন, ইশা ৩৪:৯)।

প্রবেশ করলেন, ২৪ এমন সময়ে মাবুদ নিজের
কাছ থেকে, আসমান থেকে, সাদুমের ও আমুরার
উপরে গন্ধক ও আগুন বর্ষিয়ে সেই সমুদয় নগর,
২৫ সমস্ত অঞ্চল, নগরের সমস্ত লোক ও সেই
ভূমিতে জাত সমস্ত বস্তু উৎপাটন করলেন।
২৬ আর লূতের স্ত্রী তাঁর পিছনে পড়ে পিছন দিকে
দৃষ্টিপাত করলো, আর লবণস্তম্ভ হয়ে গেল।
২৭ আর ইব্রাহিম খুব ভোরে উঠে আগে যে
স্থানে মাবুদের সাক্ষাতে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে
গমন করলেন; ২৮ এবং সাদুম ও আমুরার দিকে
ও সেই অঞ্চলের সমস্ত ভূমির দিকে চেয়ে
দেখলেন, আর দেখ, ভাটির ধোঁয়ার মত সেই
দেশের ধোঁয়া উঠছে। ২৯ এভাবে সেই অঞ্চলে
অবস্থিত সমস্ত নগরের বিনাশকালে আল্লাহ্
ইব্রাহিমকে স্মরণ করে, যে যে নগরে লূত বাস
করতেন, সেই সেই নগরের উৎপাটনকালে
উৎপাটনের মধ্য থেকে লূতকে রক্ষা করলেন।

মোয়াবীয় ও অম্মোনীয়দের উৎস

৩০ পরে লূত ও তাঁর দু'টি কন্যা সোয়র থেকে
পর্বতে উঠে গিয়ে সেখানে থাকলেন; কেননা
তিনি সোয়রে বাস করতে ভয় পেলেন, আর তিনি
ও তাঁর সেই দুই কন্যা গুহার মধ্যে বাস করতে
লাগলেন। ৩১ পরে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠা
কন্যাকে বললো, আমাদের পিতা বৃদ্ধ এবং জগৎ-
সংসারের ব্যবহার অনুসারে আমাদেরকে বিয়ে
করতে এই দেশে কোন পুরুষ নেই; ৩২ এসো,
আমরা পিতাকে আঙ্গুর-রস পান করিয়ে তাঁর
সঙ্গে শয়ন করি, এভাবে পিতার বংশ রক্ষা
করবো। ৩৩ তাতে তারা সেই রাতে তাদের
পিতাকে আঙ্গুর-রস পান করালো, পরে তাঁর
জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সঙ্গে শয়ন করতে গেল;
কিন্তু তার শয়ন ও উঠে যাওয়া লূত টের পেলেন
না। ৩৪ আর পরদিন জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠা
কন্যাকে বললো, দেখ, গত রাতে আমি পিতার
সঙ্গে শয়ন করেছিলাম; এসো, আমরা আজ
রাতেও পিতাকে আঙ্গুর-রস পান করাই; পরে
তুমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে শয়ন কর, এভাবে পিতার
বংশ রক্ষা করবো। ৩৫ একই ভাবে তারা সেই
রাতেও পিতাকে আঙ্গুর-রস পান করাল; পরে
কনিষ্ঠা কন্যা তাঁর সঙ্গে শয়ন করলো; কিন্তু তার
শয়ন ও উঠে যাওয়া লূত টের পেলেন না।
৩৬ এভাবে লূতের দুই কন্যাই নিজেদের পিতার
দ্বারা গর্ভবতী হল। ৩৭ পরে জ্যেষ্ঠা কন্যা পুত্র
প্রসব করে তার নাম মোয়াব রাখল; সে
এখনকার মোয়াবীয়দের আদিপিতা। ৩৮ আর
কনিষ্ঠা কন্যাও পুত্র প্রসব করে তার নাম বিন্-
অম্মি রাখল, সে এখনকার অম্মোনীয়দের
আদিপিতা।

গরারে হযরত ইব্রাহিম ও বিবি সারা

২০ ১ আর ইব্রাহিম সেই স্থান থেকে দক্ষিণ
দেশে যাত্রা করে কাদেশ ও শূরের
মধ্যস্থানে থাকলেন ও গরারে প্রবাস করলেন।
২ আর ইব্রাহিম তাঁর স্ত্রী সারার বিষয়ে বললেন,
এ আমার বোন; তাতে গরারের বাদশাহ্
আবিমালেক লোক পাঠিয়ে সারাকে গ্রহণ
করলেন। ৩ কিন্তু রাতে আল্লাহ্ স্বপ্নযোগে
আবিমালেকের কাছে এসে বললেন, দেখ, ঐ যে
নারীকে গ্রহণ করেছ, তার জন্য তুমি মৃত্যুর
পাত্র, কেননা সে এক ব্যক্তির স্ত্রী। ৪ তখনও
আবিমালেক তাঁর কাছে যান নি; তাই তিনি
বললেন, হে মালিক, যে জাতি নির্দোষ, তাকেও
কি আপনি হত্যা করবেন? ৫ সেই ব্যক্তি কি
আমাকে বলে নি, এ আমার বোন? এবং সেই
স্ত্রীও কি বলে নি, এ আমার ভাই? আমি যা

১০:১৫; লূক ১৭:২৯। [১৯:২৫] ২৪; ইহি ২৬:১৬; সফ ৩:৮; হগয় ২:২২। [১৯:২৬] লূক ১৭:৩২। [১৯:২৮] পয়দা ১৫:১৭; হিজ ১৯:১৮; প্রকা ৯:২; ১৮:৯। [১৯:২৯] ইহি ১৪:১৬। [১৯:৩৭] হিজ ১৫:১৫; শুমারী ২৫:১; ইশা ১৫:১; ২৫:১০। [১৯:৩৮] শুমারী ২১:২৪; দ্বি:বি ২:১৯; ২৩:৩; ইউসা ১২:২; কাজী ৩:১৩; ১০:৬, ৭; ১শামু ১১:১-১১; ১৪:৪৭; ১খান্দান ১৯:১। [২০:৩] শুমারী ২২:৯, ২০। [২০:৩] শুমারী ১২:৬; দ্বি:বি ১৩:১; আইউ ৩৩:১৫। [২০:৩] জবুর ১০৫:৩৮। [২০:৩] ১খান্দান ১৬:২১; জবুর ১০৫:১৪। [২০:৫] জবুর ৭:৮; ২৫:২১; ২৬:৬; ৪১:১২। [২০:৬] ১শামু ২৫:২৬, ৩৪; জবুর

১৯:২৬ লূতের স্ত্রী তাঁর পিছনে পড়ে ... লবণস্তম্ভ হয়ে গেল। তার অবাধ্যতা ও সংসারের মায়া (দেখুন ১৭ আয়াত) বর্তমান প্রজন্মের কাছেও প্রবাদ হয়ে রয়েছে (দেখুন, লূক ১৭:৩২)। এমন কি আজও মরু সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে লবণের এই রকম অদ্ভুত আকৃতি লূতের স্ত্রীর বোকামীর কথা মনে করিয়ে দেয়।

১৯:২৯ আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে স্মরণ করে। দেখুন ৮:১ আয়াত। আল্লাহ্ লূতকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলেন। ইব্রাহিমের প্রার্থনার প্রধান বিষয় ছিল লূতের রক্ষা পাওয়া (১৮:২৩-৩২) আর আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনায় কর্ণপাত করেছেন।

১৯:৩০-৩৮ তাঁর দু'টি কন্যা ... অম্মোনীয়দের আদিপিতা। এই আয়াতগুলো বলছে কিভাবে লূতের দু'টি মেয়ে তাদের পিতাকে চালাকি করে তাঁর সঙ্গে সহবাস করে তাঁর দ্বারা সন্তানের মা হলো। এইভাবে এখানে আমরা দেখি জঘন্যভাবে ইসরাইল জাতির দু'টি ঘনিষ্ট প্রতিবেশী জাতির উৎপত্তি হয়েছিল। তবে ঐ মেয়েরা হয়তো ভেবেছিল যে, এইভাবে ছাড়া তাদের মা হবার আর কোন উপায় ছিল না।

১৯:৩৭-৩৮ মোয়াব ... মোয়াবীয়দের ... বিন্-অম্মি ... অম্মোনীয়। 'মোয়ার' এর ইবরানী শব্দ 'আমার পিতা থেকে' এর ইবরানী শব্দের মত শোনায়। মোয়াব ছিল মরু-সাগরের পূর্ব দিকে। ইবরানী ভাষায় 'বিন্-অম্মি' মানে 'আমার লোকদের পুত্র'। অম্মোন ছিল জর্ডান নদীর সমভূমির পূর্ব পাড়ে। পরবর্তীতে মোয়াব ও অম্মোন জাতি ইব্রাহিমের বংশধর ইসরাইল জাতির শত্রুতে পরিণত হয় (কাজী ১০:১১-১; ১ শামু ১৪:৪৭-৪৮; ২ বাশাহ্ ৩:২১-২৭; ১ খান্দান ২০:২১)।

২০:১ দক্ষিণ দেশে ... কাদেশ ও শূরের ... গরারে। দেখুন, ১২:৮-৯ ও ১৪:৫-৭। গরার ছিল পলেষ্টিয়দের দেশের দক্ষিণ অংশে এবং ভূমধ্যসাগরের পাড়ে গাজা ও বের-শেবার মাঝামাঝি স্থানে।

২০:৩ স্বপ্নযোগে। আবরও আল্লাহ্ হস্তক্ষেপ করে প্রতিজ্ঞাত সন্তানের মাকে রক্ষা করলেন। পুরাতন নিয়মে স্বপ্নকে আল্লাহ্র বার্তা প্রকাশের একটি মাধ্যম হিসাবে প্রায়ই দেখা যায় (দেখুন, পয়দা ২৮:১২; ৩১:১০-১১; ৩৭:৫-৯; ৪০:৫; ৪১:১; শুমারী ১২:৬; কাজী ৭:১৩; ১ বাদশাহ্ ৩:৫; দানি ২:৩; ৪:৫; ৭:১).

২০:৪-৫ আবিমালেক। সম্ভবত এই একই নামের পরের এক বাদশাহ্র দাদা (২৬:১০)। ইবরানী ভাষায় এ নামের মানে 'আমার পিতা বাদশাহ্'।

করেছি তা সরল অন্তরে করেছি; আমার হাত
কলংকমুক্ত। ৬ তখন আল্লাহ্ স্বপ্নযোগে তাঁকে
বললেন, তুমি সরল অন্তরে এই কাজ করেছ তা
আমিও জানি, তাই আমার বিরুদ্ধে গুনাহ্ করতে
আমি তোমাকে বারণ করলাম; এজন্য তাকে
স্পর্শ করতে দিলাম না। ৭ অতএব এখন সেই
ব্যক্তির স্ত্রীকে তার কাছে ফিরিয়ে দেও, কেননা
সে একজন নবী; আর সে তোমার জন্য মুনাজাত
করবে, তাতে তুমি বাঁচবে; কিন্তু যদি তাকে
ফিরিয়ে না দেও, তবে জেনো, তুমি ও তোমার
সকলে নিশ্চয়ই মরবে।
৮ পরে আবিমালেক খুব ভোরে উঠে তাঁর সমস্ত
গোলামকে ডেকে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত তাদের
বললেন; তাতে তারা ভীষণ ভয় পেল। ৯ পরে
আবিমালেক ইব্রাহিমকে ডেকে এনে বললেন,
আপনি আমাদের সঙ্গে এ কি ব্যবহার করলেন?
আমি আপনার কাছে কি দোষ করেছি যে, আপনি
আমাকে ও আমার রাজ্যকে এমন মহা গুনাহ্গার
করলেন? আপনি আমার প্রতি অনুচিত কাজ
করলেন। ১০ আবিমালেক ইব্রাহিমকে আরও
বললেন, আপনি কি চিন্তা করে এমন কাজ
করলেন? ১১ তখন ইব্রাহিম বললেন, আমি
ভেবেছিলাম, এই স্থানের লোকদের আল্লাহ্ভয়
নেই, অতএব এরা আমার স্ত্রীর লোভে আমাকে
হত্যা করবে। ১২ আর সে আমার বোন এই
কথাও সত্যি বটে; কেননা সে আমার পিতৃকন্যা,
কিন্তু মাতৃকন্যা নয়, পরে আমার স্ত্রী হয়েছে।
১৩ আর যখন আল্লাহ্ আমাকে পৈতৃক বাসভূমি
থেকে বের করে এনেছিলেন, তখন আমি তাকে
বলেছিলাম, আমার প্রতি তোমার এই দয়া করতে
হবে, আমরা যে যে স্থানে যাব, সেই সেই স্থানে
তুমি আমার বিষয়ে বলো, এই আমার ভাই।

৪১:৪; ৫১:৪।
[২০:৭] দ্বি:বি ১৮:১৮; ৩৪:১০; ১বাদশাহ্ ১৩:৬; আইউ ৪২:৮
[২০:১১] নহি ৫:১৫; আইউ ৩১:২৩; জবুর ৩৬:১; মেসাল ১৬:৬।
[২০:১৩] দ্বি:বি ২৬:৫; ১খান্দান ১৬:২০; ইশা ৩০:২৮; ৬৩:১৭।
[২০:১৭] আইউ ৪২:৯;
[২১:১] ১শামু ২:২১।
[২১:১] গালা ৪:২৩; ইব ১১:১১।
[২১:২] গালা ৪:২২; ইব ১১:১১।
[২১:৩] ইউসা ২৪:৩।
[২১:৪] প্রেরিত ৭:৮।
[২১:৫] ইব ৬:১৫।
[২১:৬] আইউ ৮:২১; জবুর ১২৬:২; ইশা ১২:৬; ৩৫:২।
[২১:৮] ১শামু ১:২৩।

১৪ তখন আবিমালেক ভেড়া, গরু ও গোলাম-
বাঁদী আনিয়ে ইব্রাহিমকে দান করলেন এবং তাঁর
স্ত্রী সারাকেও ফিরিয়ে দিলেন; ১৫ আর
আবিমালেক বললেন, দেখুন, আমার দেশ
আপনার সম্মুখে আছে আপনার যেখানে ইচ্ছা
সেখানে বাস করুন। ১৬ আর তিনি সারাকে
বললেন, দেখুন আমি আপনার ভাইকে এক
হাজার থান রূপা দিলাম; দেখুন, আপনার সমস্ত
সঙ্গীর কাছে প্রমাণিত হল যে, আপনি কোন
দোষ করেন নি; সকল বিষয়ে আপনার বিচার
নিষ্পত্তি হল। ১৭ পরে ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র কাছে
মুনাজাত করলেন, আর আল্লাহ্ আবিমালেককে
ও তাঁর স্ত্রীকে ও তাঁর বাঁদীদেরকে সুস্থ করলেন;
তাতে তারা আবার প্রসব করার ক্ষমতা ফিরে
পেলেন। ১৮ কেননা ইব্রাহিমের স্ত্রী সারার জন্য
মাবুদ আবিমালেকের বাড়িতে সমস্ত গর্ভ রোধ
করেছিলেন।

হযরত ইস্‌হাকের জন্ম

২১ ১ পরে মাবুদ তাঁর কালাম অনুসারে
সারার তত্ত্বাবধান করলেন; মাবুদ যা
বলেছিলেন সারার প্রতি তাই করলেন। ২ আর
সারা গর্ভবতী হয়ে আল্লাহ্‌র উক্ত নিরূপিত সময়ে
ইব্রাহিমের বৃদ্ধকালে তাঁর জন্য পুত্র প্রসব
করলেন। ৩ তখন ইব্রাহিম সারার গর্ভজাত তাঁর
পুত্রের নাম ইস্‌হাক (হাস্য) রাখলেন। ৪ পরে ঐ
পুত্র ইস্‌হাকের আট দিন বয়সে ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র
হুকুম অনুসারে তার খৎনা করলেন।
৫ ইব্রাহিমের এক শত বছর বয়সে তাঁর পুত্র
ইস্‌হাকের জন্ম হয়। ৬ আর সারা বললেন,
আল্লাহ্ আমার মুখে হাসি ফুটালেন; যে কেউ
এই কথা শুনবে সেও আমার সঙ্গে হাসবে।
৭ তিনি আরও বললেন, সারা বালকদেরকে স্তন

২০:৭ কেননা সে নবী। এর দ্বারা ইব্রাহিমকে বুঝানো হয়েছে। নবী হিসাবে ইব্রাহিমের কাজ ছিল আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করা (১৮:২২-২৩) ও তাঁর পরিবার যাতে খৎনা করে আল্লাহ্‌র বাধ্য হয়ে চলে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা (১৭:৭-১৪)। কিতাবুল মোকাদ্দসে ইব্রাহিমকেই সর্বপ্রথম নবী বলা হয়েছে।

২০:৯ আপনি আমাকে ও আমার রাজ্যকে এমন মহা গুনাহ্গার করলেন? মহা গুনাহ্ হল ব্যভিচার বা জেনা (দেখুন ২-৩ আয়াত)। গুনাহ্ সম্বন্ধে সারা পুরাতন নিয়ম জুড়ে এই একই অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে (হিজ ৩২:২১, ৩০-৩১; ২ বাদশাহ্ ১৭:২১), যা রূহানিক ব্যভিচার বা জেনা বলে প্রকাশিত হয়েছে (হোশেয় ১:২)। ব্যভিচার ও মূর্তিপুজা হল স্থাপিত ব্যবস্থা বা চুক্তির প্রতি অধার্মিকতার সর্বচ্চো ধরণ।

২০:১২ ... কেননা সে আমার পিতৃকন্যা। এটা একটা পরিস্কার বিষয় যে, সে যুগে সৎ ভাই-বোনদের মধ্যে বিবাহ হতে পারত (২ শামু ১৩:১৩)। পরে মূসার শরীয়তে এই রকম বিবাহ নিষেধ করে দেয়া হয় (লেবীয় ১৮:৯-১১; ২০:১৭)।

২০:১৬ এক হাজার থান রূপা। ঐগুলো মুদ্রা ছিল না, কিন্তু প্রত্যেকটি প্রায় এক শেকল ওজনের রূপার টুকরা ছিল। ঐ অঞ্চলে শেখেল ছিল মাপার একটা সাধারণ পরিমাণ। সাত শত খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে আসলে মুদ্রার প্রচলন হয় নি।

২১:১ আমার পুত্র ইস্‌হাকের সঙ্গে ঐ বাঁদীর পুত্র ওয়ারিশ হবে না। সারার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল আল্লাহ্ তাঁর প্রতি তা-ই করলেন। দেখুন, গালা ৪:২২-২৩, ২৮ আয়াত। এই প্রতিজ্ঞার সন্তানের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ তাঁর চুক্তির লাইন বজায় রেখেছিলেন (১৭:২১) যার মধ্য দিয়ে মসীহ্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

২১:৩-৪ তার খৎনা। ১৭:১৯ ও ১৭:১০-১১ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন পয়দা ১৭:১২,১৭, প্রেরিত ৭:৮।

২১:৫: আল্লাহ্ যে প্রতিজ্ঞা ইব্রাহিমের কাছে করেছিলেন (দেখুন, ১৭:১৬), ইব্রাহিম আশ্চর্যভাবে ১০০ বছর বয়সে পিতা হবার গৌরব লাভ করলেন।

২১:৬ আল্লাহ্ আমার মুখে হাসি ফুটালেন। ১৭:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:৮ স্তন্য পান ত্যাগ করলো। ঐ সময়ে তিন বছরের বাচ্চাদের মায়ের কাছে রাখত ও বুকের দুধ খাওয়াতো। মায়ের দুধ ছাড়ানোর পরে একটা পারিবারিক উৎসব হতো যে উৎসবে শিশু এ সময় পর্যন্ত সুন্দরভাবে বেঁচে আছে তার জন্য আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ ও প্রশংসা জানানো হতো।

পান করাবে এমন কথা ইব্রাহিমকে কে বলতে
পারতো? কেননা আমি তাঁর বৃদ্ধকালে তাঁর জন্য
পুত্র প্রসব করলাম।

বিবি হাজেরা ও ইসমাইল দূরীকৃত

৮ পরে বালকটি বড় হয়ে স্তন্য পান ত্যাগ
করলো; আর যেদিন ইস্হাক স্তন্য পান ত্যাগ
করলো, সেদিন ইব্রাহিম মহাভোজ প্রস্তুত
করলেন। ৯ একদিন মিসরীয়া হাজেরা ইব্রাহিমের
জন্য যে পুত্র প্রসব করেছিল, সারা তাকে পরিহাস
করতে দেখলেন। ১০ তাতে তিনি ইব্রাহিমকে
বললেন, তুমি ঐ বাঁদীকে ও ওর পুত্রকে দূর করে
দেও; কেননা আমার পুত্র ইস্হাকের সঙ্গে ঐ
বাঁদীর পুত্র ওয়ারিশ হবে না। ১১ এই কথায়
ইব্রাহিম তাঁর পুত্রের বিষয়ে ভীষণ অসন্তুষ্ট
হলেন। ১২ আর আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে বললেন, ঐ
বালকের বিষয়ে ও তোমার ঐ বাঁদীর বিষয়ে
অসন্তুষ্ট হয়ো না; সারা তোমাকে যা বলছে, তার
সেই কথা শুন; কেননা ইস্হাকের বংশই তোমার
বংশ বলে আখ্যাত হবে। ১৩ আর ঐ বাঁদীর পুত্র
হতেও আমি একটি জাতি উৎপন্ন করবো, কারণ
সে তোমার বংশজাত। ১৪ পরে ইব্রাহিম খুব
ভোরে উঠে রুটি ও পানিতে পূর্ণ একটি কুপা
নিয়ে হাজেরার কাঁধে দিলেন এবং বালকটিকে
তার হাতে দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন। তাতে সে
প্রস্থান করে বের্-শেবা মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে
লাগল।
১৫ পরে কুপার পানি শেষ হলে পর সে একটি
ঝোপের নিচে বালকটিকে ফেলে রাখল; ১৬ আর
সে নিজে তার সম্মুখ থেকে অনেকটা দূরে, অনু-
মান এক তীর দূরে গিয়ে বসলো, কারণ সে
বললো, বালকটির মৃত্যু আমি দেখব না। আর

[২১:৯] গালা ৪:২৯।
[২১:১০] গালা ৪:৩০।
[২১:১২] মথি ১:২; রোমীয় ৯:৭; ইব ১১:১৮।
[২১:১৪] ইউসা ১৫:২৮; ১৯:২; কাজী ২০:১; ১শামু ৩:২০; ১খান্দান ৪:২৮; নহি ১১:২৭।
[২১:১৬] ইয়ার ৬:২৬; আমোস ৮:১০।
[২১:১৭] শুমারী ২০:১৬; দ্বি:বি ২৬:৭; জবুর ৬:৮।
[২১:১৯] শুমারী ২২:৩১।
[২১:২০] লূক ১:৬৬।
[২১:২১] কাজী ১৪:২।
[২১:২২] ২খান্দান ১:১; জবুর ৪৬:৭; ইশা ৭:১৪।
[২১:২৩] ইউসা ২:১২; ১বাদশাহ্ ২:৮; ২৪:২১।

সে তার সম্মুখ থেকে দূরে বসে চিৎকার করে
কাঁদতে লাগল। ১৭ তখন আল্লাহ্ বালকটির
কান্নার আওয়াজ শুনলেন; আর আল্লাহ্র
ফেরেশতা আকাশ থেকে ডেকে হাজেরাকে
বললেন, হাজেরা, তোমার কি হল? ভয় করো
না, বালকটি যেখানে আছে, আল্লাহ্ সেই স্থান
থেকে ওর কান্নার আওয়াজ শুনলেন; ১৮ তুমি
উঠে বালকটিকে তুলে নেও; কারণ আমি ওকে
একটি মহাজাতি করবো। ১৯ তখন আল্লাহ্ তার
চোখ খুলে দিলেন, তাতে সে পানিতে পূর্ণ একটি
কূপ দেখতে পেল, আর সেখানে গিয়ে কুপাতে
পানি পূর্ণ করে বালকটিকে পান করাল।
২০ পরে আল্লাহ্ বালকটির সহবর্তী হলেন, আর
সে বড় হয়ে উঠলো এবং মরুপ্রান্তরে থেকে
তীরন্দাজ হল। ২১ সে পারণ মরু-প্রান্তরে বাস
করতে লাগল। আর তার মা তার বিয়ের জন্য
মিসর দেশ থেকে একটি কন্যা আনলো।

হযরত ইব্রাহিম ও আবিমালেকের চুক্তি

২২ সেই সময়ে আবিমালেক এবং তাঁর সেনাপতি
ফীখোল ইব্রাহিমকে বললেন, আপনি যা কিছু
করেন তাতেই আল্লাহ্ আপনার সহবর্তী হন।
২৩ অতএব আপনি এখন এই স্থানে আল্লাহ্র
কসম খেয়ে আমাকে বলুন যে, আমার প্রতি এবং
আমার পুত্র ও পৌত্রের প্রতি বেঈমানী করবেন
না; আমি আপনার প্রতি যেমন রহম করেছি,
আপনিও আমার প্রতি ও আপনার প্রবাসস্থান এই
দেশের প্রতি ঠিক তেমনি রহম করবেন।
২৪ তখন ইব্রাহিম বললেন, কসম করবো।
২৫ কিন্তু আবিমালেকের গোলামেরা একটি
পানিপূর্ণ কূপ সবলে অধিকার করেছিল, এজন্য
ইব্রাহিম আবিমালেককে অনুযোগ করলেন।

২১:৯ মিসরীয়া হাজেরা ইব্রাহিমের জন্য যে পুত্র প্রসব করেছিল। ইসমাইল সেই সময় কিশোর বয়সী বালক ছিলেন (দেখুন ১৬:১৫-১৬)। ইসমাইলের পরিহাস করাকে সারা তাঁর পুত্রের উত্তরাধিকারের জন্য একটি বড় সমস্যা হিসাবে মনে করেছিলেন (দেখুন ১০ আয়াত)।

২১:৯-১০ মিসরীয়া হাজেরা ... বাঁদীর পুত্র ওয়ারিশ হবে না। ১৬:১০-১২ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন পয়দা ইসমাইল তাঁর গালাতীয় ৪:২১-৩১। ইব্রাহিম যখন ইসমাইলকে তাঁর একজন ছেলে হিসাবে গ্রহণ করেন তার ফলে তাঁর সম্পত্তির কিছু অংশ সে পাবার যোগ্য ছিল। কিন্তু যে গোলাম-বাঁদীদের মুক্ত করে দেয়া হতো তারা ঐ সম্পত্তি পেত না। সারা চেয়েছেন যেন তাঁর গর্ভে জাত ইস্হাকই ইব্রাহিমের সমস্ত সম্পত্তি পায়।

২১:১১ ইব্রাহিম তাঁর পুত্রের বিষয়ে ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। পুত্রের জন্য ভালবাসা ও আইনগত সংস্কৃতি উভয়ের জন্যই ইব্রাহিম মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তিনি জানতেন যে, সেই দিনের সংস্কৃতি অনুসারে একজন বাঁদীর পুত্রকে নির্বিচারে বের করে দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল (যদিও আইনগত ভাবে তা কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বল ছিল)।

২১:১২ সারা তোমাকে যা বলছে, তার সেই কথা শুন। আল্লাহ্ এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলেন যেমন তিনি আগেও তা করেছিলে, দেখুন ১৫:৪ আয়াত। তিনি ইব্রাহিমের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, ইসমাইল ও ইসহাকের বংশধরেরা অনেক হবে যাদের গুণে শেষ করা যাবে না। কিন্তু আল্লাহ্ ঠিক করে রেখেছিলেন যে, উত্তরাধিকারের জন্য ইসহাকের বংশকেই তাঁর বংশ বলে ধরা হবে (দেখুন, ১৭:১৯; ২২:১৮; রোমীয় ৯:৬-৮; ইব ১১:১৭-১৯)। অবশ্য বৃহত্তর অর্থে ইসহাকের বংশের মধ্য দিয়েই সমস্ত জাতি আশীর্বাদ বা দোয়া লাভ করবে।

২১:১৪ ইব্রাহিম খুব ভোরে উঠে। এই প্রথম বারের মত যদিও ইব্রাহিম ও ইসমাইল পৃথক হতে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি আল্লাহ্র হুকুম অনুসারে খুব দ্রুতই তাঁর বাধ্যতা দেখালেন।

বের-শেবা। এ শহরটি ছিল কেনানের দক্ষিণ দিকে। ২১:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:২০ আল্লাহ্ বালকটির সহবর্তী হলেন। ১৬:৬-১২ এর সঙ্গে তুলনা করুন। সারা ইসমাইলকে তুচ্ছ করলেও আল্লাহ্ তার বংশধরেরা বড় জাতি হবে বলে প্রতিজ্ঞা করলেন (২৫:১২-১৮)।

২১:২১ পারণ মরুপ্রান্তরে। এই এলাকাটি ছিল কেনান ও মিসরের মাঝে সিনয় এলাকায়।

২১:২২ ফীখোল। ২০:৪-৫ আয়াতের নোট দেখুন। ফীখোল হয়তো ঐ সেনাপতির বংশ নাম ছিল কিংবা তার উপাধি।

BACIB International Bible CHURCH

[২৬] তাতে আবিমালেক বললেন, এই কাজ কে
করেছে, তা আমি জানি না; আপনিও আমাকে
জানান নি এবং আমিও কেবল আজ এই কথা
শুনলাম।
[২৭] পরে ইব্রাহিম ভেড়া ও গরু নিয়ে
আবিমালেককে দিলেন এবং উভয়ে একটি চুক্তি
স্থির করলেন। [২৮] আর ইব্রাহিম পাল থেকে
সাতটা ভেড়ীর বাচ্চা পৃথক করে রাখলেন।
[২৯] আবিমালেক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি
কি অভিপ্রায়ে এই সাতটি ভেড়ীর বাচ্চা পৃথক
করে রাখলেন?
[৩০] তিনি বললেন, আমি যে এই কূপটি খনন
করেছি, তার প্রমাণ হিসেবে আমার কাছ থেকে
এই সাতটি ভেড়ীর বাচ্চা আপনাকে গ্রহণ করতে
হবে। [৩১] এজন্য তিনি সেই স্থানের নাম বের্-
শেবা (কসমের কূপ) রাখলেন, কেননা সেই
স্থানে তাঁরা উভয়ে শপথ করলেন ও কসম
খেলেন। [৩২] এভাবে তাঁরা বের্-শেবাতে নিয়ম
স্থির করলেন; পরে আবিমালেক ও তাঁর
সেনাপতি ফীখোল ফিলিস্তিনীদের দেশে ফিরে
গেলেন। [৩৩] পরে ইব্রাহিম বের্-শেবায় ঝাউ গাছ
রোপণ করে সেই স্থানে অনাদি অনন্ত আল্লাহ্
মাবুদের এবাদত করলেন। [৩৪] আর ইব্রাহিম
ফিলিস্তিনীদের দেশে অনেক দিন প্রবাস করলেন।

হযরত ইব্রাহিমের মহাপরীক্ষা

২২ [১] এসব ঘটনার পরে আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে
পরীক্ষা করলেন। তিনি তাঁকে বললেন,
হে ইব্রাহিম; জবাবে তিনি বললেন, দেখুন, এই
আমি। [২] তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার
পুত্রকে, তোমার একমাত্র পুত্রকে, যাকে তুমি
মহব্বত কর, সেই ইস্হাককে নিয়ে মোরিয়া
দেশে যাও এবং সেখানকার যে এক পর্বতের
কথা আমি তোমাকে বলবো, তার উপরে তাকে
পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে কোরবানী করো।
[৩] পরে ইব্রাহিম খুব ভোরে উঠে গাধা সাজিয়ে
দুই জন গোলাম ও তাঁর পুত্র ইস্হাককে সঙ্গে
নিলেন, পোড়ানো-কোরবানীর জন্য কাঠ
কাটলেন, আর উঠে আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট স্থানের
দিকে গমন করলেন। [৪] তৃতীয় দিনে ইব্রাহিম
চোখ তুলে দূর থেকে সেই স্থান দেখলেন।
[৫] তখন ইব্রাহিম তাঁর গোলামদেরকে বললেন,
তোমরা গাধাগুলো নিয়ে এই স্থানে থাক; আমি
ও যুবক, আমরা ঐ স্থানে গিয়ে সেজ্‌দা করি,
পরে তোমাদের কাছে ফিরে আসবো। [৬] তখন
ইব্রাহিম পোড়ানো-কোরবানীর কাঠ নিয়ে তাঁর
পুত্র ইস্হাকের কাঁধে দিলেন এবং নিজের হাতে
আগুন ও ছোরা নিলেন; পরে উভয়ে একত্রে চলে
গেলেন। [৭] ইস্হাক নিজের পিতা ইব্রাহিমকে
বললেন, আব্বা! তিনি বললেন, হে বৎস, দেখ,
এই আমি। তখন তিনি বললেন, দেখুন, আগুন
ও কাঠ আছে, কিন্তু পোড়ানো-কোরবানীর জন্য
ভেড়ার বাচ্চা কোথায়? [৮] ইব্রাহিম বললেন, বৎস,
আল্লাহ্ নিজেই পোড়ানো-কোরবানীর জন্য
ভেড়ার বাচ্চা যুগিয়ে দেবেন। পরে উভয়ে
একসঙ্গে চলে গেলেন।
[৯] আল্লাহ্ যে স্থানের কথা বলেছিলেন সেখানে

[২১:৩০] ইউসা ২২:২৭, ২৮, ৩৪; ২৪:২৭; ইশা ১৯:২০; মালা ২:১৪।
[২১:৩৩] হিজ ১৫:১৮; আইউ ৩৬:২৬; জবুর ১০:১৬; ইশা ৪০:২৮; ইয়ার ১০:১০; হবক ১:১২; ৩:৬; ইব ১৩:৮।
[২২:১] দ্বি:বি ৮:২, ১৬; ১৩:৩; জবুর ৬৬:১০; ইব ১১:১৭; ইয়াকুব ১:১২-১৩।
[২২:১] ১শামু ৩:৪, ৬, ৮; ইশা ৬:৮।
[২২:২] ইউ ৩:১৬; ইব ১১:১৭; ১ইউ ৪:৯।
[[২২:৩] ইউসা ৮:১০।
[২২:৫] হিজ ২৪:১৪।
[২২:৬] ইউ ১৯:১৭; ।
[২২:৭] লেবীয় ১:১০; প্রকা ১৩:৮।
[২২:৮] ইউ ১:২৯।
[২২:৯] ইব ১১:১৭-১৯; ইয়াকুব ২:২১।

আরো দেখুন ২৬:২৬।

২১:৩১ বের্-শেবা। এ নামের মানে 'সৌভাগ্যের কূয়া' বা 'শান্তি স্থাপনের কূয়া'। একে আবার 'সাতের কূয়া' ও বলা হয়েছে, কারণ ইব্রাহিম আবিমালকের সংগে যে চুক্তি করেছিলেন তার জন্য তিনি সাতটি ভেড়ীর বাচ্চা বেছে নিয়েছিলেন। ২১:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:৩২ ফিলিস্তিনীদের। এই লোকেরা কপ্তোর থেকে এসেছিল (ইয়ারমিয়া ৪৭:৪, আমোস ৯:৭ দেখুন) যা হয়তো ছিল ক্রীতি দ্বীপ যা কিং ইজিয়ান সাগরের ভেতরের কতগুলো দ্বীপ। তারা ইব্রাহিমের বংশধর ছিল না। ফিলিস্তিনীদের দেশ বলতে ভূমধ্যসাগরের পাড়ের সমতলভূমিকে বুঝায়। তার পাঁচটি প্রধান শহর ছিল: অস্‌দোদ, অস্কিলোন, ইক্রোন, গাত ও গাজা– যার শাসনকর্তারা ইসরাইলের কাজীগণের আমলে বাদশাহ্‌দের শাসনকালে ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

২১:৩৩ ঝাউ গাছ। ছায়া দেয়া এই গাছ হয় লম্বা এর শেকড় থাকে মাটির অনেক নিচ পর্যন্ত; তাই এর বেশি পানির দরকার হয় না।

২২:২ মোরিয়া দেশে। জায়গাটা ঠিক কোথায়, তা জানা যায় নি। ২ খান্দান ৩:১-২ অনুসারে মোরিয়া ছিল জেরুশালেমে উঁচু স্থান যেখানে হযরত সোলায়মান এবাদতখানা বা বায়তুল মোকাদ্দস তৈরি করেছিলেন। ৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিমরা সেখানে 'ডোম অফ দ্যা রক" নামে একটা মসজিদ তৈরি করে। ঐ মসজিদের ভেতরে একটা বড় পাথর রাখা আছে। বিশ্বাস করা হয় যে, ইব্রাহিম ইসহাককে কোরবানী দেবার জন্য ঐ পাথরের ওপরে নিয়ে গিয়েছিলেন। সামেরিয়েরা বলতো যে, শেমের গরীষীম পর্বত ছিল সেই মোরিয়া পবর্ত।

২২:৭ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য ভেড়ার বাচ্চা কোথায়? প্রাচীন কালে কোন কোন জাতির লোকেরা আল্লাহ্‌র এবাদত করার জন্য কোরবানী দেওয়া পশুকে আগুনে পুড়িয়ে দিত। এর মধ্য দিয়ে তারা সব কিছুর দাতা আল্লাহ্‌র ধন্যবাদ ও প্রশংসা করতো এবং তাঁর সঙ্গে তাদের সর্ম্পকের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করতো। এই ঘটনায় ইব্রাহিম আল্লাহ্‌কে তাঁর একমাত্র প্রতিজ্ঞাত ছেলে ইস্হাককে দিতে চেয়েছিলেন। ইস্হাককে যদি সত্যিই কোরবানী দেয়া হতো তাহলে আল্লাহ্ যে ইব্রাহিম ও সারার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (১৫:৫) সেই প্রতিজ্ঞা আর সফল হতে পারত না। মূসার শরীয়তের আগে কোরবানী করার কাজটি করতে হতো পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকে। পরে মূসার শরীয়ত অনুসারে তা করতে হতো ইসরাইল জাতির ইমামদের (বিশেষ করে দেখুন, লেবীয় ২-৬)।

২২:১১ মাবুদের ফেরেশতা। দেখুন ১৬:৭ এর নোট। মাবুদের ফেরেশতা ইব্রাহিমের পুত্র ইসমাইলের রক্ষার জন্য এসেছিলেন ও তাঁর ভবিষ্যত সম্বন্ধে বলেছিলেন (১৬:৭-১২; ২১:১৭-১৮), এখন তিনি ইব্রাহিমের পুত্র ইসহাককে রক্ষা করার জন্য আসলেন ও ইসহাকের ভবিষ্যতের বিষয় বললেন (১৭-১৮)। দুইবার ইব্রাহিমের নাম নিয়ে ডাকার অর্থ হল তিনি যে কাজের জন্য এসেছেন সেই কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝানো (দেখুন,

উপস্থিত হলে ইব্রাহিম সেখানে একটি
কোরবানগাহ্ তৈরি করে কাঠ সাজালেন, পরে
তাঁর পুত্র ইস্হাককে বেঁধে কোরবানগাহ্র কাঠের
উপরে রাখলেন। [১০] পরে ইব্রাহিম হাত বাড়িয়ে
তাঁর পুত্রকে জবেহ্ করার জন্য ছোরা গ্রহণ
করলেন। [১১] এমন সময়ে আকাশ থেকে মাবুদের
ফেরেশতা তাঁকে ডেকে বললেন, ইব্রাহিম,
ইব্রাহিম! তিনি বললেন, দেখুন, এই আমি।
[১২] তখন তিনি বললেন, যুবকটির প্রতি তোমার
হাত বাড়িয়ো না, ওর প্রতি কিছুই করো না,
কেননা এখন আমি বুঝলাম, তুমি আল্লাহ্কে ভয়
কর, আমাকে নিজের একমাত্র পুত্রকে দিতেও
অসম্মত হও নি। [১৩] তখন ইব্রাহিম চোখ তুলে
চাইলেন, আর দেখ, তাঁর পিছনের দিকে একটি
ভেড়া রয়েছে এবং তার শিং ঝোপে আবদ্ধ; পরে
ইব্রাহিম গিয়ে সেই ভেড়াটি নিয়ে তাঁর পুত্রের
পরিবর্তে পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে কোরবানী
করলেন। [১৪] ইব্রাহিম সেই স্থানের নাম রাখলেন
ইয়াহ্ওয়েহ্-যিরি (মাবুদ যোগাবেন)। এজন্য
এখনও লোকে বলে, মাবুদের পর্বতে মাবুদই
যুগিয়ে দেন।
[১৫] পরে মাবুদের ফেরেশতা দ্বিতীয়বার আকাশ
থেকে ইব্রাহিমকে ডেকে বললেন, মাবুদ বলছেন,
[১৬] তুমি এই কাজ করলে, আমাকে তোমার
একমাত্র পুত্রকে দিতে অসম্মত হলে না, এজন্য
আমি আমারই নামে কসম খেয়ে বলছি, [১৭] আমি
অবশ্যই তোমাকে দোয়া করবো এবং
আসমানের তারার মত ও সমুদ্র-তীরের
বালুকণার মত তোমার বংশ অতিশয় বৃদ্ধি
করবো; তোমার বংশ দুশমনদের নগরগুলো
অধিকার করবে; [১৮] আর তোমার বংশের মধ্য
দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত জাতি দোয়া লাভ করবে;
কারণ তুমি আমার হুকুম পালন করেছ। [১৯] পরে
ইব্রাহিম তাঁর গোলামদের কাছে ফিরে গেলেন
এবং সকলে উঠে একত্রে বের-শেবাতে গিয়ে
সেখানে বাস করলেন।

নাহোরের বংশধর

[২০] ঐ ঘটনার পরে ইব্রাহিমের কাছে এই সংবাদ
এলো, দেখুন, আপনার ভাই নাহোরের জন্য
মিল্কাও পুত্রদেরকে প্রসব করেছেন; [২১] তাঁর
জ্যেষ্ঠ পুত্র ঊষ ও তার ভাই বূষ ও অরামের
পিতা কমূয়েল, [২২] এবং কেষদ, হসো, পিল্‌দশ,
যিদলফ ও বথূয়েল। বথূয়েলের কন্যা রেবেকা।
[২৩] ইব্রাহিমের ভাই নাহোরের জন্য মিল্কা, এই
আট জনকে প্রসব করেন। [২৪] আর রূমা নামে
তাঁর উপপত্নী টেবহ, গহম, তহশ এবং মাখা
এদের প্রসব করলো।

বিবি সারার ইন্তেকাল ও দাফন

২৩ [১] সারার বয়স এক শত সাতাশ বছর
হয়েছিল; এটাই ছিল সারার

[২২:১২] ইউ ৩:১৬।
[২২:১৩] রোমীয় ৮:৩২।
[২২:১৪] কাজী ৬:২৪; ইশা ৩০:২৯।
[২২:১৬] হিজ ১৩:১১; ইশা ৪৫:২৩; লূক ১:৭৩; ইব ৬:১৩।
[২২:১৭] ইব ৬:১৪; হোশেয় ১:১০; রোমীয় ৯:২৭।
[২২:১৮] প্রেরিত ৩:২৫; গালা ৩:৮।
[২২:২১] আইউ ৩২:২; ইয়ার ২৫:২৩।
[২২:২৪] কাজী ৮:৩১।
[২৩:২] ইউসা ১৪:১৫।
[২৩:৪] হিজ ২:২২; জবুর ৩৯:১২; ১০৫:১২; ইব ১১:৯, ১৩।

৪৬:২; হিজ ৩:৪; ১ শামু ৩:১০; প্রেরিত ৯:৪)।

২২:১৩ একটি ভেড়া রয়েছে এবং তার শিং ঝোপে আবদ্ধ। ভেড়া অর্থাৎ পুরুষ ভেড়া। প্যালেস্টাইনের লোকেরা ভেড়ার মাংস খেত এবং ভেড়ার চামড়া দিয়ে তাঁবু এবং তাদের বাঁকানো শিং দিয়ে তুরী (যাকে তারা শোফর বলতো) ও তেল রাখার পাত্র বানাতো। ভেড়ার লম্বা লেজে তেল থাকে। লোকেরা মাংসের সঙ্গে লেজ মাবুদের উদ্দেশ্যে আগুনে পুড়িয়ে কোরবানী করতো (লেবীয় ৩:৯, ৭:৩, ৮:২৫)।

২২:১৪ মাবুদের পর্বতে। বনি-ইসরাইলের বাদশাহ্দের যুগে মাবুদের পর্বত বলতে জেরুশালেমের পাহাড়ের উপরে যে বায়তুল মোকাদ্দস অবস্থিত ছিল সেটিকে বুঝাত (দেখুন জবুর ২৩:৩; ইশা ২:৩; ৩০:২৯; জাকা ৮:৩)।

মাবুদই যুগিয়ে দেন। এভাবে ইব্রাহিম মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে উঠেন যে, আল্লাহ্ এক বিশেষ উপায়ে তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিষ যুগিয়ে দিয়েছিলেন (৮)। হিব্রু শব্দ 'যুগিয়ে দেবেন' এর আক্ষরিক অর্থে 'তিনি দেখবেন'; এখানে আল্লাহ্ দেখে ইসহাককে রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন যেমন তিনি ইসমাইলকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন।

২২:১৬ আমারই নামে কসম খেয়ে বলছি। আল্লাহ্র কাছে এমন আর কোন বড় নাম নেই যেই নাম নিয়ে তিনি কসম খেতে পারেন (ইব ৬:১৩)। ইব্রাহিমের নিবেদন আমাদের কাছে আল্লাহ্র প্রেমের মতই শক্তিশালী যেমন তা ইউহোন্না ৩:১৬, রোমীয় ৮:৩২ আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে।

২২:২০-২৪ নাহোর ... মাখা। নাহোরের (১১:২৬-২৮) দুই স্ত্রীর গর্ভে বারো জন ছেলে হয়। ইব্রাহিমের নাতি ইয়াকুবের যেমন বারো জন ছেলে ইসরাইল জাতির বারো বংশের পিতা (৪৯:২৮) ছিলেন ঠিক তেমনি নাহোরের বারো ছেলে অরামীয় জাতির বারো বংশের পিতা হয়েছিলেন। ঐ বারো জন ছেলের কয়েক জনের নামের মতই বর্তমান লেবানন ও অরামীয় মরুভূমির পাশের জর্ডানের পূর্বদিকের অনেক স্থানের নাম। নামের তালিকায় প্রথমে আছে বথূয়েল, যার মেয়ে রেবেকা বিয়ে করেছিল ইসহাককে (২৪ অধ্যায়)। ইবরানী ভাষায় "রূমা" নামের মানে "অমন এক স্ত্রীলোক আইনগত ভাবে পুরুষের সাথে যার বাগদান হয়েছে কিন্তু স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদা এখনও তার হয় নি।

২৩:২ কিরিয়থর্বে অর্থাৎ হেবরনে। 'কিরিয়ৎ' মানে 'অর্ব' এর শহর এবং তা ছিল হেবরনের আগের নাম। ইউসা ১৪:১৫; ১৫:১৩; কাজীগণ ১:১০ দেখুন।

২৩:৩ হেতের সন্তান। তারা ছিল হামের নাতি হেতের বংশধর (১০:৬-২০)। তারা খুব শক্তিশালী জাতি ছিল। বর্তমানে যেখানে তুরস্ক দেশ সেখানে তাদের একটা সাম্রাজ্য ছিল এবং ইব্রাহিমের সময় থেকে খ্রী: পূ: ১২ শতাব্দী পর্যন্ত তারা কেনান দেশে বড় ক্ষমতাশালী একটা জাতি ছিল। ইস্হাকের ছেলে ইস্ হিত্তীয় মেয়েদের বিয়ে করেন (২৬:৩৪, ৩৬:২)। পরবর্তীকালে ইসরাইল জাতির লোকেরা হিত্তিয়দের সঙ্গে বিবাহ করাকে ভাল চোখে দেখত না (১ বাদশাহ্ ১১:১-২; উজা ৯:১; তবে ২ শামু ১১-১২ অধ্যায়গুলো দেখুন)।

২৩:৪ বিদেশী ও প্রবাসী। এই বাক্যটি প্রায়শই পূর্বপুরুষদের ও তাদের বংশধরদের দ্বারা ব্যবহৃত হতো তাদের নিজেদের পক্ষে কথা বলার জন্য (দেখুন, ১ খান্দান ২৯:১৫; জবুর ৩৯:১২; ইব ১১:১৩)। এই দুনিয়াতে ইব্রাহিম 'তাঁবুতে বাস করতেন' (ইব ১১:৯), যা ছিল খুবই অস্থায়ী বাসস্থান। কিন্তু তিনি ভবিষ্যতের

BACIB International Bible CHURCH

লূত

লূত ছিলেন হারণের পুত্র, হযরত ইব্রাহিমের ভাতিজা (পয়দা ১১:২৭)। পিতার মৃত্যুর পর লূতের দাদু তারেখ লূতের দেখাশোনা করেন, আর তাঁর দাদু তারেখের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর চাচা ইব্রাহিমের সঙ্গে কেনান দেশে যান (পয়দা ১২:৫)। এরপর তারা সেখান থেকে মিসরে যান এবং আবার কেনান দেশে ফিরে আসেন। এরপর তিনি তাঁর চাচা হযরত ইব্রাহিমের কাছ থেকে আলাদা হয়ে সাদুমে গিয়ে বসবাস করেন (পয়দা ১৩:৫-১৩)। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌ভক্ত লোক, আর সেই আল্লাহ্‌ভক্ত লোক সাদুমের আইন অমান্যকারী লোকদের লম্পটতায় কষ্ট পেতেন (২ পিতর ২:৭)। হযরত ইব্রাহিমের কাছ থেকে আলাদা হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে বাদশাহ্‌ কদর্লায়োমর তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ শুদ্ধ তাঁকে ধরে নিয়ে যান, কিন্তু হযরত ইব্রাহিম তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন (পয়দা ১৪ অধ্যায়); এর অনেক বছর পর, এই শহরের লোকদের দুষ্টতার কারণে মাবুদ সেই বিচার করে তা ধ্বংস করেন (পয়দা ১৯:১-২০)। মাবুদ আল্লাহ্‌ লূতকে অলৌকিকভাবে সেই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। সেই অভিশপ্ত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর থেকে পালিয়ে যাবার সময় আল্লাহ্‌ মাবুদের নির্দেশ অমান্য করে তাঁর স্ত্রী তাঁর সেই শহরের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়েছিলেন, আর তাতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে লবণের স্তূপে পরিণত হন। লূক ১৭:৩২ আয়াতে উল্লিখিত "লূতের স্ত্রীর কথা মনে করে দেখ" এরূপ সাবধানতাপূর্ণ কথার মধ্য দিয়ে ইবনূল ইনসানের প্রকাশিত হবার দিন যে বিষয় ঘটবে সে বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। সাদুম থেকে উদ্ধার পেয়ে লূত প্রথমত তাঁর কন্যাদের নিয়ে সোয়রে কিছু দিনের জন্য বসবাস করেছিলেন, কিন্তু সেখানে আর বেশি দিন থাকতে সাহস করলেন না বলে কাছের কোন পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে এক গুহায় তাঁরা বসবাস করেছিলেন (পয়দা ১৯:৩০)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন।
- পিতর তাঁকে একজন ধার্মিক লোক বলে বর্ণনা করেছেন (২ পিতর ২:৭,৮)।

তাঁর জীবনে যেসব দুর্বলতা ও ভুল দেখা যায়:

- যখন তিনি সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হলেন তখন তিনি কঠিন বাস্তবতার চেয়ে সহজলভ্য বিষয় মনোনীত করলেন।
- যখন তাকে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ দেওয়া হল তখন তিনি শুধু নিজের বিষয় চিন্তা করলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আল্লাহ্‌ আমাদের জীবন-প্রবাহ থেকে বেশি কিছু আশা করেন। তিনি চান আমরা যেন অন্যদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হই।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **অবস্থান:** তিনি প্রথমে কলদীয়দের ঊর শহরে বাস করতেন পরে ইব্রাহিমের সঙ্গে কেনানে আসেন। এর পরে তিনি মন্দতায় ভরা সাদুম শহরে বাস করতে শুরু করেন।
- **কাজ:** একজন ধনী পশুপালক ছিলেন ও শহরের একজন কর্মকতা ছিলেন।
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: হারণ; পিতা মত্যুর পরে ইব্রাহিম লালন-পালন করেন। দুই কন্যা ছিল যারা তাঁর দ্বারা গর্ভবতী হয়ে দুই পুত্রের জন্ম দিয়েছিল। তাঁর স্ত্রী লবণের স্তম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

মূল আয়াত: "কিন্তু তিনি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন; তাঁতে তাঁর প্রতি মাবুদের করুণার জন্য সেই ব্যক্তিরা তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর ও কন্যা দু'টির হাত ধরে নগরের বাইরে নিয়ে গেলেন" (পয়দা ১৯:১৬)।

পয়দায়েশ ১১-১৪ অধ্যায় ও ১৯ অধ্যায়ে লূতের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিবরণ ২:৯, লূক ১৭:২৮-৩২; ২ পিতর ২:৭,৮ আয়াতে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কিতাবুল মোকাদ্দসে প্রকাশিত ফেরেশতাগণ

"ফেরেশতা"-র গ্রীক শব্দ হল "এঞ্জেলস্" যার মানে "বার্তাবাহক" বা "খবর বহনকারী"। কিতাবুল মোকাদ্দসে ফেরেশতাদের বিষয়ে প্রায়ই এই কথা বলা হয়েছে যে তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে মানুষের জন্য কোন বিশেষ খবর বা বার্তা বহন করে এনেছেন। কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা আছে যে, কখনও কখনও ফেরেশতা কোন ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে সরাসরি দেখা করে তাদের কাছে বিশেষ খবর এনে দিয়েছেন বা কোন নির্দেশ দিয়েছেন (পয়দা ১৬:৭-১২; শুমারী ২২:২২-৩৫; লূক ১:১১-২০, ২৬-৩৮)। অন্যান্য সময়ে ফেরেশতা কাউকে কাউকে স্বপ্নের মাধ্যমে দর্শন দিয়ে খবর দিয়েছেন (পয়দা ৩১:১০-১৩; মথি ১:২০-২১)। ফেরেশতারা প্রায়ই দর্শনে মানুষের কাছে দেখা দিয়েছেন। ফেরেশতারা কোন কোন মানুষকে দর্শনের মাধ্যমে কোন কোন রহস্যপূর্ণ বিষয় জানিয়েছেন এবং তার অর্থও তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন (জাকরিয়া ১:৭-১৭; ৫:৫-১১; প্রেরিত ১০:৩-২৩; প্রকাশিত কালাম ১০:১-১১)।

তবে ফেরেশতরা কেবল বার্তাবহনকারীই নয়। তারা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিরূপে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে পালন করেন। তারা আল্লাহ্‌র লোকদের রক্ষা করেন (হিজ ১৪:১৯; ২৩:২৩; জবুর ৩৪:৭; দানিয়াল ৬:১২), এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার জন্য লোকদের শাস্তিও দেন (১ শামুয়েল ২৪:১১-১৭)। আল্লাহ্‌র ফেরেশতরা আল্লাহ্‌র লোকদের শত্রুদের এবং সমস্ত মন্দ শক্তিকেও শাস্তি দেন (হিজ ১২:২৩,২৯,৩০; ইশাইয়া ৩৭:৩৬; মথি ১৩:৪৯,৫০; প্রকাশিত কালাম ১৪:১৪-২০; ২০:১-৩)। কিতাবুল মোকাদ্দসে জানা যায় যে, ফেরেশতারা হচ্ছেন বেহেশতে আল্লাহ্‌র সামনে থাকা তাঁর বাহিনীর অংশ (আইউব ১:৬, জাকারিয়া ৩:৭)। মরু-এলাকায় ইবলিশের দ্বারা ঈসা মসীহের পরীক্ষীত হবার পরে (মথি ৪:১১) ফেরেশতারা তাঁর সেবা করেছেন এবং ঈসার মৃত্যুর পরে তাঁর কবরের গহ্বর থেকে একজন ফেরেশতা তাঁকে মুক্ত করেছেন (মথি ২৮:২)।

আমরা সাধারণত ছবিতে ফেরেশতাদের দেখতে পাই লম্বা কাপড় পরিহিত পাখাবিশিষ্ট মানুষরূপে। কিতাবুল মোকাদ্দসে কিন্তু তাদের নানান রূপে দেখতে পাওয়া যায়। মূসা একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেয়েছিলেন জ্বলন্ত ঝোঁপের মধ্যে (হিজ ৩:২)। ইয়াকুব দেখেছিলেন যে ফেরেশতারা বেহেশত ও পৃথিবীর মধ্যে একটা মই দিয়ে ওঠা নামা করছেন (পয়দা ২৮:১২) এবং তিনি মাবুদের এক ফেরেশতার সঙ্গে মল্লযুদ্ধও করেছিলেন (হোশেয় ১৫:৪)। যে তিনজন লোক ইব্রাহিমের তাঁবুতে এসে তাঁর মেহমানদারী গ্রহণ করেছিলেন ও তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁর একজন ছেলে হবে তাঁদের মধ্যে দু'জন সম্ভবত ফেরেশতা ছিলেন (পয়দা ১৮:১-১০)। দানিয়ালের বন্ধুদের সেই অগ্নিকুন্ড থেকে রক্ষা করার জন্য যে ব্যক্তিকে সেখানে দেখা গিয়েছিল তাঁর চেহারা ছিল দেবতার মত; এবং সম্ভবত তিনি ছিলেন একজন ফেরেশতা (দানিয়াল ৩:২১-২৫)। বায়তুল মোকাদ্দসের মধ্যে ইশাইয়া তাঁর দর্শনে মহাপবিত্র স্থানে যে পক্ষবিশিষ্ট প্রাণীদের (সরাফ) দেখতে পেয়েছিলেন তাঁরা হয়তো এক রকমের ফেরেশতা ছিলেন (ইশাইয়া ৬:১-৭)। যে ফেরেশতা পিতরকে কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন তিনি সেখানে এক পলকের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পিতরকে কোনভাবে কারাগার রক্ষকদের কাছে অদৃশ্য করে রেখেছিলেন (প্রেরিত ১২:৬-১০)। কিতাবুল মোকাদ্দসে কোন কোন ফেরেশতার নাম দেখতে পাই আমরা। দানিয়াল জিবরাইল ফেরেশতার নাম উল্লেখ করেছেন (দানিয়াল ৯:২১), যিনি পরবর্তীকালে মরিয়মের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন (লূক ১:২৬-২৮); এবং মীকাইলের কথা, যাঁর বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি একজন প্রধান রক্ষক ফেরেশতা (দানিয়াল ১০:১৩)। একথা হয়তো বলা যায় যে, শয়তান একদা হয়তো আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের সভার একজন ছিলেন (আইউব ১:৬; জাকারিয়া ৩:১)। ইঞ্জিল শরীফের কালে আমরা দেখি যে, ফেরেশতাদের ভূমিকা এক রূহানিক প্রাণী-রূপে যাঁরা আল্লাহ্‌র প্রতিপক্ষ ইবলিশ ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র লোকদের পক্ষে যুদ্ধ করেন।

জীবনকাল। ২ পরে সারা কেনান দেশের
কিরিয়ৎঅর্বে অর্থাৎ হেবরনে ইন্তেকাল করলেন।
এতে ইব্রাহিম সারার জন্য কাঁদতে ও শোক
করতে এলেন। ৩ পরে ইব্রাহিম তাঁর স্ত্রীর
মৃতদেহের সম্মুখ থেকে উঠে গিয়ে হেতের
সন্তানদের বললেন, ৪ আমি আপনাদের মধ্যে
বিদেশী ও প্রবাসী; আপনাদের মধ্যে আমাকে
কবরস্থানের অধিকার দিন; আমি আমার সম্মুখ
থেকে আমার স্ত্রীর লাশ কবর দিই। ৫ তখন
হেতের সন্তানেরা ইব্রাহিমকে জবাব দিলেন, ৬ হে
মালিক, আমাদের কথা শুনুন; আপনি আমাদের
মধ্যে আল্লাহ্‌ নিযুক্ত বাদশাহ্‌স্বরূপ; আপনার স্ত্রীর
লাশ আমাদের কবরস্থানের মধ্যে আপনার
কাঙ্ক্ষিত কবরে রাখুন, আপনার স্ত্রীর লাশ কবর
দেবার জন্য আমাদের কেউ নিজের কবর দান
করতে অস্বীকার করবে না। ৭ তখন ইব্রাহিম উঠে
সেই দেশের লোকদের কাছ, অর্থাৎ হেতের
সন্তানদের সামনে ভূমিতে উবুড় হয়ে সম্মান
দেখালেন ও সম্ভাষণ করে বললেন, ৮ আমার
সম্মুখ থেকে আমার স্ত্রীর লাশকে কবরে রাখতে
যদি আপনাদের সম্মতি হয় তবে আমার কথা
শুনুন। আপনারা আমার জন্য সোহরের পুত্র
ইফ্রোণের কাছে নিবেদন করুন; ৯ তাঁর ক্ষেতের
প্রান্তে মক্‌পেলা গুহা আছে, আপনাদের মধ্যে
আমার কবরস্থানের অধিকার হিসেবে তিনি
আমাকে তা-ই দিন; সম্পূর্ণ মূল্য নিয়ে দিন।
১০ তখন ইফ্রোণ হেতের সন্তানদের মধ্যে বসে
ছিলেন; আর হেতের যত সন্তান তাঁর নগরদ্বারে
প্রবেশ করলেন, তাঁদের শুনিয়ে সেই হিট্টিয়
ইফ্রোণ ইব্রাহিমকে জবাব দিলেন, ১১ হে আমার
মালিক, তা হবে না; আমার কথা শুনুন, আমি
সেই ক্ষেত ও সেখানকার গুহা আপনাকে দান
করলাম; আমি নিজের জাতির সন্তানদের
সম্মুখেই আপনাকে তা দিলাম, আপনার স্ত্রীর
লাশ দাফন করুন। ১২ তখন ইব্রাহিম সেই
দেশের লোকদের সম্মুখে মাটিতে উবুড় হয়ে
সালাম করলেন, ১৩ আর সেই দেশের সকলকে
শুনিয়ে ইফ্রোণকে বললেন, যদি আপনার ইচ্ছা
হয়, নিবেদন করি, আমার কথা শুনুন, আমি
সেই ক্ষেতের মূল্য দিই, আপনি আমার কাছ
থেকে তা গ্রহণ করুন, পরে আমি সেই স্থানে
আমার স্ত্রীর লাশ দাফন করব। ১৪ তখন ইফ্রোণ
ইব্রাহিমকে বললেন, ১৫ হে আমার মালিক,
আমার কথা শুনুন, সেই ভূমির মূল্য চার শত
শেকল রূপামাত্র; এতে আপনার ও আমার কি
আসে যায়? আপনি আপনার স্ত্রীর লাশ দাফন
করুন। ১৬ তখন ইব্রাহিম ইফ্রোণের কথায় রাজী
হলেন; ইফ্রোণ হেতের সন্তানদের কর্ণগোচরে যে
রূপার কথা বলেছিলেন, ইব্রাহিম বণিকদের মধ্যে
প্রচলিত মাপ অনুযায়ী চার শত শেকল রূপা
ওজন করে ইফ্রোণকে দিলেন।
১৭ এভাবে মম্রির সম্মুখে মক্‌পেলায় ইফ্রোণের যে
ক্ষেত ছিল, সেই ক্ষেত, সেখানকার গুহা ও সেই
ক্ষেতের সমস্ত গাছ, তার চতুর্সীমার অন্তর্গত
সমস্ত গাছ, ১৮ এই সব কিছুতে হেতের
সন্তানদের সম্মুখে তাঁর নগর-দ্বারে প্রবেশকারী
সকলের সম্মুখে, ইব্রাহিমের স্বত্বাধিকার স্থিরীকৃত
হল। ১৯ তারপর ইব্রাহিম কেনান দেশের মম্রির,
অর্থাৎ হেবরনের সম্মুখে মক্‌পেলা ক্ষেতে
অবস্থিত গুহাতে তাঁর স্ত্রী সারাকে দাফন
করলেন। ২০ এভাবে কবর-স্থানের অধিকার
হিসেবে সেই ক্ষেতে ও সেখানকার গুহাতে
ইব্রাহিমের অধিকার হেতের সন্তানদের দ্বারা
স্থিরীকৃত হল।

হযরত ইস্‌হাক ও বিবি রেবেকার বিয়ে

২৪ ১ সেই সময় ইব্রাহিম বৃদ্ধ ও অনেক
বয়স্ক ছিলেন এবং মাবুদ ইব্রাহিমকে
সমস্ত বিষয়ে দোয়া করেছিলেন। ২ তখন

[২৩:১০] দ্বি:বি ২২:১৫; ২৫:৭; ইউসা ২০:৪; রূত ৪:১১; ২শামু ১৫:২; ২বাদশাহ্‌ ১৫:৩৫; জবুর ১২৭:৫; মেসাল ৩১:২৩; ইয়ার ২৬:১০; ৩৬:১০।
[২৩:১১] ২শামু ২৪:২৩।
[২৩:১৫] ইহি ৪৫:১২।
[২৩:১৬] ২শামু ২৪:২৪; ইয়ার ৩২:৯; জাকা ১১:১২।
[২৩:১৯] ইউসা ১৪:১৩; ১খান্দান ২৯:২৭।
[২৩:২০] ইয়ার ৩২:১০।
[২৪:১] ইউসা ২৩:১।
[২৪:১] গালা ৩:৯।
[২৪:৩] শুমারী ২০:১৪; দ্বি:বি ৭:৩; ২করি ৬:১৪-১৭;
[২৪:৪] কাজী

স্থায়ী নিবাসের অপেক্ষা করছিলেন যার স্থপতি হলেন আমাদের আল্লাহ্‌ নিজে (ইব ১১:১০)।

২৩:৯ মক্‌পেলা। মক্‌পেলার গুহাটি ছিল সারার দেহকে কবর দেয়ার একটা উপযুক্ত স্থান। পরবর্তীকালে সেখানেই ইব্রাহিম ও তাঁর কোন কোন বংশধরদের কবর দেয়া হয় (২৫:৭-১০, ৪৯:৩০-৩১, ৫০:১২-১৩)। একটা বিশ্বাস চালু আছে যে, হেবরনে ইব্রাহিমের নামে নাম রাখা যে মসজিদটি আছে তার নিচে আছে সেই গুহা। সম্ভবত ইব্রাহিম ঐ জায়গাটার আইনগত মালিক হবার জন্য তার সম্পূর্ণ দাম দিতে চেয়েছিলেন (২৩:১৩ দেখুন)। বিশেষ কথা হচ্ছে এই যে, ইব্রাহিম এভাবে কেনান দেশে একটা জমির মালিক হয়েছিলেন– যে দেশটি তাঁকে ও তাঁর বংশধরদের দেবার জন্য আল্লাহ্‌ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

২৩:১০ নগরদ্বারে প্রবেশ করলেন। ১৯:১ আয়াতের নোট দেখুন। নগরদ্বার সাধারণত আইনি কাজ করার জন্য ব্যবহৃত হতো। সেজন্য সেখানে ইফ্রোণের সঙ্গে ইব্রাহিমের করা চুক্তির কথা অন্যান্য লোকের শুনবার প্রয়োজন ছিল (২৩:১১-১৩)।

২৩:১৫ চার শত শেকল রূপা। ২০:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। ইফ্রোণ যদিও ঐ মূল্যকে সামান্য বলেছিলেন, তা আসলে ঐ জমির জন্য বেশ বড় একটা মূল্য ছিল।

২৩:১৯ ইব্রাহিম কেনান দেশের মম্রির, ... তাঁর স্ত্রী সারার কবর দিলেন। সেই সময়ের তাদের সংস্কৃতিতে তাদের একটি বড় ইচ্ছা থাকত যে, তাদের পূর্বপুরুষদের মৃতদেহ তাদের নিজেদের দেশে কবর দেবে (২৫:৮)। কেনান দেশে একখণ্ড জমি ক্রয় করার মধ্য দিয়ে ইব্রাহিম মাবুদের অবিচল প্রতিশ্রুতির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

২৪:২ সমস্ত বিষয়ের ভার যার উপর রয়েছে বাড়ির সেই প্রাচীনকে। খুব সম্ভবত দামেস্কের ইলিয়েশর (দেখুন ১৫:২), যাকে তিনি তাঁর উরুর নিচে হাত দিতে বলেছিলেন। জনন অঙ্গের কাছে হাত দিতে প্রতিজ্ঞা করা, খুব সম্ভবত এটি ইব্রাহিমের শেষ ইচ্ছা ও চুক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং তা তাঁর পুত্রের পক্ষে বিশ্বস্তার সঙ্গে পালন করার আহ্বান। আল্লাহ্‌ ও ইব্রাহিম যা করতে চেয়েছেন ইসহাককে তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে (৪৭:২৯)।

২৪:৪ আমার দেশে, আমার জ্ঞাতিদের কাছে গিয়ে। ইব্রাহিম

ইব্রাহিম তাঁর গোলামকে, তাঁর সমস্ত বিষয়ের ভার যার উপর রয়েছে বাড়ির সেই প্রাচীনকে বললেন, সবিনয়ে বলি, তুমি আমার ঊরুর নিচে হাত দাও; ৩ আমি তোমাকে বেহেশত ও দুনিয়ার আল্লাহ্ মাবুদের নামে এই কসম করাই, যে কেনানীয় লোকদের মধ্যে আমি বাস করছি, তুমি আমার পুত্রের বিয়ের জন্য তাদের কোন কন্যা গ্রহণ করবে না, ৪ কিন্তু আমার দেশে, আমার জ্ঞাতিদের কাছে গিয়ে আমার পুত্র ইস্‌হাকের জন্য একটি কন্যা আনবে। ৫ তখন সেই গোলাম তাঁকে বললেন, কি জানি, আমার সঙ্গে এই দেশে আসতে কোন কন্যা সম্মত হবে কি না; আপনি যে দেশ ছেড়ে এসেছেন, আপনার পুত্রকে কি আবার সেই দেশে নিয়ে যাব? ৬ তখন ইব্রাহিম তাঁকে বললেন, সাবধান, কোনক্রমে আমার পুত্রকে আবার সেখানে নিয়ে যেও না। ৭ মাবুদ, বেহেশতের আল্লাহ্, যিনি আমাকে পিতার বাড়ি-ঘর ও জন্মভূমি থেকে বের করে এনেছেন, আমার সঙ্গে আলাপ করেছেন এবং এমন কসম খেয়েছেন যে, আমি তোমার বংশকে এই দেশ দেব, তিনিই তোমার আগে তাঁর ফেরেশতা পাঠিয়ে দেবেন; তাতে তুমি আমার পুত্রের জন্য সেখান থেকে একটি কন্যা আনতে পারবে। ৮ যদি কোন কন্যা তোমার সঙ্গে আসতে সম্মত না হয়, তবে তুমি আমার এই কসম থেকে মুক্ত হবে; কিন্তু কোনক্রমে আমার পুত্রকে আবার সেই দেশে নিয়ে যেও না। ৯ তাতে সেই গোলাম তাঁর মালিক ইব্রাহিমের ঊরুর নিচে হাত দিয়ে সেই বিষয়ে কসম করলেন।

১০ পরে সেই গোলাম তাঁর মালিকের উটগুলোর মধ্য থেকে দশটা উট ও তাঁর মালিকের সব রকম উত্তম দ্রব্য হাতে নিয়ে প্রস্থান করলেন, অরাম-নহরয়িম দেশে, নাহোরের নগরে যাত্রা করলেন। ১১ সন্ধ্যাকালে যে সময়ে স্ত্রীলোকেরা পানি তুলতে বের হয়, সেই সময় তিনি নগরের বাইরে পানিপূর্ণ কূপের কাছে উটগুলোকে বসিয়ে রাখলেন, ১২ এবং বললেন, হে মাবুদ, আমার মালিক ইব্রাহিমের আল্লাহ্, বিনয় সহকারে বলি, আজ আমার সম্মুখে শুভফল উপস্থিত করো, আমার মালিক ইব্রাহিমের প্রতি তোমার অটল মহব্বত প্রকাশ কর। ১৩ দেখ, আমি এই পানিপূর্ণ কূপের কাছে দাঁড়িয়ে আছি এবং এই নগর-বাসীদের কন্যারা পানি তুলতে বাইরে আসছে; ১৪ অতএব যে কন্যাকে আমি বলবো, আপনার কলসী নামিয়ে আমাকে পানি পান করান, সে যদি বলে, পান করুন, আপনার উটগুলোকেও পান করাব, তবে তোমার গোলাম ইস্‌হাকের জন্য তোমার নিরূপিত কন্যা সে-ই হোক; এতে আমি জানবো যে, তুমি আমার মালিকের প্রতি অটল মহব্বত প্রকাশ করলে।

১৫ এই কথা বলতে না বলতে, দেখ, রেবেকা কলসী কাঁধে বাইরে এলেন। তিনি ইব্রাহিমের নাহোর নামক ভাইয়ের স্ত্রী মিল্কার পুত্র বথূয়েলের কন্যা। ১৬ সেই কন্যা দেখতে বড়ই সুন্দরী এবং অবিবাহিতা ও কুমারী ছিলেন। তিনি কূপে নেমে কলসী পূর্ণ করে উঠে আসছেন, ১৭ এমন সময়ে সেই গোলাম দৌড়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, আরজ করি, আপনার কলসী থেকে আমাকে কিঞ্চিৎ পানি পান করতে দিন। ১৮ তিনি বললেন, জনাব, পান করুন। এই বলে তিনি শীঘ্র কলসীটা হাতের উপরে নামিয়ে তাঁকে পান করতে দিলেন। ১৯ আর তাঁকে পান করাবার পর বললেন, যতক্ষণ আপনার উটগুলোর পানি পান সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ আমি ওদের জন্যও পানি তুলবো। ২০ পরে তিনি শীঘ্র চৌবাচ্চায় কলসীর পানি ঢেলে পুনরায় পানি তুলতে কূপের কাছে দৌড়ে গিয়ে তাঁর উটগুলোর জন্য পানি তুললেন। ২১ তাতে সেই পুরুষ তাঁর প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে, মাবুদ তাঁর যাত্রা

১৪:৩।
[২৪:৫] ইব ১১:১৫।
[২৪:৭] রোমীয় ৪:১৩; গালা ৩:১৬।
[২৪:৮] ইউসা ২:১২, ১৭, ২০; ৯:২০।
[২৪:১০] ইশা ৩০:৬; শুমারী ২৩:৭; দ্বিঃবি ২৩:৪; কাজী ৩:৮।
[২৪:১১] হিজ ২:১৫।
[২৪:১১] হিজ ২:১৬; ১শামু ৯:১১; ইউ ৪:৭।
[২৪:১২] ১বাদশাহ্ ১৮:৩৬; নহি ১:১১; আইউ ১০:১২।
[২৪:১৪] ইউসা ২:১২; জবুর ৮৬:১৭; ইশা ৩৮:৭; ইয়ার ৪৪:২৯।
[২৪:১৬] দ্বিঃবি ২২:১৫-২১।
[২৪:১৭] ১বাদশাহ্ ১৭:১০; ইউ ৪:৭।
[২৪:২২] ইশা ৩:২১; ইহি ১৬:১১-১২।
[২৪:২৩] কাজী ১৯:১৫; ২০:৪।

জন্মেছিলেন মোসোপটেমিয়ায় (দেখুন, ১১:২৬-৩১)। কিন্তু তাঁর গোলাম আসলে অতদূর পর্যন্ত না গিয়ে উত্তরে সিরিয়ার হারোণ পর্যন্ত যান (২৪:১০) যেখানে ইব্রাহিম বাস করছিলেন যখন আল্লাহ্ তাঁকে কেনান দেশে যেতে বলেছিলেন (১১:৩১, ১২:১)। ইব্রাহিমের আত্মীয় বথূয়েল এবং তার মেয়ে রেবেকা ও নহোরের পরিবারের জন্য ২২:২০-২৩ দেখুন।

২৪:১০ দশটা উট ও ... দ্রব্য হাতে নিয়ে প্রস্থান করলেন। উট যদিও বেশ ট্যাটা বা ঘাড়শক্ত এক জাতীয় প্রাণী তথাপি এ প্রাণী দিয়ে মানুষের অনেক কাজ হয়। অল্প পানি ও খাবার খেয়েও ৩৫০ কেজি ওজনের মালপত্র বয়ে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। ঐ সব উপহারের জিনিষের মধ্যে সোনার তৈরি জিনিসপত্র (২৪:২২) ও কাপড়-চোপড় (২৪:৫৩) এবং খাবার জিনিষও হয়তো ছিল।

অরাম-নহরয়িম। এর অর্থ হল অরামের দুইটি নদী– ফোরাত ও তাইগ্রীস। অরাম-নহরয়িম ছিল সেই এলাকার উত্তর দিকের অঞ্চল যাকে গ্রীকরা মেসোপটেমিয়া নাম দিয়েছিল যার অর্থ নদীগুলোর মাঝখানে।

নাহোরের নগরে। ইব্রাহিমের ভাইয়ের নাম নাহোর (দেখুন ১৫; ১১:২৬)। ১৯৩৩ সালে যে প্রাচীন শহর ইউফ্রেটিসের মারীতে খনন কার্য চালাবার সময় যে কাদা মাটির ট্যাবলেট বা লিপি পাওয়া গেছে সেখানে নাহোর নগরের নাম পাওয়া গেছে। নাহোর হারণ দেশে অবস্থিত একটি এলাকা ছিল যেটি আমোরীয় শাসনকর্তারা ১৮শত খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শাসন করতো।

২৪:১১ সন্ধ্যাকালে। মহিলারা ঐ সময়ে কুয়ো থেকে পানি নিতে আসত কারণ ঐ সময়ে পানি ঠাণ্ডা হতে শুরু করতো।

২৪:১৫ এই কথা বলতে না বলতে। আল্লাহ্ তার মুনাজাতের উত্তর দিতে শুরু করেছেন। রেবেকা ছিলেন ইব্রাহিমের ভাই নাহোরের স্ত্রী মিল্কার পুত্র বথূয়েলের কন্যা। এভাবে ইসহাক তাঁর পিতার নাতনিকে বিয়ে করেন (দেখুন, ৪৮ আয়াত)।

২৪:২২ স্বর্ণের নথ। সেকালে কানের দুলের মত নাকের নথও খুব জনপ্রিয় গহনা ছিল।

সফল করেন কি না, তা জানবার জন্য নীরব
রইলেন।
২২ উটগুলোকে পানি পান করানো হলে পর
সেই পুরুষ অর্ধেক তোলা পরিমিত স্বর্ণের নথ
এবং দশ তোলা পরিমিত দুই হাতের সোনার
বালা নিয়ে বললেন, আপনি কার কন্যা?
২৩ অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন, আপনার পিতার
বাড়িতে কি আমাদের রাত্রি যাপনের স্থান আছে?
২৪ তিনি জবাবে বললেন, আমি সেই বথূয়েলের
কন্যা, যিনি মিল্কার পুত্র, যাঁকে তিনি নাহোরের
জন্য প্রসব করেছিলেন। ২৫ তিনি আরও বললেন,
খড় ও ভুষি আমাদের কাছে যথেষ্ট আছে এবং
রাত্রি যাপনের স্থানও আছে। ২৬ তখন সেই ব্যক্তি
ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে মাবুদকে সেজ্‌দা করে
বললেন, ২৭ আমার মালিক ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌
মাবুদ ধন্য হোন, তিনি আমার মালিকের সঙ্গে
তাঁর অটল মহব্বত প্রকাশ করতে ও বিশ্বস্ততা
দেখাতে নিবৃত্ত হন নি; মাবুদ আমাকেও পথ
দেখিয়ে আমার মালিকের জ্ঞাতিদের বাড়িতে
আনলেন।
২৮ পরে সেই কন্যা দৌড়ে গিয়ে তাঁর মায়ের
বাড়ির লোকদেরকে এসব কথা জানালেন।
২৯ রেবেকার লাবন নামে এক ভাই ছিলেন; তিনি
বাইরে ঐ ব্যক্তির উদ্দেশে কূপের কাছে দৌড়ে
গেলেন। ৩০ নথ ও বোনের হাতে বালা দেখে
এবং সেই ব্যক্তি আমাকে এই এই কথা বললেন,
আপন বোন রেবেকার মুখে এই কথা শুনে, তিনি
সেই পুরুষের কাছে গেলেন, আর দেখ, তিনি
কূপের কাছে উটগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
৩১ তখন লাবন বললেন, হে মাবুদের দোয়ার
পাত্র, আসুন, কেন বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন? আমি
তো আপনাদের ঘর এবং উটগুলোর জন্যও স্থান
প্রস্তুত করেছি। ৩২ তখন ঐ ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশ
করে উটগুলোর আচ্ছাদন খুলে তিনি উটগুলোর
জন্য পোয়াল ও কলাই দিলেন এবং তাঁর ও তাঁর
সঙ্গী লোকদের পা ধোবার পানি দিলেন।
৩৩ পরে তাঁর সম্মুখে খাদ্যদ্রব্য রাখা হল, কিন্তু
তিনি বললেন, আমার কথা না বলে আমি আহার
করবো না। লাবন বললেন, বলুন।

[২৪:২৫] কাজী ১৯:১৯।
[২৪:২৬] হিজ ৪:৩১; ১২:২৭; ১খান্দান ২৯:২০; ২খান্দান ২০:১৮।
[২৪:২৭] হিজ ১৮:১০; রূত ৪:১৪; ১শামু ২৫:৩২; ২শামু ১৮:২৮; ১বাদশাহ্‌ ১:৪৮; ৮:৫৬; জবুর ২৮:৬; ৪১:১৩; ৬৮:১৯; ১০৬:৪৮; লূক ১:৬৮।
[২৪:৩০] ইহি ২৩:৪২।
[২৪:৩১] জবুর ১১৫:১৫।
[২৪:৪৩] মেসাল ৩০:১৯; ইশা ৭:১৪।
[২৪:৪৫] ১শামু ১:১৩; ১৭; ইউ ৪:৭।
[২৪:৪৭] ১০; ইশা ৩:১৯; ইহি ১৬:১১-১২।

৩৪ তখন তিনি বলতে লাগলেন, আমি ইব্রাহিমের
গোলাম; ৩৫ মাবুদ আমার মালিককে অনেক
দোয়া করেছেন, এতে তিনি ধনবান হয়েছেন
এবং মাবুদ তাঁকে ছাগল-ভেড়া ও গরুর পাল
এবং রূপা ও সোনা, গোলাম ও বাঁদী, উট ও
গাধা দিয়েছেন। ৩৬ আমার মালিকের স্ত্রী সারা
বৃদ্ধকালে তাঁর জন্য একটি পুত্র প্রসব করেছেন,
তাঁকেই তিনি তাঁর সর্বস্ব দিয়েছেন। ৩৭ আমার
মালিক আমাকে কসম করিয়ে বললেন, আমি
যাদের দেশে বাস করছি, তুমি আমার পুত্রের
জন্য সেই কেনানীয়দের কোন কন্যা এনো না;
৩৮ কিন্তু আমার পিতৃকুলের ও আমার গোষ্ঠীর
কাছে গিয়ে আমার পুত্রের জন্য কন্যা এনো।
৩৯ তখন আমি মালিককে বললাম, কি জানি,
কোন কন্যা আমার সঙ্গে আসবে কিনা। ৪০ তিনি
বললেন, আমি যাঁর সাক্ষাতে গমনাগমন করি,
সেই মাবুদ তোমার সঙ্গে তাঁর ফেরেশতা পাঠিয়ে
তোমার যাত্রা সফল করবেন। তুমি আমার গোষ্ঠী
ও আমার পিতৃকুল থেকে আমার পুত্রের জন্য
কন্যা আনবে। ৪১ তা করলে এই কসম থেকে
মুক্ত হবে; আমার গোষ্ঠীর কাছে গেলে যদি তারা
কন্যা না দেয়, তবে তুমি এই কসম থেকে মুক্ত
হবে।
৪২ আর আজ আমি ঐ কূপের কাছে উপস্থিত
হয়ে বললাম, হে মাবুদ, আমার মালিক
ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌, তুমি যদি আমার এই যাত্রা
সফল করো, ৪৩ তবে দেখ, আমি এই পানিপূর্ণ
কূপের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, অতএব পানি তুলব-
ার জন্য আগত যে কন্যাকে আমি বলবো,
আপনার কলসী থেকে আমাকে কিঞ্চিৎ পানি
পান করতে দেন, ৪৪ তিনি যদি বলেন, আপনিও
পান করুন এবং আপনার উটগুলোর জন্যও
আমি পানি তুলে দেব; তবে তিনি সেই কন্যা
হোন, যাঁকে মাবুদ আমার মালিকের পুত্রের জন্য
মনোনীত করেছেন।
৪৫ এই কথা আমি মনে মনে বলতে না বলতে,
দেখ, রেবেকা কলসী কাঁধে বাইরে এলেন; পরে
তিনি কূপে নেমে পানি তুললে আমি বললাম,
আরজ করি, আমাকে পানি পান করান।

২৪:২৯-৩০ লাবন। লাবন ছিল রেবেকার ভাই। তাঁর মেয়ে লেয়া ও রাহেলা পরবর্তীকালে ইস্‌হাকের ছেলে ইয়াকুবকে বিয়ে করেন (২৯-৩১ অধ্যায়)।

২৪:৩১-৩৩। কেন বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন? ... তাঁর সম্মুখে খাদ্যদ্রব্য রাখা হল। ইব্রাহিমের অতিথি সেবার সঙ্গে লাবনের সেবার তুলনা করুন (১৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)। প্রাচীন কালে ঐসব দেশে অতিথি সেবার রীতি ছিল যে, যদি কোন লোক তার বাড়িতে কোন পথিক বা অথিতিরূপে আসে তাহলে তার সমস্ত যত্ন এবং তার সকল নিরাপত্তার বিষয়ে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। কোন পথিককে যদি অতিথিরূপে বাড়িতে আশ্রয় না দিত তাহলে ঐ নতুন স্থানে বা ঐ সমাজে তার কোন স্থানই থাকত না। একবার কোন পথিককে বা অতিথিকে যদি তারা ঘরে আশ্রয় দিত তাহলে তাদের কাছ থেকে সব রকমের শ্রদ্ধা ও অতিথির সম্মান, যথা সবচেয়ে ভাল খাবার, ইত্যাদি তারা আশা করতো। এ অবস্থার হেরফের হলে তা হতো ঐ গৃহকর্তা, তার পরিবার ও এমনকি তার সমাজের জন্য লজ্জার ব্যাপার। আর তার সমাজ যদি ঐ অতিথির কোন অবহেলা বা অপমানজনক কিছু করতো তাহলে তা হতো ঐ গৃহকর্তার বিরুদ্ধে বড় ধরনের অপরাধ (দেখুন ১৮:১-১৫; ১৯:১-১১)।

২৪:৪০ আমি যাঁর সাক্ষাতে গমনাগমন করি। দেখুন, ৫:২২; ৬:৮-৯; ১৭:১ এর নোট।

তাঁর ফেরেশতা। ২৪:৭, ও ৩২:১ আয়াতের নোট দেখুন।

ইসমাইল

ইসমাইল ছিলেন হযরত ইব্রাহিমের উপস্ত্রী হাজেরার গর্ভে জন্ম নেওয়া প্রথম সন্তান (পয়দা ১৬:১৫; ১৭:২৩)। ইব্রাহিম কেনান দেশে চলে আসার এগারো বছর পর যখন তার বয়স ছিয়াশি বছর, তখন মম্রি এলাকায় ইসমাইলের জন্ম হয় (পয়দা ১৬:৩; ২১:৫)। তের বছর বয়সে তাকে খৎনা করানো হয়। সে প্রকৃতপক্ষে একজন মরুভূমির সন্তান হিসাবে বড় হয়ে ওঠে। ইসহাকের মায়ের দুধ খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য যে অনুষ্ঠান হয় সেই সময়ে ইসমাইল ইসহাকের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করেন এবং ইসহাকের মা সারা এই বিষয় জানতে পারলে তার স্বামী ইব্রাহিমকে বলেন, "ছেলে সুদ্ধ ঐ বাঁদীকে বের করে দাও, কারণ ঐ ছেলে আমার ইসহাকের সঙ্গে বিষয়-সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারবে না," (পয়দা ২১:৯,১০)। এক বেহেশতী প্রভাবের নির্দেশনায় ইব্রাহিম সামান্য কিছু খাবার ও একটি চামড়ার থলিতে পানি ছাড়া অন্য কোন কিছু না দিয়েই হাজেরা ও পুত্র ইসমাইলকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এরপর ইসমাইল ও তার মা হাজেরা সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা বনি-ইসরাইলদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাসে অত্যন্ত চমৎকার ও বেশ মর্মস্পর্শী এক ঘটনা (পয়দা ২১:১৪-২১)। পরে ইসমাইল কেনান ও সিনাই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পারণ নামের মরুভূমি এলাকায় বসবাস করতে লাগলেন। আল্লাহ্ তার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন ও তিনি একজন নামকরা তীরন্দাজ হয়ে উঠেন (পয়দা ২১:৯-২১)। তিনি ক্রমশ একসময় ঐ মরু-এলাকার লোকদের প্রধান হলেন, কিন্তু তার সম্পর্কে আর তেমন ইতিহাস জানা যায় না। তার বয়স যখন প্রায় নব্বই বছর তখন তার পিতা ইব্রাহিম ইন্তেকাল করেন আর তার পিতাকে দাফন করার অনুষ্ঠানের সুবাদে আমরা অল্প সময়ের জন্য আবার তাকে দেখতে পাই। দীর্ঘকাল পৃথক অবস্থায় থাকার পর আবার দুই ভাইকে এক সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। এই সময়ে ইসহাক তাঁর বাড়ির শত শত গোলামদের নিয়ে এলেন তাঁর পিতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। আর ইসমাইল তার নেতৃত্বের অধীন একদল সৈন্যবাহিনী ও একদল সঙ্গী নিয়ে মরুভূমির একজন যুবরাজের মত হিট্টীয় সোহরের পুত্র ইফ্রোণের জমিতে মকপেলার পাহাড়ের গুহার কাছে এসে জড়ো হন যেন তার আল্লাহ্‌ভক্ত পিতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারেন (পয়দা ২৫:৯)। তিনি ১৩৭ বছর বয়সে মারা যান, কিন্তু ঠিক কখন কোথায় ও কিভাবে মারা যান তা জানা যায় নি (পয়দা ২৫:১৭)। ইসমাইলের বারোজন পুত্র ছিল, যারা ইসমাইলীয় নামে পরিচিত হয়ে অনেক আরবীয় গোষ্ঠী অথবা বংশের সৃষ্টি করে এবং উত্তর আরবীয় প্রশস্ত মরুভূমি অঞ্চল থেকে শুরু করে লোহিত সাগর হয়ে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত সুবিশাল এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে (পয়দা ৩৭:২৫,২৭,২৮; ৩৯:১)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ইব্রাহিমের পুত্র হিসাবে তিনিই তার পিতার সঙ্গে আল্লাহ্‌র নিয়মের চিহ্ন হিসাবে দেহে খৎনার চিহ্ন বহন করেন।
- তিনি তীরন্দাজ ও শিকারী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।
- ১২ জন পুত্রের পিতা যারা একটি যুদ্ধবাজ বংশ হিসাবে আরব এলাকায় বাস করেন।

তাঁর জীবনের দুর্বলতা ও ভুল:

- তিনি তার সৎভাই ইসহাকের মর্জাদা দিতে সমর্থ হন নি বলে তাঁর সঙ্গে তামশা করেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- লোকদের ভুলের মধ্যেও আল্লাহ্ তাঁর পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যান।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** কেনান ও পারণ নামের মরুভূমি এলাকায় বাস করেন।
- **কাজ:** একজন শিকারী, তীরন্দাজ ও যোদ্ধা।
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: ইব্রাহিম; মাতা: হাজেরা; সৎভাই: ইসহাক; ছেলে: ১২ জন।

মূল আয়াত: "তখন আল্লাহ্ বালকটির কান্নার আওয়াজ শুনলেন; আর আল্লাহ্‌র ফেরেশতা আকাশ থেকে ডেকে হাজেরাকে বললেন, হাজেরা, তোমার কি হল? ভয় করো না, বালকটি যেখানে আছে, আল্লাহ্ সেই স্থান থেকে ওর কান্নার আওয়াজ শুনলেন; তুমি উঠে বালকটিকে তুলে নেও; কারণ আমি ওকে একটি মহাজাতি করবো" (পয়দা ২১:১৭, ১৮)।

পয়দা ১৬-১৭ অধ্যায়; ২৫:১২-১৮; ২৮:৮,৯; ৩৬:১-৩ আয়াতে ইসমাইলের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ১ খান্দান ১:২৮-৩১; রোমীয় ৯:৭-৯; গালাতীয় ৪:২১-৩১ আয়াতে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৬ তখন তিনি শীঘ্র কাঁধ থেকে কলসী নামিয়ে
বললেন, পান করুন, আমি আপনার
উটগুলোকেও পান করাবো। তখন আমি পান
করলাম; আর তিনি উটগুলোকেও পান করালেন।
৪৭ পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কার
কন্যা? তিনি বললেন, আমি বথূয়েলের কন্যা,
তিনি নাহোরের পুত্র, যাঁকে মিল্কা তাঁর জন্য প্রসব
করেছিলেন। তখন আমি তাঁর নাকে নথ ও হাতে
বালা পরিয়ে দিলাম। ৪৮ আর মস্তক নত করে
মাবুদের উদ্দেশ্যে সেজ্‌দা করলাম এবং যিনি
আমার মালিকের পুত্রের জন্য তাঁর ভাইয়ের
কন্যাকে গ্রহণ করার জন্য আমাকে সঠিক পথে
আনলেন, আমার মালিক ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌ সেই
মাবুদের প্রশংসা করলাম। ৪৯ অতএব আপনারা
যদি এখন আমার মালিকের সঙ্গে দয়া ও সত্য
ব্যবহার করতে সম্মত হন, তা বলুন; আর যদি
না হন, তাও বলুন; তাতে আমি অন্য কোথাও
চেষ্টা করতে পারবো।
৫০ তখন লাবন ও বথূয়েল জবাবে বললেন,
মাবুদ থেকে এই ঘটনা হল, আমরা ভাল-মন্দ
কিছুই বলতে পারি না। ৫১ ঐ দেখুন, রেবেকা
আপনার সামনেই আছে; ওকে নিয়ে প্রস্থান
করুন; এই আপনার মালিকের পুত্রের স্ত্রী হোক,
যেমন মাবুদ বলেছেন।
৫২ তাঁদের কথা শুনে ইব্রাহিমের গোলাম
মাবুদের উদ্দেশে ভূমিতে সেজ্‌দা করলেন।
৫৩ পরে সেই গোলাম রূপার ও সোনার অলংকার
ও কাপড় বের করে রেবেকাকে দিলেন এবং তাঁর
ভাই ও মাকে বহুমূল্য দ্রব্য দিলেন। ৫৪ আর তিনি
ও তাঁর সঙ্গীরা ভোজন পান করে সেখানে
রাত্রিবাস করলেন; পরে তাঁরা প্রাতঃকালে উঠলে
তিনি বললেন, আমার মালিকের কাছে যেতে
আমাকে বিদায় দিন। ৫৫ তাতে রেবেকার ভাই ও
মা বললেন, কন্যাটি আমাদের কাছে কিছুদিন
থাকুক, কমপক্ষে দশ দিন থাকুক, পরে যাবে।
৫৬ কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, আমাকে বিলম্ব
করাবেন না, কেননা মাবুদ আমার যাত্রা সফল
করলেন; আমাকে বিদায় দিন; আমি নিজের
মালিকের কাছে যাই। ৫৭ তাতে তাঁরা বললেন,
আমরা কন্যাকে ডেকে তার সাক্ষাতেই জিজ্ঞাসা
করি। ৫৮ পরে তাঁরা রেবেকাকে ডেকে বললেন,
তুমি কি এই ব্যক্তির সঙ্গে যাবে? তিনি বললেন,
যাব। ৫৯ তখন তাঁরা তাঁদের বোন রেবেকা ও
তাঁর ধাত্রীকে এবং ইব্রাহিমের গোলামকে ও তাঁর
লোকদেরকে বিদায় দিলেন। ৬০ আর রেবেকাকে
দোয়া করে বললেন,

তুমি আমাদের বোন,
হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ
সন্তানের মা হও;
তোমার বংশ তার দুশমনদের
নগর অধিকার করুক।

৬১ পরে রেবেকা ও তাঁর বাঁদীরা উঠলেন এবং
উটে চড়ে সেই মানুষটির সঙ্গে যাত্রা করলেন।
এভাবে সেই গোলাম রেবেকাকে নিয়ে প্রস্থান
করলেন।
৬২ আর ইস্‌হাক বের্‌-লহয়্‌-রোয়ী নামক স্থানে
গিয়ে ফিরে এসেছিলেন, কেননা তিনি দক্ষিণ
দেশে বাস করছিলেন। ৬৩ ইস্‌হাক সন্ধ্যাকালে
ধ্যান করতে মাঠে গিয়েছিলেন, পরে চোখ তুলে
চাইলেন, আর দেখ, কতগুলো উট আসছে।
৬৪ রেবেকা চোখ তুলে যখন ইস্‌হাককে দেখলেন
তখন উট থেকে নামলেন এবং সেই গোলামকে
জিজ্ঞাসা করলেন, ৬৫ আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ
করতে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে আসছেন, উনি কে?
গোলাম বললেন, উনি আমার মালিক। তখন
রেবেকা চাদর নিয়ে নিজেকে আচ্ছাদন করলেন।
৬৬ পরে সেই গোলাম যা যা করে এসেছেন সেই
সব কাজের বিবরণ ইস্‌হাককে দিলেন। ৬৭ তখন
ইস্‌হাক রেবেকাকে গ্রহণ করে তাঁর মা সারার
তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বিয়ে করলেন এবং
তাঁকে মহব্বত করলেন। তাতে ইস্‌হাক
মাতৃবিয়োগের শোক থেকে সান্ত্বনা পেলেন।

হযরত ইব্রাহিমের আরও বংশধর

[২৪:৫০] জবুর ১১৮:২৩।
[২৪:৫৩] হিজ ৩:২২; ১২:৩৫; ২বাদশাহ্‌ ৫:৫।
[২৪:৫৫] কাজী ১৯:৪।
[২৪:৫৭] কাজী ১৯:৩।
[২৪:৫৮] রূত ১:১৬।
[২৪:৬০] ইউসা ২২:৬; জবুর ১২৭:৫; মেসাল ২৭:১১।
[২৪:৬৩] ইউসা ১:৮; জবুর ১:২; ৭৭:১২; ১১৯:১৫, ২৭, ৪৮, ৯৭,১৪৮; ১৪৩:৫; ১৪৫:৫;
[২৪:৬৪] ১শামু ৩০:১৭।
[২৪:৬৫] সোলায় ১:৭; ৪:১, ৩; ৬:৭; ইশা ৪৭:২।
[২৪:৬৭] কাজী ১৬:৪।
[২৫:২] ইয়ার ২৫:২৫; হিজ ২:১৫; শুমারী ২২:৪; ২৫:৬, ১৮; ৩১:২; ইউসা ১৩:২১; কাজী ৬:১, ৩; ৭:১; ৮:১, ২২, ২৪; ৯:১৭; ১বাদশাহ্‌ ১১:১৮; জবুর ৮৩:৯; ইশা ৯:৪; ১০:২৬; ৬০:৬; হবক ৩:৭; আইউ ২:১১; ৮:১।
[২৫:৪] ইশা ৬০:৬।
[২৫:৬] কাজী ৬:৩, ৩৩; ১বাদশাহ্‌

২৪:৪৮ আমার মালিক ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌। ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:৫০ মাবুদ থেকে এই ঘটনা হল। ইস্‌হাকের জন্য স্ত্রী খোঁজার ঘটনায় আল্লাহ্‌ই যে সব কিছুতে পরিচালনা দিচ্ছেন তা বেশ কয়েকবারই বলা হয়েছে (২৪:২১, ২৬,২৭,৪৮,৫৬)।

২৪:৫৩ যে দামী উপহার রেবেকাকে ও তার পরিবারকে দেওয়া হয়েছে তা নির্দেশ করে যে পরিবার থেকে তার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে সেই পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা– যে অবস্থা তার পরিবারের চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ।

২৪:৫৯ ধাত্রীকে। এই ধাইমার নাম হয়তো দবোরা, যিনি রেবেকাকে তাঁর জন্মের পর থেকেই লালন-পালন করেছেন (৩৫:৮)।

২৪:৬৫ চাদর নিয়ে নিজেকে আচ্ছাদন করলেন। মা সারার তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বিয়ে করলেন যেহেতু কনের চাদর দিয়ে মুখমণ্ডল ঢাকা ছিল বিবাহের অনুষ্ঠানের একটা রীতি, তাই ঐ কাজ করে রেবেকা দেখান যে সে ইস্‌হাককে বিয়ে করতে রাজী। ইস্‌হাকের সঙ্গে রেবেকার সারার তাঁবুতে গেলে পরে তাদের বিয়ে হয়। আর রিবিকা এভাবে ঐ বংশের প্রধান স্ত্রীলোকে পরিণত হন।

২৫:১-৪ কটূরা ... ইল্‌দায়া। সারার মারা যাওয়ার পরে যদি কটূরার সাথে ইব্রাহিমের বিয়ে হয়ে থাকে তাহলে ঐ সময়ে ইব্রাহিমের বয়স হবে ১৪০ বৎসরের কাছাকাছি। ইব্রাহিম ও কটূরার ছেলেমেয়েরা ছিল যাযাবর জাতি মিদিয়োনীয়দের মত কতগুলো আরবীয় জাতির পূর্বপুরুষ। মূসার শ্বশুর যিথ্রো ছিলেন একজন মিদিয়োনীয় ইমাম (হিজ ২:১৫–২২)।

২৫:৫ ইব্রাহিম ইস্‌হাককে নিজের সর্বস্ব দিলেন। প্রাচীন কালের

BACIB
International Bible
CHURCH

২৫ [১] ইব্রাহিম কটুরা নাম্নী আর একটি
রমণীকে বিয়ে করেন। [২] তিনি তাঁর
জন্য সিম্রণ, যক্‌ষণ, মদান, মাদিয়ান, যিশ্‌বক ও
শূহ নামে এই সকল সন্তান প্রসব করলেন।
[৩] যক্‌ষণ থেকে সাবা ও দদান জন্মে। আশেরিয়া,
লটুশীয় ও লিয়ূম্মীয় লোকেরা দদানের সন্তান।
[৪] মাদিয়ানের সন্তান ঐফা, এফর, হনোক, অবীদ
ও ইল্‌দায়া; এসব কটূরার সন্তান। [৫] আর
ইব্রাহিম ইস্‌হাককে নিজের সর্বস্ব দিলেন। [৬] কিন্তু
তাঁর উপপত্নীদের সন্তানদেরকে ইব্রাহিম ভিন্ন ভিন্ন
দান দিয়ে তাঁর জীবন কালেই তাঁর পুত্র
ইস্‌হাকের কাছ থেকে তাদেরকে পূর্ব দিকে,
পূর্বদেশে প্রেরণ করলেন।

হযরত ইব্রাহিমের ইন্তেকাল ও দাফন

[৭] ইব্রাহিম মোট একশত পঁচাত্তর বছর জীবিত
ছিলেন। [৮] পরে ইব্রাহিম বৃদ্ধ ও পূর্ণ আয়ু লাভ
করে শুভ বৃদ্ধাবস্থায় প্রাণত্যাগ করে আপন
লোকদের কাছে গৃহীত হলেন। [৯] আর তাঁর পুত্র
ইস্‌হাক ও ইসমাইল মম্রির সম্মুখে হেতীয়
সোহরের পুত্র ইফ্রোণের ক্ষেতের মক্‌পেলা
গুহাতে তাঁকে দাফন করলেন। [১০] ইব্রাহিম
হেতের সন্তানদের কাছ থেকে সেই ক্ষেত ক্রয়
করেছিলেন। সেই স্থানে ইব্রাহিম ও তাঁর স্ত্রী
সারাকে দাফন করা হয়। [১১] ইব্রাহিমের
ইন্তেকালের পর আল্লাহ্‌ তাঁর পুত্র ইস্‌হাককে
দোয়া করলেন এবং ইস্‌হাক বের্‌-লহয়্‌-রোয়ীর
কাছে বাস করলেন।

হযরত ইসমাইলের বংশ-তালিকা

৪:৩০; আইউ ১:৩; ইহি ২৫:৪। [২৫:৭] আইউ ৪২:১৬; [২৫:৮] শুমারী ২০:২৪। [২৫:১৩] জবুর ১২০:৫; সোলায় ১:৫; ইশা ২১:১৬; ৪২:১১; ৬০:৭। [২৫:১৪] ইউসা ১৫:৫২; ইশা ২১:১১; ওব ১:১। [২৫:১৫] আইউ ৬:১৯; ইশা ২১:১৪; ইয়ার ২৫:২৩। [২৫:১৬] জবুর ৮৩:৬। [২৫:২০] দ্বি:বি ২৬:৫। [২৫:২১] ২খান্দান ৩৩:১৩; উজা ৮:২৩; জবুর ১২৭:৩। [২৫:২২] হিজ ১৮:১৫; ২৮:৩০; ৩৩:৭; কাজী ১৮:৫; ১শামু ৯:৯। [২৫:২৩] রোমীয় ৯:১১-১২। [২৫:২৪] লূক ১:৫৭; ২:৬। [২৫:২৫] ১শামু ১৬:১২।

[১২] এই হল ইব্রাহিমের পুত্র ইসমাইলের বংশ-
বৃত্তান্ত: সারার বাঁদী মিসরীয়া হাজেরা ইব্রাহিমের
জন্য তাঁকে প্রসব করেছিল। [১৩] নিজ নিজ নাম ও
গোষ্ঠী অনুসারে ইসমাইলের সন্তানদের নাম
হচ্ছে– ইসমাইলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবায়োৎ, পরে
কায়দার, অদ্‌বেল, মিব্‌সম, [১৪] মিশ্‌ম, দুমা,
মসা, [১৫] হদদ, তেমা, যিটূর, নাফীশ ও কেদমা।
[১৬] এরা সবাই ইসমাইলের সন্তান; আর তাঁদের
গ্রাম ও তাঁবুপল্লী অনুসারে তাঁদের এই এই নাম;
তাঁরা নিজ নিজ জাতি অনুসারে বারো জন
গোষ্ঠীপতি ছিলেন। [১৭] ইসমাইলের জীবনকাল
একশত সাঁইত্রিশ বছর ছিল; মৃত্যুর পর তিনি
আপন লোকদের কাছে সংগৃহীত হলেন। [১৮] আর
তাঁর সন্তানেরা হবীলা থেকে আসিরিয়ার দিকে
মিসরের সম্মুখস্থ শূর পর্যন্ত বসতি করলো; তিনি
তাঁর সকল ভাইয়ের সম্মুখে বসতিস্থান পেলেন।

ইস্‌ ও হযরত ইয়াকুবের জন্ম

[১৯] ইব্রাহিমের পুত্র ইস্‌হাকের বংশ-বৃত্তান্ত হচ্ছে–
ইব্রাহিম ইস্‌হাককে জন্ম দিয়েছিলেন। [২০] চল্লিশ
বছর বয়সে ইস্‌হাক অরামীয় বথূয়েলের কন্যা
অরামীয় লাবনের বোন রেবেকাকে পদ্দন্‌-অরাম
থেকে আনিয়ে বিয়ে করেন। [২১] ইস্‌হাকের স্ত্রী
বন্ধ্যা হওয়াতে তিনি তাঁর জন্য মাবুদের কাছে
মুনাজাত করলেন। তাতে মাবুদ তাঁর মুনাজাত
শুনলেন, তাঁর স্ত্রী রেবেকা গর্ভবতী হলেন।
[২২] পরে তাঁর গর্ভের মধ্যে শিশুরা জড়াজড়ি শুরু
করলে, তিনি বললেন, যদি এই রকম হয় তবে
আমি কেন বেঁচে আছি? আর তিনি মাবুদের

নিয়ম ছিল, বড় ছেলে পিতার সম্পত্তি থেকে অন্য ছেলেদের চেয়ে বেশি অংশ পাবে। মূসার শরীয়তে আছে যে, মারা গেলে সে অন্যদের চেয়ে কমপক্ষে দুইগুণ বেশি সম্পত্তি পাবে (দ্বি: বি: ২১:১৫-১৭)। ইস্‌হাকের জন্মের আগে হাজেরার গর্ভে ইসমাইলের জন্ম হয় বলে এক বিচারে তিনিই ইব্রাহিমের প্রথম ছেলে। ইব্রাহিম ইসমাইলকে ও অন্যান্যদেরকে সম্পত্তির অংশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার ফল যে ইসহাক (১৮:১-১৫), তাঁকে তিনি বেশির ভাগ সম্পদ দান করেছিলেন।

২৫:৬ উপপত্নীদের। দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদার স্ত্রীগণ, প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের একটি সাধারণ সংস্কৃতিগত ভাবধারা। প্রাচীন কালে এমন কি আল্লাহ্‌ভক্ত লোকেরাও বহুগামিতা অনুসারে জীবন-যাপন করতো যদিও এই ধরনের বিয়ে আল্লাহ্‌র মূল পরিকল্পনায় ছিল না (দেখুন ২:২৪; ৪:১৯)।

২৫:৮ বৃদ্ধ ও পূর্ণ আয়ু লাভ করে শুভ বৃদ্ধাবস্থায় প্রাণত্যাগ। আল্লাহ্‌ যেমন ইব্রাহিমের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (দেখুন, ১৫:১৫) সেই ভাবেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। যে বাক্যটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেই একই রকম বাক্য হযরত আইউবের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে (দেখুন, আইউব ৪২:১৭)।

২৫:৯-১১ মম্রির সম্মুখে ... বের্‌-লহয়্‌-রোয়ীর কাছে। ২৩:৯ আয়াতের নোট দেখুন। ১৬:১৪ ও দেখুন।

২৫:১৩-১৬ এরা সবাই ইসমাইলের সন্তান। এই তালিকায় অনেক নামই আরবীয় নাম। আরবীয়রা ইসমাইলকে তাদের পূর্বপুরুষ হিসাবে জানে। ইসরাইল জাতির লোকেরা যেমন বারো বংশে বিভক্ত ছিল (পয়দা ৪৯:১-২৮, ইউসা ১৩:১৪-১৯:৫১) তেমনি ভাবে ইসমাইলের ছেলেরাও ছিল বারো বংশের পূর্বপুরুষ (যেমন ১৭:২০ আয়াতে এ বলা হয়েছে)।

২৫:১৭-১৮ হবীলা ... শূর। হবীলা (যার মানে বালুর দেশ) ঠিক কোথায় ছিল, তা জানা যায় নি (পয়দা ২:১১-১২; ১ শামু ১৫:৭)। এ জায়গাটা হয় দক্ষিণের মরু এলাকায় বা আরো দক্ষিণে সীনয় অঞ্চলে হতে পারে। শূর কোথায় তাও জানা যায় না, যদিও মনে করা হয় যে, এর দ্বারা আসিরিয়াকে বুঝানো হয়েছে।

২৫:২০ পদ্দন–অরাম। অর্থাৎ অরামের সমভূমি। ২৪:১০ আয়াতের নোট দেখুন (উত্তর সিরিয়া)।

২৫:২১ ইস্‌হাকের স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়াতে। সারাও বন্ধ্যা ছিলেন। একইভাবে রেবেকাও ২০ বছর ধরে বন্ধ্যা ছিলেন (দেখুন, ২০, ২৬)। হযরত ইব্রাহিমের মতই ইসহাকের বংশধর ছিল আল্লাহ্‌র বিশেষ প্রতিজ্ঞার ফল যেন আল্লাহ্‌র নিয়মের প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।

২৫:২৩ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের গোলাম হবে। প্রচীন কালের রীতি অনুসারে ছোট ছেলেদের স্থান থাকত বড় ছেলের নিচে বা পরে। এখানে আল্লাহ্‌ রিবিকাকে বলে দিচ্ছেন যে, তাঁর ছেলেদের ব্যাপারটা হবে উল্টো। আল্লাহ্‌ অনেক সময় মানুষের চিন্তা ও রীতিনীতির উল্টো কাজ করেন (দেখুন, রোমীয় ৯:১১-১২)।

কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলেন। ২৩ তখন মাবুদ
তাঁকে বললেন,
তোমার জঠরে দু'টি জাতি আছে,
ও তোমার উদর থেকে দু'টি বংশ
পৃথক হবে;
এক বংশ অন্য বংশের চেয়ে বলবান
হবে,
ও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের গোলাম হবে।
২৪ পরে প্রসবকাল সম্পূর্ণ হল, আর দেখ, তাঁর
গর্ভে যমজ পুত্র। ২৫ যে প্রথমে ভূমিষ্ঠ হল, সে
লাল রংয়ের এবং তার সর্বাঙ্গ লোমশ কাপড়ের
মত ছিল। তার নাম ইস্ (লোমশ) রাখা হল।
২৬ পরে তার ভাই ভূমিষ্ঠ হল। তার হাত ইসের
পায়ের গোড়ালি ধরেছিল, আর তার নাম ইয়াকুব
(গোড়ালি-ধরা) হল; ইস্‌হাকের ষাট বছর বয়সে
এই যমজ পুত্র হল।
২৭ পরে সেই বালকেরা বড় হলে ইস্ নিপুণ
শিকারী হলেন ও মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন;
কিন্তু ইয়াকুব ছিলেন শান্ত, তিনি তাঁবুতে বাস
করতেন। ২৮ শিকার করে আনা হরিণের গোশ্‌ত

[২৫:২৬] হোশেয় ১২:৩। [২৫:২৯] ২বাদশাহ্ ৪:৩৮-৪০। [২৫:৩০] দ্বি:বি ২৩:৭; জবুর ১৩৭:৭; ইয়ার ২৫:২১; ৪০:১১; ৪৯:৭। [২৫:৩১] দ্বি:বি ২১:১৬-১৭; ১খান্দান ৫:১-২। [২৫:৩৩] ইব ১২:১৬। [২৬:১] দ্বি:বি ৩২:২৪। [২৬:১] কাজী ১০:৬। [২৬:৩] শুমারী ২৩:২১; দ্বি:বি ৩১:২৩; ইউসা ১:৫; ইশা ৪৩:২; ইয়ার ১:৮, ১৯; হগয় ১:১৩।

খেতে পছন্দ করতেন বলে ইস্‌হাক ইস্‌কে
ভালবাসতেন কিন্তু রেবেকা ইয়াকুবকে
ভালবাসতেন।

ইসের জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি

২৯ একদিন ইয়াকুব ডাল রান্না করেছেন, এমন
সময়ে ইস্ ক্লান্ত হয়ে মরুপ্রান্তর থেকে এসে
ইয়াকুবকে বললেন, আমি ক্লান্ত, ৩০ আরজ করি,
ঐ লাল, ঐ লাল দিয়ে আমার উদর পূর্ণ করো।
এজন্য তাঁর নাম ইদোম (লাল) খ্যাত হল।
৩১ তখন ইয়াকুব বললেন, আজ তোমার
জ্যেষ্ঠাধিকার আমার কাছ বিক্রি করো। ৩২ ইস্
বললেন, দেখ, আমি মৃতপ্রায়, জ্যেষ্ঠাধিকারে
আমার কি লাভ? ৩৩ ইয়াকুব বললেন, তুমি আজ
আমার কাছে কসম খাও। তাতে তিনি তাঁর
কাছে কসম খেলেন। এভাবে তিনি তাঁর
জ্যেষ্ঠাধিকার ইয়াকুবের কাছে বিক্রি করলেন।
৩৪ আর ইয়াকুব ইস্‌কে রুটি ও মসুড়ের রান্না
করা ডাল দিলেন এবং তিনি ভোজন পান
করলেন, পরে উঠে চলে গেলেন। এভাবে ইস্
তাঁর জ্যেষ্ঠাধিকার তুচ্ছ করলেন।

২৫:২৫-২৬ ইস্ ... ইয়াকুব। 'ইসের' হিব্রু শব্দের অর্থ হল 'লোমশ' এবং তা ইবরানী শব্দ লোমশের মত শুনায়; আর 'ইয়াকুব; এর হিব্রু শব্দের অর্থ 'গোড়ালি' বা 'গোড়ালি-ধরা'র হিব্রু শব্দের মত শুনায় (ইবরানী ১২:৩ ও দেখুন)।

২৫:২৯-৩৪ জ্যেষ্ঠাধিকার। প্রাচীন কালে ইসরাইল জাতি ও নিকট প্রাচ্যের অন্যান্য সমাজে প্রত্যেক পরিবারে প্রথম পুত্র-সন্তানকে বিশেষ অধিকার দিত। একে বলা হতো "জ্যেষ্ঠাধিকার" বা জন্মসূত্রে পাওয়া বড় ছেলের বিশেষ অধিকার। এই অধিকারে অংশরূপে পিতার মৃত্যুর পরে পারিবারিক সম্পত্তিতে ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বড় ছেলের বিশেষ অধিকার থাকত (দ্বি: বি: ২১:১৫-১৭)। তবে এই অধিকার একজন থেকে অন্য একজনকে দিয়ে দেয়াও যেত; যেমন ইসহাকের প্রথম ছেলে ইসের জ্যেষ্ঠাধিকার তাঁর ছোট ভাই ইয়াকুবের কাছে তিনি বিক্রি করে দিয়েছিলেন (পয়দা ২৫:২৯-৩৪)। পরবর্তীকালে জাতির বার বংশের নাম রাখা হয়েছিল ইয়াকুবের নতুন নাম ইসরাইল অনুসারে যে নাম তাকে পরে দেয়া হয়েছিল (পয়দা ৩২:২২-২৪)। ইয়াকুবের বড় ছেলে রূবেণ তার পিতার এক স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করার অপরাধের কারণে সে তার বংশের নেতা থাকার অধিকার হারিয়ে ফেলে (পয়দা ৪৯:৪)। ইসরাইল জাতির ইতিহাসে বাদশাহ্‌দের আমলে কোন বাদশাহ্ মারা গেলে তাঁর পদে তাঁর প্রথম ছেলে বাদশাহ্ হতেন (২ খান্দন ২১:৩; জবুর ৮৯:২৭)। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে আবার জোষ্ঠাধিকার ভুলে যাওয়া হতো বা তাকে উপেক্ষা করা হতো। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্তটি হচ্ছে যিশয়ের আট জন ছেলের মধ্যে সব চেয়ে ছোট ছেলে দাউদকে ইসরাইলের বাদশাহ্ রূপে মাবুদের মনোনীত করা (১ শামু ১৬:১-১৩)। আল্লাহ্ গোটা ইসরাইল জাতিকেই এক বিশেষ অর্থে তাঁর প্রথমজাত সন্তানরূপে তার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। পাক-কিতাবে দেখানো হয়েছে যে তিনি ইসরাইল জাতির সঙ্গে তাঁর ঐ বিশেষ সম্পর্কের জন্য খুশী ছিলেন। আল্লাহ্ তাদেরকে বিশেষ অধিকার ও আশীর্বাদ করেছেন। (হিজ ৪:২২-২৩)। পরবর্তীকালে নবী ইয়ারমিয়া লিখেছেন যে, অবাধ্য ইসরাইল জাতি যখন মন পরিবর্তন করে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসে তখন তাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সুসম্পর্ক আবার স্থাপিত হয় এবং আল্লাহ্ সুখী হন (ইয়ার ৩১:৮-৯)।

২৫:৩১ আজ তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার আমার কাছ বিক্রি করো। প্রাচীন কালে জন্মের অধিকারের মধ্যে প্রথম জাত ছেলের অধিকার সংরক্ষিত ছিল (দেখুন ইব ১২:১৬)। ইয়াকুব খুবই চালাক ছিলেন, যেকোন ভাবেই হোক অন্যের উপর সুযোগ নিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু এখানে এটা আল্লাহ্ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত ছিল যে, এটি ইয়াকুবের কৌশলের কারণে নয় কিন্তু আল্লাহ্‌র পূর্ব নির্ধারণের কারণেই তিনি আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন।

২৫:৩০ ঐ লাল ... তাঁর নাম ইদোম। ইবরানী ভাষায় ইদোম শব্দের অর্থ 'লাল'। ইদোম দেশ বা সেয়ীর ছিল মরু সাগরের দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। ইদোমীয় লোকেরা ইসের বংশধর (৩৬:১-৪৩)। ইয়াকুবের বংশধর অর্থাৎ ইসরাইল জাতিকে অনেক সময়ই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে (শুমারী ২০:১৪-২১, ওব ৯,১০)।

২৫:৩১ তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার। ২৫:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন। বড় ছেলে অন্যদের চেয়ে পিতার সম্পত্তির দুই গুণ অংশই কেবল পেত না, তারা তার ওপরে পরিবারের নেতা হবার অধিকারও পিতার মৃত্যুর পরে পেত।

২৫:৩৪ এভাবে ইস্ তাঁর জ্যেষ্ঠাধিকার তুচ্ছ করলেন। এই কাজ করে তিনি প্রমাণ করলেন যে, আল্লাহ্‌র উপর তার আস্থা নেই (ইব ১২:১৬), কারণ জ্যেষ্ঠাধিকারের সংগে ইব্রাহিম থেকে যে নিয়মের প্রতিজ্ঞা শুরু হয়েছিল যা উত্তরাধিকার হিসাবে ইসহাক লাভ করেছিলেন সেই একই প্রতিজ্ঞা বড় ছেলে হিসাবে ইসের পাবার কথা ছিল কিন্তু সে তা তুচ্ছ করেছিল।

২৬:১ আগে ইব্রাহিমের সময়ে যে দুর্ভিক্ষ হয়। দেখুন ১২:১০।

আবিমালেক। খুব সম্ভবত এর আগের বাদশাহ্‌র পুত্র বা নাতি যিনি একই নাম ধারণ করেন (দেখুন ২০:২)।

২৬:৩ আমি তোমার সহবর্তী হয়ে তোমাকে দোয়া করবো।

গরার শহরে হযরত ইস্‌হাকের বসবাস

২৬ ১ আগে ইব্রাহিমের সময়ে যে দুর্ভিক্ষ
হয়, তারপর দেশে আর একটি দুর্ভিক্ষ
উপস্থিত হল। তখন ইস্‌হাক গরারে
ফিলিস্তিনীদের বাদশাহ্‌ আবিমালেকের কাছে
গেলেন। ২ আর মাবুদ তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন,
তুমি মিসর দেশে নেমে যেও না, আমি তোমাকে
যে দেশের কথা বলবো সেখানে থাক। ৩ এই
দেশে বাস কর; আমি তোমার সহবর্তী হয়ে
তোমাকে দোয়া করবো, কেননা আমি তোমাকে
ও তোমার বংশকে এই সমস্ত দেশ দেব এবং
তোমার পিতা ইব্রাহিমের কাছে যে কসম
খেয়েছিলাম, তা সফল করবো। ৪ আমি
আসমানের তারাগুলোর মত তোমার বংশ বৃদ্ধি
করবো, তোমার বংশকে এসব দেশ দেব ও
তোমার বংশের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত জাতি
দোয়া লাভ করবে। ৫ কারণ ইব্রাহিম আমার
কালাম মেনে আমার দাবী, আমার হুকুম, আমার
বিধি ও আমার নিয়মগুলো পালন করেছে।
৬ পরে ইস্‌হাক গরারে বাস করলেন। ৭ আর
সেই স্থানের লোকেরা তাঁর স্ত্রীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা
করলে তিনি বললেন, উনি আমার বোন; কারণ,
ইনি আমার স্ত্রী, এই কথা বলতে তিনি ভয়
পেলেন, ভাবলেন কি জানি এই স্থানের লোকেরা
রেবেকার জন্য আমাকে হত্যা করবে; কেননা
তিনি দেখতে সুন্দরী ছিলেন। ৮ কিন্তু সেই স্থানে
অনেক দিন বাস করলে পর কোন এক সময়ে
ফিলিস্তিনীদের বাদশাহ্‌ আবিমালেক জানালা দিয়ে
দেখতে পেলেন যে, ইস্‌হাক তাঁর স্ত্রী রেবেকাকে
আদর করছেন। ৯ তখন আবিমালেক ইস্‌হাককে
ডাকিয়ে বললেন, দেখুন, ঐ নারী অবশ্য আপনার
স্ত্রী; তবে আপনি বোন বলে তাঁর পরিচয় কেন
দিয়েছিলেন? জবাবে ইস্‌হাক বললেন, আমি
ভেবেছিলাম, কি জানি তাঁর জন্য আমার মৃত্যু
হবে। ১০ তখন আবিমালেক বললেন, আপনি
আমাদের সঙ্গে এ কি ব্যবহার করলেন? যে
কোন লোক আপনার স্ত্রীর সঙ্গে অনায়াসে শয়ন
করতে পারতো; তা হলে আপনি আমাদেরকে
দোষী করতেন। ১১ পরে আবিমালেক সমস্ত
লোককে এই হুকুম দিলেন, যে কেউ এই
ব্যক্তিকে কিম্বা এঁর স্ত্রীকে স্পর্শ করবে, তার
অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে।
১২ আর ইস্‌হাক সেই দেশে কৃষিকর্ম করে সেই
বছর শত গুণ শস্য পেলেন এবং মাবুদ তাঁকে
দোয়া করলেন। ১৩ তিনি খুব ধনী হয়ে উঠলেন
এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে অতিশয় ধনবান
হলেন; ১৪ আর তাঁর অনেক গরু-ছাগলের পাল,
ভেড়ার পাল এবং অনেক গোলাম বাঁদী হল;
আর ফিলিস্তিনীরা তাঁর প্রতি ঈর্ষা করতে লাগল।
১৫ তাঁর পিতা ইব্রাহিমের সময়ে তাঁর গোলামেরা
যে সব কূপ খনন করেছিল, ফিলিস্তিনীরা সেই
সমস্ত ভরাট করে ধূলিতে পরিপূর্ণ করেছিল।
১৬ পরে আবিমালেক ইস্‌হাককে বললেন,
আমাদের কাছ থেকে প্রস্থান করুন, কেননা
আপনি আমাদের চেয়ে বেশি বলবান হয়েছেন।
১৭ পরে ইস্‌হাক সেখান থেকে যাত্রা করলেন ও
গরারের উপত্যকাতে তাঁবু স্থাপন করে সেই
স্থানে বাস করলেন। ১৮ আর ইস্‌হাক তাঁর পিতা
ইব্রাহিমের সময়ে খনন করা কূপগুলো আবার
খনন করলেন; কারণ ইব্রাহিমের মৃত্যুর পরে
ফিলিস্তিনীরা সেসব ভরাট করে ফেলেছিল; আর
তাঁর পিতা সেসব কূপের যে যে নাম
রেখেছিলেন, তিনিও সেটির সেই নামই
রাখলেন। ১৯ সেই উপত্যকায় ইস্‌হাকের
গোলামেরা মাটি খুঁড়ে পানির উৎস বিশিষ্ট একটি
কূপ পেল। ২০ তাতে গরারীয় পশুপালকেরা
ইস্‌হাকের পশুপালকদের সঙ্গে বিবাদ করে
বললো, এই পানি আমাদের; অতএব তিনি সেই

[২৬:৪] শুমারী ১০:৩৬।

[২৬:৪] প্রেরিত ৩:২৫; গালা ৩:৮।

[২৬:৫] জবুর ১১৯:৮০,১১২; ইহি ১৮:২১।

[২৬:১১] ১শামু ২৪:৬; ২৬:৯; জবুর ১০৫:১৫।

[২৬:১২] মথি ১৩:৮।

[২৬:১৩] দ্বি:বি ৮:১৮।

[২৬:১৬] কাজী ১১:৭; হিজ ১:৯; জবুর ১০৫:২৪-২৫।

[২৬:২২] জবুর ১৮:১৯; ইশা ৩৩:২০; ৫৪:২; আমোস ৯:১১;।

আল্লাহ্‌ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর লোকদের রক্ষক ও পালনকর্তা হবেন সেই কথা তিনি আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন (২৪; ২৮:১৫; ৩১:৩; ইউসা ১:৫; ইশা ৪১:১০; ইয়ার ১:৮, ১৯; মথি ২৮:২০; প্রেরিত ১৮:১০; গালা ১৭:৭)।

২৬:৫ ইব্রাহিম আমার ... নিয়মগুলো পালন করেছে। যদিও ইব্রাহিমের মৃত্যুর অনেক পরে আল্লাহ্‌ মূসার কাছে নিয়ম দান করেছিলেন (হিজ ১৯-২০)। কিন্তু সেই অতীত কালে ইব্রাহিমের বাধ্যতা (১৭:৯-১৪,২৩-২৭; ২২:৯-১৮) মানুষের সামনে আল্লাহ্‌র পথে চলার একটা উদাহরণ হয়ে আছে।

২৬:৮ আদর। এই শব্দের জন্য হিব্রু ভাষায় যে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে তার সাধারণ অর্থ 'হাসা' (১৭:১৭; ১৮:১২-১২, ১৫; বা 'বিদ্রুপ করা' (২১:৯), এটা প্রকৃত পক্ষে ইসহাকের নামের অন্য একটি শ্লেষ।

২৬:১৬ আপনি আমাদের চেয়ে বেশি বলবান হয়েছেন। এটা একটি নির্দেশক যে, নিয়মের প্রতিজ্ঞা ইব্রাহিমের জীবনে পূর্ণতা লাভ করেছে। পূর্বপুরুষদের সময়েই আল্লাহ্‌র লোকদের উপস্থিতি দুনিয়াবী লোকদের জন্য একটি হুমকি হিসাবে দেখা দিয়েছিল। দুনিয়াবী লোকেরা যেমন একটি আল্লাহবিহীন জীবন যাপন করে, তাই আল্লাহ্‌র লোকদের সঙ্গে তাদের শত্রুতার সৃষ্টি হয়। একই রকম অভিযোগ শত শত বছর পরে বাদশাহ্‌ ফেরাউন ইসরাইলদের বিষয়ে করেছিল (হিজ ১:৯)।

২৬:১৫-২২ যে সব কূপ খনন করেছিল, ... পরিপূর্ণ করেছিল। বুঝা যায় যে, পলেষ্টীয়রা ইস্‌হাকের কুয়োগুলোতে ময়লা ফেলেছিল (২৬:১৭) কিন্তু ইস্‌হাক সেগুলোকে পরিষ্কার করে তাঁর পিতা যেটির যে নাম দিয়েছিলেন সেটির সেই নাম দিলেন। নাম দিয়ে বুঝালেন যে, সেগুলোর মালিক তিনিই। ঐ দেশে প্রাচীন কালে পানি ও কুয়া নিয়ে অশান্তি ও বিবাদ সব সময়ই ছিল (২৬:১৮-২০)। এখন সেখানে ঐ কারণে অশান্তি হয়, কারণ বৎসরের অনেক সময়ই পানির অভাবে জমিজমা শুকানো থাকে (১৩:৬-১১,২১:২৫, ৩৬:৭ দেখুন)। যেসব কুয়োর উল্লেখ আছে সেগুলোর ইবরানী নাম এষেক ("ঝগড়া"), সিটনাহ্‌ (ঈর্ষাপরায়ন), ও রহোবোৎ (অনেক জায়গা)।

২৬:২৩ বের্‌-শেবা। ২১:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

ইস্‌হাক

ইসহাক হলেন হযরত ইব্রাহিমের স্ত্রী সারার গর্ভে জন্ম নেওয়া একমাত্র সন্তান। ইসরাইলের তিনজন পূর্বপুরুষদের মধ্যে তিনি সব থেকে বেশি দিন বেঁচে ছিলেন (পয়দা ২১:১-৩)। তাঁর যখন আট দিন বয়স তখন তাঁর খৎনা করানো হয় (২১:৪-৭ আয়াত) এবং তিনি দুই বছর বয়সে যখন মায়ের বুকের দুধ খাওয়া ছাড়েন তখন এই উপলক্ষে বড় ভোজের আয়োজন করা হয়। এরপর তাঁর জীবনে সব থেকে বড় যে স্মরণীয় ঘটনাটি ঘটে তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করতে তাঁকে কোরবানী দেবার জন্য তাঁর পিতা ইব্রাহিম তাঁকে মোরিয়া এলাকায় নিয়ে যান। কিন্তু কোরবানী দেবার মুহূর্তেই আল্লাহ্‌ তাঁকে রক্ষা করেন (পয়দা ২২:১)। তাঁর বয়স যখন ৪০ বছর তখন তিনি রেবেকাকে তাঁর স্ত্রী হিসেবে বেছে নেন (পয়দা ২৪:১); তাঁর পিতার মৃত্যু ও দাফনের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর তিনি তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন করে বের্‌-লহয়-রোয়ীর কাছে চলে যান (পয়দা ২৫:৭-১১)। এখানেই তাঁর দুই পুত্র ইস্‌ ও ইয়াকুব জন্মগ্রহণ করেন। এই দুই সন্তানের মধ্যে বড় জনকেই তিনি বেশি ভালবাসতেন। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ায় হযরত ইসহাক গরার শহরে ফিলিস্তিনীদের বাদশাহ্‌ আবিমালেকের কাছে চলে যান (পয়দা ২৬:১)। বেশ কিছু দিন এই ফিলিস্তিন দেশে থাকবার পর তিনি বের্‌-শেবাতে ফিরে আসেন, এখানে আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁর সঙ্গে চুক্তির দোয়া নতুন করেন এবং এখানে ফিলিস্তিনী বাদশাহ্‌ আবিমালেক তাঁর সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি স্থাপন করেন। এরপর তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে, সেটি হচ্ছে তাঁর পুত্রদের দোয়া করা (পয়দা ২৭:১)। তিনি হেবরনের কাছে মম্রি শহরে একটি পরিপূর্ণ জীবন কাটিয়ে বুড়ো বয়সে ইন্তেকাল করেন (পয়দা ৩৫:২৭-২৯)। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল একশো আশি বছর এবং তাঁর পুত্রেরা তাঁকে মক্‌পেলাতে তাঁর পূর্বপুরুষদের পাশে দাফন করেন। ইসহাক খুব সহসাই তাঁর পিতা হযরত ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌ ভক্তির ধার্মিকতা ও বিশুদ্ধ জীবন-যাপনের অংশীদার হয়ে উঠেন। তিনি এতটাই বাধ্য ও নমনীয় ছিলেন যে, তাঁর পিতার দেখিয়ে যাওয়া পথেই তিনি শেষ পর্যন্ত খাঁটিভাবে জীবনযাপন করেন। তিনি তাঁর আল্লাহ্‌র উপর এতটাই বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল ছিলেন যে, তাঁর সমগ্র বংশের উপর আল্লাহ্‌র বেহেশতী ওয়াদার প্রতি তাঁর গোটা জীবন ও কাজ দিয়ে পূর্ণ মর্যাদা দান করে গেছেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞাত সন্তান। সারার বয়স যখন ৯০ ও ইব্রাহিমের বয়স ১০০ তখন আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার ফলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি ছিলেন ইব্রাহিমের কাছে প্রতিজ্ঞা করা প্রথম সন্তান।
- তিনি একজন ভাল ও যত্নশীল স্বামী ছিলেন। সারা জীবন এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট ছিলেন।
- তিনি একজন ধৈর্যশীল শান্ত মানুষ ছিলেন যিনি শান্তি ভালবাসতেন।

তাঁর জীবনের দুর্বলতা ও ভুল:

- চাপের মুখে তিনি মিথ্যে বলেছেন।
- বিরোধের সময়েও তিনি সুযোগ খুঁজেছেন যেন বিবাদ এড়িয়ে যাওয়া যায়।
- তিনি দুই ছেলের মধ্যে একজনকে বেশি ভালবাসতেন ও অন্যজনকে কম ভালবাসতেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- মানুষের ধৈর্য তার জীবনে প্রায়ই পুরস্কার বয়ে নিয়ে আসে।
- আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ও প্রতিজ্ঞা মানুষের চেয়েও অনেক বড়।
- আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন ও বিশ্বস্ত থাকেন যদিও আমরা মাঝে মাঝে অবিশ্বস্ত হয়ে থাকি।
- কে পছন্দের এ নিয়ে খেলা করলে পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** কাদেশ ও শূর এর মাঝখানে প্যালেষ্টাইনের দক্ষিণ অংশে নেগেভ নামক জায়গায় তিনি বাস করতেন।
- **কাজ:** একজন ধনী পশুপালক ও কৃষিজীবি ছিলেন।
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: ইব্রাহিম; মাতা: সারা; সৎভাই: ইসমাইল; ছেলে: ইস্‌ ও ইয়াকুব।

মূল আয়াত: "তখন আল্লাহ্‌ বললেন, তোমার স্ত্রী সারা অবশ্য তোমার জন্য পুত্র প্রসব করবে এবং তুমি তার নাম ইস্‌হাক (হাস্য) রাখবে। আর আমি তার সঙ্গে আমার নিয়ম স্থাপন করবো, তা তার ভাবী বংশের পক্ষে চিরস্থায়ী নিয়ম হবে" (পয়দা ১৭:১৯)।

পয়দা ১৭:১৫-২৩:২৯ অধ্যায়ে ইসহাকের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রোমীয় ৯:৭,৮; ইবরানী ১১:১৭-২০; ইয়াকুব ২: ২১-২৪ আয়াতে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কূপের নাম এষক (বিবাদ) রাখলেন, যেহেতু
তারা তাঁর সঙ্গে বিবাদ করেছিল। ২১ পরে তাঁর
গোলামেরা আর একটি কূপ খনন করলে তারা
সেটির জন্যও বিবাদ করলো; তাতে তিনি সেটির
নাম সিট্‌না (বিপক্ষতা) রাখলেন। ২২ তিনি
সেখান থেকে প্রস্থান করে অন্য একটি কূপ খনন
করলেন; সেটির জন্য তারা বিবাদ করলো না;
তাই তিনি সেটির নাম রহোবোৎ (প্রশস্ত স্থান)
রেখে বললেন, এখন মাবুদ আমাদেরকে প্রশস্ত
স্থান দিলেন, আমরা দেশে ফলবন্ত হবো।
২৩ পরে তিনি সেখান থেকে বের্‌-শেবাতে উঠে
গেলেন। ২৪ সেই রাতে মাবুদ তাঁকে দর্শন দিয়ে
বললেন, আমি তোমার পিতা ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌,
ভয় করো না, কেননা আমি আমার গোলাম
ইব্রাহিমের অনুরোধে তোমার সহবর্তী, আমি
তোমাকে দোয়া করবো ও তোমার বংশ বৃদ্ধি
করবো। ২৫ পরে ইস্‌হাক সেই স্থানে
কোরবানগাহ্‌ তৈরি করে মাবুদের এবাদত
করলেন, আর সেই স্থানে তিনি তাঁবু স্থাপন
করলেন; তাঁর গোলামেরা সেখানে একটি কূপ
খনন করলো।

হযরত ইস্‌হাক ও আবিমালেকের চুক্তি

২৬ আবিমালেক তাঁর মন্ত্রি অহূষৎ ও সেনাপতি
ফীকোলকে সঙ্গে নিয়ে গরার থেকে ইস্‌হাকের
কাছে আসলেন। ২৭ তখন ইস্‌হাক তাঁদেরকে
বললেন, আপনারা আমার কাছে কি জন্য
এসেছেন? আপনারা তো আমাকে হিংসা করে
আপনাদের মধ্য থেকে দূর করে দিয়েছেন।
২৮ তাঁরা বললেন, আমরা স্পষ্টই দেখলাম, মাবুদ
আপনার সহবর্তী, এজন্য বললাম, আমাদের
মধ্যে, অর্থাৎ আমাদের ও আপনার মধ্যে একটি

[২৬:২৪] ইউসা ৮:১; দ্বি:বি ১৩:১৭।

[২৬:২৫] প্রেরিত ২:২১।

[২৬:২৮] ইউসা ৯:৬।

[২৬:৩০] হিজ ১৮:১২; ২৪:১১; ১শামু ২০:২৭।

[২৬:৩৪] ইউসা ৩:১০; ১শামু ২৬:৬; ১বাদশাহ্‌ ১০:২৯।

[২৬:৩৫] আইউ ৭:১৬।

[২৭:১] দ্বি:বি ৩৪:৭; ১শামু ৩:২।

[২৭:২] ১বাদশাহ্‌ ২:১।

[২৭:৪] দ্বি:বি ৩৩:১; ইব ১১:২০।

শপথ হোক, আর আমরা একটি চুক্তি স্থির করি।
২৯ আমরা যেমন আপনাকে স্পর্শ করি নি ও
আপনার মঙ্গল ছাড়া কোন অমঙ্গল করি নি, বরং
আপনাকে শান্তিতে বিদায় করেছি, তেমনি
আপনিও আমাদের কোন ক্ষতি করবেন না;
আপনিই এখন মাবুদের দোয়ার পাত্র। ৩০ তখন
ইস্‌হাক তাঁদের জন্য ভোজ প্রস্তুত করলে তাঁরা
ভোজন পান করলেন। ৩১ পরে তাঁরা খুব ভোরে
উঠে পরস্পর কসম করলেন; তখন ইস্‌হাক
তাঁদেরকে বিদায় করলে তাঁরা শান্তিতে তাঁর কাছ
থেকে প্রস্থান করলেন।
৩২ সেদিন ইস্‌হাকের গোলামেরা এসে তাদের
খনন করা কূপের বিষয়ে সংবাদ দিয়ে তাঁকে
বললো, পানি পেয়েছি। ৩৩ আর তিনি তার নাম
শিবিয়া (কসম) রাখলেন, এজন্য এখন পর্যন্ত
সেই নগরের নাম বের্‌-শেবা রয়েছে।

ইসের বিজাতীয় স্ত্রী

৩৪ আর ইস্‌ চল্লিশ বছর বয়সে হিট্টিয় বেরির
ইহুদীৎ নাম্নী কন্যাকে এবং হিট্টিয় এলোনের
বাসমৎ নাম্নী কন্যাকে বিয়ে করলেন। ৩৫ এরা
ইস্‌হাকের ও রেবেকার মনের দুঃখের কারণ
হল।

হযরত ইয়াকুবের ছলনা

২৭ ১ পরে ইস্‌হাক বৃদ্ধ হলে চোখ নিস্তেজ
হওয়ায় আর দেখতে পেতেন না; তখন
তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইস্‌কে ডেকে বললেন,
বৎস; জবাবে তিনি বললেন, দেখুন, এই তো
আমি। ২ তখন ইস্‌হাক বললেন, দেখ, আমি বৃদ্ধ
হয়েছি; কোন দিন আমার মৃত্যু হয়, জানি না।
৩ এখন আরজ করি, তোমার অস্ত্র, তূণ ও ধনুক
নিয়ে প্রান্তরে যাও, আমার জন্য হরিণ শিকার

২৬:২৫ কোরবানগাহ্‌ তৈরি করে। দেখুন ১২:৭ এবং ৪:২৬ এর নোট।

২৬:২৬ ফীকোল। ২১:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:৩০ তাঁদের জন্য ভোজ প্রস্তুত করলে। ভোজের আয়োজন বিশেষ বিশেষ নিয়ম বা চুক্তি করার অনুষ্ঠানে ভোজ হতো (পয়দা ৩১:৫৪, হিজ ২৪:১১)। চুক্তি, ইত্যাদির বিষয়ে আরো জানার জন্য ৯:৯ ও ১৫:৮-১০ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩ শিবিয়া ... বের-শেবা। শিবিয়ার ইবরানী শব্দটা 'সৌভাগ্য' ও 'প্রতিজ্ঞা'র ইবরানী শব্দের মত শোনায়। 'বের-শেবা'র বিষয়ে আরো জানার জন্য ২১:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:৩৪ ইস্‌ চল্লিশ বছর ... বিয়ে করলেন। যখন ইস্‌ ৪০ বছর বয়স্ক ছিলেন তখন তিনি বিয়ে করেন, যেমন তার পিতা ইসহাক করেছিলেন (দেখুন ২৫:২০)। চল্লিশ বছরকে পরবর্তীতে মোটামোটি একটি প্রজন্মের বয়স বলে ধরে নিত (দেখুন শুমারী ৩২:১৩)। ইস্‌ হিট্টিয় বেরির ইহুদীৎ নামে এক মেয়েকে এবং হিট্টিয় এলোনের বাসমৎ নামে এক মেয়েকে বিয়ে করলেন। ইস্‌ ছিলেন ইস্‌হাক ও রিবিকার বড় ছেলে ও ইয়াকুবের যমজ ভাই (২৫:২৯-৩৩)। ইস্‌ ইসমাইলের মেয়ে মহলৎকেও বিয়ে করেন (২০-৯:৯)। এই তালিকার সঙ্গে ৩৬:২-৩ এর তুলনা করুন। নামগুলো ভিন্ন কেন তা স্পষ্ট নয়। সম্ভবত ইস্‌ তিন জনের বেশি মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। হিক্তীয়দের বিষয়ে আরোও জানার জন্য ২৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:৩৫ ইস্‌হাকের ও রেবেকার মনের দুঃখের কারণ হল। ইসহাক ও রেবেকা মনে মনে স্থির করেছিলেন যে, ইয়াকুব এই হিট্টিয় ও কেনানীয় মেয়েদের বিয়ে করে একই ভুল করতে দেবেন না (দেখুন ২৭:৪৬-২৮:২)।

২৭:৪ মৃত্যুর আগে আমার প্রাণ তোমাকে দোয়া করে। প্রাচীন কালের লোকদের কাছে যে কোন প্রতিজ্ঞা ও মৃত্যুর সময়ে করা আশীর্বাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল (পয়দা ৪৮:৮-২০; ৪৯:১-২৮, দ্বি: বি: ৩৩, ইউসা ২৩ অ:)। ঐ সময়ে দান করা দোয়া বা আশীর্বাদের কথা শক্তিশালী ছিল যে কোন লিখিত আইনের মত। সে সমস্ত এতই শক্তিশালী ছিল যে, সেগুলো আর ফিরিয়ে নেয়া যেত না (২৭:৩৩)।

২৭:৬ রেবেকা। ইয়াকুবের পুরো কাহিনী জুড়ে পয়দায়েশের লেখক "জ্যেষ্ঠাধিকার" (হিব্রুতে "বিকোরাহ্‌") ও "দোয়া" (হিব্রুতে "বিরাকাহ্‌") নানাভাবে ব্যবহার করেছেন, এই দুটো বিষয়ই ইয়াকুব কামনা করেছেন ও অবশেষে লাভ করেছেন, এবং তার মা তাঁর এই ভালবাসার ছেলেকে এই দুটো বিষয় লাভ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

করে আন। ৪ আর আমি যেরকম ভালবাসি, সেই
রকম সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করে আমার কাছে আন,
আমি ভোজন করবো, যেন মৃত্যুর আগে আমার
প্রাণ তোমাকে দোয়া করে।
৫ যখন ইস্‌হাক তাঁর পুত্র ইস্‌কে এই কথা
বলছিলেন তখন রেবেকা তা শুনছিলেন। অতএব
ইস্ হরিণ শিকার করে আনবার জন্য প্রান্তরে
গমন করলে পর, ৬ রেবেকা তাঁর পুত্র ইয়াকুবকে
বললেন, দেখ, তোমার ভাই ইস্‌কে তোমার
পিতা যা বলেছেন, আমি শুনেছি; ৭ তিনি
বলেছেন, তুমি আমার জন্য হরিণ শিকার করে
এনে সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করো, তাতে আমি
ভোজন করে মৃত্যুর আগে মাবুদের সাক্ষাতে
তোমাকে দোয়া করবো। ৮ হে আমার পুত্র, এখন
আমি তোমাকে যা হুকুম করি, আমার সেই কথা
শোন, ৯ তুমি পালে গিয়ে সেখান থেকে উত্তম
দু'টি ছাগলের বাচ্চা আন, তোমার পিতা যেরকম
ভালবাসেন, সেই রকম সুস্বাদু খাদ্য আমি প্রস্তুত
করে দিই; ১০ পরে তুমি তোমার পিতার কাছে তা
নিয়ে যাও, তিনি তা ভোজন করুন, যেন তিনি
মৃত্যুর আগে তোমাকে দোয়া করেন। ১১ তখন
ইয়াকুব তাঁর মা রেবেকাকে বললেন, দেখ,
আমার ভাই ইস্ লোমশ, কিন্তু আমি লোমহীন।
১২ কি জানি, পিতা আমাকে স্পর্শ করবেন, আর
আমি তাঁর দৃষ্টিতে প্রবঞ্চক বলে গণ্য হব; তা
হলে আমি আমার প্রতি দোয়া ডেকে না এনে
বদদোয়া ডেকে আনবো। ১৩ কিন্তু তাঁর মা
বললেন, বৎস, সেই বদদোয়া আমাতেই লাগুক,
কেবল আমার কথা শোন, একটি ছাগলের বাচ্চা
নিয়ে এসো।
১৪ পরে ইয়াকুব গিয়ে ছাগলের বাচ্চা এনে
মাকে দিলেন, আর তাঁর পিতা যেরকম ভাল-
বাসতেন, মা সেই রকম সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত
করলেন। ১৫ আর ঘরে তাঁর কাছে জ্যেষ্ঠ পুত্র
ইসের যে যে সুন্দর পোশাক ছিল, রেবেকা তা
নিয়ে কনিষ্ঠ পুত্র ইয়াকুবকে পরিয়ে দিলেন।
১৬ আর ঐ দু'টি ছাগলের বাচ্চার চামড়া নিয়ে
তাঁর হাতে ও গলদেশের লোমহীন স্থানে জড়িয়ে
দিলেন। ১৭ আর তিনি যে সুস্বাদু খাদ্য ও রুটি
তৈরি করেছিলেন তা তাঁর পুত্র ইয়াকুবের হাতে
দিলেন।
১৮ পরে তিনি তাঁর পিতার কাছে গিয়ে
বললেন, আব্বা। তিনি জবাবে বললেন, দেখ,
এই যে আমি; বৎস, তুমি কে? ১৯ ইয়াকুব তাঁর
পিতাকে বললেন, আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইস্;

[২৭:৯] ১শামু ১৬:২০।
[২৭:১৫] সোলায় ৪:১১।
[২৭:২৭] হিজ ৪:২৭; ১৮:৭; রূত ১:৯; ১শামু ২০:৪১; ২শামু ১৪:৩৩; ১৯:৩৯।
[২৭:২৭] ইব ১১:২০।
[২৭:২৭] জবুর ৬৫:৯-১৩।
[২৭:২৮] দ্বিঃবি ৩৩:১৩; ২শামু ১:২১; আইউ ১৮:১৬; ২৯:১৯; মেসাল ৩:২০; ইশা ২৬:১৯; হোশেয় ১৪:৫; হগয় ১:১০। জাকা ৮:১২।
[২৭:২৯] ২শামু ৮:১৪; জবুর ৬৮:৩১; ৭২:১১; ইশা ১৯:২১, ২৩; ২৭:১৩; ৪৫:১৪, ২৩; ৪৯:৭, ২৩; ৬০:১২, ১৪; ৬৬:২৩; ইয়ার ১২:১৭; দানি ২:৪৪; জাকা ১৪:১৭-১৮।
[২৭:৩৪] ইব ১২:১৭; হিজ ১২:৩২।

আপনি আমাকে যা হুকুম করেছিলেন, তা
করেছি। আরজ করি, আপনি উঠে বসুন এবং
আমার আনীত হরিণের গোশ্‌ত ভোজন করুন,
যেন আপনার প্রাণ আমাকে দোয়া করে।
২০ তখন ইস্‌হাক তাঁর পুত্রকে বললেন, বৎস
কেমন করে এত শীঘ্র সেটি পেলে? তিনি
বললেন, আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদ আমার সম্মুখে
শুভফল উপস্থিত করলেন। ২১ ইস্‌হাক
ইয়াকুবকে বললেন, বৎস, কাছে এসো; আমি
তোমাকে স্পর্শ করে বুঝি, তুমি সত্যিই আমার
পুত্র ইস্ কি না। ২২ তখন ইয়াকুব তাঁর পিতা
ইস্‌হাকের কাছে গেলে তিনি তাঁকে স্পর্শ করে
বললেন, স্বর তো ইয়াকুবের, কিন্তু হাত ইসের
হাত। ২৩ বাস্তবিক তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন
না, কারণ ভাই ইসের হাতের মত তাঁর হাত
লোমযুক্ত ছিল; অতএব তিনি তাঁকে দোয়া
করলেন। ২৪ তিনি বললেন, তুমি কি বাস্তবিকই
আমার পুত্র ইস্? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ২৫ তখন
ইস্‌হাক বললেন, আমার কাছে আন; আমি
পুত্রের আনীত হরিণের গোশ্‌ত ভোজন করি,
যেন আমার প্রাণ তোমাকে দোয়া করে। তখন
তিনি গোশ্‌ত আনলে ইস্‌হাক ভোজন করলেন
এবং আঙ্গুর-রস এনে দিলে তা পান করলেন।
২৬ পরে তাঁর পিতা ইস্‌হাক বললেন, বৎস,
আরজ করি, কাছে এসে আমাকে চুম্বন করো।
২৭ তখন তিনি কাছে গিয়ে চুম্বন করলেন, আর
ইস্‌হাক তাঁর কাপড়ের গন্ধ নিয়ে তাঁকে দোয়া
করে বললেন,

দেখ, আমার পুত্রের সুগন্ধ
মাবুদের দোয়াযুক্ত ক্ষেত্রের সুগন্ধের মত।
২৮ আল্লাহ্‌ আসমানের শিশির থেকে
ও ভূমির সরসতা থেকে তোমাকে দিন;
প্রচুর শস্য ও আঙ্গুর-রস তোমাকে দিন।
২৯ লোকবৃন্দ তোমার গোলাম হোক,
জাতিরা তোমাকে ভূমিতে উবুড় হয়ে
সালাম করুক;
তুমি তোমার জ্ঞাতিদের মালিক হও,
তোমার ভাইয়েরা তোমাকে ভূমিতে
উবুড় হয়ে সালাম করুক।
যে কেউ তোমাকে বদদোয়া দেয়,
সে বদদোয়াগ্রস্ত হোক;
যে কেউ তোমাকে দোয়া করে,
সে দোয়াযুক্ত হোক।

হযরত ইস্‌হাকের কাছ ইসের দোয়া ভিক্ষা

৩০ ইস্‌হাক যখন ইয়াকুবের প্রতি দোয়া শেষ

২৭:২০ আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদ। আল্লাহ্‌র ব্যাপারে ইয়াকুবের এই রকম ভাষা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় (দেখুন, ৩১:৫, ৪২; ৩২:৯)। যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি হারণ থেকে নিরাপদে ফিরে এসেছেন তার পরে তিনি আল্লাহ্‌ মাবুদকে নিজের মাবুদ বলে ডেকেছেন (দেখুন, ২৮:২০-২১; ৩৩:১৮-২০)।

২৭:২৯ লোকবৃন্দ তোমার গোলাম হোক। রেবেকাকে আল্লাহ্‌ যা বলেছিলেন ইস্‌হাক যে দোয়া লাভ করেছিলেন তাতে তা পূর্ণ হয়েছে (২৫:২৩)। আরো দেখুন পয়দা ১২:৩; শুমারী ২৪:৯।
২৭:৩৩ দোয়া করেছি। ২৭:৪ আয়াতের নোট দেখুন। মুখ থেকে বের হওয়া দোয়ার কথা ছিল ঠিক করা লক্ষ্যে তীর

করলেন, তখন ইয়াকুব তাঁর পিতা ইস্‌হাকের
সম্মুখ থেকে যেতে না যেতেই তাঁর ভাই ইস্‌
শিকার করে ঘরে আসলেন। ৩১ তিনিও সুস্বাদু
খাদ্য প্রস্তুত করে পিতার কাছে এনে বললেন,
আব্বা, আপনি উঠে পুত্রের আনীত হরিণের
গোশ্‌ত ভোজন করুন, যেন আপনার প্রাণ
আমাকে দোয়া করে। ৩২ তখন তাঁর পিতা
ইস্‌হাক বললেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি
আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইস্‌। ৩৩ তখন ইস্‌হাক ভীষণ
ভয়ে কাঁপতে লাগলেন, বললেন, তবে সে কে,
যে আমার কাছে শিকার করে হরিণের গোশ্‌ত
এনেছিল? আমি তোমার আসবার আগেই তা
ভোজন করে তাকে দোয়া করেছি, আর সেই
দোয়ার ফল সে পাবেই। ৩৪ পিতার এই কথা
শুনামাত্র ইস্‌ অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে ভীষণভাবে
চিৎকার করতে লাগলেন এবং তাঁর পিতাকে
বললেন, আব্বা, আমাকে, আমাকেও দোয়া
করুন। ৩৫ ইস্‌হাক বললেন, তোমার ভাই ছলনা
করে এসে তোমার দোয়া হরণ করেছে। ৩৬ ইস্‌
বললেন, তার নাম কি ইয়াকুব (বঞ্চক) নয়?
বাস্তবিক সে দু'বার আমাকে প্রবঞ্চনা করেছে; সে
আমার জ্যেষ্ঠাধিকার হরণ করেছিল এবং দেখুন,
এখন আমার দোয়াও হরণ করেছে। তিনি আবার
বললেন, আপনি কি আমার জন্য কোন দোয়াই
রাখেন নি? ৩৭ তখন ইস্‌হাক জবাবে ইস্‌কে
বললেন, দেখ, আমি তাকে তোমার মালিক
করেছি এবং তার জ্ঞাতি সকলকে তারই গোলাম
করেছি, আর তাকে শস্য ও আঙ্গুর-রস দিয়ে
সবল করেছি; বৎস, এখন তোমার জন্য আর কি
করতে পারি? ৩৮ ইস্‌ আবার তাঁর পিতাকে
বললেন, আব্বা, আপনার কি কেবল ঐ একটি
দোয়া ছিল? আব্বা, আমাকে, আমাকেও দোয়া
করুন। এই বলে ইস্‌ চিৎকার করে কান্না করতে
লাগলেন।
৩৯ তখন তাঁর পিতা ইস্‌হাক জবাবে বললেন,
দেখ, তোমার বসতি ভূমির
 সরসতাবিহীন হবে,
উপরিস্থ আসমানের শিশিরবিহীন হবে।
৪০ তুমি তলোয়ার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে
 এবং তোমার ভাইয়ের গোলাম হবে;
কিন্তু যখন তুমি আস্ফালন করবে,
তোমার ঘাড় থেকে তার যোঁয়ালি
 ফেলে দেবে।

হযরত ইয়াকুবের প্রতি বিবি রেবেকার পরামর্শ

৪১ ইয়াকুব তাঁর পিতার কাছ থেকে দোয়া লাভ
করেছিলেন বলে ইস্‌ ইয়াকুবকে হিংসা করতে
লাগলেন। আর ইস্‌ মনে মনে বললেন, আমার
পিতৃশোকের কাল প্রায় উপস্থিত, তারপর আমার
ভাই ইয়াকুবকে খুন করবো। ৪২ জ্যেষ্ঠ পুত্র
ইসের এই রকম কথাবার্তা রেবেকা শুনতে
পেলেন, তাতে তিনি লোক পাঠিয়ে কনিষ্ঠ পুত্র
ইয়াকুবকে ডাকিয়ে বললেন, দেখ, তোমার ভাই
ইস্‌ তোমাকে খুন করার আশাতেই মনকে
সান্ত্বনা দিচ্ছে। ৪৩ এখন, হে বৎস, আমার কথা
শোন; উঠ, হারণে আমার ভাই লাবনের কাছ
পালিয়ে যাও; ৪৪ সেখানে কিছু কাল থাক, যে
পর্যন্ত তোমার ভাইয়ের ক্রোধ নিবৃত্ত না হয়।
৪৫ তোমার প্রতি ভাইয়ের ক্রোধ নিরসন হলে
এবং তুমি তার প্রতি যা করেছ, তা সে ভুলে
গেলে আমি লোক পাঠিয়ে সেখান থেকে
তোমাকে আনাবো; এক দিনে তোমাদের দুই
জনকেই কেন হারাব?

[২৭:৩৫] ইয়ার ৯:৪; ১২:৬।
[২৭:৩৬] ১শামু ২৮:১২;
[২৭:৩৬] ইব ১২:১৬-১৭।
[২৭:৩৭] ২৮; দ্বি:বি ১৬:১৩; উজা ৬:৯; ইশা ১৬:১০; ইয়ার ৪০:১২।
[২৭:৩৮] শুমারী ১৪:১; কাজী ২:৪; ২১:২; রূত ১:৯; ১শামু ১১:৪; ৩০:৪; ইব ১২:১৭।
[২৭:৩৯] ইব ১১:২০।
[২৭:৪০] ২শামু ৮:১৪।
[২৭:৪০] ২বাদশাহ্‌ ৮:২০-২২।
[২৭:৪১] ১শামু ১৭:২৮।
[২৭:৪১] হোশেয় ১০:১৪।
[২৭:৪১] শুমারী ২০:২৯।
[২৭:৪১] ওব ১:১০।
[২৭:৪৬] আইউ ৭:৭;

ছোড়ার মত। একবার বলে ফেললে তা আর ফিরিয়ে আনা যেত না। ইস্‌ও দোয়া চেয়েছিলেন, কিন্তু তার ওপরে কর্তা হবার যে দোয়া তিনি ইয়াকুবকে করেছিলেন তা আর তিনি ফিরিয়ে নিতে পারেননি (২৭:২৯)। সেই দোয়া ছিল বড় ছেলের, কিন্তু ইসের ছোট ভাই ইয়াকুবের কাছে সে অধিকার বিক্রি করে ফেলেছিলেন (২৫:২৭-৩৩)। ২৫:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:৩৬ ইয়াকুব। হিব্রু ভাষায় 'ইয়াকুব' শব্দটা হিব্রু শব্দ 'ঠকানো'র মতই শোনায়। দেখুন, ২৫:২৯-৩৪ আয়াত।

২৭:৩৯-৪০ ভূমির সরসতাবিহীন ... তার যোঁয়ালি ফেলে দেবে। দেখুন, ২৫:৩০ এর নোট। ইদোম ছিল বেশির ভাগই একটা শুকনো, পাহাড়িয়া এলাকা। কেনানের জর্ডানের সমভূমির মত উর্বরা ও সবুজ ছিল না (৩৬:৬-৮)। 'তুমি তলোয়ার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে' এ কথার দ্বারা ইদোমের সাথে ইসরাইলের অশান্তির কথা বুঝানো হয়েছে (আমোস ১:১১-১২, যোয়েল ৩:১৯, ওব ১-২১, ইহি ২৫:১২-১৪)। কিন্তু ইসরাইলের লোকেরা ইদোমীয়দের জ্ঞাতি হিসাবে স্বীকার করতো (দ্বি:বি: ২৩:৭-৮)। ইদোমের যখন কোন বাদশাহ্‌ ছিল না সে সময়ে এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোশাফট ইদোম শাসন করেছেন (১ বাদশাহ্‌ ২২:৪৭)। যিহোরাম যখন এহুদার বাদশাহ্‌ ইদোমীয়রা তখন স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ করে (২ বাদশাহ্‌ ৮:২০-২২)।

২৭:৪৩ হারণে আমার ভাই লাবনের কাছে। দেখুন, ২৪:২৯-৩০ (লাবন), ১১:২৬-৩১ (কলদীয়ের উর) আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:৪৫ তোমাদের দুই জনকেই কেন হারাব। ইস্‌ যদি ইয়াকুবকে হত্যা করে তাহলে তাকে একজন নর হত্যার আসামী হিসাবে হন্যে হয়ে খোঁজা হবে। ফলে রেবেকা তাঁর দুই ছেলেকেই হারাবেন বলে আশংকায় ছিলেন।

২৭:৪৬ হিট্টিয়দের কন্যাদের। দেখুন, ২৬:৩৪-৩৫ এবং ২৩:৩ এর নোট।

২৮:১-২ কেনান দেশীয় কোন কন্যাকে বিয়ে করো না ... কোন কন্যাকে বিয়ে করো। ইয়াকুবের জন্য ইস্‌হাকের ইচ্ছা ছিল ইস্‌হাকের জন্য ইব্রাহিমের ইচ্ছারই মত (২৪:৩)। ইস্‌হাক চেয়েছিলেন যেন তাঁর বংশের গৌরব রক্ষা পায় এবং কেনানীয়দের সঙ্গে তারা মিশে না যায়। ইব্রাহিম ও ইস্‌হাক যে আল্লাহ্‌র এবাদত করতো কেনানীয়রা সেই আল্লাহ্‌র এবাদত করতো না। কিন্তু তারা বিভিন্ন রকমের দেবদেবীর পূজা করতো।

হযরত ইয়াকুবের হারণে গমন

৪৬ রেবেকা ইস্‌হাককে বললেন, এই হিট্টিয়
কন্যাদের বিষয় আমার প্রাণে ঘৃণা হচ্ছে; যদি
ইয়াকুবও এদের মত কোন হিট্টিয় কন্যাকে, এই
দেশীয় কন্যাদের মধ্যে কোন কন্যাকে বিয়ে করে
তবে প্রাণ ধারণে আমার কি লাভ?

২৮

১ তখন ইস্‌হাক ইয়াকুবকে ডেকে
দোয়া করলেন এবং এই হুকুম দিয়ে
তাঁকে বললেন, তুমি কেনান দেশীয় কোন
কন্যাকে বিয়ে করো না। ২ উঠ, পদ্দন-অরামে
তোমার নানা বথূয়েলের বাড়িতে গিয়ে সেই স্থানে
তোমার মামা লাবনের কোন কন্যাকে বিয়ে
করো। ৩ আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তোমাকে
দোয়া করে ফলবান ও তোমার সংখ্যা বৃদ্ধি
করুন, যেন তুমি বহু জাতির পিতা হয়ে উঠো।
৪ তিনি ইব্রাহিমের দোয়া তোমাকে ও তোমার
সঙ্গে তোমার বংশকে দিন; যেন তোমার
প্রবাসস্থান এই যে দেশ আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে
দিয়েছেন, তা তোমার অধিকারে আসে। ৫ পরে
ইস্‌হাক ইয়াকুবকে বিদায় করলে পর তিনি পদ্দন
-অরামে অরামীয় বথূয়েলের পুত্র এবং ইয়াকুব ও
ইসের মা রেবেকার ভাই লাবনের কাছে যাত্রা
করলেন।

ইসের অন্য স্ত্রী গ্রহণ

৬ ইস্‌ যখন দেখলেন, ইস্‌হাক ইয়াকুবকে
দোয়া করে বিয়ের জন্য কন্যা গ্রহণ করতে পদ্দন-
অরামে বিদায় করেছেন এবং দোয়া করার সময়
কেনানীয় কোন কন্যাকে বিয়ে করতে নিষেধ
করেছেন, ৭ আর ইয়াকুব পিতা-মাতার হুকুম
মেনে পদ্দন-অরামে যাত্রা করেছেন। ৮ তখন ইস্‌
দেখলেন যে, কেনানীয় কন্যারা তাঁর পিতা
ইস্‌হাকের অসন্তোষের পাত্রী; ৯ সেই জন্য দুই
স্ত্রী থাকলেও ইস্‌ ইসমাইলের কাছে গিয়ে
ইব্রাহিমের পুত্র ইসমাইলের কন্যা, নবায়োতের
বোন, মহলৎকে বিয়ে করলেন।

বেথেলে হযরত ইয়াকুবের স্বপ্ন

১০ ইয়াকুব বের্‌-শেবা থেকে বের হয়ে হারণের
দিকে যাত্রা করলেন, ১১ এবং কোন এক স্থানে
পৌঁছিলে সূর্য অস্তগত হওয়াতে সেখানে রাত্রিবাস
করলেন। আর তিনি সেখানকার একটি পাথর
খণ্ড নিয়ে বালিশ করে সেই স্থানে ঘুমাবার জন্য
শুয়ে পড়লেন। ১২ পরে তিনি স্বপ্ন দেখলেন:
দুনিয়ার উপরে একটি সিঁড়ি স্থাপিত, তার মাথাটি
আসমানে গিয়ে ঠেকেছে, আর দেখ, তা দিয়ে
আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা উঠছেন ও নামছেন।
১৩ আর দেখ, মাবুদ তার উপরে দণ্ডায়মান; তিনি
বললেন, আমি মাবুদ, তোমার পিতা ইব্রাহিমের
আল্লাহ্‌ ও ইস্‌হাকের আল্লাহ্‌; এখানে যে ভূমিতে
তুমি শয়ন করে আছ, সেই ভূমি আমি তোমাকে
ও তোমার বংশকে দেব। ১৪ তোমার বংশ
দুনিয়ার ধূলিকণার মত অসংখ্য হবে এবং তুমি
পশ্চিম ও পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়বে
এবং তোমার মধ্য দিয়ে ও তোমার বংশের মধ্য
দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত গোষ্ঠী দোয়া লাভ করবে।
১৫ আর দেখ, আমি তোমার সহবর্তী, যে যে
স্থানে তুমি যাবে, সেই সেই স্থানে তোমাকে রক্ষা

[২৮:৩] শুমারী ৬:২৪; রূত ২:৪; জবুর ১২৯:৮; ১৩৪:৩; ইয়ার ৩১:২৩।
[২৮:৫] হোশেয় ১২:১২;
[২৮:১২] ইউ ১:৫১।
[২৮:১৪] প্রেরিত ৩:২৫; গালা ৩:৮।
[২৮:১৫] জবুর ১২১:৫, ৭-৮।
[২৮:১৫] দ্বি:বি ৩১:৬, ৮; ইউসা ১:৫; নহি ৪:১৪; জবুর ৯:১০।
[২৮:১৬] ১বাদশাহ্‌ ৩:১৫; ইয়ার ৩১:২৬।
[২৮:১৭] হিজ ৩:৫; ১৯:২১; ইউসা ৫:১৫; জবুর ৬৮:২৪, ৩৫; ১খান্দান ২২:১; ২খান্দান ৩:১।
[২৮:১৮] হিজ ২৪:৪; ইউসা ২৪:২৬, ২৭; ইশা ১৯:১৯; লেবীয় ৮:১১; ইউসা ৪:৯।
[২৮:১৯] ইউসা ১৬:২; ১৮:১৩;

২৮:৩-৪ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌। দেখুন, ৪৩:১৪ এর নোট। অনেক সন্তান-সন্ততির ও দেশের জন্য আশীর্বাদের কথার জন্য ১২:১-৩, ১৭:১-৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:৫ অরামীয় বথূয়েলের পুত্র। অরামীয়রা ছিল অরামের বংশধর। অরাম শেমের ছেলে শেথের বংশ (পয়দা ১০:২১-৩১; ১ খান্দন ১:১৭। ইব্রাহিমের আগেই তারা আরব থেকে এসে অরামে বাস করা শুরু করে। এই অরাম দেশকে এখন সাধারণত সিরিয়া বলা হয়। দ্বি:বি: ২৬:৪-৫ ও দেখুন। অরামীয়দের ভাষার নাম অরামীয়। ইয়াকুবের কমপক্ষে ১৫০০ বৎসর পরেও ইসরাইল দেশে ঈসা মসীহের মত অনেকেই এক ধরনের অরামীয় ভাষায় কথা বলতেন।

২৮:৯ নবায়োতের। ইসমাইলের বড় ছেলে (২৫:১৩ দেখুন)।

২৮:১০ বের্‌-শেবা ... হারণ। দেখুন, ২১:৩১ (বের্‌-শেবা), ১১:২৬-৩১ (হারণ) আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:১১ একটি পাথর খণ্ড নিয়ে বালিশ করে। প্রাচীন কালে মাথার বিশ্রামের জন্য (বিশেষ করে মিসর দেশে) প্রায়ই বেশ শক্ত কিছু ব্যবহার করা হতো, কোন কোন সময় তা ধাতুর তৈরি হতো। লোকেরা সাধারণত মাটিতে ঘুমাতো।

২৮:১২ সিঁড়ি। এই সিঁড়ি ছিল যেন মেসোপটেমিয়ার কোন মন্দিরের পাশ দিয়ে তৈরি করা দালানের সিঁড়ির মত (১১:২-৪ আয়াতের নোট দেখুন) ইয়াকুব স্বপ্নে দেখলেন যে, মাবুদ সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে আছেন (২৮:১৩) ঠিক যেমন মেসোপটেমিয়ার প্রত্যেকটি উপাসনার স্থানটি থাকত সব কিছুর উপরে।

তা দিয়ে আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা উঠছেন ও নামছেন। ইয়াকুবের আল্লাহ্‌ হিসাবে আল্লাহ্‌ মাবুদ ইয়াকুবকে একটি চিহ্ন দিয়েছেন। একই ভাবে ঈসা মসীহ্‌ তাঁর সাহাবীদের বলেছেন যে, “সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা দেখবে, বেহেশত খুলে গেছে এবং আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা ইবনুল-ইনসানের উপর দিয়ে উঠছেন ও নামছেন” (ইউ১:৫১)। ঈসা মসীহ্‌ নিজেই বেহেশত ও দুনিয়ার মধ্যে আমাদের জন্য একটি সেতু (দেখুন, ইউ ১৪:৬), আল্লাহ্‌ ও মানুষের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী (১ তীম ২:১৫)।

২৮:১৫ আমি তোমার সহবর্তী, ... ততক্ষণ তোমাকে ত্যাগ করবো না। কোন কোন জাতির দেবতারা, যেমন প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার, বিশেষ বিশেষ স্থানের সঙ্গে সম্পর্কীত থাকত। তাদের ঐ নির্দিষ্ট এলাকায় তারা তাদের লোকদের রক্ষা করতো। কিন্তু ইব্রাহিমের ও ইস্‌হাকের আল্লাহ্‌ মাবুদ ইয়াকুবের সঙ্গে সব স্থানেই থাকবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

২৮:১৮ তার উপর তেল ঢেলে দিলেন। প্রাচীন কালে অনেক সময় বিশেষ বিশেষ স্থানে পাথর ব্যবহার করে আল্লাহ্‌কে সম্মান দেখানোর কাজ করা হতো (ইউসা ২৪:২৬)। জলপাইয়ের তেল ঐ সব পাথরে ওপরে ঢেলে দিয়ে তাকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হতো। এ কাজকে বলা হয় “অভিষেক করা” (হিজ ৩০:২৫-৩১; ৩৫:১৪; ১ শামু ১০:১)।

২৮:১৯ বেথেল ... লূস। ইবরানী ভাষায় ‘বেথেল’ মানে

করবো ও পুনর্বার এই দেশে আনবো; কেননা
আমি তোমাকে যা যা বললাম, তা যতক্ষণ সফল
না করি ততক্ষণ তোমাকে ত্যাগ করবো না।
[16] পরে ঘুম ভেঙ্গে গেলে পর ইয়াকুব বললেন,
অবশ্য এই স্থানে মাবুদ আছেন, আর আমি তা
বুঝতে পারি নি। [17] আর তিনি ভয় পেয়ে
বললেন, এই কেমন ভয়াবহ স্থান! এটি নিশ্চয়ই
আল্লাহ্‌র গৃহ, এটি বেহেশতের দরজা।
[18] পরে ইয়াকুব খুব ভোরে উঠে বালিশের
জন্য যে পাথরটি ব্যবহার করেছিলেন, তা নিয়ে
স্তম্ভরূপে স্থাপন করে তার উপর তেল ঢেলে
দিলেন। [19] আর সেই স্থানের নাম বেথেল
(আল্লাহ্‌র গৃহ) রাখলেন, কিন্তু আগে ঐ নগরের
নাম ছিল লূস। [20] আর ইয়াকুব মানত করে এই
প্রতিজ্ঞা করলেন, যদি আল্লাহ্‌ আমার সহবর্তী
হন, আমার এই গন্তব্য পথে আমাকে রক্ষা করেন
এবং আহারের জন্য খাদ্য ও পরিধানের জন্য
পোশাক দেন, [21] আর আমি যদি সহি-সালামতে
পিত্রালয়ে ফিরে আসতে পারি, তবে মাবুদ আমার
আল্লাহ্‌ হবেন, [22] এবং এই যে পাথরটি আমি স্তম্ভ
রূপে স্থাপন করেছি, এখানেই আল্লাহ্‌র গৃহ হবে;
আর তুমি আমাকে যা কিছু দেবে তার দশমাংশ
আমি তোমাকে অবশ্য দেব।

হযরত ইয়াকুবের সাথে বিবি রাহেলার সাক্ষাৎ

২৯ [1] পরে ইয়াকুব সেই স্থান থেকে যাত্রা
করে পূর্ব দিকে বসবাসকারীদের দেশে
গমন করলেন। [2] সেখানে দেখলেন, মাঠের মধ্যে
একটি কূপ আছে, আর দেখ, তার কাছে ভেড়ার
তিনটি পাল শয়ন করে রয়েছে; কারণ লোকে
ভেড়ার পালগুলোকে সেই কূপের পানি পান
করাতো, আর সেই কূপের মুখে একটি বড় পাথর
ছিল। [3] সেই স্থানে পালগুলোকে একত্র করা হলে
পর লোকে কূপের মুখ থেকে পাথরখানি সরিয়ে
ভেড়াগুলোকে পানি পান করাতো, পরে পুনর্বার
কূপের মুখে যথাস্থানে সেই পাথরটি রাখতো।
[4] আর ইয়াকুব তাদেরকে বললেন, ভাইয়েরা,
তোমরা কোন্‌ স্থানের লোক? তারা বললো,

কাজী ১:২৩, ২৬। [২৮:২০] লেবীয় ৭:১৬; ২২:১৮; ২৩:৩৮; ২৭:২, ৯; শুমারী ৬:২; ১৫:৩; দ্বি:বি ১২:৬; কাজী ১১:৩০; ১শামু ১:২১; ২শামু ১৫:৮; ১তীম ৬:৮।

[২৮:২১] হিজ ১৫:২; দ্বি:বি ২৬:১৭; ইউসা ২৪:১৮; জবুর ৪৮:১৪; ১১৮:২৮।

[২৮:২২] ১৮; ১শামু ৭:১২।

[২৯:৪] কাজী ১৯:১৭; [২৯:৬] হিজ ২:১৬; [২৯:৯] হিজ ২:১৬; [২৯:১০] হিজ ২:১৭;

[২৯:১৩] হিজ ৪:২৭; ১৮:৭; লূক ১৫:২০।

[২৯:১৪] কাজী ৯:২; ২শামু ৫:১; ১৯:১২-১৩; ২০:১; নহি ৫:৫; ইশা ৫৮:৭।

[২৯:১৬] রূত ৪:১১; [২৯:১৮] হোশেয় ১২:১২;

[২৯:২০] সোলায় ৮:৭; হোশেয় ১২:১২।

আমরা হারণ-নিবাসী। [5] তখন তিনি বললেন,
নাহোরের পৌত্র লাবনকে কি চেনো? [6] তারা
বললো, চিনি। তিনি বললেন, তাঁর মঙ্গল তো?
তারা বললো, মঙ্গল; দেখ, তাঁর কন্যা রাহেলা
ভেড়ার পাল নিয়ে আসছেন। [7] তখন তিনি
বললেন, দেখ, এখনও অনেক বেলা আছে;
পশুপাল একত্র করার সময় হয় নি; তোমরা
ভেড়াগুলোকে পানি পান করিয়ে পুনর্বার চরাতে
নিয়ে যাও। [8] তারা বললো, যতক্ষণ পালগুলো
একত্র না হয়, ততক্ষণ আমরা তা করতে পারি
না; পরে কূপের মুখ থেকে পাথরখানি সরানো
হয়; তখন আমরা ভেড়াগুলোকে পানি পান
করাই।
[9] ইয়াকুব তাদের সঙ্গে এরকম কথাবার্তা
বলছেন, এমন সময়ে রাহেলা তাঁর পিতার
ভেড়ার পাল নিয়ে উপস্থিত হলেন, কেননা তিনি
সেই ভেড়ার পাল চরাতেন। [10] তখন ইয়াকুব
তাঁর মামা লাবনের কন্যা রাহেলাকে ও মামার
ভেড়ার পালকে দেখামাত্র কাছে গিয়ে কূপের মুখ
থেকে পাথরখানি সরিয়ে তাঁর মামা লাবনের
ভেড়ার পালকে পানি পান করালেন। [11] পরে
ইয়াকুব রাহেলাকে চুম্বন করে জোরে জোরে
কাঁদতে লাগলেন। [12] আর তিনি যে তাঁর পিতার
আত্মীয় ও রেবেকার পুত্র, ইয়াকুব রাহেলাকে
এই পরিচয় দিলে রাহেলা দৌড়ে গিয়ে তাঁর
পিতাকে সংবাদ দিলেন।
[13] তাতে লাবন তাঁর ভাগ্নে ইয়াকুবের সংবাদ
পেয়ে দৌড়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন।
তিনি তাঁকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে নিজের
বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পরে ইয়াকুব তাঁকে উক্ত
সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। [14] তাতে লাবন
বললেন, তুমি প্রকৃতপক্ষেই আমার অস্থি ও
আমার মাংস। পরে ইয়াকুব তাঁর বাড়িতে
একমাস বাস করলেন।

রাহেলা ও লেয়ার জন্য ইয়াকুবের গোলামী

[15] পরে লাবন ইয়াকুবকে বললেন, তুমি আত্মীয়
বলে কি বিনা বেতনে আমার গোলামীর কাজ

‘আল্লাহ্‌র ঘর’। লূস ছিল তার কেনানীয় নাম। শহরটি জেরুশালেম থেকে প্রায় বারো মাইল উত্তরে ছিল।

২৮:২২ যে পাথরটি আমি স্তম্ভরূপে স্থাপন করেছি, এখানেই আল্লাহ্‌র গৃহ হবে। এর মধ্য দিয়ে ইয়াকুব বেথেলে তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত হবার বিষয়টি স্মরণযোগ্য করে রাখলেন।

তার দশমাংশ। ইয়াকুবের ‘দশভাগের একভাগ’ দেয়ার প্রতিজ্ঞা মনে হয় তাঁর ভেড়া বা ছাগলের পালের থেকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানী করার কথা বুঝায়। কয়েক বৎসর পরে তাঁর নিজের পশুপাল হয়েছিল (৩১:১-১৮, ৩৮-৪২)। পরবর্তীকালে মূসার নিয়ম অনুসারে শস্য ও পশুর দশ ভাগের একভাগ দেয়া একটা বাধ্যতামূলক বিষয়ে পরিণত হয় (শুমারী ১৮:২১-২৪)। ২২:৭-৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:৫ নাহোরের পৌত্র লাবনকে। ২২:২০-২৪ (নাহোর) এবং ২৪:২৯-৩০ (লাবন) আয়াতের নোট দেখুন। হিব্রু ভাষায় পৌত্র শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ‘পুত্র’ এবং এর মধ্য দিয়ে বংশের যে কোন এক জনকে বুঝায়।

২৯:১০ পাথরখানি সরিয়ে। এই পাথরখানি খুব বড় ছিল তা একজন মানুষের পক্ষে সরানো অস্বাভাবিক। এ থেকে বুঝা যায় যে, শারীরিকভাবে তিনি খুবই শক্তিশালী ছিলেন।

২৯:১৩ আলিঙ্গন ও চুম্বন। আত্মিয়দের মধ্যে স্নেহ-মমতার একটি সাধারণ চিহ্ন, এছাড়া একজন পুরুষ ও অন্য পুরুষের মধ্যে শুভেচ্ছা জানাবার চিহ্নও বটে (দেখুন, ৩৩:৪; হিজ ৪:২৭; রোমীয় ১৬:১৬; ১ করি ১৬:২০)।

২৯:১৪ আমার অস্থি ও আমার মাংস। হিব্রু ভাষায় এই কথাটার আক্ষরিক অর্থ “আমার মাংস ও আমার রক্ত” অথবা “আমার হাড় ও মাংস”। এর মানে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়।

২৯:১৮ সাত বছর। প্রাচীন যুগে সাত সংখ্যাকে খাঁটি বা পরিপূর্ণ সংখ্যা মনে করা হতো।

করবে? বলো কি বেতন নেবে? ১৬ লাবনের দু'টি
কন্যা ছিলেন; জ্যেষ্ঠার নাম লেয়া ও কনিষ্ঠার নাম
রাহেলা। ১৭ লেয়া সুনয়না, কিন্তু রাহেলা রূপবতী
ও সুন্দরী ছিলেন। ১৮ আর ইয়াকুব রাহেলাকে
বেশি মহব্বত করতেন, এজন্য তিনি জবাবে
বললেন, আপনার কনিষ্ঠা কন্যা রাহেলার জন্য
আমি সাত বছর আপনার গোলামীর কাজ
করবো। ১৯ লাবন বললেন, অন্য পাত্রকে দান
করার চেয়ে তোমাকে দান করা উত্তম বটে;
আমার কাছে থাক। ২০ এভাবে ইয়াকুব রাহেলার
জন্য সাত বছর গোলামীর কাজ করলেন;
রাহেলার প্রতি তাঁর ভালবাসার জন্য এক এক
বছর তাঁর কাছে এক এক দিন মনে হল।
২১ পরে ইয়াকুব লাবনকে বললেন, আমার
নিয়মিত কাল সম্পূর্ণ হল, এখন আমার স্ত্রী
আমাকে দিন, আমি তার কাছে গমন করবো।
২২ তখন লাবন ঐ স্থানের সমস্ত লোককে একত্র
করে একটা মেজবানী দিলেন। ২৩ আর
সন্ধ্যাকালে তিনি তাঁর কন্যা লেয়াকে তাঁর কাছ
এনে দিলেন আর ইয়াকুব তাঁর কাছে গমন
করলেন। ২৪ আর লাবন সিল্পা নাম্নী নিজের
বাঁদীকে তাঁর কন্যা লেয়ার বাঁদী বলে তাকেও
লেয়ার সঙ্গে দিলেন। ২৫ আর প্রভাত হলে দেখা
গেল তিনি লেয়া। তাতে ইয়াকুব লাবনকে
বললেন, আপনি আমার সঙ্গে এ কি ব্যবহার
করলেন? আমি কি রাহেলার জন্য আপনার
গোলামীর কাজ করি নি? তবে কেন আমাকে
ঠকালেন? ২৬ তখন লাবন বললেন, জ্যেষ্ঠ মেয়ের
আগে কনিষ্ঠ মেয়েকে দান করা আমাদের এই
স্থানের নিয়মে নেই। ২৭ তুমি এর বিয়ের সপ্তাহটি
পূর্ণ করো; পরে আরও সাত বছর আমার
গোলামীর কাজ স্বীকার করবে, সেজন্য আমরা
রাহেলাকেও তোমায় দান করবো। ২৮ ইয়াকুব
তাই করলেন, তাঁর সপ্তাহ পূর্ণ করলেন; পরে
লাবন তাঁর সঙ্গে তাঁর কন্যা রাহেলার বিয়ে
দিলেন। ২৯ আর লাবন বিল্‌হা নাম্নী নিজের
বাঁদীকে রাহেলার বাঁদী বলে তাঁকে দিলেন।
৩০ তখন ইয়াকুব রাহেলার কাছেও গমন করলেন
এবং লেয়ার চেয়ে রাহেলাকে বেশি
ভালবাসলেন। তিনি আরও সাত বছর লাবনের
কাছে গোলামীর কাজ করলেন।

হযরত ইয়াকুবের সন্তান লাভ

৩১ পরে মাবুদ লেয়াকে অবহেলা করা হচ্ছে
দেখে তাঁর গর্ভ মুক্ত করলেন কিন্তু রাহেলা বন্ধ্যা
হলেন। ৩২ আর লেয়া গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব
করলেন ও তার নাম রূবেণ (পুত্রকে দেখ)
রাখলেন; কেননা তিনি বললেন, মাবুদ আমার
দুঃখ দেখেছেন; এখন আমার স্বামী আমাকে
ভালবাসবেন। ৩৩ পরে তিনি পুনর্বার গর্ভবতী
হয়ে পুত্র প্রসব করে বললেন, মাবুদ শুনেছেন যে
আমি ঘৃণার পাত্রী, তাই আমাকে এই পুত্রও
দিলেন; আর তার নাম শিমিয়োন (তিনি
শোনেন) রাখলেন। ৩৪ আবার তিনি গর্ভবতী
হয়ে পুত্র প্রসব করে বললেন, এবার আমার
স্বামী আমাতে আসক্ত হবেন, কেননা আমি তাঁর
জন্য তিনটি পুত্র প্রসব করেছি; অতএব তার নাম
লেবি (আসক্ত) রাখা হল। ৩৫ পরে পুনর্বার তাঁর
গর্ভ হলে তিনি পুত্র প্রসব করে বললেন, এবার
আমি মাবুদের স্তব গান করি; অতএব তিনি তার
নাম এহুদা (স্তব) রাখলেন। তারপর তাঁর গর্ভ
নিবৃত্ত হল।

৩০ ১ রাহেলা যখন দেখলেন, তিনি
ইয়াকুবের জন্য কোন সন্তান জন্ম
দিতে পারেন নি, তখন তিনি বোনের প্রতি
ঈর্ষান্বিত হয়ে ইয়াকুবকে বললেন, আমাকে
সন্তান দাও, নতুবা আমি মরবো। ২ তাতে

[২৯:২১] কাজী ১৫:১।
[২৯:২২] কাজী ১৪:১০; ইশা ২৫:৬; ইউ ২:১-২;
[২৯:২৬] কাজী ১৫:২; ১শামু ১৪:৪৯; ১৮:১৭, ২০; ২শামু ৬:২৩।
[২৯:২৭] কাজী ১৪:১২।
[২৯:২৯] দ্বি:বি ২২:৩০; ১খান্দান ৫:১।
[২৯:৩১] জবুর ১২৭:৩।
[২৯:৩২] রূত ৪:১৩; ১শামু ১:২০।
[২৯:৩৩] হিজ ৬:১৫; শুমারী ১:৬, ২২; ৩৪:২০; ১খান্দান ৪:২৪; ইহি ৪৮:২৪।
[২৯:৩৪] ১শামু ১:২-৪;
[২৯:৩৫] ১খান্দান ২:৩; ৪:১; ইশা ৪৮:১; মথি ১:২-৩।
[৩০:১] ইশা ৪৯:২১; ৫৪:১।
[৩০:২] দ্বি:বি ৩২:৩৫; ২বাদশাহ্‌ ৫:৭।
[৩০:৬] জবুর ৩৫:২৪; ৪৩:১।

২৯:২৫ তবে কেন আমাকে ঠকালেন? ইয়াকুব যার নামের অর্থ ছলনাকারী (দেখুন ২৫:২৬; ২৭:৩৬), এবং তাঁর ব্যবহারেও তিনি ছলনাকারী ছিলেন (দেখুন ২৭:৩৬), আর এখন তিনি নিজেই ছলনার শিকার হলেন। যিনি জ্যৈষ্ঠাধিকারের সুযোগ-সুবিধা পাবার জন্য সমস্ত চেষ্টা করেছেন, এখন তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে জ্যৈষ্ঠ কন্যাকে পেলেন নিজের স্ত্রী হিসাবে (১৬,১৭)।

২৯:২৩-৩০ তাঁর কাছ এনে দিলেন ... লাবন ... সিল্পাকেও ... বিল্‌হা। প্রাচীন কালে প্যালেস্টাইনে বিবাহকে সব সময়ই একটা বিশেষ পারিবারিক উৎসব হিসাবে মান্য করা হতো যদিও সেকালে আজকের মত বর ও কনে একে অপরের কাছে প্রতিজ্ঞা করতো না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক যদি এক সাথে সব বাস করতো তাহলে বুঝে নেয়া হতো যে, তাদের একে অপরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। লাবন লেয়াকে ইয়াকুবের তাঁবুতে রাতে নিয়ে এলেন। তখন লেয়া একখানা চাদর গায়ে দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিলেন (২৪:৬৩-৬৭ আয়াতের নোট দেখুন)। স্বামী ও স্ত্রীর এইভাবে প্রথম থাকার জন্য আত্মীয়রা এক সপ্তাহ পর্যন্ত উৎসব করতো (২৯:২৭; আরো দেখুন কাজী ১৪:১২, ১৭)। বিবাহের পরে মেয়ের সঙ্গে একজন বাঁদী দিয়ে দেয়ার রীতি ব্যাবিলনে চালু হয়েছিল (দেখুন, ২৯:২৮-৩০)।

২৯:৩১ লেয়াকে অবহেলা করা হচ্ছে। লেয়াকে যদিও অবহেলা করা হয়েছে তবুও তিনি ইয়াকুবের প্রথম চার সন্তানের মা হয়েছেন।

২৯:৩২-৩৫ লেয়া গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করলেন... রূবেণ ... শিমিয়োন ... লেবী ... এহুদা। হিব্রু ভাষায় এই নামগুলো এরকম শোনায় রূবেণ (দেখ, একটা ছেলে)। শিমিয়োন ("একজন, যিনি শুনেন"), লেবী ("শক্ত করে ধরে থাক"), এবং এহুদা ("প্রশংসা"), লেবী ছিলেন মহা-ইমাম হারুনের পূর্বপুরুষ এবং এহুদা ছিলেন বাদশাহ দাউদের রাজকীয় বংশের পূর্বপুরুষ, পরিশেষে ঈসা মসীহ্‌ও এই বংশের মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন।

৩০:৩ আমার কোলে দেয়। রাহেলা হয়তো জন্মের সময়ে কাছে থাকতে চেয়েছিলেন। তবে খুব সম্ভবত এ কথার দ্বারা তিনি ঐ ছেলেকে নিজের ছেলেরূপে পালন করতে চেয়েছিলেন (৪৮:১০-১২)।

৩০:৪ বিল্‌হার বিয়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রী যাদের উপপত্নি বা উপস্ত্রী বলা হতো (দেখুন ৩৫:২২)।

BACIB International Bible CHURCH

রেবেকা

রেবেকা ছিলেন বথূয়েলের কন্যা, লাবনের বোন এবং ইসহাকের স্ত্রী (পয়দা ২২:২৩,২৪; রোমীয় ৯:১০)। আরবী ভাষায় এই নামের অর্থ "দড়ির ফাঁস" অর্থাৎ লুব্ধকারী। তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন এবং তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার রীতি অনুসারে পানি আনতে গেলে ইব্রাহিমের চাকর ইলিয়েশরের নজরে পরেন কারণ তখন তিনি সেখানে গিয়েছিলেন ইসহাকের স্ত্রী খুঁজে বের করার জন্য। রেবেকার পরিবারের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক হলে পর ইলিয়েশরের সঙ্গে চলে আসার সময়ে তাঁর ভাইয়েরা তাকে দোয়া করেন এই কথা বলে, "তুমি আমাদের বোন, হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ সন্তানের মা হও; তোমার বংশ তার দুশমনদের নগর অধিকার করুক" (পয়দা ২৪:৬০)। ইস্‌হাকের সঙ্গে রেবেকার বিয়ে হবার পর ইস্‌হাক মাতৃবিয়োগের শোক থেকে সান্ত্বনা পেলেন এবং একটি সুখী পরিবার হিসাবের সংসার করতে থাকেন। রেবেকা বন্ধ্যা ছিলেন বলে তাদের কোন সন্তান হয় নি, কিন্তু বিয়ের ১৯ বছর পর ইসহাকের মুনাজাতের উত্তর হিসেবে আল্লাহ্‌র রহমতে তিনি অবশেষে দু'টি সন্তান প্রসব করেন (পয়দা ২৫:২১-২৩; রোমীয় ৯:১০-১২), যাদের একজনের নাম ইস্‌ ও অন্য জনের নাম ইয়াকুব রাখেন। ছেলেদের জন্মের পর থেকেই রেবেকা জানতেন যে, ইয়াকুবের মধ্য দিয়েই ইব্রাহিমের কাছে করা আল্লাহ্‌র ওয়াদা চলমান থাকবে তাই তিনি ইয়াকুবের জন্য তাঁর স্বামী ইসহাকের সঙ্গে ছলের আশ্রয় নিতেও অন্যথা করেন নি, কারণ তিনি ইয়াকুবকে বেশি ভালবাসতেন। ইস্‌ ও ইয়াকুবের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে রেবেকাই তার প্রিয় পুত্রকে তাঁর ভাই লাবনের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। বৃদ্ধ বয়েসে তাঁর মৃত্যু হলে মক্‌পেলা গুহায় হযরত ইব্রাহিম ও বিবি সারার কবরের পাশে দাফন করা হয় (পয়দা ৪৯:৩১)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- যখন প্রয়োজনের সঙ্গে বিরোধ বাঁধে তখন যা করা দরকার তিনি তাই করেছেন।
- তিনি সব কাজ শেষ পর্যন্ত করতে পছন্দ করতেন।
- তিনি আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিতে কার্পণ্য করেন নি।

তাঁর জীবনের দুর্বলতা ও ভুল:

- তাঁর প্রচেষ্টাগুলো সব সময় প্রজ্ঞা দ্বারা ভারসাম্য বজায় থাকে নি।
- দুই ছেলের মধ্যে তিনি একজনকে বেশি পছন্দ করতেন।
- তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আমাদের কাজগুলো অবশ্যই আল্লাহ্‌র রূহের পরিচালনায় পরিচালিত হতে হবে।
- আল্লাহ্‌ আমাদের তাঁর কাজে ব্যবহার করেন যদিও আমরা ভুল করি।
- পিতা-মাতার পক্ষপাত অনেক সময় পরিবারের ক্ষতি করে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** হারণ, কেনান
- **কাজ:** স্ত্রী, মা ও পরিবারের কর্ত্রী
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতামহ: নাহোর ও মিল্কা; পিতা: বথূয়েল; ভাই: লাবন; স্বামী: ইসহাক; ছেলে: ইস্‌ ও ইয়াকুব

মূল আয়াত: "তখন ইস্‌হাক রেবেকাকে গ্রহণ করে তাঁর মা সারার তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বিয়ে করলেন এবং তাঁকে মহব্বত করলেন। তাতে ইস্‌হাক মাতৃবিয়োগের শোক থেকে সান্ত্বনা পেলেন" (পয়দা ২৪: ৬৭)।

পয়দা ২৪-৪৯ অধ্যায়; ২৫:১২-১৮; ২৮:৮,৯; ৩৬:১-৩ আয়াতে রেবেকার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রোমীয় ৯:১০ আয়াতে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

রাহেলার প্রতি ইয়াকুব ভীষণ রেগে গিয়ে
বললেন, আমি কি আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি? তিনিই
তোমাকে গর্ভফল দিতে অস্বীকার করেছেন।
৩ তখন রাহেলা বললেন, দেখ, আমার বাঁদী
বিল্‌হা আছে, ওর কাছে গমন কর, যেন সে পুত্র
প্রসব করে আমার কোলে দেয় এবং তার দ্বারা
আমিও পুত্রবতী হই। ৪ এই বলে তিনি তাঁর সঙ্গে
নিজের বাঁদী বিল্‌হার বিয়ে দিলেন। ৫ তখন
ইয়াকুব তার কাছে গমন করলেন, আর বিল্‌হা
গর্ভবতী হয়ে ইয়াকুবের জন্য পুত্র প্রসব করলো।
৬ তখন রাহেলা বললেন, আল্লাহ্‌ আমার বিচার
করলেন এবং আমার মুনাজাত শুনে আমাকে পুত্র
দিলেন; অতএব তিনি তার নাম দান (বিচার)
রাখলেন। ৭ পরে রাহেলার বাঁদী বিল্‌হা পুনর্বার
গর্ভধারণ করে ইয়াকুবের জন্য দ্বিতীয় পুত্র প্রসব
করলো। ৮ তখন রাহেলা বললেন, আমি বোনের
সঙ্গে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধীয় মল্লযুদ্ধ করে জয়লাভ
করলাম; আর তিনি তার নাম নপ্তালি (মল্লযুদ্ধ)
রাখলেন।
৯ পরে নিজের গর্ভনিবৃত্তি হয়েছে বুঝতে পেরে
লেয়া নিজের বাঁদী সিল্পাকে ইয়াকুবের সঙ্গে বিয়ে
দিলেন। ১০ তাতে লেয়ার বাঁদী সিল্পা ইয়াকুবের
জন্য একটি পুত্র প্রসব করলো। ১১ তখন লেয়া
বললেন, সৌভাগ্য জন্ম লাভ করলো; আর তার
নাম গাদ (সৌভাগ্য) রাখলেন। ১২ পরে লেয়ার
বাঁদী সিল্পা ইয়াকুবের জন্য দ্বিতীয় পুত্র প্রসব
করলো। ১৩ তখন লেয়া বললেন, আমি সুখী,
যুবতীরা আমাকে সুখী বলবে; আর তিনি তার
নাম আশের (ধন্য) রাখলেন।
১৪ আর গম কাটবার সময়ে রূবেণ বাইরে
গিয়ে ক্ষেতে দূদাফল পেয়ে তার মা লেয়াকে
এনে দিল; তাতে রাহেলা লেয়াকে বললেন,
তোমার পুত্র যে দূদাফল এনেছে তা থেকে
আমাকে কয়েকটা দাও। ১৫ তাতে তিনি বললেন,
তুমি আমার স্বামীকে হরণ করেছ, এটা কি তুচ্ছ
করার মত বিষয়? আমার পুত্রের দূদাফলও কি
হরণ করবে? তখন রাহেলা বললেন, তবে
তোমার পুত্রের দূদাফলের পরিবর্তে তিনি আজ
রাতে তোমার সঙ্গে শয়ন করবেন। ১৬ পরে
সন্ধ্যাকালে ক্ষেত থেকে ইয়াকুবের আসবার
সময়ে লেয়া বাইরে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন,
আমার কাছে আসতে হবে, কেননা আমি আমার
পুত্রের দূদাফল দিয়ে তোমাকে ভাড়া করেছি;
তাই সেই রাতে তিনি তাঁর সঙ্গে শয়ন করলেন।
১৭ আর আল্লাহ্‌ লেয়ার মুনাজাত শুনলেন আর
তিনি গর্ভবতী হয়ে ইয়াকুবের জন্য পঞ্চম পুত্র
প্রসব করলেন। ১৮ তখন লেয়া বললেন, আমি
স্বামীকে আমার বাঁদী দিয়েছিলাম, তার বেতন
আল্লাহ্‌ আমাকে দিলেন; আর তিনি তার নাম
ইষাখর (বেতন) রাখলেন।
১৯ পরে লেয়া পুনর্বার গর্ভধারণ করে ইয়াকুবের
জন্য ষষ্ঠ পুত্র প্রসব করলেন। ২০ তখন লেয়া
বললেন, আল্লাহ্‌ আমাকে উত্তম যৌতুক দিলেন,
এখন আমার স্বামী আমার সঙ্গে বাস করবেন,
কেননা আমি তাঁর জন্য ছয়টি পুত্র প্রসব করেছি;
আর তিনি তার নাম সবূলূন (বাস) রাখলেন।
২১ তারপর তাঁর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করলো,
আর তিনি তার নাম দীণা রাখলেন।
২২ আর আল্লাহ্‌ রাহেলাকে স্মরণ করলেন,
আল্লাহ্‌ তাঁর মুনাজাত শুনলেন, তাঁর গর্ভ মুক্ত
করলেন। ২৩ তখন তাঁর গর্ভ হলে তিনি পুত্র
প্রসব করে বললেন, আল্লাহ্‌ আমার দুর্নাম হরণ
করেছেন। ২৪ আর তিনি তার নাম ইউসুফ
(বৃদ্ধি) রাখলেন, বললেন, মাবুদ আমাকে আরও
একটি পুত্র দিন।

হযরত ইয়াকুবের বেতন

২৫ আর রাহেলার গর্ভে ইউসুফ জন্মগ্রহণ করলে
পর ইয়াকুব লাবনকে বললেন, আমাকে বিদায়
করুন, আমি স্বস্থানে, নিজের দেশে, প্রস্থান করি;
২৬ আমি যাদের জন্য আপনার গোলামীর কাজ
করেছি, আমার সেই স্ত্রীদের ও সন্তানদের
আমাকে দিন ও আমাকে চলে যেতে দিন;
কেননা আমি যেভাবে পরিশ্রম করে আপনার
গোলামী করেছি, তা আপনি জানেন। ২৭ তখন
লাবন তাঁকে বললেন, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে
অনুগ্রহ পেয়ে থাকি তবে থাক; কেননা আমি
অনুভবে জানলাম, তোমার অনুরোধে মাবুদ
আমাকে দোয়া করলেন। ২৮ তিনি আরও

[৩০:৬] রূত ৪:১৩; ১শামু ১:২০।
[৩০:৮] হোশেয় ১২:৩-৪।
[৩০:৮] কাজী ৪:৬; ৫:১৮; ১খান্দান ৭:১৩।
[৩০:১১] ইয়ার ৪৯:১।
[৩০:১৩] জবুর ১২৭:৩।
[৩০:১৩] রূত ৪:১৪; জবুর ১২৭:৪-৫; লূক ১:৪৮।
[৩০:১৩] ইউসা ১৯:২৪-৩১; ১খান্দান ৭:৩০-৩১।
[৩০:১৪] কাজী ১৫:১; রূত ২:২৩; ১শামু ৬:১৩; ১২:১৭।
[৩০:১৫] ইশা ৭:১৩; ইহি ৩৪:১৮।
[৩০:১৮] ইউসা ১৭:১০; ১৯:১৭; ২১:৬, ২৮; কাজী ৫:১৫; ১০:১; ১খান্দান ৭:১।
[৩০:২০] ১পিতর ৩:৭।
[৩০:২৩] ইশা ৪:১; ২৫:৮; ৪৫:১৭; ৫৪:৪; লূক ১:২৫।
[৩০:২৪] ১শামু ৪:২০।
[৩০:২৭] ইষ্টের ২:১৫।
[৩০:৩০] ১তীম ৫:৮।

৩০:১৪ দূদাফল। এর গাছের শেকড় যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে বলে মনে করা হতো। এছাড়া, এফল খাওয়ার ফলে নারীদের ক্ষেত্রে তাদের সন্তান ধারনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতো বলে মনে করা হতো। তাই ইয়াকুবের মত রাহেলাও এই ফল পাবার জন্য চেষ্টা করেছে যেন তা তাদের মধ্যে কাজ করে (দেখুন, ৩৭-৪৩ আয়াত)।

৩০:১৬ ভাড়া করেছি। এই শব্দের জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা ইষাখর নামের একটি শ্লেষ।

৩০:২৫ আমাকে বিদায় করুন। ইয়াকুব লাবনের দুই মেয়ের প্রত্যেকের জন্য সাত বৎসর করে কাজ করেছেন (২৯:১৮ দেখুন)।

৩০:২৭-২৮ আমি অনুভবে জানলাম। হিব্রু ভাষায় এ কথার মানে অলৌকিক ভাবে জ্ঞান লাভ করা, যার অর্থ হল বিভিন্ন উপায়ে দেবদেবীদের ইচ্ছাকে জানা, যেমন: মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা ভাগ্যকথনের দ্বারা, কিংবা কোন পেয়ালায় তরল পদার্থের মাধ্যমে (৪৪:৫), মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে (১ শামু ২৮:৩-২৫), মৃত কোন প্রাণীর যকৃৎ বা অন্য কোন অংশ পরীক্ষা করে; স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে (৪১:১-৩২) এবং গুলিবাঁটের মাধ্যমে (যেমন কোন পাত্র থেকে কোন জিনিস পত্র বের করে নিয়ে)। পরবর্তীকালে মূসার শরীয়তে ইসরাইল জাতির মধ্যে ঐসবের অনেকগুলোই নিষিদ্ধ করা হয়েছে (লেবীয় ১৯:২৬, দ্বি: বি: ১৮:১০-১৪)।

BACIB International Bible CHURCH

বললেন, তোমার বেতন স্থির করে আমাকে
বলো, আমি দেব। ২৯ তখন ইয়াকুব তাঁকে
বললেন, আমি যেভাবে আপনার গোলামীর কাজ
করেছি এবং আমার কাছে আপনার যেরকম
পশুধন হয়েছে তা আপনি জানেন। ৩০ কেননা
আমার আসবার আগে আপনার অল্প সম্পত্তি
ছিল, এখন বৃদ্ধি পেয়ে প্রচুর হয়েছে; আমার যত্নে
মাবুদ আপনাকে দোয়া করেছেন; কিন্তু আমি
নিজের পরিবারের জন্য কবে সঞ্চয় করবো?
৩১ তাতে লাবন বললেন, আমি তোমাকে কি
দেব? ইয়াকুব বললেন, আপনি আমাকে আর
কিছুই না দিয়ে যদি আমার জন্য এক কাজ করেন
তবে আমি আপনার পশুদেরকে পুনর্বার চরাব ও
পালন করবো। ৩২ আজ আমি আপনার সমস্ত
পশুপালের মধ্য দিয়ে যাবো; আমি ভেড়াগুলোর
মধ্যে বিন্দুচিহ্নিত, বড় বড় ছাপযুক্ত ও কালো
রংয়ের এবং ছাগলগুলোর মধ্যে বড় বড় ছাপযুক্ত
ও বিন্দুচিহ্নিতগুলোকে পৃথক করবো; সেগুলো
আমার বেতন হবে। ৩৩ এর পরে আপনি যখন
আমার বেতন যাচাই করার জন্য আসবেন, তখন
আমার ধার্মিকতা আমার পক্ষে উত্তর দেবে;
ফলত ছাগলগুলোর মধ্যে বিন্দু-চিহ্নিত, বা বড়
বড় ছাপযুক্ত ছাড়া ও ভেড়াগুলোর মধ্যে কালো
ছাড়া যা থাকবে, সেগুলো আমার চুরির মাল বলে
গণ্য হবে। ৩৪ তখন লাবন বললেন, দেখ,
তোমার কথা অনুসারেই হোক। ৩৫ পরে তিনি
সেদিন রেখাঙ্কিত ও বড় বড় ছাপযুক্ত ছাগলগুলো
এবং বিন্দুচিহ্নিত ও বড় বড় ছাপযুক্ত, যাতে
যাতে কিঞ্চিৎ সাদা রংয়ের ছিল, এমন ছাগীগুলো
এবং কালো রংয়ের ভেড়াগুলো পৃথক করে তাঁর
পুত্রদের হাতে দিলেন, ৩৬ এবং নিজের ও
ইয়াকুবের মধ্যে তিন দিনের পথ ব্যবধান
রাখলেন। এরপর ইয়াকুব লাবনের অবশিষ্ট
পশুপাল চরাতে লাগলেন।
৩৭ ইয়াকুব লিব্‌নী, লুস ও আর্মোণ গাছের
সরস ডাল কেটে তার ছাল খুলে কাঠের সাদা

[৩০:৩৬] হিজ ৩:১৮; ৫:৩; ৮:২৭।
[৩০:৩৭] ইয়ার ১:১১; ইহি ৩১:৮।
[৩০:৩৮] হিজ ২:১৬।
[৩০:৩৮] ইয়ার ২:২৪।
[৩১:৩] দ্বি:বি ৩০:৩; ইশা ১০:২১; ৩৫:১০; ইয়ার ৩০:৩; ৪২:১২।
[৩১:৫] দানি ২:২৩।
[৩১:৭] লেবীয় ৬:২; আমোস ৮:৫।
[৩১:৭] শুমারী ১৪:২২; আইউ ১৯:৩।
[৩১:৯] আইউ ৩৯:২; ইহি ৩১:৬।

রেখা বের করলেন। ৩৮ পরে যে স্থানে পশুপাল
পানি পান করার জন্য আসে, সেই স্থানে পালের
সম্মুখে চৌবাচ্চার মধ্যে ঐ ছালশূন্য রেখাবিশিষ্ট
ডালগুলো রাখতে লাগলেন; তাতে পানি পান
করার সময়ে তারা গর্ভধারণ করতো। ৩৯ আর
সেই ডালের কাছে তাদের গর্ভধারণের ফলে
রেখাঙ্কিত ও বিন্দুচিহ্নিত ও বড় বড় ছাপযুক্ত
বাচ্চা জন্মগ্রহণ করতো। ৪০ পরে ইয়াকুব সেসব
বাচ্চা পৃথক করতেন এবং লাবনের রেখাঙ্কিত ও
কালো রংয়ের ভেড়ার প্রতি ভেড়ীগুলোর দৃষ্টি
রাখতেন; এভাবে তিনি লাবনের পালের সঙ্গে না
রেখে নিজের পালকে পৃথক করতেন। ৪১ আর
বলবান সমস্ত পশু যেন ডালের কাছে গর্ভধারণ
করে, এজন্য চৌবাচ্চার মধ্যে পশুদের সম্মুখে ঐ
ডাল রাখতেন; ৪২ কিন্তু দুর্বল পশুদের সম্মুখে
রাখতেন না। তাতে দুর্বল পশুগুলো লাবনের ও
বলবান পশুগুলো ইয়াকুবের হত। ৪৩ আর
ইয়াকুব খুব ধনী হয়ে উঠলেন। তাঁর পশু ও
গোলাম-বাঁদী এবং উট ও গাধা ছিল যথেষ্ট।

হারণ থেকে হযরত ইয়াকুবের পালিয়ে যাওয়া

৩১ ১ তিনি লাবনের পুত্রদের এই কথা
শুনতে পেলেন, ইয়াকুব আমাদের
পিতার সর্বস্ব হরণ করেছে এবং তার এই সমস্ত
ঐশ্বর্য হয়েছে আমাদের পিতার ধন থেকে।
২ পরে ইয়াকুব লাবনের মুখ দেখে বুঝতে
পারলেন যে, তার প্রতি লাবনের মনোভাব আর
আগের মত নেই। ৩ আর মাবুদ ইয়াকুবকে
বললেন, তুমি তোমার পৈতৃক দেশে জ্ঞাতিদের
কাছে ফিরে যাও, আমি তোমার সহবর্তী হবো।
৪ অতএব ইয়াকুব লোক পাঠিয়ে মাঠে পশুদের
কাছে রাহেলা ও লেয়াকে ডাকিয়ে বললেন,
৫ আমি তোমাদের পিতার মুখ দেখে বুঝতে
পারছি যে, আমার প্রতি তার মনোভাব আগের
মত নেই, কিন্তু আমার পিতার আল্লাহ্‌ আমার
সহবর্তী রয়েছেন। ৬ আর তোমরা জান, আমি
আমার সর্বশক্তি দিয়ে তোমাদের পিতার

৩০:৩২ বড় বড় ছাপযুক্ত ও বিন্দুচিহ্নিত। প্রাচীন কালে ভেড়া সাধারণত সাদা রংয়েরই হতো, ছাগলের রং হতো হয় কালো না হয় গাঢ়ো বাদামী। খুব কম ভেড়া ও ছাগলের গায়ে ছাপ থাকত, আর খুব কম ভেড়াই কালো রংয়ের হতো।

৩০:৩৮ ডালগুলো রাখতে ... তারা গর্ভধারণ করতো। এই ধরনের একটা ধারনা চালু ছিল যে, পুরুষ ও স্ত্রী ভেড়া ও ছাগল তাদের মিলনের কালে তারা যা দেখত ঠিক তারই রং হতো তাদের বাচ্চাদের।

৩০:৪৩ আর ইয়াকুব খুব ধনী হয়ে উঠলেন। এর মধ্যে ছয় বছর কেটে গেছে (দেখুন ৩১:৪১)। যখন তিনি হারণে ছিলেন, ইয়াকুব তখন তার পরিবার ও সম্পদ গড়ে তুলেছিলেন। উত্তর পশ্চিম মেসোপটেমিয়ার লোকদের দ্বারাই তিনি সম্পদশালী হয়ে ওঠেন যেমন ইব্রাহিম (১২:১৬), পরে ইসরাইল (হিজ ১২:৩৬) মিসরীয়দের ধন লাভ করেছিল।

৩১:১ সর্বস্ব হরণ করেছে। লাবনের ছেলেরা ছোট ছোট ও বড় বড় ছাপযুক্ত পশুদের লালন-পালন করছিল যা তিনি ইয়াকুবের জন্য বেছে রাখছিলেন, তাই তাদের পশুপালের একটি বড় অংশই ইয়াকুব তার নিজের জন্য দাবী করতে পারতেন।

৩১:৩ তোমার পৈতৃক দেশে। অর্থাৎ কেনান দেশ (৩১:১৭-১৮)।

৩১:৪ রাহেলা ও লেয়াকে ডেকে এনে বললেন। সেই দেশের আইন অনুসারে রাহেলা ও লেয়া তাঁদের বাবার পরিবারের লোকই ছিলেন এবং তারা তাঁর অংশ হিসাবে গন্য হতো (রূৎ ৪:৫, ১০ দেখুন); তাই ইয়াকুব কি করবেন বলে তাদের মতামত জানতে চাইলেন।

৩১:৫ আমার পিতার আল্লাহ্‌। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:৭ দশবার। দেখুন ৪১ আয়াত। "দশবার" খুব সম্ভবত পরিপূর্ণতার সংখ্যা বুঝায়। এর ফলে ইয়াকুব অভিযোগ করছেন যে, প্রত্যেকবারই লবন তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

৩১:৯ এভাবে আল্লাহ্‌ ... দিয়েছেন। ইয়াকুব তাঁর বড় পশুপালের জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছেন। তিনি নিজের কোন

গোলামীর কাজ করেছি। ৭ অথচ তোমাদের পিতা
আমার সংগে প্রবঞ্চনা করে দশবার আমার বেতন
পরিবর্তন করেছেন; কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁকে আমার
কোনো ক্ষতি করতে দেন নি। ৮ কেননা যখন
তিনি বলতেন, বিন্দুচিহ্নিত সমস্ত পশু তোমার
বেতনস্বরূপ হবে, তখন সমস্ত পাল বিন্দুচিহ্নিত
বাচ্চা প্রসব করতো; আর যখন বলতেন,
রেখাঙ্কিত সমস্ত পশু তোমার বেতনস্বরূপ হবে,
তখন সমস্ত ভেড়া রেখাঙ্কিত বাচ্চা প্রসব করতো।
৯ এভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের পিতার পশুধন নিয়ে
আমাকে দিয়েছেন।
১০ পশুদের গর্ভধারণকালে আমি স্বপ্নে চোখ
তুলে দেখলাম, পালের মধ্যে স্ত্রী-পশুদের উপরে
যত পুরুষ-পশু উঠছে সকলেই রেখাঙ্কিত,
বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্র-বিচিত্র। ১১ তখন আল্লাহ্‌র
ফেরেশতা স্বপ্নে আমাকে বললেন, হে ইয়াকুব;
তখন আমি বললাম, দেখুন, এই আমি। ১২ তিনি
বললেন, তোমার চোখ মেলে দেখ, স্ত্রী-পশুদের
উপরে যত পুরুষ-পশু উঠছে, সকলেই রেখাঙ্কিত,
বড় বড় ছাপযুক্ত ও চিত্রবিচিত্র; কেননা, লাবন
তোমার প্রতি যা যা করে, তা সকলই আমি
দেখলাম। ১৩ যে স্থানে তুমি স্তম্ভকে তেল দিয়ে
অভিষেক করেছ ও আমার কাছে মানত করেছ
সেই বেথেলের আল্লাহ্‌ আমি; এখন উঠ, এই
দেশ ত্যাগ করে তোমার জন্মভূমিতে ফিরে যাও।
১৪ তখন রাহেলা ও লেয়া জবাবে তাঁকে বললেন,
পিতার বাড়িতে আমাদের কি আর কিছু অংশ ও
অধিকার আছে? ১৫ আমরা কি তাঁর কাছে
বিদেশিনীরূপে গণ্য নই? তিনি তো আমাদেরকে
বিক্রি করেছেন এবং যা পেয়েছেন নিজেই ভোগ
করেছেন। ১৬ আল্লাহ্‌ আমাদের পিতার কাছ
থেকে যে সমস্ত ধন হরণ করেছেন, সে সবই
আমাদের ও আমাদের সন্তানদের। অতএব

[৩১:১১] হিজ ৩:৪।
[৩১:১২] হিজ ৩:৭।
[৩১:১৪] ২শামু ২০:১; ১বাদশাহ্‌ ১২:১৬।
[৩১:১৫] রূত ২:১০; ২শামু ১৫:১৯; ১বাদশাহ্‌ ৮:৪১; ওব ১:১১।
[৩১:১৯] ইউসা ২৪:১৪; ১শামু ৭:৩; ১৯:১৩; ২বাদশাহ্‌ ২৩:২৪; হোশেয় ৩:৪।
[৩১:২১] হিজ ২:১৫; ১৪:৫; ১বাদশাহ্‌ ১৮:৪৬; ১৯:৩; ইয়ার ২৬:২১।
[৩১:২১] দ্বি:বি ৩:১০; ইউসা ১২:২; ইয়ার ২২:৬।
[৩১:২৩] হিজ ১৪:৯।
[৩১:২৬] ১শামু ৩০:২-৩।
[৩১:২৭] হিজ ১৫:২০; কাজী ১১:৩৪।
[৩১:২৭] দেখুন পয়দা ৪:২১।
[৩১:২৮] রূত ১:১৪; প্রেরিত ২০:৩৭।
[৩১:৩০] আইউ ২৯:২।

আল্লাহ্‌ তোমাকে যা কিছু বলেছেন, তুমি তা-ই
করো।
১৭ তখন ইয়াকুব উঠে তাঁর সন্তানদের ও
স্ত্রীদেরকে উটে চড়িয়ে, ১৮ নিজের উপার্জিত
সমস্ত পশুসম্পদ ও ধন, অর্থাৎ পদ্দন-অরামে যে
পশু ও যে সম্পত্তি উপার্জন করেছিলেন, তা নিয়ে
কেনান দেশে তাঁর পিতা ইস্‌হাকের কাছে যাত্রা
করলেন।
১৯ সেই সময় লাবন ভেড়ার লোম কাটবার জন্য
গিয়েছিলেন; তখন রাহেলা তাঁর পিতার
দেবমূর্তিগুলোকে চুরি করলেন। ২০ আর ইয়াকুব
নিজের পলায়নের কোন সংবাদ না দিয়ে
অরামীয় লাবনের সংগে প্রবঞ্চনা করলেন।
২১ তিনি নিজের সর্বস্ব নিয়ে পালিয়ে গেলেন এবং
(ফোরাত) নদী পার হয়ে গিলিয়দ পর্বত সম্মুখে
রেখে চলতে লাগলেন।

হযরত ইয়াকুবের শেষ বিদায়

২২ পরে তৃতীয় দিনে লাবন ইয়াকুবের
২৩ পলায়নের সংবাদ পেয়ে এবং তাঁর
জ্ঞাতিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে সাত দিনের পথ তাঁর
পিছনে ধাবমান হয়ে গিলিয়দ পর্বতে তাঁর দেখা
পেলেন। ২৪ কিন্তু আল্লাহ্‌ রাতে স্বপ্নযোগে
অরামীয় লাবনের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে
বললেন, সাবধান, ইয়াকুবকে ভাল-মন্দ কিছুই
বলো না।
২৫ লাবন যখন ইয়াকুবের দেখা পেলেন, তখন
ইয়াকুবের তাঁবু পর্বতের উপরে স্থাপিত ছিল;
তাতে লাবনও জ্ঞাতিবর্গের সঙ্গে গিলিয়দ
পর্বতের উপরে তাঁবু স্থাপন করলেন। ২৬ পরে
লাবন ইয়াকুবকে বললেন, তুমি কেন এমন কাজ
করলে? আমার সংগে প্রবঞ্চনা করে আমার
কন্যাদেরকে কেন যুদ্ধবন্দীদের মত নিয়ে
আসলে? ২৭ তুমি আমার সংগে প্রবঞ্চনা করে

কাজের মাহাত্ম্য জাহির করতে চাননি (৩০:৩৭-৪২) ইসরাইল জাতির আদি পিতাদের এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য: তাঁরা তাঁদের জীবনের সব কিছুতেই আল্লাহ্‌র হাত ছিল বলে দেখেছেন।

৩১:১৩ সেই বেথেলের আল্লাহ্‌ আমি। দেখুন, ২৮:১৮-২২, এবং ২৮:১৯ ও ১২:৮-৯। এখানেই ইয়াকুব স্বপ্নে ফেরেশতাদের দেখেছিলেন (২৮:১৮-২২)।

৩১:১৫ আমাদেরকে বিক্রি করেছেন ... ভোগ করেছেন। সাধারণত বর কনের বাবাকে একটা পন দিত। কিন্তু লাবনকে তাঁর কোন মেয়ের জন্য ইয়াকুব কোন পন দেন নি। তবে তাঁকে চালাকীর মাধ্যমে তিনি যাকে ভালবেসেছিলেন তাকে পাবার জন্য চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য করানো হয়। তাই লাবন তাঁর মেয়ের জন্য কোন পন পাননি সত্যি কিন্তু ইয়াকুবের শ্রম পেয়েছেন (৩১:১৪)।

৩১:১৮ পদ্দন-অরামে। ২৪:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১৯ পিতার দেবমূর্তিগুলোকে। দেবদেবীদের ঐ ছোট্ট মূর্তিগুলো পরিবারকে রক্ষা করতো বলে বিশ্বাস করা হতো। হয়তো ঐগুলো যাদের অধিকারে থাকত তাদের অধিকারও ছিল ঐ পরিবারের সকল সম্পত্তিতে। এতে দেখা যায় যে, রাহেলাও নিজেও এই ধারণা বা বিশ্বাস থেকে মুক্ত ছিলেন না।

৩১:২০ অরামীয়। ২৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:২১ এবং (ফোরাত) নদী পার হয়ে গিলিয়দ পর্বত সম্মুখে রেখে চললেন। ২:১০-১৪ আয়াতের নোট দেখুন। গিলিয়দ ছিল গালীল সাগর ও মরু-সাগরের মধ্যে জর্ডান নদীর পূর্ব দিকে। এটি ছিল খুব উর্বর অঞ্চল; সেখানের উঁচু ভূমিতে অনেক ঘাস হতো ও সমতল ভূমিতে অনেক শস্য উৎপন্ন হতো।

৩১:২৬ আমার সংগে প্রবঞ্চনা করে। ২৭:৩৬ এ ইয়াকুবের নামের উপরে নোট দেখুন।

৩১:২৭ তবল ও বীণার বাদ্য সহকারে। তবল বলতে খুব সম্ভবত খঞ্জনী বুঝিয়েছে। খঞ্জনী এক প্রকার গোলাকার বাদ্যযন্ত্র যাতে ধাতুর তৈরি চাকতির সঙ্গে শব্দ তৈরি হয় এমন ছোট ধাতুর পাত লাগানো থাকে। ঝাঁকুনী দিলে বা আঘাত করলে তা থেকে ঝন ঝন শব্দ তৈরি হয়। বীনা হচ্ছে হাত দিয়ে বাজানো তার-যুক্ত বাদ্যযন্ত্র।

ইস্ ছিলেন হযরত ইসহাক ও বিবি রেবেকার যমজ দুই পুত্রের প্রথম জন (পয়দা ২৫:২৫)। তাঁর আরেক নাম ইদোম অর্থাৎ “লাল,” কারণ তার গায়ের রং ছিল লালচে এবং ঘন লোমে ঢাকা। জন্ম থেকেই দুই ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতা ছিল (পয়দা ২৫:২২,২৩,২৬)। বড় হয়ে ইয়াকুব মেষপালক হন এবং ইস্ থাকতেন প্রান্তরে, তাই তাঁকে “মরুভূমির সন্তান” বলা হতো। ইস্ শুরু থেকেই ঝুকিপূর্ণ শিকারে নিয়োজিত ছিলেন। একবার ইস্ শিকার থেকে এসে ক্ষুধার জ্বালায় তার ভাইয়ের কাছে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়ার অধিকার বিক্রি করে দেন এবং এতে করে ইয়াকুব হযরত ইসহাকের দোয়া লাভ করেন (পয়দা ২৭:২৮,২৯,৩৬; ইব ১২:১৬,১৭)। পরে তিনি বেপরোয়া হয়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে যান বটে, কিন্তু সফল হন নি (পয়দা ২৭:৪,৩৪,৩৮)। তার ৪০ বছর বয়সে পিতা-মাতার উপর প্রচণ্ড ক্ষোভ থেকে তিনি তাদের দুই কেনানীয় মেয়েকে বিয়ে করেন (পয়দা ২৬:৩৪,৩৫)। তাদের একজন বেরির কন্যা যিহূদীৎ এবং অন্যজন এলোনের কন্যা বাশমৎ। ইয়াকুবকে পদ্দন-ইরামে পাঠানো হলে ইস্ তার পিতা-মাতাকে খুশি করার জন্য ইসমাইলের কন্যা, তার চাচাতো বোন মহলৎকে বিয়ে করেন (পয়দা ২৮:৮,৯)। ইসমাইলীয় গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে তার ভাগ্যের মোড় ঘুরে যায় এবং তিনি সেয়ীর পর্বত থেকে হোরীয়দের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। পদ্দন-ইরামে ৩০ বছর থাকার পর ইয়াকুব কেনানে ফিরে এসে ইসের সাথে মিলেমিশে বাস করতে শুরু করেন (পয়দা ৩৩: ৪)। এর ২০ বছর পর তাদের পিতা হযরত ইসহাক মারা গেলে দুই ভাই তাঁকে কবর দেন এবং এটিই সম্ভবত দুই ভাইয়ের শেষ সাক্ষাৎ (পয়দা ৩৫:২৯)। ইস্ তখন কেনান ছেড়ে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়ে ইদোম দেশের নেতা হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এর অনেক বছর পর ইয়াকুবের বংশধরেরা মিসর থেকে বের হয়ে আসার পর ইদোমীয়রা দুই ভাইয়ের শত্রুতার কথা স্মরণ করে ইসরাইলের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা দেখায়।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তিনি ইদোমীয়দের পূর্বপুরুষ ছিলেন।
- তিনি একজন ভাল শিকারী ছিলেন।
- তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাইয়ের প্রতি রাগ প্রশমিত করতে ও ক্ষমা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁর জীবনের দুর্বলতা ও ভুল:

- যখন তিনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হন তখন বর্তমানটিকেই বেছে নিতেন কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলের কথা চিন্তা করতেন না।
- তিনি নিজের ইচ্ছামত অন্য জাতির মেয়েদের বিয়ে করে পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট করেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আল্লাহ্ আমাদের জীবন থেকে বিশেষ কোন ঘটনা নিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য মত কাজ করেন সত্যি কিন্তু তবুও আমরা আমাদের সারা জীবনের কাজের জন্য আমরাই দায়ী থাকি।
- আমাদের কাজের ফল আমাদের ভোগ করতে হয়।
- আমরা হয়তো অনেক সময় ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে থাকি কিন্তু তা সত্ত্বেও গুনাহ্ না করে তা প্রশমিত করতে পারি।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** কেনান
- **কাজ:** নিপুন শিকারী
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা মাতা: ইসহাক ও রেবেকা; ভাই: ইয়াকুব; স্ত্রী: যিহূদীৎ, বাশমৎও মহলৎ

মূল আয়াত: “ইস্, সে তো এক বারের খাদ্যের জন্য নিজের জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি করেছিল। তোমরা তো জান, তারপর যখন সে দোয়ার অধিকারী হতে বাসনা করলো, তখন সজল নয়নে সযত্নে তার চেষ্টা করলেও তাঁকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল, কারণ সে মন পরিবর্তনের সুযোগ পেল না” (ইবরানী ১২:১৬-১৭)।

পয়দায়েশ ২৫-৩৬ অধ্যায়ে ইসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া, মালাখী ১:২,৩, রোমীয় ৯:১৩; ইবরানী ১২:১৬,১৭ আয়াতে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কেন গোপনে পালালে? কেন আমাকে সংবাদ
দিলে না? দিলে আমি তোমাকে আহ্লাদ ও গান
এবং তবল ও বীণার বাদ্য সহকারে বিদায়
দিতাম। ২৮ তুমি আমাকে আমার পুত্র
কন্যাদেরকে চুম্বনও করতে দিলে না; তুমি
বোকার মত কাজ করেছ। ২৯ তোমাদের ক্ষতি
করতে আমি সক্ষম; কিন্তু গত রাতে তোমাদের
পৈতৃক আল্লাহ্ আমাকে বললেন, সাবধান,
ইয়াকুবকে ভাল-মন্দ কিছুই বলো না। ৩০ এখন
পিত্রালয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষায় তোমার মন ব্যাকুল
হওয়াতে তুমি যাত্রা করলে বটে; কিন্তু আমার
দেবমূর্তিগুলোকে কেন চুরি করলে?
৩১ ইয়াকুব লাবনকে জবাব দিলেন, আমি ভয়
পেয়েছিলাম; কারণ ভেবেছিলাম, পাছে আপনি
আমার কাছ থেকে আপনার কন্যাদেরকে বল
প্রয়োগ করে কেড়ে নেন। ৩২ আপনি যার কাছে
আপনার দেবমূর্তিগুলো পাবেন, সে বাঁচবে না।
আমাদের জ্ঞাতিদের সামনে খোঁজ করে আমার
কাছে আপনার যা আছে, তা নিয়ে নিন। বাস্তবিক
ইয়াকুব জানতেন না যে, রাহেলা সেগুলো চুরি
করেছেন।
৩৩ তখন লাবন ইয়াকুবের তাঁবুতে ও লেয়ার
তাঁবুতে ও দুই বাঁদীর তাঁবুতে প্রবেশ করলেন,
কিন্তু কিছু পেলেন না। পরে তিনি লেয়ার তাঁবু
থেকে রাহেলার তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। ৩৪ কিন্তু
রাহেলা সেই দেব-মূর্তিগুলোকে নিয়ে উটের
গদীর ভিতরে রেখে তাদের উপরে বসে ছিলেন;
সেজন্য লাবন তাঁর তাঁবুর সকল স্থান হাতড়ালেও
সেগুলোকে পেলেন না। ৩৫ তখন রাহেলা
পিতাকে বললেন, মালিক, আপনার সাক্ষাতে
আমি উঠতে পারলাম না বলে বিরক্ত হবেন না,
কেননা এখন আমার মাসিকের সময়। এভাবে
তিনি খোঁজ করলেও সেই দেবমূর্তিগুলোকে
পেলেন না।
৩৬ তখন ইয়াকুব ক্রুদ্ধ হয়ে লাবনের সঙ্গে
বিবাদ করতে লাগলেন। ইয়াকুব লাবনকে
বললেন, আমার অধর্ম ও গুনাহ্ কি যে, আপনি
অগ্নিমূর্তি ধারণ করে আমার পিছনে তাড়া করে
এসেছেন? ৩৭ আপনি আমার সকল সামগ্রী
হাতড়ে আপনার বাড়ির কোন্ জিনিস পেলেন?
আমার ও আপনার এই আত্মীয়দের সামনে তা
রাখুন, এঁরা উভয় পক্ষের বিচার করুন। ৩৮ এই
বিশ বছর আমি আপনার কাছে আছি; আপনার
ভেড়ীগুলোর কি ছাগীগুলোর গর্ভপাত হয় নি
এবং আমি আপনার পালের ভেড়াগুলোকে
ভোজন করি নি; ৩৯ বন্য পশুদের দ্বারা ছিন্নভিন্ন
কোন ভেড়া আপনার কাছে আনতাম না; সেই
ক্ষতি নিজেই স্বীকার করতাম; দিনে কিম্বা রাতে
যা চুরি হত, আপনি আমার কাছ থেকে তার
ক্ষতিপূরণ নিতেন। ৪০ আমার এরকম দশা হত,
আমি দিনের গরমে পুড়েছি ও রাতের শীতে
কেঁপেছি; ঘুম আমার চোখ থেকে দূরে পালিয়ে
যেত। ৪১ এই বিশ বছর আমি আপনার বাড়িতে
রয়েছি; আপনার দুই কন্যার জন্য চৌদ্দ বছর ও
আপনার পশুপালের জন্য ছয় বছর গোলামের
কাজ করেছি; এর মধ্যে আপনি দশ বার আমার
বেতন পরিবর্তন করেছেন। ৪২ আমার পৈতৃক
আল্লাহ্, ইব্রাহিমের আল্লাহ্ ও ইস্‌হাকের উপাস্য
যদি আমার পক্ষ না হতেন, তবে অবশ্য এখন
আপনি আমাকে খালি হাতে বিদায় করতেন।
আল্লাহ্ আমার দুঃখ ও হাতের পরিশ্রম
দেখেছেন, এজন্য গত রাতে আপনাকে ধম্‌কে
দিয়েছেন।

লাবন ও হযরত ইয়াকুবের চুক্তি

৪৩ তখন লাবন জবাবে ইয়াকুবকে বললেন, এই
কন্যারা আমারই কন্যা, এই বালকেরা আমারই
বালক এবং এই পশুপাল আমারই পশুপাল; যা
যা দেখছ, এই সকলই আমার। এখন আমার
এই কন্যাদেরকে ও এদের প্রসূত বালকদেরকে
নিয়ে আমি কি করবো? ৪৪ এসো, তোমার মধ্যে
ও আমার মধ্যে একটি চুক্তি স্থির করি, তা
তোমার ও আমার সাক্ষী হয়ে থাকবে। ৪৫ তখন
ইয়াকুব একটি পাথর নিয়ে স্তম্ভরূপে স্থাপন
করলেন। ৪৬ আর ইয়াকুব তাঁর জ্ঞাতিবর্গকে
বললেন, আপনারাও পাথর সংগ্রহ করুন। তাতে
তারা পাথর এনে একটি স্তূপ করলেন এবং সেই
স্থানে ঐ স্তূপের কাছে ভোজন করলেন।
৪৭ তখন লাবন তার নাম যিগর্-সাহদূথা (সাক্ষী-
স্তূপ) রাখলেন, কিন্তু ইয়াকুব তার নাম গল্-এদ
(সাক্ষী-স্তূপ) রাখলেন। ৪৮ তখন লাবন বললেন,
এই স্তূপ আজ তোমার ও আমার সাক্ষী হয়ে
থাকলো। ৪৯ এজন্য তার নাম গিলিয়দ এবং
মিস্পা (প্রহরী-স্থান) রাখা হল; কেননা তিনি
বললেন, আমরা একজন আরেক জনের কাছ

[৩১:৩৫] হিজ ২০:১২; লেবীয় ১৯:৩, ৩২; দ্বিঃবি ২১:১৮; ২৭:১৬; ইয়ার ৩৫:১৮।
[৩১:৩৫] লেবীয় ১৫:১৯-২৩।
[৩১:৩৬] ১শামু ১৯:৫; ২০:৩২।
[৩১:৩৬] ১শামু ২৩:২৩; ২৪:১১।
[৩১:৩৭] দ্বিঃবি ১:১৬; ১৬:১৮।
[৩১:৩৯] হিজ ২২:১৩।
[৩১:৪০] জবুর ১৩২:৪; ২করি ১১:২৭।
[৩১:৪২] হিজ ৩:১৫;
[৩১:৪২] জবুর ১২৪:১-২।
[৩১:৪৮] ইয়ার ২৯:২৩; ৪২:৫।
[৩১:৪৯] ইউসা ১১:৩; কাজী ১০:১৭; ১১:২৯।
[৩১:৫০] দ্বিঃবি ৩১:১৯; ইউসা ২৪:২৭; কাজী ১১:১০; ১শামু ১২:৫; ২০:১৪, ২৩, ৪২; আইউ ১৬:১৯; ইয়ার ২৯:২৩; ৪২:৫; মীখা ১:২।
[৩১:৫০] দ্বিঃবি ৪:২৬; ইয়ার ৭:১১।
[৩১:৫৪] হিজ

৩১:৩০ দেবমূর্তিগুলোকে। ৩১:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।
৩১:৩৩ দুই বাঁদীর। বিল্‌হা ও সিল্পা (৩০:৩-১০ দেখুন)।
৩১:৩৫ মাসিকের সময়। সেকালে মাসিকের সময় কোন মহিলা যে কোন জিনিষের ওপর বসতো সে জিনিস ধর্মীয়ভাবে নাপাক হতো বলে মনে করা হতো (লেবীয় ১৫:১৯-২৩)।
৩১:৩৯ তার ক্ষতিপূরণ নিতেন। বন্য প্রাণী কোন ভেড়া বা ছাগল মেরে ফেললে তার জন্য রাখালের কাছে তা দাবী করা হতো যদি না রাখাল সেই প্রাণীকে যেভাবে মারা হয়েছে তার প্রমাণ দেখাতে পারত।
৩১:৪৩ আমারই বালক। ৩১:৪ আয়াতের নোট দেখুন।
৩১:৪৭-৪৯ যিগর্-সাহদূথা ... গল্-এদ ... মিস্পা। পাথরের ঢিবি তৈরি করা হতো মানুষে-মানুষে কিংবা আল্লাহ্‌র সঙ্গে মানুষের কোন নিয়ম স্থির করার চিহ্নরূপে (পয়দা ২৮:১৮-২২; ইউসা ৪:৪-৭)। অরামীয় ভাষায় 'যিগর-সাহদুথা'র অর্থ "আমাদের মনে করিয়ে দেবার জন্য পাথরের এক ঢিবি"। ইবরানী ভাষায় 'গল-এদ্' অর্থও ঐ একই; এবং 'মিস্পা' শব্দটি শুনায় হিব্রু ভাষায় সেই শব্দের মত যার অর্থ "একটা জায়গা যেখান থেকে বিশেষ কিছু দেখা হয়"।

থেকে পৃথক হলে মাবুদ আমার ও তোমার প্রহরী
হয়ে থাকবেন। ৫০ তুমি যদি আমার কন্যাদের
দুঃখ দাও, আর যদি আমার কন্যা ছাড়া অন্য
স্ত্রীকে বিয়ে কর, তবে কোন মানুষ আমাদের
কাছে থাকবে না বটে, কিন্তু দেখ, আল্লাহ্‌ আমার
ও তোমার সাক্ষী হবেন।
৫১ লাবন ইয়াকুবকে আরও বললেন, এই স্তূপ
আর এই স্তম্ভ দেখ, আমার ও তোমার মধ্যে
আমি তা স্থাপন করলাম। ৫২ ক্ষতি করার জন্য
আমিও এই স্তূপ পার হয়ে তোমার কাছে যাব না
এবং তুমিও এই স্তূপ ও এই স্তম্ভ পার হয়ে
আমার কাছে আসবে না, এর সাক্ষী এই স্তূপ ও
এর সাক্ষী এই স্তম্ভ; ৫৩ ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌,
নাহোরের আল্লাহ্‌ ও তাঁদের পিতার আল্লাহ্‌
আমাদের মধ্যে বিচার করবেন। তখন ইয়াকুব
তাঁর পিতা ইস্‌হাকের যিনি উপাস্য তাঁর নামে
কসম করলেন। ৫৪ পরে ইয়াকুব সেই পর্বতে
পশু-কোরবানী করে আহার করতে তাঁর
আত্মীয়দেরকে দাওয়াত করলেন, তাতে তাঁরা
ভোজন করে পর্বতে রাত্রি যাপন করলেন।
৫৫ পরে লাবন খুব ভোরে উঠে তাঁর পুত্র
কন্যাদেরকে চুম্বন ও দোয়া করে স্বস্থানে ফিরে
গেলেন।

ইয়াকুবের মুনাজাত ও ইসের সঙ্গে পুনর্মিলন

৩২ ১ ইয়াকুব নিজের পথে অগ্রসর হলে
আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ
করলেন। ২ তখন ইয়াকুব তাঁদেরকে দেখে
বললেন, এটা আল্লাহ্‌র সৈন্য-শিবির। অতএব
সেই স্থানের নাম মহনয়িম (দুই সৈন্য-শিবির)
রাখলেন।

ইসের প্রতি হযরত ইয়াকুবের উপহার

৩ তারপর ইয়াকুব তাঁর আগে সেয়ীর দেশের
ইদোম অঞ্চলে তাঁর ভাই ইসের কাছে দূত
পাঠালেন। ৪ তিনি তাদেরকে এই হুকুম
করলেন, তোমরা আমার মালিক ইস্‌কে বলবে,
আপনার গোলাম ইয়াকুব আপনাকে জানালেন,
আমি প্রবাসে এই পর্যন্ত লাবনের কাছে ছিলাম।
৫ আমার গরু, গাধা, ভেড়ার পাল ও গোলাম
বাঁদী আছে, আর আমি মালিকের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ
লাভের জন্য আপনাকে সংবাদ পাঠালাম।
৬ পরে দূতেরা ইয়াকুবের কাছে ফিরে এসে
বললো, আমরা আপনার ভাই ইসের কাছে
গিয়েছিলাম; আর তিনি চার শত লোক নিয়ে
আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন। ৭ তখন
ইয়াকুব ভীষণ ভয় পেলেন ও অস্থির হয়ে
উঠলেন, আর যে সমস্ত লোক তাঁর সঙ্গে ছিল,
তাদেরকে ও গোমেষাদির সমস্ত পাল ও
উটগুলোকে ভাগ করে দুই দল করলেন,
৮ বললেন, ইস্‌ এসে যদি এক দলকে প্রহার
করেন, তবু অন্য দল অবশিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে।
৯ তখন ইয়াকুব বললেন, হে আমার পিতা
ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌ ও আমার পিতা ইস্‌হাকের
আল্লাহ্‌, তুমি মাবুদ নিজে আমাকে বলেছিলে,
তোমার দেশে জ্ঞাতিদের কাছে ফিরে যাও,
তাতে আমি তোমার মঙ্গল করবো। ১০ তুমি এই
গোলামের প্রতি যে সমস্ত অটল মহব্বত ও যে
সমস্ত বিশ্বস্ততা দেখিয়েছ, আমি তার কিছুরই
যোগ্য নই; কেননা আমি নিজের লাঠিখানি নিয়ে
এই জর্ডান পার হয়েছিলাম, এখন দুই দল
হয়েছি। ১১ আরজ করি, আমার ভাইয়ের হাত
থেকে, ইসের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করো,
কেননা আমি তাকে ভয় করি, পাছে সে এসে
আমাকে ও পুত্রদের সঙ্গে তাদের মায়েদেরকে
হত্যা করে। ১২ তুমিই তো বলেছ, আমি অবশ্য
তোমার মঙ্গল করবো এবং সমুদ্রতীরস্থ যে বালি

২৪:৫; লেবীয় ৩:১।
[৩১:৫৫] রূত ১:৯।
[৩১:৫৫] হিজ ৩৯:৪৩।
[৩২:১] ২বাদশাহ্‌ ৬:১৬-১৭; ১খান্দান ২১:১৫; জবুর ৩৪:৭; ৩৫:৫; ৯১:১১; দানি ৬:২২।
[৩২:২] ইউসা ১৩:২৬, ৩০; ২১:৩৮; ২শামু ২:৮, ২৯; ১৭:২৪; ১৯:৩২; ১বাদশাহ্‌ ২:৮; ৪:১৪; ১খান্দান ৬:৮০।
[৩২:৩] শুমারী ২১:২১; কাজী ১১:১৭।
[৩২:৫] রূত ২:১৩।
[৩২:৭] জবুর ৪:১; ৭৭:২; ১০৭:৬।
[৩২:১০] শুমারী ১৭:২।
[৩২:১১] জবুর ৫৯:২।
[৩২:১২] হোশেয় ১:১০; রোমীয় ৯:২৭।
[৩২:১৩] ১শামু ১৬:২০; মেসাল ১৮:১৬; ২১:১৪।
[৩২:১৪] শুমারী ৭:৮৮।
[৩২:২০] ১৩; ১শামু

৩১:৫৪ পশু-কোরবানী করে ... পর্বতে রাত যাপন করলেন। ২২:৭-৮ ও ২৬:৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:১ আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ইয়াকুবের সঙ্গে লাবনের যে বৈরিতা সৃষ্টি হয়েছিল সেই কারণে তিনি সেই অঞ্চল ত্যাগ করে আরকেটি অঞ্চলে প্রবেশ করতে চলেছেন যেখানে ইসের সঙ্গে তাঁর বৈরিতা আছে। এই সময়ে আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন যাদের তিনি বেথেলে দেখেছিলেন, যখন তিনি ইসের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন (দেখুন ২৮:১২)। এভাবে ইয়াকুবের আল্লাহ্‌ যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে থাকবেন তা পূর্ণ করলেন (দেখুন, ২৮:১৫; ৩১:৩)।

৩২:২ মহনয়িম। মহনয়িম: হিব্রু ভাষায় "মহনয়িম" অর্থ "দুই সৈন্য-শিবির"। ইসরাইল ইতিহাসে এ স্থানটি পরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল (২ শামু ২:৮-৯, ১৭:২৪-২৯, ১ বাদশাহ্‌ ৪:১৪)। এটি জর্ডানের পূর্বে ও যব্বোক নদীর উত্তরে গিলিয়দে অবস্থিত (দেখুন ৩১:২১, ২২)। "দুই সৈন্য-শিবির" বা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল একটি বৈরিতা নিয়ে কিন্তু শান্তিতে তারা একজন আরেক জনের কাছ থেকে পৃথক হয়েছিল। ইয়াকুব এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটির নাম দিয়েছেন "মহনমি" বা "দুই সৈন্য-শিবির" যখন তিনি ফেরেশতাদের দেখা পান ও নিরাপদে কেনান দেশে যাবার বেহেশতী নিশ্চয়তা লাভ করেন। যদিও তিনি ইস্‌কে ভয় করছিলেন আর সেজন্য তিনি তাঁর পরিবারকে দু'টি অংশে বিভক্ত করেছিলেন আর এভাবে তিনি নিজের প্রচেষ্টাতে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন তা দেখতে পাওয়া যায়।

৩২:৩ ইস্‌ ... সেয়ীর ... ইদোম। ইস্‌ ছিলেন ইয়াকুবের বড় ভাই (২৫:১৯-৩৩)। ২৫:৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:৪ আপনার গোলাম ইয়াকুব আপনাকে জানালেন। ইসের প্রতি ইয়াকুব নম্রতা দেখতে পাওয়া যায়।

৩২:৬ চার শত লোক। যুদ্ধ করার সৈন্যদের একটি পূর্ণ ইউনিট (দেখুন ১ শামু ২২:২; ২৫:১৩; ৩০:১০)। ইয়াকুব একজন রাখাল হিসাবে একটি শান্তিপূর্ণ জীবন কাটিয়েছেন, অন্যদিকে ইস্‌ যেমন তাঁর পিতা তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন তেমনি "তলোয়ার" দ্বারাই তিনি তার জীবিকা নির্বাহ করতেন (২৭:৪০)।

৩২:৯ হে আমার পিতা ইব্রাহিমের ... মাবুদ। ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন। ২৪:১২ ও ২৮:১৩ ও দেখুন।

গণনা করা যায় না, তার মত তোমার বংশ বৃদ্ধি করবো।

১৩ পরে ইয়াকুব সেই স্থানে রাত্রি যাপন করলেন; তাঁর কাছে যা ছিল, তার কতকগুলো নিয়ে তাঁর ভাই ইসের জন্য এই উপহার প্রস্তুত করলেন; ১৪ দুই শত ছাগী ও বিশটি ছাগল, দুই শত ভেড়ী ও বিশটি ভেড়া, ১৫ বাচ্চা সহ দুগ্ধবতী ত্রিশটি উট, চল্লিশটি গাভী ও দশটি বৃষ এবং বিশটি গাধী ও দশটি গাধার বাচ্চা। ১৬ পরে তিনি তাঁর এক এক গোলামের হাতে এক একটি পাল দিয়ে তাদেরকে এই হুকুম দিলেন, তোমরা আমার আগে পার হয়ে যাও এবং মধ্যে মধ্যে ফাঁক রেখে প্রত্যেক পাল পৃথক কর। ১৭ পরে তিনি অগ্রবর্তী গোলামকে এই হুকুম দিলেন, আমার ভাই ইসের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হলে তিনি যখন জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কার গোলাম? কোথায় যাচ্ছ? আর তোমার সম্মুখস্থ এই সমস্ত কার? ১৮ তখন তুমি বলবে, এসব আপনার গোলাম ইয়াকুবের; তিনি উপহার হিসেবে এসব আমার মালিক ইসের জন্য প্রেরণ করলেন; আর দেখুন, তিনিও আমাদের পিছনে আসছেন। ১৯ পরে তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং অন্যান্য পালের সঙ্গে যে গোলামরা যাচ্ছিল তাদেরকেও হুকুম দিয়ে বললেন, ইসের সঙ্গে দেখা হলে তোমরা এই এই রকম কথা বলো। ২০ আরও বলো, দেখুন, আপনার গোলাম ইয়াকুবও আমাদের পিছনে আসছেন। কেননা তিনি বললেন, আমি আগে উপহার পাঠিয়ে তাঁকে শান্ত করবো, তারপর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো, তাতে তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেও করতে পারেন। ২১ অতএব তাঁর আগে উপহারের জিনিস পার হয়ে গেল, কিন্তু নিজে সেই রাতে দলের মধ্যে থাকলেন।

হযরত ইয়াকুব ও ফেরেশতার মল্লযুদ্ধ

২২ পরে তিনি রাতে উঠে তাঁর দুই স্ত্রী, দুই বাঁদী ও এগারো জন পুত্রকে নিয়ে পারঘাটায় গিয়ে যব্বোক নদী পার হলেন। ২৩ তিনি তাঁদেরকে নদী পার করিয়ে তাঁর সমস্ত জিনিস পারে পাঠিয়ে দিলেন। ২৪ আর ইয়াকুব সেখানে একাকী রইলেন এবং এক জন পুরুষ প্রভাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করলেন; ২৫ কিন্তু তাঁকে জয় করতে পারলেন না দেখে, তিনি ইয়াকুবের ঊরুর জোড়ায় আঘাত করলেন। তাঁর সঙ্গে এরকম মল্লযুদ্ধ করাতে ইয়াকুবের উরুর হাড় স্থানচ্যুত হল। ২৬ পরে সেই পুরুষ বললেন, আমাকে ছাড়, কেননা প্রভাত হয়ে আসছে। ইয়াকুব বললেন, আপনি আমাকে দোয়া না করলে আপনাকে ছাড়বো না। ২৭ পুনরায় তিনি বললেন, তোমার নাম কি? তিনি জবাব দিলেন, ইয়াকুব। ২৮ তিনি বললেন, তুমি ইয়াকুব নামে আর আখ্যাত হবে না, বরং ইসরাইল (আল্লাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধকারী) নামে আখ্যাত হবে; কেননা তুমি আল্লাহ্‌র ও মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছ। ২৯ তখন ইয়াকুব জিজ্ঞাসা করে বললেন, আরজ করি, আপনার নাম কি? তিনি বললেন, কি জন্য আমার নাম জিজ্ঞাসা কর? পরে সেখানে ইয়াকুবকে দোয়া করলেন। ৩০ তখন ইয়াকুব সেই স্থানের নাম রাখলেন পনূয়েল (আল্লাহ্‌র মুখ); কেননা তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌কে সামনাসামনি দেখলাম, তবুও আমার প্রাণ বাঁচলো।

৩১ পরে তিনি পনূয়েল পার হলে সূর্যোদয় হল। আর ঊরুর জোড়া স্থানচ্যুত হওয়ায় তিনি খোঁড়াতে লাগলেন। ৩২ এই কারণে বনি-ইসরাইলরা আজও ঊরুর জোড়ার উপরিস্থ ঊরুসন্ধির শিরা ভোজন করে না, কেননা তিনি ইয়াকুবের ঊরুর জোড়ায় অর্থাৎ ঊরুসন্ধির শিরায় আঘাত করেছিলেন।

হযরত ইয়াকুব ও ইসের মিলন

৩৩ ১ পরে ইয়াকুব চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন, ইস্‌ আসছেন, আর তাঁর সঙ্গে চার শত লোক। তখন তিনি বালকদেরকে ভাগ করে লেয়া, রাহেলা ও দুই বাঁদীর হাতে দিলেন; ২ সকলের সম্মুখে দুই বাঁদী ও তাদের সন্তানদেরকে, তার পিছনে লেয়া ও তাঁর সন্তানদেরকে, সকলের পিছনে রাহেলা ও ইউসুফকে রাখলেন। ৩ পরে তিনি নিজে সকলের আগে গিয়ে সাতবার ভূমিতে উবুড় হয়ে সালাম

৯:৭; ২বাদশাহ্‌ ৮:৮; ইয়ার ৪০:৫।
[৩২:২০] ১শামু ২৫:১৯।
[৩২:২২] শুমারী ২১:২৪; দ্বি:বি ২:৩৭; ৩:১৬; ইউসা ১২:২।
[৩২:২৪] দানি ১০:৮।
[৩২:২৬] হোশেয় ১২:৪।
[৩২:২৮] ইশা ১:২৬; ৫৬:৫; ৬০:১৪; ৬২:২, ৪, ১২; ৬৫:১৫।
[৩২:২৯] হিজ ৩:১৩; ৬:৩; কাজী ১৩:১৭।
[৩২:৩০] ১করি ১৩:১২।
[৩২:৩১] কাজী ৮:৯।
[৩৩:৩] ২বাদশাহ্‌ ৫:১০, ১৪।
[৩৩:৪] লূক ১৫:২০।
[৩৩:৫] জবুর ১২৭:৩; ইশা ৮:১৮।

৩২:২২-২৩ যব্বোক নদী। এই ছোট্ট নদীটা পূব দিক থেকে মরু-সাগরের ২০ মাইল উত্তরে জর্ডান নদীতে গিয়ে মিশেছে।

৩২:২৪ এক জন পুরুষ। এখানে তিনি হয় আল্লাহ্‌ বা তাঁর এক ফেরেশতা (৩২:৩০)। ১৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:২৮ ইসরাইল। হিব্রু ভাষায় এর একটা মানে "আল্লাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধকারী একজন "মানুষ"। পরবর্তীকালে ইব্রাহিমের বংশধরেরা ইসরাইল জাতি ও বনি-ইসরাইল নামে পরিচিত হয়। কিতাবুল মোকাদ্দসে ইসরাইল জাতি হল ইয়াকুবের বারো ছেলের বংশধরেরা।

৩২:৩০ পনূয়েল। হিব্রু ভাষায় 'পনূয়েল' অর্থ আল্লাহ্‌র মুখ-মণ্ডল'। আল্লাহ্‌র মুখ দেখলে কেউ বেঁচে থাকত পারত না (হিজ ৩৩:২০), কিন্তু ইয়াকুব বেঁচে যান।

৩২:৩২ ঊরুর জোড়ার উপরিস্থ ঊরুসন্ধির শিরা। ঐ মাংস না খাওয়ার কথা কিতাবুল মোকাদ্দসে অন্য কোথাও আর নেই; তবে পরবর্তীকালে ইহুদী ধর্মের অন্য কোন কোন কিতাবে এই মাংস খাওয়া নিষেধ করা হয়েছে।

৩৩:২ সিল্পা ... ইউসুফ। ইয়াকুব ও তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী রাহেলা ও তাঁর ছেলে ইউসুফকে তাঁর পেছনে নিরাপদে রেখে চলতে লাগলেন।

৩৩:৩ সাতবার ভূমিতে উবুড় হয়ে সালাম করতে করতে। প্রাচীনকালে অন্যদের এইভাবে নম্রতায় সম্মান দেখানোর রীতির বিষয় মিসরের টেল এল আমার্নায় খ্রী:পূ: চৌদ্দশো বৎসর আগের লেখায় উল্লেখ আছে।

করতে করতে তাঁর ভাইয়ের কাছে উপস্থিত
হলেন।
৪ তখন ইস্‌ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দৌড়ে
এসে তাঁর গলা ধরে আলিঙ্গন ও চুম্বন করলেন
এবং উভয়েই কাঁদলেন। ৫ পরে ইস্‌ চোখ তুলে
নারীদের ও বালকদেরকে দেখে জিজ্ঞাসা
করলেন, এরা তোমার কে? তিনি বললেন,
আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করে আপনার গোলামকে এসব
সন্তান দিয়েছেন। ৬ তখন বাঁদীরা ও তাদের
সন্তানেরা কাছে এসে ভূমিতে উবুড় হয়ে সালাম
করলো; ৭ তারপর লেয়া ও তাঁর সন্তানেরা কাছে
এসে ভূমিতে উবুড় হয়ে সালাম করলেন; শেষে
ইউসুফ ও রাহেলা কাছে এসে ভূমিতে উবুড় হয়ে
সালাম করলেন। ৮ পরে ইস্‌ জিজ্ঞাসা করলেন,
আমি যে সমস্ত পশুপাল দেখলাম, সেই সমস্ত
কিসের জন্য? তিনি বললেন, মালিকের দৃষ্টিতে
অনুগ্রহ লাভের জন্য। ৯ তখন ইস্‌ বললেন,
আমার যথেষ্ট আছে, ভাই, তোমার যা তা
তোমার থাকুক। ১০ ইয়াকুব বললেন, তা নয়,
আরজ করি, আমি যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ
লাভ করে থাকি, তবে আমার হাত থেকে উপহার
গ্রহণ করুন; কেননা আমি আল্লাহ্‌র মুখ দর্শনের
মত আপনার মুখ দর্শন করলাম, আপনিও আমার
প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। ১১ আরজ করি, আপনার
কাছে যে উপহার আনা হয়েছে তা গ্রহণ করুন;
কেননা আল্লাহ্‌ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন
এবং আমার সবই আছে। এভাবে সাধ্যসাধনা
করলে ইস্‌ তা গ্রহণ করলেন।
১২ পরে ইস্‌ বললেন, এসো, আমরা যাই;
আমি তোমার আগে আগে যাব। ১৩ তিনি তাঁকে
বললেন, আমার মালিক জানেন, এই বালকেরা

[৩৩:১১] ১শামু ২৫:২৭; ৩০:২৬।
[৩৩:১৩] ইশা ৪০:১১; ইয়ার ৩১:৮।
[৩৩:১৪] হিজ ১২:৩৮।
[৩৩:১৭] ইউসা ১৩:২৭; কাজী ৮:৫, ৬, ৮, ১৪-১৬; ১বাদশাহ্‌ ৭:৪৬; ২খান্দান ৪:১৭; জবুর ৬০:৬; ১০৮:৭।
[৩৩:১৯] কাজী ৯:২৮; প্রেরিত ৭:১৬।
[৩৩:১৯] ইউসা ২৪:৩২।
[৩৪:২] দ্বি:বি ২১:১৪; ২শামু ১৩:১৪।
[৩৪:৩] ইশা ১৪:১; ৪০:২।
[৩৪:৫] ৪৯:৪; দ্বি:বি ২৭:২০; ৩৩:৬; ১খান্দান ৫:১।

কোমল এবং যে সমস্ত দুগ্ধবতী ভেড়ী ও গাভী
আমার সঙ্গে আছে; একদিন মাত্র বেগে চালালে
সকল পালই মরে যাবে। ১৪ নিবেদন করি, হে
আমার মালিক, আপনি আপনার গোলামের
আগে গমন করুন; আর আমি যতক্ষণ সেয়ীরে
আমার মালিকের কাছে উপস্থিত না হই, ততক্ষণ
আমার অগ্রবর্তী পশুদের এবং এই বালকদের
চলবার শক্তি অনুসারে ধীরে ধীরে চালাই।
১৫ ইস্‌ বললেন, তবে আমার সঙ্গী কতগুলো
লোক তোমার কাছে রেখে যাই। তিনি বললেন,
তাতেই বা প্রয়োজন কি? আমার মালিকের
দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পেলেই হল।
১৬ আর ইস্‌ সেদিন সেয়ীরের পথে ফিরে
গেলেন। ১৭ কিন্তু ইয়াকুব সুক্কোতে গমন করে
নিজের জন্য বাড়ি ও পশুদের জন্য কয়েকটি
কুটির তৈরি করলেন, এজন্য সেই স্থান সুক্কোৎ
(কুটিরগুলো) নামে আখ্যাত আছে।

হযরত ইয়াকুবের শিখিমে বাস

১৮ পরে ইয়াকুব পদ্দন্‌-অরাম থেকে এসে
সহিসালামতে কেনান দেশের শিখিম নগরে
উপস্থিত হলেন এবং নগরের বাইরে তাঁবু স্থাপন
করলেন। ১৯ পরে শিখিমের পিতা হমোরের
সন্তানদেরকে রূপার এক শত কসীতা (মুদ্রা)
দিয়ে তিনি তাঁর তাঁবু স্থাপনের জন্য ভূমিখণ্ড ক্রয়
করলেন। ২০ তিনি সেই স্থানে একটি
কোরবানগাহ্‌ তৈরি করে তার নাম এল্‌-ইলাহী-
ইসরাইল (আল্লাহ্‌, ইসরাইলের আল্লাহ্‌)
রাখলেন।

হযরত ইয়াকুবের মেয়ে দীণার ইজ্জত হরণ

৩৪ ১ আর লেয়ার কন্যা দীণা, যাকে
তিনি ইয়াকুবের জন্য প্রসব করে-

৩৩:৯ আমার যথেষ্ট আছে, ভাই। ইস্‌ যখন সেয়ীরে বসবাস করছিলেন তখন তার যথেষ্ট সম্পদ হয়েছে (৩২:৩; ৩৩:১৬), এটি প্রতিজ্ঞাত দেশের দক্ষিণে অবস্থিত, অন্যদিকে ইয়াকুব যখন পদ্দন-অরামে, প্রতিজ্ঞাত দেশের উত্তরে বাস করছিলেন তখন তারও যথেষ্ট সম্পদ হয়েছে। ইস্‌ তাকে ‘ভাই’ বলে ডেকেছেন যখন ইয়াকুব ভয়ে তাকে ‘প্রভু’ বলে সম্বোধন করেছেন (৮)।

৩৩:১১ যে উপহার আনা হয়েছে। হিব্রু ভাষায় “উপহার” কথা দিয়ে “আশীর্বাদ”ও বুঝানো হতো। হতে পারে যে, ইয়াকুব তাঁর বড় ভাইয়ের যে “আশীর্বাদ” চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন তার সামান্য অংশ তিনি এভাবে ফেরৎ দেবার চেষ্টা করেছিলেন (২৭:১-৪০)।

৩৩:১৩ বেগে চালালে। ইয়াকুবের পরিবার ও পশুপাল হারণ থেকে অল্প সময়ের মধ্যে তিনশ মাইলেরও বেশি পথ হেঁটে এসেছে (৩১:২১-২৩)।

৩৩:১৫-১৬ ইদোম ... সুক্কোত। ইদোমের বিষয়ে আরো জানার জন্য ২৫:৩০ আয়াতের নোট দেখুন। হিব্রু ভাষায় ‘সুক্কোত’ মানে “কুঁড়ে ঘরের আশ্রয়” বা একটু ছায়া। মনে করা হয় যে, সুক্কোত মহনয়িমের কয়েক মাইল পশ্চিমে ঠিক যেখানে যব্বোক নদী জর্ডান নদীতে মিশে গেছে তার উত্তর পাশে অবস্থিত।

৩৩:১৯ রূপার এক শত কসীতা। হিব্রু ভাষার এই বাক্যাংশটি যে অনুবাদ করা হয়েছে তা মাত্র কিতাবুল মোকাদ্দসে তিনবার পাওয়া যায় আর তাও পূর্বপুরুষদের বিষয় বলতে গিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। দেখুন, ইউসা ২৪:৩২; আইউব ৪২:১১)।

৩৩:২০ একটি কোরবানগাহ্‌ তৈরি করে। দেখুন ১২:৭ এর নোট। এই এবাদতে তিনি এল্‌-ইলাহী-ইসরাইল নামে ডেকেছেন। সাধারণত ইয়াকুব আগে আল্লাহ্‌কে তার পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌ বলে ডাকতেন যদিও তিনি তাঁকে তাঁর নিজের আল্লাহ্‌ বলেও জানতেন (দেখুন ২৮:২১)। কিন্তু তিনি শিখিমে অনেক দিন রইলেন বেথেলে ফিরে গেলেন না (দেখুন ৩৫:১), এর মানে তিনি সমস্যাকে তাঁর নিজের জীবনে ডেকে আনলেন (দেখুন ৩৪ অধ্যায়)।

৩৪:১-২ দীণা...হিব্বীয় হমোর ... শিখিম। কিতাবুল মোকাদ্দসে হমোরকে শিখিম শহরের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেও দেখানো হয়েছে (ইউসা ২৪:৩২, কাজী ৯:২৮)। তিনি ঐ শহরের নাম অনুসারে তাঁর ছেলের নাম রেখেছেন। দীনার বিষয়ে ৩০:২১ ও ৪৬:৮-১৫ দেখুন। হিব্বীয় লোকদের হয়তো হোরণীয়ও বলা হতো যারা প্রথমে সেয়ীর পর্বতের কাছে বাস করে থাকতে পারে কিন্তু পরে ইসের বংশধর ইদোমীয়রা তাদের

BACIB
International Bible
CHURCH

ইয়াকুব

ইয়াকুব ছিলেন বিবি রেবেকার গর্ভে জন্ম নেওয়া হযরত ইসহাকের যমজ সন্তানদের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান। পিতার মত তিনিও ছিলেন শান্ত স্বভাবের। তাঁর বড় ভাই ইস্-এর সাথে তাঁর আচরণ সবসময়ই ছিল স্বার্থপরতা ও ধূর্ততায় ভরা। যখন হযরত ইসহাকের বয়স প্রায় ১৬০ বছর, তখন তাঁকে হযরত ইয়াকুব এবং তাঁর মা ঠকানোর ষড়যন্ত্র করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রথম সন্তানের অধিকার হস্তগত করা। পিতার দোয়া পাওয়ার পরপরই হযরত ইয়াকুব তাঁর অপরাধ বুঝতে পারেন এবং ইস্-এর ক্রোধের ভয়ে ভীত হন। বিবি রেবেকার পরামর্শ মত হযরত ইসহাক ইয়াকুবকে দূরে হারণ শহরে পাঠিয়ে দেন, যেন তিনি তাঁর মামা লাবনের কন্যাদের মধ্য কাউকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। সেখানে তিনি বিবি রাহেলের দেখা পান। রাহেলাকে পাবার জন্য যতদিন না পর্যন্ত তাঁর ৭ বছরের গোলামী কর্ম করেন। কিন্তু লাবন তাঁর বড় মেয়ে লেয়াকেও তাঁর সঙ্গে বিয়ে দেন ও সেজন্য আরো ৭ বছর গোলামীর কাজ করেন। ১৪ বছরের গোলামী কর্মের শেষে হযরত ইয়াকুব তাঁর পিতামাতার কাছে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু লাবনের বিশেষ অনুরোধে তিনি আরো ৬ বছর তার সাথে থেকে তার পশুপাল পালন করেন। এরপর তিনি তাঁর পরিবার ও সম্পত্তিসহ কেনানে, তাঁর পিতা হযরত ইসহাকের কাছে ফিরে যাবার জন্য কেনানের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে মহনয়িমে উপস্থিত হন। এখানেই একজন ফেরেশতা তাঁর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ হয়। ২০ বছর আগে পদ্দন-ইরামে যাবার সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর হযরত ইয়াকুব স্বপ্নে ফেরেশতাদেরকে একটি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ও নামতে দেখেছিলেন। তিনি তাঁর ভাই ইসের কাছে তাঁর ফিরে আসার খবর পাঠালে ইস্ ৪০০ লোক নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। ইস্ প্রতিশোধ পরায়ণতা ভুলে গিয়ে বন্ধুর মতই তাঁর সাথে মিলিত হন।

হযরত ইয়াকুব শিখিমের নিকটে তাঁবু স্থাপন করেন (পয়দা ৩৩:১৮)। কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশে তিনি বেথেলে যান। সেখানে আল্লাহ্ তাঁকে দর্শন দেন এবং হযরত ইব্রাহিমের কাছে তিনি যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা পুনর্ব্যক্ত করেন। তাঁর দুই স্ত্রী ও স্ত্রীদের বাঁদীদের গর্ভে তাঁর মোট ১২ পুত্রের জন্ম হয় যাদের মধ্য দিয়ে ইসরাইল জাতি গড়ে উঠে। কেনান দেশে দুর্ভিক্ষের কারণে তারা স্বপরিবারে মিসর দেশে যান যখন ইউসুফ সেখানকার শাসনকর্তা। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পুত্রদেরকে তাঁর বিছানার পাশে ডেকে দোয়া করেন। এরপর তিনি দোয়া সমাপ্ত করেন এবং প্রাণ ত্যাগ করেন (পয়দা ৪৯:৩৩)। তাঁর লাশ মমি করে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে কেনান দেশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর শেষ হুকুম অনুসারে তাঁর স্ত্রী লেয়ার সাথে মক্‌পেলায় একই গুহায় দাফন করা হয় (পয়দা ৫০:১-১৩)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ইসরাইলদের ১২ বংশের পিতা।
- আল্লাহ্ ইব্রাহিমের মধ্য দিয়ে যে পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই পরিকল্পনায় তৃতীয় পুরুষ।
- দৃঢ়চেতা, যা তিনি চাইতেন তার জন্য পরিশ্রম করতে সক্ষম ছিলেন।
- ভাল ব্যবসায়ী।

তাঁর জীবনের দুর্বলতা ও ভুল:

- যখন কোন বিরোধে জড়িয়ে পড়তেন, তখন তিনি তাঁর সমাধানের জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য না চেয়ে নিজের শক্তির উপরেই নির্ভর করতেন।
- নিজের অধিকার বুঝে নেবার জন্য প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতেন।
- নিজের জন্য সম্পদ গড়ে তুলবার ঝোঁক ছিল।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- নিরাপত্তা সব ভাল কাজের উপরে নিহিত থাকে না।
- সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্য ও কর্ম তা ভাল হোক বা খারাপ হোক, আল্লাহ্‌র চলমান পরিকল্পনা অনুসারেই তা বপণ করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** কেনান
- **কাজ:** পশু পালক, পশু পালের মালিক
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা মাতা: ইসহাক ও রেবেকা; মামা ও শশুর: লাবন; ভাই: ইস্; স্ত্রী: রাহেল, লেয়া ও তাঁদের বাদীরা; ছেলেমেয়ে: ১২ জন পুত্র ও একজন মেয়ে।

মূল আয়াত: “আর দেখ, আমি তোমার সহবর্তী, যে যে স্থানে তুমি যাবে, সেই সেই স্থানে তোমাকে রক্ষা করবো ও পুনর্বার এই দেশে আনবো; কেননা আমি তোমাকে যা যা বললাম, তা যতক্ষণ সফল না করি ততক্ষণ তোমাকে ত্যাগ করবো না” (পয়দা ২৮:১৫)।

পয়দায়েশ ২৫-৫০ অধ্যায়ে ইয়াকুবের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া, হোসিয়া ১২:২-৫; মথি ১:২; ২২:৩২; প্রেরিত ৩:১৩; ৭:৪৬; রোমীয় ৯:১১-১৩;১১:২৬; ইবরানী ৯:১১,২০,২১ আয়াতে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ছিলেন, সেই দেশের কন্যাদের সঙ্গে দেখা করতে
বাইরে গেল। ২ আর হিব্বীয় হমোর নামক
দেশাধিপতির পুত্র শিখিম তাকে দেখতে পেল
এবং তাকে অপহরণ করে, তার সঙ্গে শয়ন করে
তার ইজ্জত নষ্ট করলো। ৩ আর ইয়াকুবের কন্যা
দীণার প্রতি শিখিম অনুরক্ত হওয়াতে তাকে
মহব্বত করলো ও মিষ্ট কথা বললো। ৪ পরে
শিখিম তাঁর পিতা হমোরকে বললো, তুমি আমার
সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য এই কন্যাকে গ্রহণ কর।
৫ আর ইয়াকুব শুনলেন, সে তাঁর কন্যা দীণার
ইজ্জত নষ্ট করেছে; ঐ সময়ে তাঁর পুত্ররা মাঠে
পশুপালের সঙ্গে ছিল; আর ইয়াকুব তাদের
আগমন পর্যন্ত এই ব্যাপারে নীরব থাকলেন।
৬ পরে শিখিমের পিতা হমোর ইয়াকুবের সঙ্গে
কথাবার্তা বলার জন্য আসল। ৭ ইয়াকুবের
পুত্ররাও ঐ সংবাদ পেয়ে মাঠ থেকে এসেছিল;
তারা ক্ষুব্ধ ও ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিল, কেননা
ইয়াকুবের কন্যার সঙ্গে শয়ন করে শিখিম
ইসরাইলের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করেছিল।
৮ তখন হমোর তাদের বললো, তোমাদের
সেই কন্যার প্রতি আমার পুত্র শিখিমের প্রাণ
আসক্ত হয়েছে; নিবেদন করি আমার পুত্রের সঙ্গে
তার বিয়ে দাও। ৯ তোমরা আমাদের সঙ্গে
আত্মীয়তা কর; তোমাদের কন্যাদের আমাদেরকে
দান কর এবং আমাদের কন্যাদেরকে তোমরা
গ্রহণ কর। ১০ আর আমাদের সঙ্গে বাস করো;
এই দেশ তোমাদের সম্মুখেই রইলো, তোমরা
এখানে বসতি ও বাণিজ্য কর, এখানে অধিকার
গ্রহণ কর। ১১ আর শিখিম দীণার পিতাকে ও
ভাইদেরকে বললো, আমার প্রতি তোমাদের
অনুগ্রহ দৃষ্টি হোক; তা হলে যা বলবে, তা-ই
দেব। ১২ যৌতুক ও দান যত বেশি চাইবে,
তোমাদের কথা অনুসারে তা-ই দেব; কোন মতে
আমার সঙ্গে ঐ কন্যার বিয়ে দাও।
১৩ কিন্তু সে তাদের বোন দীণার ইজ্জত নষ্ট
করেছিল বলে ইয়াকুবের পুত্ররা ছলপূর্বক আলাপ
করে শিখিমকে ও তার পিতা হামোরকে উত্তর
দিল; ১৪ তারা তাদেরকে বললো, খৎনা করানো

[৩৪:৭] ১করি ৫:২; মেসাল ৬:৩৪।
[৩৪:৮] দেখুন পয়দা ২১:২১; দ্বি:বি ২১:১১।
[৩৪:৯] দ্বি:বি ৭:৩; ইউসা ২৩:১২।
[৩৪:১২] হিজ ২২:১৬; দ্বি:বি ২২:২৯; ১শামু ১৮:২৫।
[৩৪:১৪] কাজী ১৪:৩; ১শামু ৩১:৪; ইশা ৫২:১।
[৩৪:১৫] ১শামু ১১:২; হিজ ১২:৪৮।
[৩৪:১৯] ১খান্দান ১১:২১।
[৩৪:২৫] ইউসা ৫:৮; মালা ২:১৬; কাজী ১৮:৭, ১০, ২৭; ইহি ৩৮:১১।
[৩৪:২৭] ২বাদশাহ্‌ ২১:১৪।
[৩৪:২৯] শুমারী ১৪:৩; ৩১:৯, ৫৩; দ্বি:বি ২:৩৫; ইউসা ৭:২১; ২বাদশাহ্‌ ৮:১২; ইশা ১৩:১৬; মাতম ৫:১১; আমোস ১:১৩; জাকা ১৪:২।
[৩৪:৩০] হিজ ৫:২৩; শুমারী ১১:১১; ১শামু ১৩:৪; ২৭:১২; ২শামু ১০:৬; ১খান্দান ১৯:৬।

হয় নি এমন লোককে যে আমাদের বোন দিই,
এমন কাজ আমরা করতে পারি না; করলে
আমাদের দুর্নাম হবে। ১৫ কেবল এই কাজ
করলে আমরা তোমাদের কথায় সম্মত হবো;
আমাদের মত তোমরা প্রত্যেক পুরুষের যদি
খৎনা করাও, ১৬ তবে আমরা আমাদের কন্যাদের
তোমাদের দেব এবং তোমাদের কন্যাদের
আমরা গ্রহণ করবো ও তোমাদের সঙ্গে বাস
করে এক জাতি হবো। ১৭ কিন্তু যদি খৎনার
বিষয়ে আমাদের কথা না শোন, তবে আমরা
আমাদের ঐ কন্যাকে নিয়ে চলে যাব।
১৮ তখন তাদের এই কথায় হমোর ও তার পুত্র
শিখিম সন্তুষ্ট হল। ১৯ আর সেই যুবক অবিলম্বে
সেই কাজ করলো, কেননা সে ইয়াকুবের কন্যার
প্রতি আসক্ত হয়েছিল; আর সে ছিল তাঁর
পিতৃকুলে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত। ২০ পরে হমোর ও
তার পুত্র শিখিম তার নগরের দ্বারে এসে নগর-
নিবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে বললো,
২১ সেই লোকদের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ
নেই; অতএব তারা এই দেশে বাস ও বাণিজ্য
করুক; কেননা দেখ, তাদের সম্মুখে দেশটি
সুপ্রশস্ত; এসো, আমরা তাদের কন্যাদেরকে
গ্রহণ করি ও আমাদের কন্যাদের তাদেরকে
দিই। ২২ কিন্তু তাদের একটি পণ আছে,
আমাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ যদি তাদের মত
খৎনা করানো হয় তবে তারা আমাদের সঙ্গে
বাস করে এক জাতি হতে সম্মত আছে। ২৩ আর
তাদের ধন, সম্পত্তি ও সমস্ত পশু কি আমাদের
হবে না? আমরা তাদের কথায় সম্মত হলেই
তারা আমাদের সঙ্গে বাস করবে। ২৪ তখন
হমোর ও তার পুত্র শিখিমের কথায় তার নগরের
দ্বার দিয়ে যে সমস্ত লোক বাইরে যেত তারা
সম্মত হল, আর তার নগর-দ্বার দিয়ে যে সকল
পুরুষ বাইরে যেত তাদের খৎনা করানো হল।

দীণার ভাইদের প্রতিশোধ গ্রহণ

২৫ পরে তৃতীয় দিনে যখন তারা ব্যথায় কষ্ট
পাচ্ছিল তখন দীণার সহোদর শিমিয়োন ও
লেবি, ইয়াকুবের এই দুই পুত্র নিজ নিজ

সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়।

৩৪:৭ শিখিম ইসরাইলের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করেছিল। প্রাচীন কালে ইসরাইলের মধ্যে ধর্ষণ শুধু ধর্ষিতার উপরে বলপ্রয়োগের কাজই ছিল না, তা ছিল গোটা বংশ ও জাতির জন্য ভীষণ অপমান ও লজ্জার কাজ। এ ঘটনার সঙ্গে কাজীগণের বিবরণ ১৯ অধ্যায়ে এক লেবীয়ের স্ত্রীকে ধর্ষণ ও মেরে ফেলার ঘটনাটি তুলনা করুন।

৩৪:৯ তোমরা আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা কর। ইয়াকুব যে আশীর্বাদ মাবুদের কাছ থেকে পেয়েছেন সেই আশীর্বাদ থেকে কেনানীয়রা লাভবান হতে চেয়েছিল (তাঁর বংশধর ও সম্পদ উভয় ক্ষেত্রেই লাভবান হতে চেয়েছিল (২১-২৩)।

৩৪:১৪ খৎনা। ১৭:১০-১১ আয়াতের নোট দেখুন। হমোরের ছেলে ও অন্য হিব্বীয় পুরুষদের খৎনা হয়ে থাকলে, তাহলে তারা ইসরাইল জাতির লোক হতে পারবে। যে মেয়েকে শিখিম তার স্ত্রী হিসাবে পেতে চেয়েছে তাকে পাওয়া ছাড়া সে ইয়াকুবের সম্পত্তির ভাগ পাবার আশাও দেখতে পেয়েছিল (৩৪:২২-২৩)।

৩৪:২৫ শিমিয়োন ও লেবি। লেয়ার গর্ভ জাত দীনার আপন সহোদর ভাই ছিল তারা (২৯:৩৩-৩৪, ৩০:২১)। পরবর্তীকালে শিমিয়োন ও লেবির বংশধরেরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে যায় কারণ শিখিমের লোকদের বিরুদ্ধে তারা ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নিয়েছিল (৪৯:৫-৭)। তাদের ঐ কাজের জন্য ইয়াকুবকে শিখিমের কাছ থেকে চলে গিয়ে বেথেলের দিকে যেতে হয় (৩৪:৩০, ৩৫:১)।

৩৪:৩০ কেনানীয় ও পরিষীয়দের। ১২:৪-৬ (হারোণ … শিখিম) ও ১৩:৫-৭ (লূত … পরিষীয়) আয়াতের নোট দেখুন।

তলোয়ার নিয়ে নির্ভয়ে নগর আক্রমণ করে সমস্ত
পুরুষকে হত্যা করলো। ২৬ তারা হমোর ও তার
পুত্র শিখিমকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করে
শিখিমের বাড়ি থেকে দীণাকে নিয়ে চলে এলো।
২৭ ওরা তাদের বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছিল,
এজন্য ইয়াকুবের পুত্ররা নিহত লোকদের কাছে
গিয়ে নগর লুট করলো। ২৮ তারা ওদের ভেড়া,
গরু ও গাধাগুলো এবং নগরস্থ ও ক্ষেতের
যাবতীয় দ্রব্য হরণ করলো; ২৯ আর ওদের শিশু
ও স্ত্রীদেরকে বন্দী করে ওদের সমস্ত ধন ও
বাড়ির সর্বস্ব লুট করলো। ৩০ তখন ইয়াকুব
শিমিয়োন ও লেবিকে বললেন, তোমরা এই দেশ
-নিবাসী কেনানীয় ও পরিষীয়দের কাছে আমাকে
ভীষণ ঘৃণার পাত্র করে অস্থির করে তুললে;
আমার লোক অল্প, তারা আমার বিরুদ্ধে একত্র
হয়ে আমাকে আঘাত করবে; আর আমি
সপরিবারে ধ্বংস হবো। ৩১ তারা জবাবে বললো,
আমাদের বোনের সঙ্গে কি পতিতার মত ব্যবহার
করা তার উচিত হয়েছিল?

হযরত ইয়াকুবের প্রতি আল্লাহ্‌র দোয়া

৩৫ ১ পরে আল্লাহ্‌ ইয়াকুবকে বললেন,
উঠ, বেথেলে গিয়ে সেই স্থানে বাস
কর এবং তোমার ভাই ইসের সম্মুখ থেকে
তোমার পলায়নকালে যে আল্লাহ্‌ তোমাকে দর্শন
দিয়েছিলেন, তাঁর উদ্দেশে সেই স্থানে
কোরবানগাহ্‌ তৈরি কর। ২ তখন ইয়াকুব তাঁর
পরিজন ও সঙ্গীদের বললেন, তোমাদের কাছে যে
সমস্ত বিজাতীয় দেবমূর্তি আছে সেগুলো দূর কর
এবং পাক-পবিত্র হও ও অন্য পোশাক পর।
৩ আর এসো, আমরা উঠে বেথেলে যাই; যে
আল্লাহ্‌ আমার সঙ্কটের দিনে আমাকে
মুনাজাতের উত্তর দিয়েছিলেন এবং আমার যাত্রা
পথে সহবর্তী ছিলেন, তাঁর উদ্দেশে আমি সেই
স্থানে একটি কোরবানগাহ্‌ তৈরি করবো।
৪ তাতে তারা তাদের কাছে যেসব বিজাতীয়
দেবমূর্তি ও কানের গহনা ছিল, তা সবই
ইয়াকুবকে দিল এবং তিনি ঐ সকল শিখিমের
নিকটবর্তী এলা গাছের তলে পুঁতে রাখলেন।
৫ পরে তাঁরা সেখান থেকে যাত্রা করলেন। তখন
চারদিকের নগরগুলোতে আল্লাহ্‌ থেকে বিপদ
উপস্থিত হল, তাই সেখানকার লোকেরা
ইয়াকুবের পুত্রদের পিছনে তাড়া করে এলো না।
৬ পরে ইয়াকুব ও তাঁর সঙ্গীরা সকলে কেনান
দেশের লূস নগরে অর্থাৎ বেথেলে উপস্থিত
হলেন। ৭ সেখানে তিনি একটি কোরবানগাহ্‌
তৈরি করে সেই স্থানের নাম এল্‌-বৈথেল
(বৈথেলের আল্লাহ্‌) রাখলেন; কারণ ভাইয়ের
সম্মুখ থেকে তাঁর পলায়নকালে আল্লাহ্‌ সেই
স্থানে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন। ৮ সে সময়
রেবেকার ধাত্রী দবোরার মৃত্যু হল এবং
বেথেলের অধঃস্থিত অলোন গাছের তলে তার
কবর হল। সেই স্থানের নাম অলোন্‌-বাখুৎ
(রোদন-বৃক্ষ) রাখা হল।
৯ পদ্দন্‌-অরাম থেকে ইয়াকুব ফিরে আসলে
আল্লাহ্‌ তাঁকে পুনর্বার দর্শন দিয়ে দোয়া
করলেন। ১০ ফলত আল্লাহ্‌ তাঁকে বললেন,

[৩৫:২] ইউসা ২৪:১৫; ২৪:১৪; হিজ ১৯:১০, ১৪; শুমারী ৮:৭, ২১; ১৯:১৯।
[৩৫:৩] কাজী ২:১৫।
[৩৫:৪] হিজ ৩২:৩; ৩৫:২২; কাজী ৮:২৪; মেসাল ২৫:১২।
[৩৫:৫] হিজ ১৫:১৬; ২৩:২৭; দ্বি:বি ২:২৫; ইউসা ২:৯; ১শামু ৭:১০; ১৩:৭; ১৪:১৫; ২খান্দান ১৪:১৪; ১৭:১০; ২০:২৯; জবুর ৯:২০; ইশা ১৯:১৭; জাকা ১৪:১৩।
[৩৫:৬] দেখুন পয়দা ২৮:১৯;
[৩৫:৮] ১শামু ১০:৩।
[৩৫:১৪] হিজ ২৯:৪০; লেবীয় ২৩:১৩; শুমারী ৬:১৫, ১৭; ১৫:৫; ২৮:৭, ১৪; ২শামু ২৩:১৬; ২খান্দান ২৯:৩৫।
[৩৫:১৬] রূত ১:২;

৩৫:১ বেথেল। ১২:৮-৯ ও ২৮:১৯ আয়াতের নোট দেখুন। বেথেলে ইয়াকুবের আগে যাবার বিষয়ে জানার জন্য ২৮:১০-২২ দেখুন।

৩৫:২ বিজাতীয় দেবতা আছে। ঐ মূর্তিগুলো হয়তো ৩১:১৯ এ উল্লেখিত পারিবারিক ছোট দেব-মূর্তি ছিল। তবে ইয়াকুবের পরিবার হয়তো কেনান দেশের দেবতারা, যেমন বাল দেবতার, ছোট্ট মূর্তি এনে থাকবে। কানের গহনায় হয়তো বিদেশীয় দেব-দেবীর চিহ্নও ছিল।

৩৫:২ পাক-পবিত্র হও ও অন্য পোশাক পর। যারা আল্লাহ্‌র এবাদত করতে চায় বা তাঁর কছে আসতে চায় তাদের প্রথমে ধর্মীয় রীতি অনুসারে পাক-পবিত্র হতে হবে (হিজ ১৯:১০-১৪)। পরবর্তীকালে মূসার শরীয়তে এ ধরনের পাক-পবিত্র হবার বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে নিয়ম-কানুন দেয়া হয়েছে (লেবীয় ১৬: ১-৪, শুমারী ৮:৫৫-৮)।

৩৫:৪ শিখিমের নিকটবর্তী এলা গাছের তলে। এটি হয়তো ১২:৬ আয়াতে যে গাছের কথা বলা হয়েছে সেই গাছ। ১৩:১৮ আয়াতের নোট দেখুন (মম্রির এলোন গাছ)।

৩৫:৮ অলোন গাছের তলে তার কবর হল। অনেক বছর বিশ্বস্তভাবে সেবা দেবার পর রেবেকার সেবাকারী দবেরার মৃত্যু হল (দেখুন ২৪:৫৯)। অলোন গাছটি হয়তো বিখ্যাত একটি গাছ, যেটি সবার কাছেই পরিচিত ছিল, যে গাছের কথা ১ শামু ১৩:৩ আয়াতে বলা হয়েছে।

৩৫:১০ তোমার নাম ইসরাইল হবে। আগে তিনি যে নাম দিয়েছিলেন সেই একই নাম পুনঃনিশ্চিত করলেন। ইয়াকুবের নাম বদলে (৩২:২৪-৩০), তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার (১৭:৪-৮; ২৮:১৩-১৫), এবং বেথেলে একটা পাথরের থামের বেদি বা কোরবানগাহ্‌ তৈরি করা (২৮:১৮-২২), ইত্যাদি ঘটনার আরোও একটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে!

৩৫:১১ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ এখানে ইয়াকুবের কাছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ (এল-সাদ্দাই) বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। বেথেলে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন, “তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম ও ইসহাকের আল্লাহ্‌” বলে (২৮:১৩)।

৩৫:১১-১২ পরিশেষে ইয়াকুব বেথেলে ফিরে এসেছেন, যেখানে আল্লাহ্‌ তাঁকে নির্দেশনা দিতে শুরু করেছিলেন ও তাঁর সঙ্গে একটি সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ্‌ ইসহাকের বেছে নেওয়া পুত্র হিসাবে ইব্রাহিমে সঙ্গে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সেই প্রতিজ্ঞার পূনঃনিশ্চয়তা দিলেন। সৃষ্টির শুরুতে তিনি মানব জাতির জন্য যে আশীর্বাদ দিয়েছিলেন (১:২৮) এবং বন্যার পরে সেই আশীর্বাদ নতুনীকরণ করেছিলেন (৯:১, ৭), এখানে যেন তারই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ ইয়াকুব ও তার বংশধরদের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করবে– যে প্রতিজ্ঞা তিনি ইব্রাহিমের কাছে করেছিলেন। দেখুন, ৪৭:২৭; হিজ ১:৭ আয়াত।

তোমার নাম ইয়াকুব; লোকে তোমাকে আর
ইয়াকুব বলবে না, তোমার নাম ইসরাইল হবে;
আর তিনি তাঁর নাম ইসরাইল রাখলেন।
১১ আল্লাহ্‌ তাঁকে আরও বললেন, আমিই
সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌, তুমি প্রজাবন্ত ও বহুবংশ
হও; তোমার মধ্য থেকে একটি জাতি, এমন কি,
বহুজাতি উৎপন্ন হবে, আর তোমার বংশ থেকে
অনেক বাদশাহ্‌ উৎপন্ন হবে। ১২ আর আমি
ইব্রাহিম ও ইস্‌হাককে যে দেশ দান করেছি সেই
দেশ তোমাকে ও তোমার ভবিষ্যৎ বংশকে দেব।
১৩ সেই স্থানে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে আল্লাহ্‌
তাঁর কাছ থেকে উপরের দিকে উঠে গেলেন।
১৪ আর ইয়াকুব সেই কথোপকথন স্থানে একটি
স্তম্ভ, পাথরের স্তম্ভ, স্থাপন করে তার উপরে পেয়
নৈবেদ্য উৎসর্গ করলেন ও তেল ঢেলে দিলেন।
১৫ যে স্থানে আল্লাহ্‌ তাঁর সঙ্গে কথা বললেন,
ইয়াকুব সেই স্থানের নাম রাখলেন বেথেল ।

বিন-ইয়ামীনের জন্ম ও বিবি রাহেলার মৃত্যু

১৬ পরে তাঁরা বেথেল থেকে প্রস্থান করলেন,
আর ইফ্রাথে উপস্থিত হবার অল্প পথ অবশিষ্ট
থাকতে রাহেলার প্রসব-বেদনা হল এবং তাঁর
প্রসব করতে বড় কষ্ট হল। ১৭ আর প্রসব বেদনা
কঠিন হলে ধাত্রী তাঁকে বললো, ভয় করো না,
কারণ এবারও তোমার পুত্র সন্তান হবে। ১৮ পরে
তাঁর মৃত্যু হল, আর তাঁর মৃত্যুর সময়ে তিনি
পুত্রের নাম বিনোনী (আমার কষ্টের পুত্র)
রাখলেন, কিন্তু তার পিতা তার নাম বিন্‌ইয়ামীন
(ডান হাতের পুত্র) রাখলেন। ১৯ এভাবে রাহেলার
মৃত্যু হল এবং ইফ্রাথ অর্থাৎ বেথেলহেমের পথের
পাশে তাঁকে দাফন করা হল। ২০ পরে ইয়াকুব
তাঁর কবরের উপরে একটি স্তম্ভ স্থাপন করলেন,
রাহেলার সেই সমাধিস্তম্ভ আজও আছে।
২১ পরে ইসরাইল সেখান থেকে যাত্রা করলেন
এবং মিগ্‌দল-এদরের অপর পাশে তাঁবু স্থাপন
করলেন। ২২ সেই দেশে ইসরাইলের
অবস্থিতিকালে রূবেণ গিয়ে তাঁর পিতার উপপত্নী
বিল্‌হার সঙ্গে শয়ন করলো এবং ইসরাইল তা
শুনতে পেলেন।
২৩ ইয়াকুবের বারো জন পুত্র। লেয়ার সন্তান;
ইয়াকুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেণ এবং শিমিয়োন,
লেবি, এহুদা, ইষাখর ও সবূলূন। ২৪ রাহেলার
সন্তান; ইউসুফ ও বিন্‌ইয়ামীন। ২৫ রাহেলার
বাঁদী বিল্‌হার সন্তান; দান ও নপ্তালি। ২৬ লেয়ার
বাঁদী সিল্পার সন্তান; গাদ ও আশের। এরা
ইয়াকুবের পুত্র, পদ্দন্‌-অরামে জন্মগ্রহণ
করেছিল।

হযরত ইস্‌হাকের ইন্তেকাল

২৭ পরে কিরিয়থর্বের অর্থাৎ হেবরনের নিকটবর্তী
মম্রি নামক যে স্থানে ইব্রাহিম ও ইস্‌হাক প্রবাস
করেছিলেন, সেই স্থানে ইয়াকুব তাঁর পিতা
ইস্‌হাকের কাছে উপস্থিত হলেন।
২৮ ইস্‌হাকের বয়স এক শত আশি বছর
হয়েছিল। ২৯ পরে ইস্‌হাক বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে
প্রাণত্যাগ করে আপন লোকদের কাছে গৃহীত
হলেন এবং তাঁর পুত্র ইস্‌ ও ইয়াকুব তাঁকে
দাফন করলেন।

ইসের বংশ-তালিকা

৩৬ ১ ইসের অর্থাৎ ইদোমের বংশ-বৃত্তান্ত
এই। ২ ইস্‌ কেনানীয়দের দু'টি
কন্যাকে, অর্থাৎ হিট্টিয় এলোনের কন্যা আদা ও

৪:১১; ১শামু ১৭:১২; মীখা ৫:২।
[৩৫:১৭] হিজ ১:১৫।
[৩৫:১৮] ১শামু ৪:২১; ১৪:৩।
[৩৫:১৯] ইউসা মীখা ৫:২।
[৩৫:২০] ১শামু ১০:২;।
[৩৫:২১] ইউসা ১৫:২১।
[৩৫:২২] লেবীয় ১৮:৮।
[৩৫:২৬] হিজ ১:১-৪।
[৩৫:২৭] ইউসা ১৫:৫৪; কাজী ১:১০; নহি ১১:২৫।
[৩৬:২] ১খান্দান ১:৪০।
[৩৬:৪] ১খান্দান ১:৩৫।
[৩৬:৫] ১খান্দান ১:৩৫;।
[৩৬:৮] দ্বি:বি ২:৪।

৩৫:১৪ পেয় নৈবেদ্য ... তেল ঢেলে দিলেন। ২৮:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:১৫-১৯ বেথেল ... ইফ্রাথ। বেথেলের বিষয়ে ৩৫:১ আয়াতের নোট দেখুন। ইফ্রাথ হচ্ছে বেথেলহাম এর পুরানো নাম (দেখুন, ৩৫:১৯, ৪৮:৭; রূৎ ৪:১১ ও মীখা ৫:২)। বেথেলহাম জেরুশালেম থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

৩৫:১৮ বিনোনী ... বিন্‌ইয়ামীন। হিব্রু শব্দ "বিনোনী" মানে "আমার দুঃখের ছেলে", এবং বিন্‌ইয়ামীনের অর্থ হতে পারে "আমার সৌভাগ্যের ছেলে", ঐ সময়ে ছিল যার দ্বারা ক্ষমতা বা বল বুঝানো হতো। এর দ্বারা আবার "দক্ষিণের ছেলে" ও বুঝানো হতো, কারণ তাঁর অন্যান্য ভাইদের জন্ম হয়েছিল উত্তর অঞ্চলে থাকার সময়ে (২৯:২৮-৩০:২৩)।

৩৫:২১ মিগ্‌দল-এদর। এর অর্থ "পশুপালের পাহাড়া ঘর", কারণ সম্ভবতঃ চোর ও বন্য জন্তুর হাত থেকে মেষ বা ছাগলের পালকে রক্ষা করার জন্য ঐ ঘর থেকে দেখাশুনার কাজ করা হতো।

৩৫:২২ উপপত্নী। ২২:২০-২৪ আয়াতের নোট দেখুন। এর পরিনামে রূবেণের এই শাস্তি হল যে, বড় ছেলে হবার অধিকার তিনি হারালেন (দেখুন, পয়দা ৪৯:৪, ১ খান্দান ৫:১)।

৩৫:২৩ ইয়াকুবের বারো জন পুত্র। ২৯:২৮-৩০:২৩ দেখুন।

৩৫:২৭ কিরিয়থর্বের অর্থাৎ হেবরনের নিকটবর্তী মম্রি নামক যে স্থানে। ১৩:১৮ ও ২৩:১-২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:২৯ তাঁকে কবর দিলেন। দেখুন ২৫:৮। এটি তাদের পারিবারিক কবরস্থান, মকপেলা গুহায় অবস্থিত (৪৯:৩০-৩১)।

৩৬:১ বংশ-বৃত্তান্ত। দেখুন ২:৪। যদিও তা ৯ আয়াতে আবার বলা হয়েছে, এই শব্দের মধ্য দিয়ে নতুন কোন সেকশনের শুরু হয় নি যেহেতু ৯-৪৩ আয়াতে ১-৮ আয়াতেই বর্ধিত আলোচনা। ইস্‌ অর্থাৎ ইদোম এর বিষয়ে দেখুন ২৫:২৫-২৬, ৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৬:২-৩ ইস্‌ কেনানীয়দের ... বিয়ে করলেন। ২৬:৩৪ ও ২৮:৯ দেখুন।

২৩:৩ **হিট্টিয়।** দেখুন, ৩৩:১৯-৩৪:২ হমোর ও হিব্বীয় আয়াতের নোট দেখুন।

৩৬:৪-৫ কেনান দেশেই ইসের এই সব ছেলেদের জন্ম হয়েছিল ৩৬:৪-৫ এর তালিকাটি ৩৬:৯-১৪ এর তালিকার সাথে তুলনা করুন। শেষেরটিতে ইসের নাতি-নাতনিদের নামও আছে। ইসের বংশধরেরা ইদোম বা সেয়ীরের লোক (২৫:৩০ আয়াতের নোট দেখুন)। তিম্নাকে বলা হয়েছে ইলীফসের "অন্য স্ত্রী"। হিব্রু ভাষায় "অন্য স্ত্রী" বলতে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার মানে সে এমন স্ত্রী যার স্বামীর সঙ্গে আইনগত সম্পর্ক আছে, কিন্তু স্ত্রীর পরিপূর্ণ মর্যাদা বা অধিকার নেই।

হিব্বীয় সিবিয়োনের পৌত্রী অনার কন্যা
অহলীবামাকে বিয়ে করলেন। ৩ এছাড়া,
নবায়োতের বোনকে, অর্থাৎ ইসমাইলের বাসমৎ
নাম্নী কন্যাকেও বিয়ে করলেন। ৪ আর ইসের
জন্য আদা ইলীফস ও বাসমৎ রূয়েলকে প্রসব
করে, ৫ এবং অহলীবামা যিয়ূশ, যালম ও
কোরহকে প্রসব করে; ইসের এই পুত্ররা কেনান
দেশে জন্মগ্রহণ করে।
৬ পরে ইস্‌ তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের ও গৃহস্থিত
অন্য সকল প্রাণীকে নিয়ে এবং তাঁর সমস্ত পশু-
সম্পদ ও কেনান দেশে উপার্জিত সমস্ত সম্পদ
নিয়ে ভাই ইয়াকুবের কাছ থেকে আর একটা
দেশে প্রস্থান করলেন। ৭ কেননা তাঁদের প্রচুর
সম্পদ থাকাতে একত্রে বাস করার পক্ষে দেশ
ছোট হল এবং পশুধন এত বেশী ছিল যে, সেই
প্রবাস-দেশে তাদের স্থান কুলালো না। ৮ এভাবে
ইস্‌ সেয়ীর পর্বতে বাস করলেন; তিনিই ইদোম।
৯ এই হল সেয়ীর পর্বতস্থ ইদোমীয়দের
পূর্বপুরুষ ইসের বংশ-বৃত্তান্ত: ১০ ইসের সন্তানদের
নাম এই: ইসের স্ত্রী আদার পুত্র ইলীফস ও
ইসের স্ত্রী বাসমতের পুত্র রূয়েল। ১১ ইলীফসের
পুত্র তৈমন, ওমার, সফো, গয়িতম ও কনস।
১২ ইসের পুত্র ইলীফসের তিম্না নাম্নী এক জন
উপপত্নী ছিল, সে ইলীফসের জন্য আমালেককে
প্রসব করলো। এরা ইসের স্ত্রী আদার সন্তান।
১৩ রূয়েলের পুত্র নহৎ, সেরহ, শম্ম ও মিসা; এরা
ইসের স্ত্রী বাসমতের সন্তান। ১৪ সিবিয়োনের
পৌত্রী অনার কন্যা, যে অহলীবামা ইসের স্ত্রী
ছিল, তার সন্তান যিয়ূশ, যালম ও কোরহ।

ইসের বংশধর

১৫ ইসের সন্তানদের দলপতিরা– ইসের জ্যেষ্ঠ
পুত্র যে ইলীফস, তার পুত্র দলপতি তৈমন,
দলপতি ওমার, ১৬ দলপতি সফো, দলপতি
কনস, দলপতি কোরহ, দলপতি গয়িতম ও
দলপতি আমালেক; ইদোম দেশের ইলীফস
বংশীয় এই দলপতিরা আদার সন্তান। ১৭ ইসের
পুত্র রূয়েলের সন্তান দলপতি নহৎ, দলপতি
সেরহ, দলপতি শম্ম ও দলপতি মিসা; ইদোম
দেশের রূয়েল বংশীয় এই দলপতিরা ইসের স্ত্রী
বাসমতের সন্তান। ১৮ আর ইসের স্ত্রী
অহলীবামার সন্তান দলপতি যিয়ূশ, দলপতি
যালম ও দলপতি কোরহ; অনার কন্যা যে
অহলীবামা ইসের স্ত্রী ছিল, এই দলপতিরা তার
সন্তান। ১৯ এরা ইসের অর্থাৎ ইদোমের সন্তান ও
এরা তাদের দলপতি।
২০ সেই দেশ-নিবাসী হোরীয় সেয়ীরের সন্তান
লোটন, ২১ শোবল, শিবিয়োন, অনা, দিশোন,
এৎসর ও দীশন; সেয়ীরের এই পুত্ররা ইদোম
দেশের হোরীয় বংশোদ্ভব দলপতি ছিলেন।
২২ লোটনের পুত্র হোরি ও হেমম এবং তিম্না
লোটনের বোন ছিল। ২৩ আর শোবলের পুত্র
অল্‌বন, মানহৎ, এবল, শফো ও ওনম।
২৪ সিবিয়োনের পুত্র অয়া ও অনা; এই অনা তাঁর
পিতা সিবিয়োনের গাধা চরাবার সময়ে
মরুপ্রান্তরে গরম পানির ফোয়ারা আবিষ্কার
করেছিল। ২৫ অনার পুত্র দিশোন ও অনার কন্যা
অহলীবামা। ২৬ দিশোনের পুত্র হিম্‌দন,
২৭ ইশ্‌বন, যিত্রণ ও করাণ। এৎসরের পুত্র
বিল্‌হন, সাবন ও আকন। ২৮ দীশনের পুত্র ঊষ
ও অরাণ। ২৯ হোরীয় বংশোদ্ভূত দলপতিরা এই:
দলপতি লোটন, দলপতি শোবল, দলপতি
সিবিয়োন, ৩০ দলপতি অনা, দলপতি দিশোন,
দলপতি এৎসর ও দলপতি দীশন। এঁরা সেয়ীর
দেশের হোরীয় বংশোদ্ভূত দলপতি।

ইদোমের বাদশাহ্‌রা

৩১ বনি-ইসরাইলদের উপরে কোন বাদশাহ্‌
রাজত্ব করার আগে এঁরা ইদোম দেশের বাদশাহ্‌
ছিলেন। ৩২ বিয়োরের পুত্র বেলা ইদোম দেশে
রাজত্ব করেন, তাঁর রাজধানীর নাম দিন্‌হাবা।
৩৩ বেলার মৃত্যুর পর তাঁর পদে বসরা-নিবাসী
সেরহের পুত্র যোবব রাজত্ব করেন। ৩৪ যোববের
মৃত্যুর পর তৈমন দেশীয় হূশম তাঁর পদে রাজত্ব
করেন। ৩৫ হূশমের মৃত্যুর পর বদদের পুত্র যে
হদদ মোয়াব দেশে মাদিয়ানকে আঘাত
করেছিলেন, তিনি তাঁর পদে রাজত্ব করেন; তাঁর
রাজধানীর নাম অবীৎ। ৩৬ হদদের মৃত্যুর পর
মস্রেকা-নিবাসী সম্ল তাঁর পদে রাজত্ব করেন।
৩৭ সম্লের মৃত্যুর পর (ফোরাত) নদীর নিকটবর্তী
রহোবোৎ-নিবাসী শৌল তাঁর পদে রাজত্ব
করেন। ৩৮ শৌলের মৃত্যুর পর অক্‌বোরের পুত্র

[৩৬:১১] ইয়ার ৪৯:৭, ২০; ইহি ২৫:১৩; আমোস ১:১২; ওব ১:৯; হবক ৩:৩।

[৩৬:১২] হিজ ১৭:৮, ১৬; শুমারী ২৪:২০; দ্বি:বি ২৫:১৭, ১৯; ১শামু ১৫:২; ২৭:৮।

[৩৬:১৫] আইউ ২:১১; ইয়ার ৪৯:৭; ইহি ২৫:১৩; আমোস ১:১২; হবক ৩:৩।

[৩৬:১৬] হিজ ১৫:১৫; শুমারী ২০:১৪; ৩৩:৩৭।

[৩৬:১৯] ১খান্দান ১:৩৫।

[৩৬:২৪] ইউসা ১৫:১৯; আইউ ১:১৪।

[৩৬:৩৩] ইশা ৩৪:৬; ৬৩:১; ইয়ার ৪৯:১৩, ২২।

[৩৬:৩৪] ইয়ার ৪৯:৭; ইহি ২৫:১৩; ওব ১:৯।

[৩৬:৩৫] শুমারী ২১:১১; ২২:১; দ্বি:বি ১:৫; কাজী ৩:৩০; রূত ১:১, ৬।

৩৬:৮ সেয়ীর। ইদোমের অন্য একটি নাম। এই নামটি হিব্রু শব্দ "লোমশ" এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। খুব সম্ভবত ইস্‌ নামের আরেকটি অর্থ (দেখুন ২৫:২৫)। ইসের একটি বংশ হোরীয় গোষ্ঠী সৃষ্টি করে (দেখুন ২০ আয়াত) যারা সেয়ীরে বাস করে। সেয়ীরের বংশধরদের কথা ২০-২৮ আয়াতে পাওয়া যায়।

৩৬:১১ ইলীফস। আইউব নবীর একজন বন্ধুর নাম ছিল তৈমনীয় ইলীফস (আইউব ২৮,৩৪) এবং আইউব নিজেও উজ শহরের বাসিন্দা ছিলেন (আইউব ১:১)। এই ভাবে বলা যায় যে, আইউব খুব সম্ভবত ইদোমে বাস করতেন (দেখুন ২৮,৩৪)।

৩৬:১৫-১৯ বংশীয়। বংশ হচ্ছে এমন অনেক লোক যারা একজন অভিন্ন পিতৃপুরুষের বংশধর এখানে যে বংশের তালিকা আছে তা মধ্যে আমরা ইসের বংশধরদের ভিন্ন একভাবে উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি। এই তালিকাটি আগের (৩৬:৯-১৪) তালিকার সঙ্গে ও ১ খান্দান ১:৩৫-৩৭ এর তালিকার সঙ্গে তুলনা করুন।

৩৬:২০ হোরীয় সেয়ীরের সন্তান। ৩৩:১৯-৩৪:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৬:৩১ বনি-ইসরাইলদের উপরে কোন বাদশাহ্‌ রাজত্ব করার আগে। বনি-ইসরাইলদের অনেক আগে থেকেই ইদোমে রাজশাসন চালু ছিল (শুমারী ২০:১৪)।

BACIB
International Bible
CHURCH

বাল্-হানন তাঁর পদে রাজত্ব করেন।
৩৯ অক্‌বোরের পুত্র বাল্‌হাননের মৃত্যুর পর হদর
তাঁর পদে রাজত্ব করেন; তাঁর রাজধানীর নাম
পায়ূ ও স্ত্রীর নাম মহেটবেল, সে মট্রেদের কন্যা
ও মেষাহবের নাত্নী।
৪০ গোষ্ঠী, স্থান ও নাম ভেদে ইস্ থেকে উৎপন্ন
যে সকল দলপতি ছিলেন, তাঁদের নাম হল:
দলপতি তিম্ন, দলপতি অল্‌বা, দলপতি যিথেৎ,
৪১ দলপতি অহলীবামা, দলপতি এলা, দলপতি
পীনোন, ৪২ দলপতি কনস, দলপতি তৈমন,
দলপতি মিব্‌সর, ৪৩ দলপতি মগ্দীয়েল ও
দলপতি ঈরম। এঁরা নিজ নিজ বসতি দেশে,
নিজ নিজ বসতি স্থানভেদে ইদোমের দলপতি
ছিলেন। ইদোমীয়দের আদিপুরুষ ইসের বৃত্তান্ত
সমাপ্ত।

হযরত ইউসুফের ও তাঁর ভাইদের বিবরণ

৩৭ ১ সেই সময় ইয়াকুব তাঁর পিতার
প্রবাস-দেশ কেনানে বাস করছিলেন।
২ ইয়াকুবের বংশ-বৃত্তান্ত হচ্ছে: ইউসুফ সতের
বছর বয়সে তার ভাইদের সঙ্গে পশুপাল চরাত;
সে বাল্যকালে নিজের সৎমা বিল্‌হার ও সিল্পার
পুত্রদের সহচর ছিল এবং ইউসুফ তাদের খারাপ
আচার-আচরণের বিষয় পিতাকে জানাতেন।
৩ ইউসুফ ইসরাইলের বৃদ্ধাবস্থার সন্তান,
এজন্য ইসরাইল সকল পুত্রের চেয়ে তাকে বেশি
ভালবাসতেন এবং তাকে একখানি লম্বা কোর্তা
তৈরি করে দিয়েছিলেন ৪ কিন্তু তার ভাইয়েরা
যখন দেখলো যে, পিতা তাদের চেয়ে ইউসুফকে
বেশি ভালবাসেন, তখন তাকে হিংসা করতে
লাগল, তার সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে পারতো
না।
৫ আর ইউসুফ স্বপ্ন দেখে তাঁর ভাইদেরকে তা
বললো; এতে তারা তাকে আরও বেশি হিংসা
করতে লাগল। ৬ সে তাদেরকে বললো, আমি
যে একটি স্বপ্ন দেখেছি দয়া করে তা শোন।
৭ দেখ, আমরা ক্ষেতে আটি বাঁধছিলাম, আর
দেখ, আমার আটি উঠে দাঁড়িয়ে রইলো এবং
দেখ, তোমাদের সমস্ত আটি আমার আটিকে
চারদিকে ঘিরে ভূমিতে উবুড় হয়ে সম্মান
দেখালো। ৮ এতে তার ভাইয়েরা তাকে বললো,
তুই কি সত্যিই আমাদের বাদশাহ্ হবি?
আমাদের উপরে সত্যি কর্তৃত্ব করবি? ফলে তারা
তার স্বপ্ন ও তার কথার জন্য তাকে আরও হিংসা
করতে লাগল।
৯ পরে সে আরও একটি স্বপ্ন দেখে ভাইদেরকে
তার বৃত্তান্ত বললো। সে বললো, দেখ, আমি
আর একটি স্বপ্ন দেখলাম, দেখ, সূর্য, চন্দ্র ও
এগারটি নক্ষত্র আমাকে ভূমিতে উবুড় হয়ে
সম্মান দেখালো। ১০ সে তার পিতা ও
ভাইদেরকে এর বৃত্তান্ত বললো, তাতে তার পিতা
তাকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমি এ কেমন স্বপ্ন
দেখলে? আমি, তোমার মা ও তোমার ভাইয়েরা,
আমরা কি বাস্তবিক তোমার কাছে ভূমিতে উবুড়
হয়ে সম্মান দেখাতে আসবো? ১১ আর তার
ভাইয়েরা তার প্রতি ঈর্ষা করতে লাগল, কিন্তু
তার পিতা সেই কথা মনে রাখলেন।

হযরত ইউসুফকে বিক্রি করা

১২ একদিন তার ভাইয়েরা পিতার পশুপাল

[৩৭:২] ১শামু ১৬:১১; ১৭:১৫; জবুর ৭৮:৭১; আমোস ৭:১৫।
[৩৭:৩] ১শামু ১:৪-৫; ২শামু ১৩:১৮-১৯; ইষ্টের ২:৯;
[৩৭:৪] প্রেরিত ৭:৯।
[৩৭:৭] রূত ২:৭, ১৫।
[৩৭:৭] ২শামু ১:২; ৯:৬।
[৩৭:৮] দ্বিঃবি ৩৩:১৬।
[৩৭:৯] প্রকা ১২:১।
[৩৭:১০] রূত ২:১৬; জবুর ৯:৫; ৬৮:৩০; ১০৬:৯; ১১৯:২১; ইশা ১৭:১৩; ৫৪:৯; জাকা ৩:২।
[৩৭:১১] প্রেরিত ৭:৯; লূক ২:১৯, ৫১।
[৩৭:১৪] ১শামু ১৭:১৮।
[৩৭:১৭] ২বাদশাহ্ ৬:১৩।

৩৭:১ কেনান। ইয়াকুব এই প্রতিজ্ঞাত দেশকে তিনি তার নিজের দেশ করেছিলেন এবং পরে এখানেই তাকে কবর দেওয়া হয় (দেখুন, ৪৯:২৯-৩০; ৫০:১৩)। তাঁর পুত্র ইফসুফ বলে গিয়েছিলেন যেন তাঁকে কেনান দেশে কবর দেওয়া হয় আর এভাবে তিনি স্বীকার করে নিয়ে নিয়েছিলেন যে, বনি-ইসরাইলকে কেনান দেশ দেবার জন্য আল্লাহ্ প্রতিজ্ঞা করেছেন (৫০:২৪-২৫)।

৩৭:২ বংশ-বৃত্তান্ত। দেখুন ২:৪ এর নোট। এই শব্দের মধ্য দিয়ে পয়দায়েশের দশটি প্রধান সেকশনের শেষ শেকশনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

ইফসুফ। পয়দায়েশের লেখক এখানে ইফসুফের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়, যার মধ্য দিয়ে পূর্বপুরুষদের শেষ অংশটির বর্ণনা কেন্দ্রভুত হয়েছে। তাঁর জীবনকালে তিনি অন্যান্যদের চেয়ে বেশি করে ইসরাইলকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন– যিনি আল্লাহ্ ও মানুষ উভয়ের সঙ্গে সমস্যায় ছিলেন ও তা শেষ পর্যন্ত সেই সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছিলেন ও জাতিদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিলেন (দেখুন ১২:২-৩)। ইফসুফের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ যে পরিবারের সঙ্গে নিয়ম করেছিলেন সেই পরিবার মিসর দেশে একটি জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল আর জাতি হিসাবে সেখান থেকে বের হয়ে এসেছিল।

৩৭:৩ একখানি লম্বা কোর্তা। জামাটার লম্বা হাতা ছিল। ঐ জামা সাধারণত ধনী লোকেরা পড়তো। তা হাতা ছাড়া জামার মত সাধারণ ছিল না (২ শামু ১৩:১৮) তা পড়ে দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করা যেত না।

৩৭:৮ আমাদের উপরে সত্যি কর্তৃত্ব করবি? ইউসুফ পরে তার ভাইদের মধ্যে প্রধান হয়েছিলেন (দ্বিঃবি ৩৩:১৬), এবং শেষে জ্যৈষ্ঠ পুত্রের অধিকার ও দ্বিগুণ অংশ লাভ করেছিলেন (দেখুন ২৫:৫ এর নোট), যেহেতু তাঁর পিতা তাঁর দুই পুত্রকে দত্তক নিয়েছিলেন (৪৮:৫)।

৩৭:৯ এগারটি নক্ষত্র। অতি প্রাচীন কালে লোকেরা সূর্য, চাঁদ, এবং তারার অবস্থান লক্ষ্য করতো আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে চিহ্ন জানার জন্য (১:১৪-১৮)। কিন্তু ইফসুফের স্বপ্নে তাদের অবস্থানের বিশেষ ইঙ্গিত ছিল যা তাঁর বাবা ও ভাইয়েরা মনে হয় বুঝতে পেরেছিলেন।

৩৭:১০ তোমার মা। রাহেলা ছিলেন তাঁর মা, যার মৃত্যুর বিষয়ে ৩৫:১৮-২০ আয়াতে বলা হয়েছে। এটা স্পষ্ট নয় কেন ইয়াকুব এখানে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন।

৩৭:১১ পিতা সেই কথা মনে রাখলেন। ইফসুফ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ইয়াকুব যে সেই কথা বনে রেখেছিলেন এটি তারই একটি বিষয়। মরিয়মও ঈসা মসীহের ছেলে বেলায় যে সব বিষয় ঘটেছিল তা মনে রেখেছিলেন (লূক ২:১৯;৫১)।

৩৭:১২-১৭ শিখিম ... দোথন। ১২:৪-৬ ও ১৩:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। অনেক পুরানো শহর দোথন ছিল শিখিম থেকে

BACIB International Bible CHURCH

চরাতে শিখিমে গিয়েছিল। ১৩ তখন ইসরাইল
ইউসুফকে বললেন, তোমার ভাইয়েরা কি শিখিমে
পশুপাল চরাচ্ছে না? এসো, আমি তাদের কাছে
তোমাকে পাঠাই। ১৪ সে বললো, দেখুন, এ
আমি। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি গিয়ে
তোমার ভাইদের কুশল ও পশুপালের কুশল
জেনে আমাকে সংবাদ এনে দাও। এভাবে তিনি
হেবরনের উপত্যকা থেকে ইউসুফকে পাঠালে সে
শিখিমে উপস্থিত হল।
১৫ তখন এক জন লোক তাকে দেখতে পেল,
আর দেখ, সে মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে; সেই
লোকটি তাকে জিজ্ঞাসা করলো, কিসের খোঁজ
করছো? ১৬ সে বললো, আমার ভাইদের খোঁজ
করছি; অনুগ্রহ করে আমাকে বলো, তারা
কোথায় পশুপাল চরাচ্ছেন। ১৭ সেই ব্যক্তি
বললো, তারা এই স্থান থেকে চলে গেছে, কেননা
'চল, দোথনে যাই', তাদের এই কথা
শুনেছিলাম। পরে ইউসুফ তাঁর ভাইদের পেছন
পেছন গিয়ে দোথনে তাদের দেখা পেল। ১৮ তারা
দূর থেকে তাকে দেখতে পেল এবং সে কাছে
উপস্থিত হবার আগে তাকে মেরে ফেলবার জন্য
ষড়যন্ত্র করলো। ১৯ তারা পরস্পর বললো, ঐ
দেখ, স্বপ্ন দর্শনকারী হুজুর আসছেন; ২০ এখন
এসো, আমরা ওকে খুন করে একটা গর্তে ফেলে
দিই; পরে বলবো, কোন হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে
ফেলেছে; তাতে দেখবো, ওর স্বপ্নের কি হয়।
২১ রূবেণ এই কথা শুনে তাদের হাত থেকে
তাকে উদ্ধার করার জন্য বললো, না, আমরা
ওকে প্রাণে মারব না। ২২ আর রূবেণ তাদেরকে
বললো, তোমরা রক্তপাত করো না, ওকে

[৩৭:১৮] ১শামু ১৯:১; ২খান্দান ২৪:২১; জবুর ৩১:১৩, ২০;৩৭:১২, ৩২; দেখুন মথি ১২:১৪; মার্ক ১৪:১; প্রেরিত ২৩:১২।
[৩৭:২০] ইয়ার ৩৮:৬, ৯।
[[৩৭:২৪] ইয়ার ৩৮:৬; ৪১:৭; ইহি ২২:২৭।
[৩৭:২৫] জবুর ৪৫:৮; মেসাল ৭:১৭; সোলায় ১:১৩; মথি ২:১১।
[৩৭:২৮] ইয়ার ৩৮:১৩।
[৩৭:২৯] ইশা ৩৬:২২; ৩৭:১; ইয়ার ৩৬:২৪; ৪১:৫; যেয়েল ২:১৩।
[৩৭:৩১] প্রকা ১৯:১৩।
[৩৭:৩৪] জবুর ৬৯:১১; ইশা ৩:২৪; ইয়ার ৪৮:৩৭; ৪৯:৩; যেয়েল ১:১৩।
[৩৭:৩৫] ২শামু ১২:১৭; জবুর ৭৭:২; ইয়ার ৩১:১৫।
[৩৭:৩৬] ১শামু

মরুভূমির এই গর্তের মধ্যে ফেলে দাও, কিন্তু
ওর গায়ে হাত তুলো না। এভাবে রূবেণ তাদের
হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে পিতার কাছে
ফিরে পাঠাবার চেষ্টা করলো।
২৩ পরে ইউসুফ তাঁর ভাইদের কাছে আসলে
তারা তার শরীর থেকে সেই পোশাক, সেই লম্বা
কোর্তাখানি খুলে নিল; ২৪ আর তাকে ধরে গর্তের
মধ্যে ফেলে দিল। সেই গর্তটি ছিল শূন্য, তাতে
পানি ছিল না।
২৫ পরে তারা আহার করতে বসলো এবং চোখ
তুলে চাইল, আর দেখ, গিলিয়দ থেকে এক দল
ইসমাইলীয় ব্যবসায়ী আসছে; তারা উটে করে
সুগন্ধি দ্রব্য, গুগ্‌গুল ও গন্ধরস নিয়ে মিসর দেশে
যাচ্ছিল। ২৬ তখন এহুদা তাঁর ভাইদেরকে
বললো, আমাদের ভাইকে খুন করে তা গোপন
করলে আমাদের কি লাভ? ২৭ এসো, আমরা ঐ
ইসমাইলীয়দের কাছে তাকে বিক্রি করি, আমরা
তার গায়ে হাত তুলবো না; কেননা সে আমাদের
ভাই, আমাদের দেহে একই রক্ত বইছে। এতে
তার ভাইয়েরা সম্মত হল। ২৮ পরে মাদিয়ানীয়
বণিকেরা কাছে আসলে ওরা ইউসুফকে গর্ত
থেকে টেনে তুললো এবং বিশটি রূপার মুদ্রার
বিনিময়ে সেই ইসমাইলীয়দের কাছে ইউসুফকে
বিক্রি করলো; আর তারা ইউসুফকে মিসর দেশে
নিয়ে গেল।
২৯ পরে রূবেণ গর্তের কাছে ফিরে গেল, আর
দেখ, ইউসুফ সেখানে নেই; তখন সে তার
পোশাক ছিঁড়লো, ৩০ আর ভাইদের কাছে ফিরে
এসে বললো, যুবকটি নেই, এবার আমি! আমি
কোথায় যাই? ৩১ পরে তারা ইউসুফের সেই

তের মাইল উত্তরে।
৩৭:২০ একটা গর্তে ফেলে দিই। এটা হয়তো কোন মুখ খোলা কুয়ো ছিল যা বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করা হতো।
৩৭:২১ রূবেণ এই কথা শুনে তাদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য বললো। ইয়াকুবের বড় ছেলে হিসাবে, ইউসুফের প্রতি তার একটা দায়িত্ব অনুভব করেছিল। পরে তার ভাইদের তিনি এই দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন (৪২:২২)। রূবেণ প্রথমে যে চেষ্টা করেছিলেন তা কোনভাবে কৃতকার্য হয়েছিল (৩০:১৪-১৭)। কিন্তু বিল্লাহর সঙ্গে তার কৃতকর্মের জন্য সে সব সময় পেছনে পড়েছিল (দেখুন ৪২:৩৭-৩৮) এবং বড় ছেলের যে অধিকার সেই অধিকার সে হারিয়েছিল। তার পরিবর্তে একটি কার্যকর নেতৃত্ব এহুদার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল (দেখুন ২৬-২৭; ৪৩:৩-৫, ৮-১০; ৪৪:১৪-৩৪; ৪৬:২৮; ৪৯:৮-১২)।
৩৭:২৫ গিলিয়দ ... ইসমাইলীয় ... মিসর। ইসমাইলীয়রা ছিল ইব্রাহিমের ও তাঁর মিসরীয় উপপত্নী হাজেরার ছেলে ইসমাইলের বংশধর (১৬:১-১৬, ২৫:১২-১৮)। ইসমাইলীয়রা সাধারণত যাযাবর শ্রেণীর ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচিত ছিল। ৩১:২১ আয়াতের নোট দেখুন (ইউফ্রেটিস্ নদী ... গিলিয়দ)।
৩৭:২৫ সুগন্ধি দ্রব্য, গুগ্‌গুল ও গন্ধরস। হিব্রু ভাষায় যা বুঝা যায় তাতে গিলিয়দ বিশেষ গাছ থেকে তৈরি করা মলম বা তরুসার যার রোগ-পীড়া সারানোর ক্ষমতা ছিল (ইয়ার ৮:২২, ৪৬:১১); গন্ধরস, যা এক প্রকার গাঢ়ো লাল রংয়ের কষ দিয়ে তৈরি। এর ছিল কড়া গন্ধ, ও স্বাদ ছিল তেতো। এগুলো আরব ও আফ্রিকার জঙ্গলের গাছ থেকে তা পাওয়া যেত। অনেক সময় গন্ধরসের গুড়া দিয়ে দামী সুগন্ধী দ্রব্য মলম তৈরি করা হতো।
৩৭:২৮ মাদিয়ানীয় বণিকেরা। পয়দা ২৫:১-২,১২ অনুসারে মিদিয়োনীয় ও ইসমাইলীয় এ উভয় জাতির লোকেরাই ছিল ইব্রাহিমের বংশধর। কাজীগণের বিবরণ ৮:২২-২৪ এ এই দু'টি নাম দিয়ে এক জাতিকেই বোঝানো হয়েছে। এ হতে পারে যে এখানে 'ইসমাইলীয়' শব্দ দিয়ে "যাযাবর-ব্যবসায়ীদের" বোঝানো হয়েছে, আর "মিদিয়নীয়" শব্দ দিয়ে তাদের জাতীয় বা গোত্র পরিচয় বুঝানো হয়েছে।
বিশটি রূপার মুদ্রার। পরবর্তী সময়ে এই টাকার মূল্যমান ছিল ইউসুফের বয়সী একজনের জীবন মূল্য যাকে প্রভুর কাছে উৎসর্গ করা হতো (দেখুন ২৭:৫)।
৩৭:৩৪ তাঁর কাপড় ছিঁড়ে কোমরে চট পরে। প্রাচীন কালের লোকদের এই দু'ভাবে শোক প্রকাশ করার প্রথা ছিল (৩৭:৩৯ ও দেখুন)। ছালার চট ছিল খসখসে শক্ত গাঢ়ো রংয়ের ছাগল বা ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি। সাধারণত তা দিয়ে শস্য রাখার বস্তা তৈরি করা হতো।

কোর্তাখানি নিয়ে একটা ছাগল মেরে তার রক্তে
তা ডুবালো; ৩২ আর লোক পাঠিয়ে সেই
কোর্তাখানি পিতার কাছে উপস্থিত করে বললো,
আমরা এটা কুড়িয়ে পেয়েছি, পরীক্ষা করে দেখ
এটি তোমার পুত্রের পোশাক কি না? ৩৩ তিনি
চিনতে পেরে বললেন, এই তো আমার পুত্রেরই
পোশাক; কোন হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলেছে,
ইউসুফের দেহ অবশ্যই খণ্ডবিখণ্ড হয়েছে।
৩৪ তখন ইয়াকুব তাঁর কাপড় ছিঁড়ে কোমরে চট
পরে পুত্রের জন্য অনেক দিন পর্যন্ত শোক
করলেন। ৩৫ আর তাঁর সমস্ত পুত্রকন্যা তাঁকে
সান্ত্বনা দিতে চাইলেও তিনি প্রবোধ না মেনে
বললেন, আমি শোক করতে করতে পুত্রের কাছে
পাতালে নামবো। এভাবে তাঁর পিতা তাঁর জন্য
কাঁদতে লাগলেন। ৩৬ অপরদিকে ঐ
মাদিয়ানীয়েরা ইউসুফকে মিসরে নিয়ে গিয়ে
ফেরাউনের কর্মকর্তা রক্ষী সৈন্যের সেনাপতি
পোটীফরের কাছে বিক্রি করলো।

এহুদা ও তামরের বিবরণ

৩৮ ১ ঐ সময়ে এহুদা তাঁর ভাইদের কাছ
থেকে প্রস্থান করে অদুল্লমীয় হীরা
নামে একটি লোকের কাছে গেল। ২ সেই স্থানে
শূয় নামে এক জন কেনানীয় পুরুষের কন্যাকে
দেখে এহুদা তাকে বিয়ে করে তার সঙ্গে মিলিত
হল । ৩ পরে সে গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করলো
ও এহুদা তার নাম রাখল এর। ৪ পরে পুনর্বার
তার গর্ভ হলে সে পুত্র প্রসব করে তার নাম
রাখল ওনন। ৫ পুনর্বার তার গর্ভ হলে সে পুত্র
প্রসব করে তার নাম শেলা রাখল; এর জন্মগ্রহণ
করার সময় এহুদা কষীবে ছিল। ৬ পরে এহুদা

২২:১৪।
[৩৮:১] ১শামু ২২:১; ২শামু ২৩:১৩; ২খান্দান ১১:৭।
[৩৮:৩] শুমারী ২৬:১৯।
[৩৮:৪] শুমারী ২৬:১৯।
[৩৮:৫] শুমারী ২৬:২০।
[৩৮:৭] লেবীয় ১০:১-২; ১খান্দান ২:৩।
[৩৮:৮] দ্বি:বি ২৫:৫-৬; রূত ৪:৫; মথি ২২:২৪-২৮।
[৩৮:১০] ৭; দ্বি:বি ২৫:৭-১০।
[৩৮:১১] রূত ১:৮।
[৩৮:১২] কাজী ১৪:১, ২; ২খান্দান ২৮:১৮।
[৩৮:১৪] ইয়ার ৩:২।
[৩৮:১৫] কাজী ১১:১; ১৬:১।
[৩৮:১৬] রূত ১:৬।
[৩৮:১৭] কাজী ১৫:১।
[৩৮:১৮] ইশা ৪৯:১৬; ইয়ার ২২:২৪; হগয় ২:২৩; ২করি ১:২২; ইফি ১:১৩।
[৩৮:২১] ২বাদশাহ্‌

তামর নাম্নী একটি কন্যাকে এনে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র
এরের সঙ্গে বিয়ে দিল। ৭ কিন্তু এহুদার জ্যেষ্ঠ
পুত্র এর মাবুদের দৃষ্টিতে দুরাচারী হওয়াতে
মাবুদ তাকে মেরে ফেললেন। ৮ তাতে এহুদা
ওননকে বললো, তুমি তোমার ভাইয়ের স্ত্রীর
কাছে গমন করো ও তার প্রতি দেবরের কর্তব্য
সাধন করে নিজের ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন
করো। ৯ কিন্তু ঐ বংশ নিজের হবে না বুঝে
ওনন ভাবীর কাছে গমন করলেও ভাইয়ের বংশ
উৎপন্ন করার অনিচ্ছাতে ভূমিতে বীর্যপাত
করলো। ১০ তার সেই কাজ মাবুদের দৃষ্টিতে মন্দ
হওয়াতে তিনি তাকেও মেরে ফেললেন।
১১ তখন এহুদা পুত্রবধূ তামরকে বললো, যে
পর্যন্ত আমার পুত্র শেলা বড় না হয়, সেই পর্যন্ত
তুমি তোমার পিত্রালয়ে গিয়ে বিধবা হিসেবে
জীবন যাপন করো। কেননা সে বললো, পাছে
ভাইদের মত তারও মৃত্যু হয়। অতএব তামর
পিত্রালয়ে গিয়ে বাস করলো।
১২ এর অনেক দিন পরে শূয়ের কন্যা এহুদার স্ত্রী
মারা গেল, পরে এহুদা সান্ত্বনা লাভ করে তার
বন্ধু অদুল্লমীয় হীরার সঙ্গে তিম্নায় যারা তাঁর
ভেড়ার লোম কাটছিল, তাদের কাছে চললো।
১৩ তখন কেউ তামরকে বললো, দেখ, তোমার
শ্বশুর তাঁর ভেড়ার লোম কাটতে তিম্নায় যাচ্ছেন।
১৪ তখন সে বিধবার কাপড়-চোপড় ত্যাগ করে
আবরণ দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদন করলো ও গায়ে
কাপড় দিয়ে তিম্নার পথের পার্শ্বস্থিত ঐনয়িমের
প্রবেশস্থানে বসে রইলো; কারণ সে দেখতে
পেল, শেলা বড় হলেও তার সঙ্গে তার বিয়ে হল
না। ১৫ পরে এহুদা তাকে দেখে পতিতা মনে

৩৭:৩৬ সেনাপতি পোটীফর। তিনি ছিলেন বাদশাহ্‌র ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের উদ্ধর্তন কর্মকর্তা।

বিক্রি করলো। "গোলাম হিসাবে" বিক্রি করা হয়েছিল (জবুর ১০৫:১৭)। আরবের মরুভূমির লোকেরা আন্তর্জাতিকভাবে দাস ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল (আমোস ১:৬, ৯)।

৩৮:১-২ এহুদা তাঁর ভাইদের কাছ থেকে প্রস্থান করে ... তার সঙ্গে মিলিত হল। এহুদা ছিলেন ইয়াকুব ও লেয়ার চতুর্থ ছেলে (২৯:৩৫)। ইসরাইল জাতির লোকদের কেনানীয় জাতির সঙ্গে বিবাহ হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ২৮:১-২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৮:১ অদুল্লমীয়। অদুল্লম ছিল জেরুশালেমের দক্ষিণ-পশ্চিমে বেথেলহেমের কাছে একটা শহর (২ খান্দান ১১:৫-৭)।

৩৮:৫ কষীব। অক্‌ষীব (ইউসা ১৫:৪৪) ও কষীব (১ খান্দান ৪:২১-২২) একই স্থানের নাম। ঐ স্থান থেকে শেলাহের বংশধরেরা এসেছে বলে মনে করা হয়। কষীব হয়তো অদুল্লম থেকে তিন মাইল পশ্চিমে ছিল।

৩৮:৬ এহুদা ... তামর। প্রাচীন কালে বাবা-মা তাদের ছেলেমেয়েদের বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক করে দিতেন।

৩৮:৮-৯ দেবরের কর্তব্য সাধন করে। কোন ছেলেমেয়ে জন্ম না দিয়ে বড় ভাই মারা গেলে তার ছোট ভাই তার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করতো। এই বিয়ের ফলে ছেলেমেয়ে হলে তারা সেই মৃত ব্যক্তির ছেলেমেয়ে হিসাবে পরিচিত থাকত (দ্বি: বি: ২৫:৫-৬)। যেহেতু তামর ও এরের কোন ছেলেমেয়ে হবার আগেই এরা মারা যায় ওনন আশা করছিল যে তার বাবা মারা যাবার পরে সে তার ভাই এরের অংশও পাবে। ওনন যদি তার ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী তামরের গর্ভে একটা ছেলের জন্ম দেয় তাহলে সে ছেলে এরের ভাগের সম্পত্তি পাবে। তার ফলে ওনন যা আশা করেছিল তা সে পাবে না।

৩৮:১২ তিম্না। এ জায়গা আসলে কোথায় ছিল তা জানা যায় নি, তবে এহুদিয়ার পাহাড়ী কোন অঞ্চলে ছিল।

৩৮:১৫-২১ পতিতা। ইবরানী ভাষায় পতিতা বুঝাতে কয়েকটি শব্দই ৩৮:১৫, ২১ এ ব্যবহার করা হয়েছে। ১৫ আয়াতের শব্দটি অপমানকর; আর ২১ আয়াতে যেটি ব্যবহার করা হয়েছে তার দ্বারা কেনানীয়দের বিভিন্ন উর্বরতার দেব-দেবীদের মন্দিরে যেসব মহিলা দেব-দাসীর কাজ করতো তাদের বুঝানো হয়। এহুদার বন্ধু হিসাবে হীরা ঐনয়িমের লোকদের কাছে কথা বলার সময় কম অপমানকর শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

৩৮:১৮ মোহর ও সুতা ও হাতের লাঠি। সীলমোহরটা ছিল দেখতে একটা নলের মত এবং তা নরম মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে ব্যক্তিগত সীলমোহর রূপে দলিলপত্রে ব্যবহার করা যেত। হাঁটার লাঠিটা হয়তো ক্ষমতা ও এহুদার বংশের নেতা হওয়ার চিহ্ন, যদিও সেটা হয়তো একটা ভেড়ার রাখালের লাঠি ছিল।

করলো, কেননা সে মুখ আচ্ছাদন করেছিল।
১৬ অতএব সে পুত্রবধূকে চিনতে না পারাতে
পথের পার্শ্বে তার কাছে গিয়ে বললো, এসো,
তোমার সঙ্গে শয়ন করি। তামর বললো, আমার
সঙ্গে শয়ন করার জন্য তুমি কি দিতে পারবে?
১৭ সে বললো, পাল থেকে একটি ছাগলের বাচ্চা
পাঠিয়ে দেব। তামর বললো, যতক্ষণ তা না
পাঠাও ততক্ষণ আমার কাছে কি কিছু বন্ধক
রাখবে? ১৮ সে বললো, কি বন্ধক রাখবো? তামর
বললো, তোমার এই মোহর ও সুতা ও হাতের
লাঠি। তখন সে তাকে সেগুলো দিয়ে তার সঙ্গে
শয়ন করলো; তাতে সে তার দ্বারা গর্ভবতী হল।
১৯ পরে সে উঠে চলে গেল এবং সেই আবরণ
ত্যাগ করে নিজের বিধবার পোশাক পরলো।
২০ পরে এহুদা সেই স্ত্রীলোকের কাছ থেকে
বন্ধক রাখা জিনিসগুলো নেবার জন্য তাঁর
অদুল্লমীয় বন্ধুর হাতে ছাগলের বাচ্চাটি পাঠিয়ে
দিল, কিন্তু সে তাকে খুঁজে পেল না। ২১ তখন সে
সেখানকার লোকদের জিজ্ঞাসা করলো, ঐনয়িমে
পথের পাশে যে পতিতা ছিল, সে কোথায়? তারা
বললো, এই স্থানে কোন পতিতা আসে নি।
২২ পরে সে এহুদার কাছে ফিরে গিয়ে বললো,
আমি তাকে পেলাম না এবং সেখানকার
লোকেরাও বললো, এই স্থানে কোন পতিতা
আসে নি। ২৩ তখন এহুদা বললো, তার কাছে যা
আছে সে তা রাখুক, নতুবা আমরা লজ্জায়
পড়বো। দেখ, আমি এই ছাগলের বাচ্চাটি
পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তাকে পেলে না।
২৪ প্রায় তিন মাস পরে কেউ এহুদাকে বললো,
তোমার পুত্রবধূ তামর জেনাকারিণী হয়েছে,
আরও দেখ, জেনার কারণে তার গর্ভ হয়েছে।
তখন এহুদা বললো, তাকে বাইরে এনে পুড়িয়ে
দাও। ২৫ পরে বাইরে আনবার সময়ে সে
শ্বশুরকে বলে পাঠাল, যার এসব বস্তু, সেই পুরুষ
থেকে আমার গর্ভ হয়েছে। সে আরও বললো,
এই মোহর, সুতা ও লাঠি কার? চেয়ে দেখ।
২৬ তখন এহুদা সেগুলো চিনতে পেরে বললো,
সে আমার চেয়েও বেশি ধার্মিকা, কেননা আমি
তাকে আমার পুত্র শেলাকে দিই নি। এর পরে
এহুদা তার সঙ্গে আর শয়ন করলো না।
২৭ পরে তামরের প্রসবকাল উপস্থিত হল, আর
দেখ, তার গর্ভে যমজ সন্তান। ২৮ তার
প্রসবকালে একটি বালক হাত বের করলো;
তাতে ধাত্রী সেই হাত ধরে লাল রংয়ের সুতা
বেঁধে বললো, এই প্রথমে ভূমিষ্ঠ হল। ২৯ কিন্তু
সে তার হাত টেনে নিলে দেখ, তার ভাই ভূমিষ্ঠ
হল; তখন ধাত্রী বললো, তুমি কিভাবে নিজে
বাধা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসলে? অতএব তার নাম
পেরস (বাধা ভাঙ্গা) হল। ৩০ পরে হাতে লাল
রংয়ের সুতা বাঁধা অবস্থায় তার ভাই ভূমিষ্ঠ হলে
তার নাম হল সেরহ।

হযরত ইউসুফের গোলামী ও কারাবাস

৩৯ ১ ইউসুফ মিসর দেশে আনীত হলে
পর, যে ইসমাইলীয়েরা তাঁকে সেখানে
নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে ফেরাউনের
কর্মচারী পোটীফর তাঁকে ক্রয় করলেন; ইনি
ছিলেন রক্ষী সৈন্যদলের সেনাপতি, এক জন
মিসরীয় লোক। ২ মাবুদ ইউসুফের সহবর্তী
ছিলেন এবং তিনি সফলকাম হলেন ও তাঁর
মিসরীয় মালিকের বাড়িতে রইলেন। ৩ আর
মাবুদ তাঁর সহবর্তী আছেন এবং তিনি যা কিছু
করেন মাবুদ তাঁর হাতে তা সফল করছেন, এটা
তাঁর মালিক দেখলেন। ৪ অতএব ইউসুফ তাঁর
দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করলেন ও তাঁর পরিচারক
হলেন এবং তিনি ইউসুফকে নিজের বাড়ির
প্রধান করে তাঁর হাতে তাঁর সমস্ত বিষয়-
সম্পত্তির দিলেন। ৫ যখন থেকে তিনি ইউসুফের
হাতে নিজের বাড়ির ও সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির
ভার দিলেন, তখন থেকে মাবুদ ইউসুফের
অনুরোধে সেই মিসরীয় ব্যক্তির বাড়ির প্রতি
দোয়া করলেন; বাড়িতে ও ক্ষেতে অবস্থিত তাঁর
সমস্ত সম্পদের প্রতি মাবুদের দোয়া বর্ষিত হল।
৬ অতএব তিনি ইউসুফের হাতে তাঁর সমস্ত
বিষয়-সম্পত্তির ভার দিলেন; তিনি নিজের
খাদ্যদ্রব্য ছাড়া আর কোন কিছুরই খোঁজ-খবর
নিতেন না। ইউসুফ রূপবান ও সুন্দর ছিলেন।

২৩:৭; হোশেয় ৪:১৪।
[৩৮:২৩] ইয়ার ২০:৭; মাতম ৩:১৪।
[৩৮:২৪] ইউসা ৭:২৫; কাজী ১৫:৬; ১শামু ৩১:১২; আইউ ৩১:১১, ২৮; ইহি ১৬:৩৮।
[৩৮:২৬] ১শামু ২৪:১৭।
[৩৮:২৯] শুমারী ২৬:২০, ২১; রূত ৪:১২, ১৮; ২শামু ৫:২০; ১খান্দান ২:৪; ইশা ২৮:২১; মথি ১:৩।
[৩৮:৩০] নহি ১১:২৪।
[৩৯:২] প্রেরিত ৭:৯।
[৩৯:৩] জবুর ১:৩; ১২৮:২; ইশা ৩৩:৬।
[৩৯:৪] ১বাদশাহ্ ১১:২৮; মেসাল ২২:২৯।
[৩৯:৫] জবুর ১২৮:৪।
[৩৯:৬] ইষ্টের ২:৭; দানি ১:৪।
[৩৯:৭] মেসাল ৭:১৫-১৮।
[৩৯:৮] মেসাল ৬:২৩-২৪।
[৩৯:৯] শুমারী ২২:৩৪।
[৩৯:১০] ইষ্টের ৩:৪।
[৩৯:১১] হিজ ১৮:২০; দ্বি:বি ১:১৮।

৩৮:২১ ঐনয়িমে। ঐনয়িম অর্থ “দু’টা ঝর্ণা”। ঐ ঝর্ণা বা স্রোত দু’টা বোধ হয় অদুল্লম ও তিম্নার মাঝখানে অবস্থিত ছিল (৩৮:১-৫, ১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৮:২৪ জেনাকারিণী হয়েছে। দেখুন ৩৮:১৫-২১ আয়াত। জেনা বুঝাতে এখানে যে শব্দ হিব্রু ভাষায় আছে তা অপমান করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

৩৮:২৭-৩০ যমজ। পেরস ... সেরহ: হিব্রু ভাষায় ‘পেরস’ শুনায় “খোলা মুখ” এর হিব্রু শব্দের মত। ‘সেরহ’ অর্থ ‘উজ্জ্বল’; হয়তো লাল সুতাকে বুঝানো হয়েছে এর দ্বারা। পেরস বাদশাহ্ দাউদের একজন পূর্বপুরুষ (রূৎ ৪:১৮-২২) এবং সেরহের সঙ্গে একত্রে এহুদা বংশের দু’টা গোষ্ঠী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে (শুমারী ২৬:১৯-২২)। এই ঘটনাটা ইস্ ও ইয়াকুবের জন্মের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করুন (২৫:২৪-২৬)।

৩৯:১ পোটীফর। ৩৭:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৯:২ মাবুদ ইউসুফের সহবর্তী ছিলেন। দেখুন ২৬:৩ এর নোট। এই বিষয়টি এখানে কয়েকবার ব্যবহার করা হয়েছে (৩,২১,২৩), স্তিফানও তার বিষয়ে বলেছেন (প্রেরিত ৭:৯-১০)।

৩৯:৫ মাবুদের দোয়া বর্ষিত হল। ইব্রাহিমের কাছে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা যে তাঁর বংশে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির লোকেরা আশীর্বাদ পাবে, তা ইউসুফের মধ্য দিয়ে পূর্ণ হতে চলেছে (১২:২-৩, ৩০:২৭-৩০)।

৩৯:৯ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে গুনাহ্ করতে পারি। মূসার আইনে অন্য ব্যক্তির স্ত্রী বা স্বামীকে পেতে চাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে (হিজ ২০:১৭)।

৭ এসব ঘটনার পর ইউসুফের প্রতি তাঁর
মালিকের স্ত্রীর নজর পড়লো; আর তাঁকে বললো,
আমার সঙ্গে শয়ন করো। ৮ কিন্তু তিনি অস্বীকার
করে তাঁর মালিকের স্ত্রীকে বললেন, দেখুন, এই
বাড়িতে আমার হাতে কি কি আছে আমার মালিক
তা জানেন না। তিনি আমারই হাতে সর্বস্ব
রেখেছেন; ৯ এই বাড়িতে আমার চেয়ে বড়
কেউই নেই। তিনি সমস্ত কিছুর মধ্যে কেবল
আপনাকেই আমার অধীনা করেন নি, কারণ
আপনি তাঁর স্ত্রী। অতএব আমি কিভাবে এই
মহাদুষ্কর্ম করতে ও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে গুনাহ্‌
করতে পারি? ১০ সে প্রতিদিন ইউসুফকে সেই
কথা বললেও তিনি তার সঙ্গে শয়ন করতে কিম্বা
সঙ্গে থাকতে তার কথায় সম্মত হতেন না।
১১ পরে এক দিন ইউসুফ কাজ করার জন্য বাড়ির
মধ্যে গেলেন; বাড়ির লোকদের মধ্যে অন্য কেউ
সেখানে ছিল না, ১২ তখন সে ইউসুফের কাপড়
ধরে বললো, আমার সঙ্গে শয়ন কর; কিন্তু
ইউসুফ তার হাতে তাঁর কাপড়টি ফেলে বাইরে
পালিয়ে গেলেন। ১৩ তখন ইউসুফ তার হাতে
কাপড়টি ফেলে বাইরে পালিয়ে গেলেন দেখে, সে
তার ঘরের লোকদেরকে ডেকে বললো, ১৪ দেখ,
তিনি আমাদের সঙ্গে রঙ্গ করতে এক জন ইবরানী
পুরুষকে এনেছেন; সে আমার সঙ্গে শয়ন করার
জন্য আমার কাছে এসেছিল, তাতে আমি চিৎকার
করে উঠলাম; ১৫ আমার চিৎকার শুনে সে আমার
কাছে তার কাপড়টা ফেলে বাইরে পালিয়ে গেল।
১৬ আর যে পর্যন্ত তাঁর মালিক ঘরে না এলেন,
সেই পর্যন্ত সেই স্ত্রীলোক তাঁর কাপড় নিজের
কাছে রেখে দিল। ১৭ পরে সেই কথানুসারে
তাঁকে বললো, তুমি যে ইবরানী গোলামকে
আমাদের কাছে এনেছ, সে আমার সঙ্গে রঙ্গ
করতে আমার কাছে এসেছিল; ১৮ পরে আমি
চিৎকার করে উঠলে সে আমার কাছে তার
কাপড়টা ফেলে বাইরে পালিয়ে গেল।
১৯ তাঁর মালিক যখন তাঁর স্ত্রীর এই কথা
শুনলেন যে, ‘তোমার গোলাম আমার প্রতি
এরকম ব্যবহার করেছে,’ তখন তিনি রেগে
আগুন হয়ে গেলেন। ২০ এই কারণে ইউসুফের
মালিক তাঁকে নিয়ে কারাগারে রাখলেন; সেই
স্থানে বাদশাহ্‌র বন্দীরা থাকতো; তাতে তিনি
সেই কারাগারে থাকলেন। ২১ কিন্তু মাবুদ
ইউসুফের সহবর্তী ছিলেন এবং তাঁর প্রতি
মহব্বতে অটল রইলেন ও তাঁকে কারারক্ষকের
দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র করলেন। ২২ তাতে
কারারক্ষক কারাগারের সমস্ত বন্দীর ভার
ইউসুফের হাতে দিলেন, আর সেখানকার
লোকদের সমস্ত কাজ ইউসুফের হুকুম অনুসারে
চলতে লাগল। ২৩ কারারক্ষক তাঁর হস্তগত কোন
বিষয়ে লক্ষ্য করতেন না, কেননা মাবুদ তাঁর
সহবর্তী ছিলেন এবং তিনি যা কিছু করতেন
মাবুদ তা সফল করতেন।

দু’জন কয়েদীর স্বপ্ন ও তার অর্থ

৪০ ১ ঐ সকল ঘটনার পরে মিসরের
বাদশাহ্‌র পানপাত্র-বাহক ও প্রধান
খাদ্যপ্রস্তুতকারক তাদের মালিক মিসরের
বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে অপরাধ করলো। ২ তাতে
ফেরাউন তাঁর সেই দুই কর্মচারীর প্রতি, ঐ
প্রধান পানপাত্র-বাহক ও প্রধান খাদ্য-
প্রস্তুতকারকের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন, ৩ এবং
তাদেরকে বন্দী করে রক্ষী সৈন্যদের সেনাপতির
বাড়ির কারাগারে, ইউসুফ যে স্থানে বন্দী ছিলেন
সেই স্থানে রাখলেন। ৪ তাতে রক্ষক সেনাপতি
তাদের জন্য ইউসুফকে নিযুক্ত করলেন, আর
তিনি তাদের পরিচর্যা করতে লাগলেন। এভাবে
তারা কিছু দিন কারাগারে রইলো।
৫ পরে মিসরের বাদশাহ্‌র পানপাত্র-বাহক ও
প্রধান খাদ্যপ্রস্তুতকারক, যাদের কারাগারে আটক
করা হয়েছিল সেই দু’জনে এক রাতে দুই রকম
অর্থবিশিষ্ট দু’টি স্বপ্ন দেখলো। ৬ আর ইউসুফ
খুব ভোরে তাদের কাছে এসে তাদেরকে
দেখলেন, তারা বিষণ্ন। ৭ তখন তাঁর সঙ্গে

[৩৯:১২] ২শামু ১৩:১১; মেসাল ৭:১৩।
[৩৯:১৪] দ্বি:বি ২২:২৪, ২৭।
[৩৯:১৭] হিজ ২০:১৬; ২৩:১, ৭; দ্বি:বি ৫:২০; জবুর ১০১:৫।
[৩৯:১৯] ইষ্টের ১:১২।
[৩৯:২০] জবুর ১০৫:১৮।
[৩৯:২১] হিজ ৩:২১; ১১:৩; ১২:৩৬; ইষ্টের ২:৯; জবুর ১০৬:৪৬; মেসাল ১৬:৭; দানি ১:৯;
[৩৯:২২] ৪;
[৩৯:২৩] শুমারী ১৪:৪৩।
[৪০:১] নহি ১:১১;
[৪০:২] মেসাল ১৬:১৪, ১৫; ১৯:১২; ইষ্টের ২:২১।
[৪০:৭] নহি ২:২।
[৪০:৮] দ্বি:বি ২৯:২৯; দানি ২:২২, ২৮, ৪৭।
[৪০:১০] ইশা ২৭:৬; ৩৫:১-২; হোশেয় ১৪:৭।

৩৯:১৭ ইবরানী গোলাম। ১৪:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৯:২১ মাবুদ ইউসুফের সহবর্তী ছিলেন। ধর্ষণের যে অভিযোগে ইউসুফকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল সাধারণত তার শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। ভবিষ্যতে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে এমন ভাবে জেলে দেয়ার শাস্তিটা তত বড় শাস্তি ছিল না। পয়দায়েশের অন্যান্য স্থানে যেমন দেখা যায় এখানেও তেমনি আল্লাহ্‌র ভক্ত বীরদের মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্‌কেই প্রশংসা দেওয়া হচ্ছে (৩১:৯ আয়াতের নোট ও দেখুন)।

৪০:২ তাঁর সেই দুই কর্মচারীর প্রতি। যে ইবরানী শব্দকে এখানে “বাদশাহ্‌র কর্মচারী” রূপে অনুবাদ করা হয়েছে তার দ্বারা আসলে বাদশাহ্‌র “প্রধান পানীয় পরিবেশক” বুঝায় যা ছিল রাজদরবারের একটা বড় ও বিশ্বস্ত কর্মচারীর পদ। “পানীয় পরিবেশক” ব্যক্তিগতভাবে রাজাকে পানীয় পরিবেশন করতেন এবং কখনও কখনও তাকে বাদশাহ্ পান করে পানীয় পরীক্ষা করে দেখতে বলতেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ঐ পানীয়তে যে কোন বিষ মিশানো হয় নি তা নিশ্চিত করা।

৪০:৫ দুই রকম অর্থবিশিষ্ট দু'টি স্বপ্ন দেখলো। ৩০:২৭-২৮ আয়াতের নোট দেখুন। প্রাচীন যুগে স্বপ্নের বিশেষ অর্থ থাকত বলে লোকদের বিশ্বাস ছিল এবং স্বপ্ন ভবিষ্যতে কি ঘটবে না ঘটবে তা জানাত। তবে স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যাও দরকার হতো। আমরা দেখি যে, আল্লাহ্ কখন কখন স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন (পয়দা ২০:৩, ২৮:১০-১৫, মথি ১:২০-২৩)।

৪০:৮ অর্থ বলে দেবার শক্তি কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে না। একমাত্র আল্লাহ্ যিনি ভবিষ্যত জানেন, তিনিই সঠিকভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারেন (দেখুন ৪১:১৬, ২৫, ২৮; দানি ২:২৮)। এখানে ইউসুফ আল্লাহ্‌র এজেন্ট হিসাবে নিজের দায়িত্ব নিয়েছেন যার মধ্য দিয়ে তিনি স্বপ্নের অর্থ বাদশাহ্‌কে বলে দেবেন। এই অর্থ ইসরাইলের আল্লাহ্ বলে দেবেন যিনি জাতিদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন (দেখুন ১৮:১৭;

BACIB
International Bible
CHURCH

ফেরাউনের যে দুই কর্মচারী তাঁর মালিকের বাড়িতে কারাগারে আটক ছিল, তাদেরকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আজ আপনাদের মুখ বিষণ্ন কেন? [৮] তারা জবাবে বললো, আমরা স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু এর অর্থ বলে দেবার কেউ নেই। ইউসুফ তাদেরকে বললেন, অর্থ বলে দেবার শক্তি কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে না? অনুরোধ করছি, স্বপ্নের বৃত্তান্ত আমাকে বলুন।

[৯] তখন প্রধান পানপাত্র-বাহক ইউসুফকে তার স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানালো; সে তাঁকে বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার সম্মুখে একটি আঙ্গুর লতা। [১০] সেই আঙ্গুরলতার তিনটি ডাল; তা যেন পল্লবিত হল ও তাতে ফুল হল এবং স্তবকে স্তবকে তার ফল হয়ে পাকলো। [১১] তখন আমার হাতে ফেরাউনের পানপাত্র ছিল, আর আমি সেই আঙ্গুর-ফল নিয়ে সেগুলো থেকে রস বের করে ফেরাউনের হাতে সেই পাত্র দিলাম। [১২] ইউসুফ তাকে বললেন, এর অর্থ এই; ঐ তিনটি ডাল তিন দিন বুঝায়। [১৩] তিন দিনের মধ্যে ফেরাউন আপনাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে আপনাকে আগের পদে নিযুক্ত করবেন; আর আপনি আগের রীতি অনুসারে পানপাত্র-বাহক হয়ে পুনর্বার ফেরাউনের হাতে পানপাত্র দেবেন। [১৪] কিন্তু আরজ করি, যখন আপনার মঙ্গল হবে তখন আমাকে স্মরণে রাখবেন এবং আমার প্রতি দয়া করে ফেরাউনের কাছে আমার কথা বলে আমাকে এই স্থান থেকে উদ্ধার করবেন। [১৫] কেননা ইবরানীদের দেশ থেকে আমাকে নিতান্তই চুরি করে আনা হয়েছে; আর এই স্থানেও আমি কিছুই করি নি যার জন্য এই কারাকূপে আটক থকতে হয়।

[১৬] প্রধান খাদ্যপ্রস্তুতকারক যখন দেখল, তার অর্থ ভাল, তখন সে ইউসুফকে বললো, আমিও স্বপ্ন দেখেছি; আমার মাথার উপরে রুটির তিনটি ডালি। [১৭] তার উপরের ডালিতে ফেরাউনের জন্য সকল প্রকার রুটি ছিল; আর সমস্ত পাখি আমার মাথার উপরকার ডালি থেকে তা নিয়ে খেয়ে ফেললো। [১৮] ইউসুফ জবাব দিলেন, এর অর্থ এই, [১৯] সেই তিনটি ডালিতে তিন দিন বুঝায়। তিন দিনের মধ্যে ফেরাউন আপনার দেহ থেকে মাথা কেটে ফেলে আপনাকে গাছে টাঙ্গিয়ে দেবেন এবং পাখিরা আপনার দেহ থেকে মাংস খাবে।

[২০] পরে তৃতীয় দিনে ফেরাউনের জন্মদিনে তিনি তাঁর সমস্ত গোলামের জন্য ভোজ প্রস্তুত করলেন এবং তাঁর গোলামদের মধ্যে প্রধান পানপাত্র-বাহক ও প্রধান খাদ্য-প্রস্তুতকারককে কারাগার থেকে মুক্তি দিলেন। [২১] তিনি প্রধান পানপাত্র-বাহককে তার নিজের পদে পুনর্বার নিযুক্ত করলেন, তাতে সে ফেরাউনের হাতে পানপাত্র দিতে লাগল; [২২] কিন্তু তিনি প্রধান খাদ্য-প্রস্তুতকারককে গাছে টাঙ্গিয়ে দিলেন; যেমন ইউসুফ তাদেরকে অর্থ বলেছিলেন। [২৩] কিন্তু প্রধান পানপাত্র-বাহক ইউসুফের কথা স্মরণে রাখল না, ভুলে গেল।

বাদশাহ্‌র স্বপ্নের অর্থ প্রকাশ ও হযরত ইউসুফের উন্নতি

৪১ [১] দুই বছর পরে ফেরাউন একটি স্বপ্ন দেখলেন। [২] দেখলেন, তিনি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর সেই নদী থেকে সাতটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গাভী উঠলো ও খাগড়া বনে চরতে লাগল। [৩] সেগুলোর পরে, আর সাতটা কৃশ ও বিশ্রী গাভী নদী থেকে উঠলো ও নদীর তীরে ঐ গাভীদের কাছে দাঁড়ালো। [৪] পরে সেই কৃশ, বিশ্রী গাভীরা ঐ সাতটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গাভীকে খেয়ে ফেললো। তখন ফেরাউনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। [৫] তারপর তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন এবং দ্বিতীয়বার স্বপ্ন দেখলেন যে, এক বোঁটাতে সাতটি পুষ্ট উত্তম শীষ উঠলো। [৬] সেগুলোর পরে, পূর্বীয় বায়ুতে শুকিয়ে যাওয়া অন্য সাতটি ক্ষীণ শীষ উঠলো। [৭] আর এই ক্ষীণ শীষগুলো ঐ সাতটা পুষ্ট শীষকে গ্রাস করলো।

[৪০:১২] দানি ২:৩৬; ৪:১৯।
[৪০:১৩] ইউসা ১:১১; ৩:২; উজা ৮:৩২; নহি ২:১১।
[৪০:১৪] ১শামু ২৫:৩১; লূক ২৩:৪২; ১শামু ২০:১৪, ৪২; ২শামু ৯:১; ১বাদশাহ্‌ ২:৭; হেদা ৯:১৫।
[৪০:১৫] আইউ ১৩:২৭।
[৪০:১৬] আমোস ৮:১-২।
[৪০:১৯] দ্বি:বি ২৮:২৬; ১শামু ১৭:৪৪; ইহি ৩৯:৪।
[৪০:২০] মথি ১৪:৬ -১০; ইষ্টের ২:১৮; মার্ক ৬:২১।
[৪০:২১] ইয়ার ৫২:৩১।
[৪০:২২] জবুর ১০৫:১৯।
[৪০:২৩] হেদা ১:১১।
[৪১:১] হিজ ১:২২; ২:৫; ৭:১৫।
[৪১:২] ইয়ার ৫:২৮; হিজ ২:৩; আইউ ৪০:২১; ইশা ১৯:৬।
[৪১:৫] ইশা ২৩:৩; ইয়ার ২:১৮।
[৪১:৬] ইশা ১১:১৫; ২৭:৮; ইউ ৪:৮।
[৪১:৮] দানি ১:২০; ২:২, ২৭; ৪:৭; ৫:৭।

৪১:১৬, ২৮, ৩২)।

৪০:১৪ তখন আমাকে স্মরণে রাখবেন। দুর্ভাগ্যবসতঃ পানপাত্র বাহক তাকে ভুলে গিয়েছিল (২৩) পূর্ণ দুই বছর পরে তাঁকে স্মরণ করেছিল (দেখুন ৪১:১, ৯-১৩)।

৪০:১৫ ইবরানীদের দেশ। অর্থাৎ কেনান দেশ (৩৭:১,২৮.৩৬ এবং ১৪:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

এই কারাকূপে। এখানে যে ইবরানী শব্দকে “গর্ত” অনুবাদ করা হয়েছে তাকে ইউসুফের গল্পে (৩৭:২৪) “শুকনো কূয়ো” অনুবাদ করা হয়েছে। ইউসুফ এখানে জেলে, কিন্তু শব্দের বিশেষ ব্যবহার ইউসুফের কেনান দেশে কূয়োর মধ্যে থাকার ঘটনা মনে করিয়ে দেয়।

৪১:১-২ ফেরাউন ... নদীর কূলে। নীল নদী, পৃথিবীর দ্বিতীয় বড় নদী, প্রতি বছরই তার দু’পারের অঞ্চল ডুবিয়ে অনেক পলি মাটি রেখে যায় যা কৃষিকাজের জন্য অত্যন্ত উপকারী। কৃষিকাজের জন্য নীলনদীর এক বড় দানের জন্য এই নদীকে প্রাচীন কালে একজন দেবতা বলে বিশ্বাস করে লোকেরা পূজা করতো। অনেক সময় পশুপাল তাদের গলা পর্যন্ত এই নদীর জলে ডুবিয়ে রাখত (৪১:৩) কীটপতঙ্গ ও গরমের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য।

৪১:৬ পূর্বীয় বায়ুতে। নীল নদীর পশ্চিমের মরু-এলাকা থেকে গরম বাতাস বইত ও শস্য শুকিয়ে দিত। ঐ অঞ্চলে তাকে বলা হতো “সিরোকো” বায়ু।

৪১:৮ জাদুকর ... জ্ঞানী লোক। বাদশাহ্‌দের যাদুকর থাকত যাদের দিয়ে তারা যাদুবিদ্যা ব্যবহার করতো। তারা পেয়ালার ভেতরে তরল পদার্থ থেকে কিভাবে আলো প্রতিফলিত হতো তা লক্ষ্য করে ভবিষ্যতের বিষয়ে কথা বলতো (৪৪:৫-১৫)। গুনিন ব্যক্তিরা হয়তো যাজক বা ইমাম ছিল। তারা অলৌকিক কোন শক্তি থেকে কোন বাণী (বা দৈববানী) পাওয়া গেছে কিনা তা জানার কাজ করতো (৩০:২৭-২৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪১:৯ প্রধান পানপাত্র-বাহক। ৪০:১-৩ আয়াতের নোট

BACIB
International Bible CHURCH

পরে ফেরাউনের ঘুম ভেঙ্গে গেল, আর দেখ, তা
স্বপ্নমাত্র।
৮ পরে সকাল বেলায় তাঁর মন অস্থির হল;
আর তিনি লোক পাঠিয়ে মিসরের সমস্ত জাদুকর
ও সেখানকার সমস্ত জ্ঞানী লোককে ডাকালেন;
আর ফেরাউন তাঁদের কাছে সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত
বললেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউই ফেরাউনকে
তার অর্থ বলতে পারলেন না।
৯ তখন প্রধান পানপাত্র-বাহক ফেরাউনকে
বললো, আজ আমার নিজের দোষ মনে পড়ছে।
১০ ফেরাউন তাঁর দুই গোলামের প্রতি, আমার ও
প্রধান খাদ্যপ্রস্তুতকারকের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে
আমাদেরকে রক্ষক সেনাপতির বাড়িতে
কারাগারে আটক করে রেখেছিলেন। ১১ আর সে
ও আমি এক রাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম এবং
দু'জনের স্বপ্নের দুই রকম অর্থ হল। ১২ তখন
সেই স্থানে রক্ষক সেনাপতির গোলাম এক জন
ইবরানী যুবক আমাদের সঙ্গে ছিল। তাকে
স্বপ্নবৃত্তান্ত বললে সে আমাদেরকে তার অর্থ বলে
দিল, দু'জনের স্বপ্নের অর্থই বলে দিল। ১৩ আর
সে আমাদেরকে যেরকম অর্থ বলেছিল, ঠিক
সেইমত সব কিছু ঘটলো; বাদশাহ্ আমাকে
আগের পদে নিযুক্ত করলেন ও তাকে গাছে
টাঙ্গিয়ে দিলেন।
১৪ তখন ফেরাউন ইউসুফকে ডেকে পাঠালে
লোকেরা কারাগার থেকে শীঘ্র তাঁকে বের করে
আনলো। পরে তিনি দাড়ি কামিয়ে অন্য পোশাক
পরে ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হলেন। ১৫ তখন
ফেরাউন ইউসুফকে বললেন, আমি একটি স্বপ্ন
দেখেছি, তার অর্থ করতে পারে এমন কেউ
নেই। কিন্তু তোমার বিষয়ে আমি শুনেছি যে, তুমি
স্বপ্ন শুনলে তার অর্থ করতে পার। ১৬ জবাবে
ইউসুফ ফেরাউনকে বললেন, তা আমার অসাধ্য,
আল্লাহ্ই ফেরাউনকে মঙ্গল-যুক্ত উত্তর দেবেন।
১৭ তখন ফেরাউন ইউসুফকে বললেন, দেখ,
আমি স্বপ্নে নদীর তীরে দাঁড়িয়েছিলাম। ১৮ আর
দেখ, নদী থেকে সাতটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গাভী উঠে
খাগড়া বনে চরতে লাগল। ১৯ সেগুলোর পরে
কৃশ ও খুব বিশ্রী ও হাড্ডিসার অন্য সাতটা গাভী
উঠলো; আমি সমস্ত মিসর দেশে সেরকম বিশ্রী
গাভী কখনও দেখি নি। ২০ আর এই কৃশ ও বিশ্রী
গাভীরা সেই আগের হৃষ্টপুষ্ট সাতটা গাভীকে
খেয়ে ফেললো। ২১ কিন্তু তারা এদের উদরস্থ
হলে পর, উদরস্থ যে হয়েছে, এমন মনে হল না,
কেননা এরা আগের মত বিশ্রীই রইলো।
২২ তখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হল। পরে আমি আর
একটি স্বপ্ন দেখলাম; আর দেখ, একটি বোঁটায়
পুষ্ট উত্তম সাতটি শীষ উঠলো। ২৩ আর
সেগুলোর পরে ম্লান, ক্ষীণ ও পূর্বীয় বায়ুতে
শোষিত সাতটি শীষ উঠলো। ২৪ আর এই ক্ষীণ
শীষগুলো সেই উত্তম সাতটি শীষকে গ্রাস
করলো। এই স্বপ্ন আমি জাদুকরদেরকে
বলেছিলাম, কিন্তু কেউই এর অর্থ আমাকে
বলতে পারল না।
২৫ তখন ইউসুফ ফেরাউনকে বললেন,
ফেরাউনের স্বপ্ন দু'টি আসলে এক, আল্লাহ্ যা
করতে উদ্যত হয়েছেন তা-ই ফেরাউনকে
জানিয়েছেন। ২৬ ঐ সাতটি উত্তম গাভী সাত
বছর এবং ঐ সাতটি উত্তম শীষও সাত বছর;
দু'টি স্বপ্নই আসলে এক। ২৭ আর তার পিছনে
যে সাতটি কৃশ ও বিশ্রী গাভী উঠলো, তারাও
সাত বছর; আর পূর্বীয় বায়ুতে শোষিত যে
সাতটি কৃশ শীষ উঠলো, তা দুর্ভিক্ষের সাত বছর
হবে। ২৮ আমি ফেরাউনকে এ-ই বললাম;
আল্লাহ্ যা করতে উদ্যত হয়েছেন তা
ফেরাউনকে দেখিয়েছেন। ২৯ দেখুন, সমস্ত মিসর
দেশে সাত বছর শস্যের অতিশয় প্রাচুর্য হবে।
৩০ তার পরের সাত বছর এমন দুর্ভিক্ষ হবে যে,
মিসর দেশে শস্যের অতিশয় প্রাচুর্যের কথা
লোকে ভুলে যাবে এবং সেই দুর্ভিক্ষে দেশ নষ্ট
হবে। ৩১ আর সেই পরবর্তী দুর্ভিক্ষের দরুন
আগেকার শস্যের অতিশয় প্রাচুর্যের কথা মনে
পড়বে না; কারণ তা ভীষণ কষ্টকর হবে।
৩২ আর ফেরাউনের কাছে দু'বার স্বপ্ন দেখাবার
অর্থ এই: আল্লাহ্ এটা স্থির করেছেন এবং
আল্লাহ্ এটা শীঘ্র ঘটাবেন। ৩৩ অতএব এখন
ফেরাউন এক জন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান লোকের
খোঁজ করে তাঁকে মিসর দেশের উপরে নিযুক্ত
করুন। ৩৪ আর ফেরাউন এই কাজ করুন;
দেশে কর্মাধ্যক্ষদের নিযুক্ত করে যে সাত বছর
শস্যের প্রাচুর্য হবে, সেই সময়ে মিসর দেশ
থেকে শস্যের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করুন। ৩৫ তাঁরা
সেই আগামী শুভ বছরগুলোর জন্য খাদ্যশস্য
সংগ্রহ করুন ও ফেরাউনের অধীনে নগরে নগরে

[৪১:১৪] জবুর ১০৫:২০; ইশা ১৮:২, ৭।
[৪১:১৫] দানি ৪:১৮; ৫:১৬।
[৪১:২৫] ইশা ৪৬:১১; দানি ২:৪৫।
[৪১:৩০] জবুর ১০৫:১৬।
[৪১:৩২] দানি ২:৫।
[৪১:৩৪] ইষ্টের ২:৩।
[৪১:৩৭] ইষ্টের ২:৪; ইশা ১৯:১১।
[৪১:৩৮] দ্বি:বি ৩৪:৯; দানি ২:১১; ৪:৮-৯, ১৮; ৫:১১, ১৪।
[৪১:৩৯] দানি ২:১১; ৫:১১।
[৪১:৪০] ১বাদশাহ্ ৪:৬; ইশা ২২:১৫; ৩৬:৩; ইষ্টের ১০:৩; প্রেরিত ৭:১০।
[৪১:৪১] ইয়ার ৪০:৭; দানি ৬:৩।

দেখুন।

৪১:১৬ আল্লাহ্ই ফেরাউনকে মঙ্গলযুক্ত উত্তর দেবেন। বাদশাহ্‌কে ঐ স্বপ্ন দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল যেন ইউসুফের আল্লাহ্ যে মিসরের সকল যাদুবিদ্যা ও জ্ঞানের চেয়ে বড় তা বুঝানো যায়। এই জাতীয় ঘটনাবলীর উদাহরণ, যার দ্বারা আল্লাহ্ মাবুদের ক্ষমতাই যে সকল বিজাতীয় রাজা-বাদশাহ্‌দের যাদুকর ও গুনিনদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তা দেখতে পাওয়া যায় হিজ ৭:৮-১২; ৮:১৬-১৯, ৯:১১, দানি ৫:৮, ১৫-২৮ আয়াতে।

৪১:২৭ দুর্ভিক্ষের সাত বছর। যেহেতু নীল নদী প্রতি বৎসরই তার দু'পাশের অঞ্চলগুলো ডুবিয়ে দিয়ে ভাল কৃষিকাজের জন্য অনেক পলি জমা করে যেত এবং যার ফলে অনেক বেশি ফসল সেখানে ফলতো সেহেতু মিসরে অনেক দিন যাবৎ দুর্ভিক্ষ হতো না বললেই চলে।

৪১:৩৮ যাঁর অন্তরে আল্লাহ্‌র রূহ্ আছেন। মিসরে বাদশাহ্ বুঝতে পারছেন যে, একজন নেতা হিসাবে ইউসুফ যে যোগ্যতা দেখাচ্ছেন তা তিনি আল্লাহ্ থেকে পেয়েছেন। ৩৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪১:৪০ তুমিই আমার বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক হও। ফেরাউন

BACIB International Bible CHURCH

খাদ্যের জন্য শস্য সঞ্চয় করুন ও রক্ষা করুন।
৩৬ এভাবে মিসর দেশে যে দুর্ভিক্ষ হবে, সেই
দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্য সেই খাদ্যশস্য
দেশের জন্য সঞ্চিত থাকবে, তাতে দুর্ভিক্ষে দেশ
বিনষ্ট হবে না।

মিসরের শাসনকর্তা হযরত ইউসুফ

৩৭ তখন ফেরাউন ও তাঁর সমস্ত গোলামের
দৃষ্টিতে এই কথা উত্তম মনে হল। ৩৮ আর
ফেরাউন তাঁর গোলামদেরকে বললেন, এঁর মত
পুরুষ, যাঁর অন্তরে আল্লাহ্‌র রূহ্‌ আছেন, এমন
আর কাকে পাব? ৩৯ তখন ফেরাউন ইউসুফকে
বললেন, আল্লাহ্‌ তোমাকে এসব জানিয়েছেন,
অতএব তোমার মত সুবুদ্ধি ও জ্ঞানবান আর কে
আছে? ৪০ তুমিই আমার বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক হও;
আমার সমস্ত লোক তোমার হুকুম পালন করবে,
কেবল সিংহাসনে আমি তোমা থেকে বড় থাকব।
৪১ ফেরাউন ইউসুফকে আরও বললেন, দেখ,
আমি তোমাকে সমস্ত মিসর দেশের উপরে নিযুক্ত
করলাম। ৪২ পরে ফেরাউন হাত থেকে তাঁর
সীলমোহরযুক্ত আংটি খুলে ইউসুফের হাতে
দিলেন, তাঁকে মসীনা কাপড়ের শুভ্র পোশাক
পরালেন এবং তাঁর গলায় সোনার হার দিলেন।
৪৩ আর তাঁকে তাঁর নিজের দ্বিতীয় রথে আরোহণ
করালেন এবং লোকেরা তাঁর আগে আগে 'হাঁটু
পাত, হাঁটু পাত' বলে ঘোষণা করলো। এভাবে
তিনি সমস্ত মিসর দেশের শাসনকর্তার পদে
নিযুক্ত হলেন। ৪৪ ফেরাউন ইউসুফকে বললেন,
আমি ফেরাউন, তোমার হুকুম ছাড়া সমস্ত মিসর
দেশে কোন লোক হাত কি পা তুলতে পারবে
না। ৪৫ আর ফেরাউন ইউসুফের নাম রাখলেন
সাফনৎ-পানেহ এবং তাঁর সঙ্গে ওন নগর-নিবাসী
পোটীফেরঃ নামক পুরোহিতের আসনৎ নাম্নী
কন্যার বিয়ে দিলেন। পরে ইউসুফ সারা মিসর
দেশে পরিভ্রমণ করলেন।

[৪১:৪২] দানি ৫:২৯; জাকা ৩:৪।
[৪১:৪২] জবুর ৭৩:৬; ইশা ৩:১৮। ইহি ১৬:১১।
[৪১:৪৩] ইশা ২:৭; ২২:১৮।
[৪১:৪৪] ইষ্টের ১০:২; জবুর ১০৫:২২।
[৪১:৪৫] ইষ্টের ২:৭; হিজ ২:১৬; ইহি ৩০:১৭।
[৪১:৪৬] মেসাল ২২:২৯; দানি ১:১৯।
[৪১:৫১] শুমারী ১:৩৪; দ্বি:বি ৩৩:১৭; ইউসা ৪:১২; ১৭:১; ১খান্দান ৭:১৪।
[৪১:৫২] কাজী ৫:১৪; ১খান্দান ৭:২০; ২খান্দান ৩০:১; জবুর ৬০:৭; ইয়ার ৭:১৫; ওব ১:১৯।
[৪১:৫৪] প্রেরিত ৭:১১।
[৪১:৫৫] দ্বি:বি ৩২:২৪; ২খান্দান ২০:৯; ইশা ৫১:১৯।
[৪২:১] প্রেরিত ৭:১২।
[৪২:২] জবুর ৩৩:১৮-১৯।
[৪২:৫] প্রেরিত

৪৬ ইউসুফ ত্রিশ বছর বয়সে মিসরের বাদশাহ্‌
ফেরাউনের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে
ইউসুফ ফেরাউনের কাছ থেকে প্রস্থান করে
মিসর দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করলেন। ৪৭ আর
সেই শস্যের প্রাচুর্যের সাত বছর ভূমিতে পর্যাপ্ত
শস্য জন্মালো। ৪৮ মিসর দেশে উপস্থিত সেই
সাত বছরে সমস্ত শস্য সংগ্রহ করে তিনি প্রতি
নগরে সঞ্চয় করলেন; যে নগরের চার সীমায় যে
শস্য হল, সেই নগরে তা সঞ্চয় করলেন।
৪৯ এভাবে ইউসুফ সমুদ্রের বালুকণার মত এমন
প্রচুর শস্য সংগ্রহ করলেন যে তা পরিমাপ করা
বন্ধ করে দিলেন, কেননা তা অপরিমেয় ছিল।
৫০ দুর্ভিক্ষ শুরু হবার আগে ইউসুফের দুই পুত্র
জন্মগ্রহণ করলো; ওন্‌-নিবাসী পুরোহিত
পোটীফেরের ইমামের কন্যা আসনৎ তাঁর জন্য
তাদের প্রসব করলেন। ৫১ আর ইউসুফ তাদের
জ্যেষ্ঠের নাম মানশা (বিস্মৃতিজনক) রাখলেন,
কেননা তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ আমার সমস্ত
দুঃখ-কষ্ট ও আমার সমস্ত পিতৃকুলের বিস্মৃতি
ঘটিয়েছেন। পরে দ্বিতীয় পুত্রের নাম আফরাহীম
(ফলবান) রাখলেন, ৫২ কেননা তিনি বললেন,
আমার দুঃখভোগের দেশে আল্লাহ্‌ আমাকে
ফলবান করেছেন।
৫৩ পরে মিসর দেশে উপস্থিত শস্যের প্রাচুর্যের
সাত বছর শেষ হল, ৫৪ এবং ইউসুফ যেমন
বলেছিলেন, তেমনি দুর্ভিক্ষের সাত বছর আরম্ভ
হল। সকল দেশে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হল, কিন্তু সমস্ত
মিসর দেশে খাদ্য ছিল। ৫৫ পরে সমস্ত মিসর
দেশে দুর্ভিক্ষ হলে লোকেরা ফেরাউনের কাছে
খাদ্যের জন্য কান্নাকাটি করতে লাগল, তাতে
ফেরাউন মিসরীয়দের সকলকে বললেন, তোমরা
ইউসুফের কাছে যাও; তিনি তোমাদেরকে যা
বলেন, তা-ই কর। ৫৬ তখন সমস্ত দেশেই
দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। আর ইউসুফ সকল স্থানের

ইউসুফের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন (দেখুন ৩৩ আয়াত) এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ইউসুফকে মিসরের শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করা হবে (দেখুন প্রেরিত ৭:১০; জবুর ১০৫:২১)।

৪১:৪১-৪৩ ফেরাউন হাত থেকে ... তাঁর নিজের দ্বিতীয় রথে। বাদশাহ্‌র ক্ষমতার যে চিহ্ন ইউসুফকে দেওয়া হল তার মধ্যে ছিল বাদশাহ্‌র চিহ্ন (ইষ্টের ৩:১০), বিশেষ পোশাক (ইষ্টের ৬:১১) এবং একটা সোনার হার (দানি ৫:৭,২৯)। বাদশাহ্‌র রথে চরা মানে অত্যন্ত বড় সম্মানের বিষয় আর বাদশাহ্‌রাই সেই রথে চরে থাকেন।

৪১:৪৫ ফেরাউন ... আসনৎ নাম্নী কন্যার বিয়ে দিলেন। ইউসুফের মিসরে বড় ঐ পদে ওঠার কারণে যেসব আনন্দ-অনুষ্ঠান হল তা শেষ হয় ইউসুফের একটা নতুন নাম পাবার মধ্য দিয়ে। সেই নামের অর্থ এই হতে পারে– "আল্লাহ্‌ কথা বলেন, তিনি জীবন্ত"। যদিও ইউসুফকে বাদশাহ্‌ তার রাজনৈতিক স্বার্থেই ব্যবহার করেছিলেন, তিনি বুঝতে পারেননি যে, তাঁর পদোন্নতির পেছনে আল্লাহ্‌র একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল (৪৫:৫-৮, ৫০:১৯-২০)। ইউসুফের স্ত্রীর নাম 'আসনৎ' এর হয়তো অর্থ ছিল "নেইত তার মালিক"। 'নেইত' একজন মিসরীয় দেবী। তার বাবা 'পোটিফর' এর নামের মানে "রা এর দান"। রা ছিল মিসরীয়দের সূর্য-দেবতার নাম।

ওন। গ্রীক ভাষায় এই নামের অর্থ "সূর্যের নগর" এবং তা বর্তমান কায়রো থেকে ছয় মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত ছিল।

৪১:৫১-৫২ মানশা ... আফরাহীম। হিব্রু ভাষায় 'মানাশা' শব্দটা শোনা ও 'ভুলে যাওয়া'র হিব্রু শব্দের মত। 'আফরাহীম' অর্থ "উর্বর জমি", "ফলবতী", কিংবা "ঘাসে ভরা জমি", ইত্যাদি। ৪৯:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

৪১:৫৭ কেননা সমস্ত দেশেই দুর্ভিক্ষ প্রবল হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই কথার দ্বারা মধ্যপ্রাচ্যের কাছের দেশগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। খাদ্যের অভাবে লোকেরা মিসরে এসেছে। সেখানে আল্লাহ্‌র মনোনীত এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি ছিলেন ইব্রাহিমের এক বংশধর। তিনি ঐ সমস্ত লোকদের জন্য ছিলেন আশীর্বাদস্বরূপ (১২:২-৩ দেখুন)।

৪২:৩-৪ ইউসুফের দশ জন ভাই ... বিন্‌ইয়ামীনকে ভাইদের সঙ্গে পাঠালেন না। অনেক দিন আগে ইউসুফকে তাঁর ভাইয়েরা

BACIB
International Bible
CHURCH

গোলা খুলে মিসরীয়দের কাছে শস্য বিক্রি করতে
লাগলেন; আর মিসর দেশে দুর্ভিক্ষ প্রবল হয়ে
উঠলো। ৫৭ সমস্ত দেশের লোকেরা মিসর দেশে
ইউসুফের কাছে শস্য ক্রয় করতে আসল, কেননা
সমস্ত দেশেই দুর্ভিক্ষ প্রবল হয়েছিল।

হযরত ইউসুফের ভাইদের মিসরে যাত্রা

৪২ ১ আর ইয়াকুব দেখলেন যে, মিসর
দেশে শস্য আছে, তাই ইয়াকুব তাঁর
পুত্রদেরকে বললেন, তোমরা এক জন অন্যজনের
দিকে তাকিয়ে আছ কেন? ২ তিনি আরও
বললেন, দেখ, আমি শুনলাম, মিসরে শস্য আছে,
তোমরা সেখানে যাও, আমাদের জন্য শস্য ক্রয়
করে আন; তা হলে আমরা বাঁচবো, মরবো না।
৩ পরে ইউসুফের দশ জন ভাই শস্য ক্রয় করতে
মিসরে গেলেন। ৪ কিন্তু ইয়াকুব ইউসুফের
সহোদর বিন্‌ইয়ামীনকে ভাইদের সঙ্গে পাঠালেন
না; কেননা তিনি বললেন, পাছে এর বিপদ ঘটে।
৫ যারা মিসর দেশে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে
ইসরাইলের পুত্ররাও শস্য কিনবার জন্য গেলেন,
কেননা কেনান দেশেও দুর্ভিক্ষ হয়েছিল।
৬ সেই সময় ইউসুফই ঐ দেশের শাসনকর্তা
ছিলেন, তিনিই দেশীয় সমস্ত লোকের কাছে শস্য
বিক্রি করছিলেন; অতএব ইউসুফের ভাইয়েরা
তাঁর কাছে গিয়ে ভূমিতে উবুড় হয়ে সম্মান
দেখালেন। ৭ তখন ইউসুফ তাঁর ভাইদেরকে
দেখে চিনলেন, কিন্তু তাঁদের কাছে অপরিচিত
লোকের মত ব্যবহার করলেন ও কর্কশভাবে
তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি তাঁদেরকে
বললেন, তোমরা কোথা থেকে এসেছো? তাঁরা
বললেন, কেনান দেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য কিনতে
এসেছি। ৮ বাস্তবিক ইউসুফ তাঁর ভাইদেরকে
চিনলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন না।
৯ ইউসুফ তাঁদের বিষয়ে যে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন,
তা তাঁর স্মরণ হল; আর তিনি তাঁদেরকে
বললেন, তোমরা গুপ্তচর, দেশের অরক্ষিত
স্থানগুলো দেখতে এসেছ। ১০ তাঁরা বললেন, না,
মালিক, আপনার এই গোলামেরা খাদ্যদ্রব্য
কিনতে এসেছে; ১১ আমরা সকলে এক পিতার
সন্তান; আমরা সৎ লোক, আপনার এই
গোলামেরা গুপ্তচর নয়। ১২ কিন্তু তিনি তাঁদেরকে
বললেন, না, না, তোমরা দেশের অরক্ষিত
স্থানগুলো দেখতে এসেছ। ১৩ তাঁরা বললেন,
আপনার এই গোলামেরা বারো ভাই, কেনান
দেশ-নিবাসী একজনের পুত্র; দেখুন, আমাদের
ছোট ভাই এখন পিতার কাছে আছে এবং এক
জন নেই। ১৪ তখন ইউসুফ তাঁদেরকে বললেন,
আমি যে তোমাদেরকে বললাম, তোমরা গুপ্তচর,
তা-ই বটে। ১৫ এতেই তোমাদের পরীক্ষা হয়ে
যাবে; আমি ফেরাউনের প্রাণের কসম দিয়ে
বলছি, তোমাদের ছোট ভাই এখানে না আসলে
তোমরা এই স্থান থেকে বের হতে পারবে না।
১৬ তোমাদের এক জনকে পাঠিয়ে তোমাদের
সেই ভাইকে আনাও, তোমরা বন্দী থাকো;
এভাবে তোমাদের কথার পরীক্ষা হবে; তোমরা
সত্যবাদী কি না, তা জানা যাবে; নতুবা আমি
ফেরাউনের প্রাণের কসম খেয়ে বলছি, তোমরা
অবশ্যই গুপ্তচর। ১৭ পরে তিনি তাঁদেরকে তিন
দিন কারাগারে বন্দী করে রাখলেন।
১৮ পরে তৃতীয় দিনে ইউসুফ তাঁদেরকে বললেন,
এক কাজ কর, তাতে বাঁচবে; আমি আল্লাহ্‌কে
ভয় করি। ১৯ তোমরা যদি সৎলোক হও, তবে
তোমাদের এক ভাই এই কারাগারে বন্দী থাকুক;
তোমরা নিজ নিজ বাড়ির দুর্ভিক্ষের জন্য শস্য
নিয়ে যাও; ২০ পরে তোমাদের ছোট ভাইকে
আমার কাছে এনো; এভাবে তোমাদের কথা
প্রমাণিত হলে তোমরা মারা যাবে না। তাঁরা
তা-ই করলেন। ২১ আর তাঁরা একে অপরকে
বললেন, নিশ্চয়ই আমরা আমাদের ভাইয়ের
বিষয়ে অপরাধী, কেননা সে আমাদের কাছে
বিনতি করলে আমরা তার প্রাণের কষ্ট দেখেও

৭:১১।

[৪২:৬] দেখুন নহি ৫:১৪।

[৪২:৯] দ্বিঃবি ১:২২; ইউসা ২:১; ৬:২২।

[৪২:১৩] ইয়ার ৩১:১৫।

[৪২:১৫] ১শামু ১৭:৫৫।

[৪২:১৮] লেবীয় ১৯:১৪; ২৫:৪৩; ২শামু ২৩:৩।

ইসমাইলীয় ব্যবসায়ীদেরর কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। তাই তারা তাকে ভুলে গিয়েছিল। তারা ভাবছিল হয়তো তিনি মারা গেছেন। অথবা তারা হয়তো তাদের বাবাকে ইউসুফের বিষয়ে যা যা বলেছিল ঠিক একই কথা তাঁর কাছেও বলতে চেয়েছিল যাতে তারা তাঁর প্রতি যে খারাপ ব্যবহার করেছিল তা তিনি না জানতে পারেন। সবচেয়ে ছোট ভাইয়ের নাম ছিল বিন্‌ইয়ামীন (৪২:৪) যিনি রাহেলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। আর তিনিই ছিলেন ইউসুফের একমাত্র সহোদর। দেখুন ২৯:৩১-৩০:২৩; ৩৫:১৬-১৮ আয়াত।

৪২:৮ কিন্তু তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন না। প্রায় বিশ বৎসর আগে ইউসুফকে যখন তাঁর ভাইয়েরা একজন গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দেয় তখন তিনি ছিলেন একজন কিশোর মাত্র। নিশ্চয়ই তাঁর অনেক শারীরিক পরিবর্তন হয়েছিল; তাছাড়া তিনি যে মিসরের মত দেশের একজন শাসনকর্তা হবেন এই কথা তারা কল্পনাও করতে পারেন নি।

৪২:১৩ আমাদের ছোট ভাই এখন পিতার কাছে আছে এবং এক জন নেই। ইউসুফের কথাই তারা বলেছেন যদিও তারা আসলে জানতেন না তাঁর ভাগ্যে কী ঘটেছিল। ছোট ভাই মানে বিন্‌ইয়ামীন (৪২:৪)।

৪২:১৫ ফেরাউনের প্রাণের কসম দিয়ে বলছি। ফেরাউনকে (বাদশাহ্) মিসরের লোকেরা একজন দেবতারূপে মানত বলে ঐ শপথ বা দিব্য খুবই কঠিন ছিল (১৭:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪২:১৮ আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। একজন মিসরীয় শাসনকর্তার মুখে আল্লাহ্‌র প্রতি সম্মানের কথায় ইউসুফের ভাইয়েরা হয়তো অবাকই হয়েছিল। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪২:২৩ দোভাষী দ্বারা। যদিও হিব্রু ছিল ইউসুফের মাতৃভাষা, তিনি মিসরীয় ভাষায় কথা বলছিলেন। হিব্রু ভাষায় এতক্ষণ তাঁর ভাইদের সঙ্গে কথা বললে তারা হয়তো তাঁর পরিচয় আগেই জানতে পারত।

৪২:২৫ টাকা ফিরিয়ে দিতে। ঐ টাকা ছিল হয়তো রূপা বা সোনার ছোট্ট ছোট্ট টুকরা। সে যুগে কোন মুদ্রা বা নোট ছিল না। ২০:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

তা শুনি নি; এজন্য আমাদের উপর এই সঙ্কট
উপস্থিত হয়েছে। ২২ তখন রূবেণ উত্তরে তাঁদের
বললেন, আমি না তোমাদেরকে বলেছিলাম,
বালকটির বিরুদ্ধে গুনাহ্ করো না কিন্তু তোমরা
তা শোন নি; দেখ, এখন তার রক্তেরও হিসাব
দিতে হচ্ছে। ২৩ কিন্তু ইউসুফ যে তাঁদের এই
কথা বুঝতে পারলেন তা তাঁরা জানতে পারলেন
না, কেননা দোভাষী দ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে
কথাবার্তা হচ্ছিল। ২৪ তখন তিনি তাঁদের কাছ
থেকে সরে গিয়ে কাঁদলেন; পরে ফিরে এসে
তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন ও তাঁদের মধ্যে
শিমিয়োনকে ধরে তাঁদের সাক্ষাতেই বাঁধলেন।
২৫ পরে ইউসুফ তাঁদের সমস্ত বস্তায় শস্য
ভরতে, প্রত্যেক জনের বস্তায় টাকা ফিরিয়ে দিতে
ও তাঁদেরকে পাথেয় দ্রব্য দিতে হুকুম দিলেন;
আর তাঁদের জন্য তা-ই করা হল।

হযরত ইউসুফের ভাইদের কেনানে ফিরে আসা

২৬ পরে তাঁরা নিজ নিজ গর্দভের উপরে শস্য
চাপিয়ে সেই স্থান থেকে প্রস্থান করলেন। ২৭ কিন্তু
পান্থনিবাসে যখন এক জন তাঁর গাধাকে আহার
দিতে বস্তা খুললেন, তখন বস্তার মুখেই নিজের
টাকা দেখতে পেলেন। ২৮ তাতে তিনি ভাইদের
বললেন, আমার টাকা ফিরেছে; দেখ, আমার
বস্তাতেই রয়েছে। তখন তাঁদের প্রাণ উড়ে গেল
ও সকলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আল্লাহ্
আমাদের প্রতি এ কি করলেন?
২৯ পরে তাঁরা কেনান দেশে তাঁদের পিতা
ইয়াকুবের কাছে উপস্থিত হলেন ও তাঁদের প্রতি
যা যা ঘটেছিল, সেই সমস্ত তাঁকে জানালেন,
৩০ বললেন, যে ব্যক্তি সেই দেশের শাসনকর্তা,
তিনি আমাদের সঙ্গে কর্কশ ভাবে কথা বললেন,
আর দেশ অনুসন্ধানকারী গুপ্তচর মনে করলেন।
৩১ আমরা তাঁকে বললাম, আমরা সৎলোক,
গুপ্তচর নই; ৩২ আমরা বারো ভাই, সকলেই এক
পিতার সন্তান; কিন্তু এক জন নেই এবং ছোটটি
এখন কেনান দেশে পিতার কাছে আছে।
৩৩ তখন সেই ব্যক্তি, সেই দেশের শাসনকর্তা
আমাদেরকে বললেন, এতেই জানতে পারব যে
তোমরা সৎলোক; তোমাদের এক ভাইকে আমার

[৪২:২৬] ইশা ৩০:৬।
[৪২:২৭] কাজী ১৯:১৯; আইউ ৩৯:৯; ইশা ১:৩।
[৪২:২৮] ইউসা ২:১১; ৫:১; ৭:৫।
[৪২:২৮] মার্ক ৫:৩৩;
[৪২:৩৬] আইউ ৩:২৫; মেসাল ১০:২৪; রোমীয় ৮:৩১।
[৪৩:৫] ২শামু ৩:১৩।
[৪৩:৮] জবুর ৩৩:১৮-১৯।

কাছে রেখে তোমাদের অনাহারক্লিষ্ট পরিবারের
জন্য শস্য নিয়ে যাও। ৩৪ পরে তোমাদের ছোট
ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো, তাতে বুঝতে
পারব যে, তোমরা গুপ্তচর নও, তোমরা সৎ
লোক; আর আমি তোমাদের ভাইকে তোমাদের
কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তোমরা দেশে ব্যবসা-
বাণিজ্য করতে পারবে।
৩৫ পরে তাঁরা বস্তা থেকে শস্য ঢাললে, প্রত্যেকে
নিজ নিজ ছালায় নিজ নিজ টাকার থলি পেলেন।
তখন সেসব টাকার থলি দেখে তাঁরা ও তাঁদের
পিতা ভয় পেলেন। ৩৬ আর তাঁদের পিতা
ইয়াকুব বললেন, তোমরা আমাকে পুত্রহীন
করেছ; ইউসুফ নেই, শিমিয়োন নেই, আবার
বিন্‌-ইয়ামীনকেও নিয়ে যেতে চাইছো; এই
সমস্তই আমার প্রতি ঘটছে। ৩৭ তখন রূবেণ
তাঁর পিতাকে বললেন, আমি যদি তোমার কাছে
তাকে ফিরিয়ে না আনি, তবে আমার দুই পুত্রকে
খুন করো; আমার হাতে তাকে দাও; আমি
তোমার কাছে তাকে পুনর্বার এনে দেব।
৩৮ তখন তিনি বললেন, আমার পুত্র তোমাদের
সঙ্গে যাবে না, কেননা তার সহোদর মারা গেছে,
সে একাই বেঁচে আছে। তোমরা যে পথে যাবে,
সেই পথে যদি এর কোন বিপদ ঘটে তবে
শোকে এই বৃদ্ধ অবস্থায় তোমরা আমাকে
পাতালে নামিয়ে দেবে।

হযরত ইউসুফের ভাইদের দ্বিতীয়বার মিসরে যাত্রা

৪৩ ১ তখন দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ
চলছিলো। ২ আর তাঁরা মিসর দেশ
থেকে যে শস্য এনেছিলেন, সেই সমস্ত খাওয়া
শেষ হলে তাঁদের পিতা তাঁদেরকে বললেন,
তোমরা আবার যাও, আমাদের জন্য কিছু
খাদ্যশস্য ক্রয় করে আন। ৩ তখন এহুদা তাঁকে
বললেন, সেই ব্যক্তি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে
আমাদেরকে বলেছেন, তোমাদের ভাই
তোমাদের সঙ্গে না আসলে তোমরা আমার মুখ
দেখতে পাবে না। ৪ যদি তুমি আমাদের সঙ্গে
আমাদের ভাইকে পাঠাও, তবে আমরা গিয়ে
তোমার জন্য খাদ্যশস্য ক্রয় করে আনবো।
৫ কিন্তু যদি না পাঠাও তবে যাব না; কেননা সেই

৪২:২৭ গাধাকে। সেখানে সাধারণ বোঝা বইবার জন্য গাধা ব্যবহার করা হতো।

৪২:২৮ আল্লাহ্ আমাদের প্রতি এ কি করলেন? ভাইয়েরা বিশ্বাস করেছিল যে, আল্লাহ্ই তাদের প্রতি ঐ সব ঘটনা ঘটাচ্ছেন। কিন্তু কেন তা ঘটছে তা তারা বুঝে উঠতে পারেন নি। ৩১:৯ আয়াতে আয়াতের নোট দেখুন।

৪২:২৯ কেনান দেশে। ১২:৪-৬ আয়াতের আয়াতের নোট দেখুন।

৪২:৩৭-৩৮ তবে আমার দুই পুত্রকে খুন করো ... আমাকে পাতালে নামিয়ে দেবে। বড় ভাই হিসাবে রূবেণ বিন্‌ইয়ামীনের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে চাইলেন। তিনি আগে ইউসুফের জন্যও তাই করেছিলেন (৩৭:১৭-২২)। ইয়াকুব বলছিলেন বিন্‌ইয়ামীনের কথা। বিন্‌ইয়ামীন ছিলেন ইয়াকুবের প্রিয়তমা স্ত্রীর গর্ভে জাত ইউসুফের সহোদর।

৪৩:৩-৫ এহুদা। ঘটনার এ অংশে এহুদা তাঁর ভাইয়ের জন্য কথা বলেছেন (দেখুন ৪৪:১৪-৩৪, ৪৬:২৮) এহুদার বংশ পরবর্তীকালে ইসরাইলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে থাকবে (৪৯:৮-১০)। ইসরাইল জাতির সবচেয়ে বিখ্যাত বাদশাহ্ দাউদ ছিলেন এহুদা বংশীয় (১ খান্দান ২:১-১৭) ৪৩:৯ আয়াতে এহুদার প্রস্তাবের সাথে ৪২:৩৭ এ রূবেণের প্রস্তাব তুলনা করুন।

ব্যক্তি আমাদেরকে বলেছেন, তোমাদের ভাই
তোমাদের সঙ্গে না আসলে তোমরা আমার মুখ
দেখতে পাবে না। ৬ তখন ইসরাইল বললেন,
তোমরা আমার সঙ্গে কেন এমন খারাপ আচরণ
করলে? ঐ ব্যক্তিকে কেন বলেছো যে, তোমাদের
আর এক ভাই আছে? ৭ তাঁরা বললেন, তিনি
আমাদের বিষয়ে ও আমাদের বংশের বিষয়ে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন,
তোমাদের পিতা কি এখনও জীবিত আছেন?
তোমাদের কি আরও ভাই আছে? তাতে আমরা
সেই কথা অনুসারে উত্তর দিয়েছিলাম। আমরা
কেমন করে জানবো যে, তিনি বলবেন,
তোমাদের ভাইকে এখানে নিয়ে এসো? ৮ এহুদা
তাঁর পিতা ইসরাইলকে আরও বললেন,
বালকটিকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও; আমরা
প্রস্থান করি, তাতে তুমি ও আমাদের
ছেলেমেয়েরা এবং আমরা বাঁচবো, কেউ মরবো
না। ৯ আমিই তার জামিন হলাম, আমারই হাত
থেকে তাকে নিও, আমি যদি তোমার কাছে
তাকে না আনি, তোমার সম্মুখে তাকে উপস্থিত
না করি, তবে আমি সারা জীবন তোমার কাছে
অপরাধী থাকব। ১০ এত বিলম্ব না করলে আমরা
এর মধ্যে দ্বিতীয়বার ফিরে আসতে পারতাম।
১১ তখন তাঁদের পিতা ইসরাইল তাঁদেরকে
বললেন, যদি তা-ই হয় তবে এক কাজ করো;
তোমরা নিজ নিজ থলিতে এই দেশের উৎকৃষ্ট
দ্রব্য– গুগ্‌গুল, মধু, সুগন্ধি দ্রব্য, গন্ধরস, পেস্তা ও
বাদাম কিছু কিছু নিয়ে গিয়ে সেই ব্যক্তিকে
উপহার দাও। ১২ আর নিজ নিজ হাতে দ্বিগুণ
টাকা নাও এবং তোমাদের বস্তার মুখে যে টাকা
ফিরে এসেছে, তাও হাতে করে পুনরায় নিয়ে
যাও; কি জানি, হয়তোবা তাদের ভুল হয়েছিল।
১৩ আর তোমাদের ভাইকে নিয়ে যাও, উঠ,
পুনর্বার সেই ব্যক্তির কাছে যাও। ১৪ সর্বশক্তিমান
আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সেই ব্যক্তির কাছে করুণার
পাত্র করুন, যেন তিনি তোমাদের অন্য ভাইকে ও

[৪৩:৯] ১শামু ২৩:২০; ফিলিমন ১:১৮-১৯।
[৪৩:১১] হিজ ৩০:২৩; ১বাদশাহ্‌ ১০:২; ইহি ২৭:১৭, ২২।
[৪৩:১২] হিজ ২২:৪, ৭; মেসাল ৬:৩১।
[৪৩:১৪] দ্বিঃবি ১৩:১৭; জবুর ২৫:৬; ২শামু ১৮:৩৩; ইষ্টের ৪:১৬।
[৪৩:১৫] মথি ২:১১।
[৪৩:১৬] ২শামু ১৯:১৭; ইশা ২২:১৫; লূক ১৫:২৩।
[৪৩:২৩] হিজ ৩:৬।
[৪৩:২৬] মথি ২:১১।
[৪৩:২৮] হিজ ১৮:৭।
[৪৩:২৯] শুমারী ৬:২৫; জবুর ৬৭:১; ১১৯:৫৮; ইশা ৩০:১৮-১৯;

বিন্‌ইয়ামীনকে ছেড়ে দেন। আর যদি আমাকে
পুত্রহীন হতে হয়, তবে পুত্রহীন হলাম।
১৫ তখন তারা সেই উপহারের জিনিস নিলেন,
আর হাতে দ্বিগুণ টাকা ও বিন্‌ইয়ামীনকে নিয়ে
যাত্রা করলেন এবং মিসরে গিয়ে ইউসুফের
সম্মুখে দাঁড়ালেন।
১৬ ইউসুফ তাঁদের সঙ্গে বিন্‌ইয়ামীনকে দেখে
নিজের বাড়ির তত্ত্বাবধায়ককে বললেন, এই
কয়েকজন লোককে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাও,
আর পশু মেরে আয়োজন করো; কেননা এরা
মধ্যাহ্নে আমার সঙ্গে আহার করবে। ১৭ তাতে
সেই ব্যক্তি, ইউসুফ যেমন বললেন, সেরকম
করলো, তাঁদেরকে ইউসুফের বাড়িতে নিয়ে
গেলেন। ১৮ কিন্তু ইউসুফের বাড়িতে নিয়ে
যাওয়াতে তাঁরা ভয় পেলেন ও পরস্পর বললেন,
আগে আমাদের বস্তায় যে টাকা ফিরে গিয়েছিল
তার জন্যই ইনি আমাদেরকে এখানে এনেছেন;
এখন আমাদের আক্রমণ করবেন ও আমাদের
গাধাগুলো কেড়ে নিয়ে আমাদেরকে গোলাম
করে রাখবেন। ১৯ অতএব তাঁরা ইউসুফের
বাড়ির তত্ত্বাবধায়কের কাছে গিয়ে বাড়ির দরজার
কাছে তার সঙ্গে কথা বললেন, ২০ বললেন,
হুজুর, আমরা আগে খাদ্যশস্য কিনতে
এসেছিলাম; ২১ পরে পান্থনিবাসে গিয়ে নিজ নিজ
বস্তা খুললাম, আর দেখুন, প্রত্যেক জনের বস্তার
মুখে তার টাকা, ঠিক পরিমাণেই আমাদের টাকা
আছে; পুনরায় তা আমরা নিয়ে এসেছি।
২২ এবার খাদ্যশস্য কিনবার জন্য আরও টাকা
এনেছি; আমাদের সেই টাকা আমাদের ছালায়
কে রেখেছিল, তা আমরা জানি না। ২৩ সেই
ব্যক্তি বললো, তোমাদের মঙ্গল হোক, ভয় করো
না; তোমাদের আল্লাহ্‌, তোমাদের পূর্বপুরুষদের
আল্লাহ্‌, তোমাদের বস্তায় তোমাদেরকে গুপ্তধন
দিয়েছেন; আমি তোমাদের টাকা পেয়েছি। পরে
সে শিমিয়োনকে তাঁদের কাছে আনলো। ২৪ আর
সে তাঁদেরকে ইউসুফের বাড়ির ভিতরে নিয়ে

৪৩:১১ দেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্য– গুগ্‌গুল, মধু, সুগন্ধি দ্রব্য, গন্ধরস, পেস্তা ও বাদাম। এটি একটি সাধারণ রীতিনীতি যে, যখন কোন বড় কর্মকর্তার কাছে যাওয়া হয় সেটা হতে পারে কোন রাজনৈতিক (দেখুন ১ শামু ১৬:২০), সৈন্যবাহিনীর (দেখুন ১ শামু ১৭:১৮). বা ধর্মীয় (২ বাদশাহ্‌ ৫:১৫) তখন তাদের জন্য কোন কোন উপহার নিয়ে যাওয়া হতো। যে সমস্ত ফলের নাম বলা হয়েছে তার কিছু কিছু ঐ দুর্ভিক্ষের সময়ও কেনান দেশে ছিল। তাদের প্রধান খাবার ছিল রুটি। রুটি তৈরি করার জন্য কোন শস্য ছিল না। পেস্তাবাদামের কথা কিতাবুল মোকাদ্দসের মাত্র এখানেই পাওয়া যায়। এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, ও কেনান দেশে এই ফল জন্মে কিন্তু মিসরে তা পাওয়া যায় না।

৪৩:১৪ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌র এই উপাধির হিব্রু শব্দ ‘এল শাদ্দাই’। এর একটা অর্থ হয়তো এই “তিনি পর্বতগণের একমাত্র আল্লাহ্‌” (দেখুন, পয়দা ৫৩:৯-১১, হিজ ৬:২-৩)। কেনানীয়দের মধ্যে ‘এল’ ছিল দেবতার একটা সাধারণ নাম। কেনানীয়রা বিশ্বাস করতো যে ‘এল’-ই একমাত্র দেবতা নয়; তবে তিনি অন্যান্য সব দেবদেবীর মধ্যে প্রধান। ইহুদীদের পাক-কিতাবে এই নামের দ্বারা সাধারণত ইসরাইলের আল্লাহ্‌কে বুঝানো হয়ে থাকে।

৪৩:২৩ তোমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌, ... গুপ্তধন দিয়েছেন। দেখুন, ৪২:২৮ আয়াত। তদারককারির মুখে ইউসুফের কাহিনীর আসল শিক্ষাটিই ফুটে উঠেছে। আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের ভালোর জন্যই কাজ করে থাকেন।

৪৩:২৪ তাঁরা পা ধুলেন। ১৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৩:২৯ তাঁর ভাই বিন্‌ইয়ামীনকে, তাঁর সহোদরকে দেখে বললেন। ইউসুফ ও বিনইয়ামীন ইয়াকুব ও রাহেলার ছেলে। ৪৫:২২ ও ৪২:১৩-১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

ইউসুফ

ইউসুফ ছিলেন হযরত ইয়াকুব ও বিবি রাহেলার দুই সন্তানের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ সন্তান (পয়দা ৩০:২৩,২৪); ইউসুফ ইয়াকুবের বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, এই জন্য তিনি সকল পুত্র অপেক্ষা তাঁকে বেশি ভালবাসতেন এবং তিনি তাঁকে একটি কোর্তা তৈরি করে দেন (পয়দা ৩৭:৩)। এর ফলে তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে হিংসা ও ঘৃণা করতে লাগল (পয়দা ৩৭:৪)। তাদের রাগ আরো বেড়ে যায় যখন তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা ভাইদের কাছে বলেন (পয়দা ৩৭:১১)। হযরত ইয়াকুবের পুত্রেরা যখন পশুপাল নিয়ে শিখিমে যায়, তখন তাদের খোঁজ-খবর জানতে ইউসুফকে সেখানে পাঠানো হয়। কিন্তু তারা তাঁকে ইসমাইলীয় ব্যবসায়ীদের কাছে ২০ টুকরো রূপার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। সেই ব্যবসায়ীরা তাঁকে পোটীফরের কাছে বিক্রি করে, যিনি ছিলেন বাদশাহ্ ফেরাউনের রক্ষীদের প্রধান (পয়দা ৩৭:৩৬)। তিনি তাঁকে ব্যক্তিগত সেবাকারী হিসেবে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী মিথ্যা অভিযোগ আনার ফলে তাঁকে জেলে পাঠানো হয় (পয়দা ৩৯-৪০ অধ্যায়)। সেখানে তিনি অন্তত ২ বছর পর্যন্ত থাকেন। এর কিছুদিন পর দুই কারাবন্দীর স্বপ্নের অর্থ তিনি বলে দেন। পরবর্তী কালে যখন বাদশাহ্ ফেরাউন একটি স্বপ্ন দেখেন তখন তাঁর স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য কারাগার থেকে ইউসুফকে বের করে আনা হয়। বাদশাহ্ ফেরাউন হযরত ইউসুফের স্বপ্ন ব্যাখ্যার জ্ঞানে সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর পরামর্শ অনুসারে কাজ করবেন বলে ঠিক করেন। তখন ফেরাউন সমগ্র মিসরের দায়িত্বভার তাঁর উপর ন্যস্ত করেন (পয়দা ৪১:৪৫)। তিনি ইউসুফের নাম রাখেন সাফনৎ-পানেহ। তিনি একজন পুরোহিতের কন্যা আসনতকে বিয়ে করেন।

ইউসুফ যেভাবে স্বপ্নের অর্থ করেছিলেন ঠিক সেভাবেই ৭ বছর প্রচুর ফসল ফলে এবং তার পরের ৭ বছর পৃথিবীর সর্বত্র প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন সমস্ত দেশের লোকজন ইউসুফের কাছে শস্য কিনতে আসে। দুর্ভিক্ষের এই সময় হযরত ইউসুফের ভাইয়েরাও মিসরে শস্য কিনতে আসে। এক শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি নিজের ভাইদের কাছে তাঁর পরিচয় দেন (পয়দা ৪২-৪৫ অধ্যায়)। এরপর হযরত ইয়াকুব তাঁর পরিবারের ৬০ জন সদস্য এবং ১০ জন পুত্র, অর্থাৎ মোট ৭০ জনকে নিয়ে মিসরে তাঁর ছেলে ইউসুফের কাছে যান এবং গোশন প্রদেশে বাসতি স্থাপন করেন। সেখানেই ইয়াকুব মারা যান এবং তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য ইউসুফ তাঁর পিতাকে দাফন সম্পন্ন করেন। তাঁর স্ত্রী আসনতের গর্ভে এবং আফরাহীম ও মানাশা নামে দু'টি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে (পয়দা ৪১:৫০)। অবশেষে তিনি ১১০ বছর বয়সে মারা যান এবং তাঁর মৃতদেহ খোশবু-মসলা দিয়ে একটি কফিন বাক্সে করে মিসরেই রাখা হয় (পয়দা ৫০:২৬)। ইসরাইল যখন জাতি হিসাবে মিসর থেকে বের হয় তখন এই কফিন বাক্সটিও তাদের সঙ্গে নিয়ে যায়। হযরত ইউসুফের মৃত্যুর সাথে সাথে ইসরাইলের কর্তৃত্বপূর্ণ ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- একজন গোলাম থেকে মিসরের শাসনকর্তা হয়েছিলেন।
- ব্যক্তিগত সৎচরিত্র ও সততার জন্য সর্বজন পরিচিত ছিলেন।
- একজন রূহানিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।
- দুর্ভিক্ষের সময়ে একটি জাতিকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর জীবনের দুর্বলতা ও ভুল:

- তাঁর কিশোরকালের গর্বের কারণে তাঁর ভাইয়েরা তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- জীবনে যে রকম সময়ই আসুক না কেন সেটা বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু সেই সময়টিকে আমরা কিভাবে মোকাবেল করি সেটি বড় বিষয়।
- আল্লাহ্‌র সাহায্য নিয়ে যে কোন অবস্থাকেই ভালোর জন্য ব্যবহার করা যায়, যদিও সেই সময় অনেকে মন্দ করার জন্য পরিকল্পনা করে থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** কেনান, মিসর
- **কাজ:** রাখাল, গোলাম, আসামী ও শাসনকর্তা
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা-মাতা: ইয়াকুব ও রাহেলা; ভাই: ১১জন ভাই ও এক বোন; স্ত্রী: আসনৎ; ছেলে: মানাশা ও আফরাহীম

মূল আয়াত: "আর ফেরাউন তাঁর গোলামদেরকে বললেন, এঁর মত পুরুষ, যাঁর অন্তরে আল্লাহ্‌র রূহ্ আছেন, এমন আর কাকে পাব" (পয়দা ৩১:৩৮)?

পয়দায়েশ ২৫-৫০ অধ্যায়ে ইউসুফের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া, ইবরানী ১১:২২ আয়াতে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ ও তাঁর তত্ত্বাবধান

আল্লাহ্ হলেন *বেহেশতী সত্তা*। (১) হিব্রু *"এল,"* শক্তিশালী ব্যক্তি। (২) হিব্রু "এলোহা" একবচন অর্থে, এবং "এলোহিম" বহুবচন অর্থে, তবে "এলোহা" শব্দটি শুধুমাত্র কবিতা বা সাহিত্যের জন্য ব্যবহৃত হত, অপরদিকে বহুবচন "এলোহিম" শব্দটি কিতাবুল মোকাদ্দসের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। (৩) হিব্রু *"ইয়াহ্ওয়েহ্,"* সর্বশক্তিমান একক সত্তা, ইংরেজীতে "লর্ড" এবং বাংলায় "সদাপ্রভু" বা "মাবুদ" ব্যবহার করা হয়। কিতাবুল মোকাদ্দসে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে বহুভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। এমন কোন স্থান পাওয়া যাবে না যেখানে এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র কোন বিতর্ক তোলা হয়েছে। যারা এই সত্যকে অস্বীকার করে তাদের মন অসার, জবুর ১৪:১। আল্লাহ্‌র বাস্তব সত্তা কিংবা অস্তিত্ব নিয়ে ধর্মতাত্ত্বিকরা প্রমাণসহ অনেক যুক্তি তুলে ধরেছেন: ১) ঈসায়ী মঠগুলো থেকে আসা যুক্তি, যেগুলো কারণ দেখিয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। ২) মঠ পরবর্তীকালের যুক্তি, যেগুলোর মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের যুক্তিগুলোকে প্রকাশ করা হয়; এমন কয়েকটি যুক্তি হচ্ছে: *ক. সৃষ্টিতত্ত্ব:* যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসেরই একটি প্রথম কারণ রয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া কোন কিছুই ঘটতে পারে না। *খ. পরমকারণ তত্ত্ব বা চূড়ান্ত নক্সাকারীর তত্ত্ব:* প্রকৃতি ও সৃষ্টির অন্যান্য সব ক্ষেত্রে একজন মহান পরিকল্পনাকারী বা নক্সাকারের হাত রয়েছে। *গ. নৈতিকতা:* একে অবশ্য নৃতাত্ত্বিক কারণও বলা হয়, এটি নৈতিক বিবেক এবং মানব জাতির ইতিহাস নির্ভর যুক্তি-তথ্যের প্রমাণ, যা নৈতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা ও তার উদ্দেশ্যসমূহ প্রকাশ করে, যার দ্বারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের পূর্বানুমানকে প্রমাণ করা যায়। মানব বিবেক ও মানব ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে, "নিশ্চিতভাবে একজন আল্লাহ্ আছেন এবং তিনিই এই সৃষ্টি শাসন করেন"। হযরত মূসা আল্লাহ্‌র গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেছেন, হিজ ৩৪:৬,৭; দ্বি.বি. ৬:৪; ১০:১৭; শুমারী ১৬:২২; হিজ ১৫:১১; ৩৩:১৯; ইশা ৪৪:৬; হাবা ৩:৬; জবুর ১০২:২৬; আইয়ুব ৩৪:১২। এসব বিষয় নিয়মতান্ত্রিকভাবে শ্রেণীবিভাগ করে প্রকাশ করা হয়েছে, প্রকা ৫:১২; ৭:১২। কয়েকটি জায়গায় নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন ইয়াহ্ওয়েহ্ হিসেবে তাঁর অস্তিত্বের বাস্তবতা এবং আপেক্ষিক তুলনার ক্ষেত্রে সৃষ্টির অন্যান্য প্রাণীর সাথে তুলনা করে তার বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করা। অন্যান্য ধর্মতাত্ত্বিকরা এই সব গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলোকে মানুষের কাছে বোধগম্য করেছেন যেহেতু মানুষেরও একই ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য আছে। যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির অন্যান্য প্রাণীদের থেকে তাঁকে আলাদা করে: প্রেমময়তা, পবিত্রতা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা ইত্যাদি। আবার যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য মানুষের মাঝে নেই সেগুলো দিয়েও আল্লাহ্‌কে মানুষ থেকে আলাদা করা যায়: সার্বভৌমত্ব, অপরিবর্তনশীলতা, সীমাহীনতা, অনন্ত-কালীনতা ইত্যাদি। তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলোকে আবার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, অনন্তকালীনতা, অসীমতা, নৈতিকতা, পবিত্রতা, মঙ্গলময়তা ইত্যাদি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

সব কিছুতেই আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধান দেখতে পাওয়া যায়। সব কিছুর উপর মাবুদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা আছে, জবুর ১৮:৩৫; ৬৩:৮; প্রেরিত ১৭:২৮; কল ১:১৭; ইব ১:৩; প্রকৃতির উপর আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধান, জবুর ১০৪:১৪; ১৩৫:৫-৭; প্রেরিত ১৪:১৭; তাঁর সৃষ্ট জীব-জন্তুর উপর তত্ত্বাবধান, জবুর ১০৪:২১-২৯; মথি ৬:২৬; ১০:২৯; মানুষের উপর তাঁর তত্ত্বাবধান, ১ খান্দান ১৬:৩১; জবুর ৪৭:৭; মেসাল ২১:১; আইউব ১২:২৩; দানি ২:২১; ৪:২৫। বিভিন্ন কিছুর উপর তাঁর তত্ত্বাবধান, ১ শামু ২:৬; জবুর ১৮:৩০; লূক ১:৫৩; ইয়াকুব ৪:১৩-১৫; ব্যক্তির স্বাধীন কর্মকাণ্ডের উপর তাঁর তত্ত্বাবধান, হিজ ১২:৩৬; ১ শামু ২৪:৯-১৫; জবুর ৩৩:১৪,১৫; মেসাল ১৬:১; ১৯:২১; ২০:২৪; ২১:১; এবং গুনাহের উপর তত্ত্বাবধান, ২ শামু ১৬:১০; ২৪:১; রোমীয় ১১:৩২; প্রেরিত ৪:২৭,২৮; অপরদিকে মানুষের ভাল কাজের উপর আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধান, ফিলি ২:১৩; ৪:১৩; ২ করি ১২:৯,১০; ইফি ২:১০; গালা ৫:২২-২৫। গুনাহের ফলে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত ইচ্ছা, পয়দা ৪৫:৫; ৫০:২০; ১ শামু ৬:৬; হিজ ৭:১৩; ১৪:১৭; প্রেরিত ২:৩; ৩:১৮; ৪:২৭,২৮; নিয়ন্ত্রণ ও শাসন জারি, জবুর ৭৬:১০; পয়দা ৫০:২০; প্রেরিত ৩:১৩। মাবুদ গুনাহ্ সমর্থন করেন না, তাই এক পর্যায়ে তাঁর বিচার ও শাস্তি মানুষের উপর নেমে আসে। আল্লাহ্‌র পরিচালনা ও শাসন আমরা সব সময় বুঝতে পারি না, শুধু আমরা জানি তাঁর পরিচালনা ও শাসন দ্বারা আমরা পরিচালিত হই; তবে তাঁর তত্ত্বাবধান, শাসন ও এর ফলাফল অতুলনীয়, জবুর ১০৩:১৭-১৯; মথি ১০:২৯-৩১; জবুর ৩৩:১১; আইয়ুব ২৩:১৩; মেসাল ১৬:৯,৩৩; ১৯:২১; ২১:১; ২ তীম ২:১৩; রোমীয় ৯:১৭; ১১:৩৬।

গিয়ে পানি দিল, তাতে তাঁরা পা ধুলেন এবং সে
তাঁদের গাধাগুলোকে আহার দিল।
২৫ আর মধ্যাহ্নে ইউসুফ আসবেন বলে তাঁরা
উপহার সাজালেন, কেননা তাঁরা শুনেছিলেন যে,
সেখানে তাঁদেরকে আহার করতে হবে।
২৬ পরে ইউসুফ বাড়িতে আসলে তাঁরা তাদের
উপহার বাড়ির মধ্যে তাঁর কাছে আনলেন ও তাঁর
সামনে ভূমিতে উবুড় হয়ে সম্মান দেখালেন।
২৭ তখন তিনি কুশল জিজ্ঞাসা করে তাঁদেরকে
বললেন, তোমাদের যে বৃদ্ধ পিতার কথা
বলেছিলে, তিনি কি কুশলে আছেন? তিনি কি
এখনও জীবিত আছেন? ২৮ তাঁরা বললেন,
আপনার গোলাম আমাদের পিতা সহিসালামতে
আছেন, তিনি এখনও জীবিত আছেন। পরে তাঁরা
ভূমিতে উবুড় হয়ে সম্মান দেখালেন। ২৯ তখন
ইউসুফ তাঁর ভাই বিন্‌ইয়ামীনকে, তাঁর
সহোদরকে দেখে বললেন, তোমাদের যে ছোট
ভাইয়ের কথা আমাকে বলেছিলে, সে কি এই?
আর তিনি বললেন, বৎস, আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি
অনুগ্রহ করুন। ৩০ তখন ইউসুফ তাড়াতাড়ি
করলেন, কেননা তাঁর ভাইয়ের জন্য তাঁর প্রাণ
কাঁদছিল, তাই তিনি কাঁদবার জায়গার খোঁজ
করলেন, আর নিজের কামরায় প্রবেশ করে
সেখানে কাঁদতে লাগলেন। ৩১ পরে তিনি মুখ
ধুয়ে বাইরে আসলেন ও নিজেকে সংযত করে
খাদ্য পরিবেশন করতে হুকুম করলেন। ৩২ তখন
তাঁর জন্য পৃথক ও তাঁর ভাইদের জন্য পৃথক
এবং তাঁর সঙ্গে ভোজনকারী মিসরীয়দের জন্য
পৃথক পরিবেশন করা হল, কেননা ইবরানীদের
সঙ্গে মিসরীয়েরা আহার করে না; কারণ তা
মিসরীয়দের ঘৃণিত কর্ম। ৩৩ আর তাঁরা ইউসুফের
সম্মুখে জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠের স্থানে ও কনিষ্ঠ কনিষ্ঠের
স্থানে বসলেন; তখন তাঁরা পরস্পর আশ্চর্য জ্ঞান
করলেন। ৩৪ আর তিনি তাঁর সম্মুখ থেকে খাদ্যের
অংশ তুলে তাঁদেরকে পরিবেশন করালেন; কিন্তু
সকলের অংশ থেকে বিন্‌ইয়ামীনের অংশ পাঁচ

৩৩:২।
[৪৩:৩০] ইউ ১১:৩৩, ৩৮।
[৪৩:৩১] ইশা ৩০:১৮; ৪২:১৪; ৬৩:১৫; ৬৪:১২।
[৪৩:৩২] গালা ২:১২।
[৪৩:৩২] হিজ ৮:২৬।
[৪৩:৩৪] লূক ১৫:২৩।
[৪৪:৩] কাজী ১৯:৯।
[৪৪:৪] জবুর ৩৫:১২; ৩৮:২০; ১০৯:৫; মেসাল ১৭:১৩; ইয়ার ১৮:২০।
[৪৪:৫] দ্বি:বি ১৮:১০-১৪।
[৪৪:১৬] জবুর ২৬:৬; ৭৩:১৩।

গুণ বেশি ছিল। পরে তাঁরা পান করলেন ও তাঁর
সঙ্গে হৃষ্টচিত্ত হলেন।

বিন্‌ইয়ামীনের ছালায় রূপার বাটি

৪৪ ১ আর ইউসুফ তাঁর বাড়ির
তত্ত্বাবধায়ককে হুকুম করলেন, এই
লোকদের বস্তায় যত শস্য ধরে পূর্ণ করে দাও
এবং প্রতিজনের টাকা তার বস্তার মুখে রাখ।
২ আর কনিষ্ঠের ছালার মুখে তার শস্য ক্রয়ের
টাকার সঙ্গে আমার বাটি অর্থাৎ রূপার বাটি
রাখ। তখন সে ইউসুফের উক্ত কথানুসারে কাজ
করলো। ৩ পর দিন খুব ভোরেই তাঁদের
গাধাগুলো সহ তাঁরা বিদায় নিলেন। ৪ তাঁরা
নগর থেকে বের হয়ে অনেক দূরে যেতে না
যেতে ইউসুফ তাঁর বাড়ির তত্ত্বাবধায়ককে
বললেন, উঠ, ঐ লোকদের পিছনে দৌড়ে গিয়ে
তাদের সঙ্গ ধরে বলো, তোমরা উপকারের
পরিবর্তে কেন অপকার করলে? ৫ আমার মালিক
যাতে পান করেন ও যা দিয়ে গণা-পড়ার কাজ
করেন, এটি কি সেই বাটি নয়? এই কাজ করে
তোমরা অপরাধ করেছ।
৬ পরে সে তাঁদের নাগাল পেয়ে সেই কথা
বললো। ৭ তাঁরা বললেন, হুজুর, কেন এমন
কথা বলেন? আপনার গোলামেরা যে এমন কাজ
করবে, তা দূরে থাকুক। ৮ দেখুন, আমরা নিজ
নিজ বস্তার মুখে যে টাকা পেয়েছিলাম, তা
কেনান দেশ থেকে পুনর্বার আপনার কাছে
এনেছি; তবে আমরা কিভাবে আপনার মালিকের
বাড়ি থেকে রূপা কি সোনা চুরি করবো?
৯ আপনার গোলামদের মধ্যে যার কাছে তা
পাওয়া যায় সে অবশ্যই মরবে এবং আমরাও
মালিকের গোলাম হবো। ১০ সে বললো, ভাল,
তোমাদের কথা অনুসারেই হোক; যার কাছে তা
পাওয়া যাবে, সে আমার গোলাম হবে, কিন্তু
আর সকলে নির্দোষ হবে। ১১ তখন তাঁরা শীঘ্র
করে নিজেদের বস্তাগুলো ভূমিতে নামিয়ে
প্রত্যেকে নিজ নিজ বস্তা খুললেন। ১২ আর সে

৪৩:৩২ তাঁর জন্য পৃথক ও তাঁর ভাইদের জন্য পৃথক। তাদের ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ছিল বলে তারা আলাদা আলাদা বসলো। (দেখুন, হিজ ৮:২৬)।

কেননা ইবরানীদের সঙ্গে মিসরীয়েরা আহার করে না। এক সঙ্গে আহার না করাটা খুব সম্ভবত তাদের কোন রীতিনীতির ব্যাপার বা কোন ধর্মীয় কারণে (দেখুন, হিজ ৮:২৬), অথবা হয়তে মিসরীয়রা সামান্য রাখলদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতো না (দেখুন, ৪৬:৩৪) যা হয়তো তাদের সামাজিক কারণে হয়ে থাকতে পারে।

৪৩:৩৩-৩৪ জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠের স্থানে ... বিন্‌ইয়ামীনের অংশ পাঁচ গুণ বেশি ছিল। ইউসুফকে এখানে মেহমানদের বসার রীতিনীতি মান্য করতেও দেখা যায়, আর তা অমান্য করতেও দেখা যায়। তিনি ছোট থেকে বড় ভাইকে পর পর সাজিয়ে বসিয়ে দেন যেন বড় ভাইয়ের সম্মান রক্ষা হয়; আবার সকলের ছোট্ট ভাই বিনইয়ামীনকে তিনি বেশি পরিমাণে খাবার দেবার আদেশ দেন।

৪৪:১-৫ টাকা ... রূপার বাটিটা ... গণা-পড়ার কাজ করেন। তদারককারি দাবী করে বলেন যে, ইউসুফের বাটিটি অত্যন্ত বিশেষ একটা জিনিষ, কারণ ইউসুফ তা গণা-পড়ার কাজে ব্যবহার করে ভবিষ্যতের কথা জানেন। ৩০:২৭-২৮ ও ৪১:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৪:৪ নগর থেকে। নগরটি কোথায় ছিল তা জানা যায় না, যদিও মেম্ফিস (বর্তমান কায়রোর ১৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত) এবং যোয়ানকে (পূর্ব দিকের ব-দ্বীপ এলাকা) এই নগর বলে দাবী করা হয়।

৪৪:১৩ তাঁরা তাদের কাপড় ছিঁড়লেন। দুঃখ ও শোকের চিহ্ন। দেখুন ৩৭:৩৪।

৪৪:১৫ আমার মত ব্যক্তি অবশ্য গণনা করতে পারে। দেখুন, ৪৪:১-৫।

৪৪:১৬ আল্লাহ্‌ তাঁর গোলামদের অপরাধ প্রকাশ করেছেন।

BACIB International Bible CHURCH

জ্যেষ্ঠ থেকে আরম্ভ করে কনিষ্ঠের বস্তা পর্যন্ত
খুঁজে দেখলো, আর বিন্‌ইয়ামীনের বস্তায় সেই
বাটি পাওয়া গেল। [১৩] তখন তাঁরা তাদের কাপড়
ছিঁড়লেন ও নিজ নিজ গর্দভে বস্তা চাপিয়ে নগরে
ফিরে গেলেন।
[১৪] পরে এহুদা ও তাঁর ভাইয়েরা ইউসুফের
বাড়িতে এলেন; তিনি তখনও সেখানে ছিলেন;
আর তাঁরা তাঁর সম্মুখে মাটিতে উবুড় হয়ে
পড়লেন। [১৫] তখন ইউসুফ তাঁদেরকে বললেন,
তোমরা এ কেমন কাজ করলে? আমার মত
ব্যক্তি অবশ্য গণনা করতে পারে, তা কি তোমরা
জান না? [১৬] এহুদা বললেন, আমরা মালিকের
কাছে কি উত্তর দেব? কি কথা বলবো? কিসেই বা
নিজেদের নির্দোষ দেখাব? আল্লাহ্‌ তাঁর
গোলামদের অপরাধ প্রকাশ করেছেন, দেখুন,
আমরা ও যার কাছে বাটি পাওয়া গেছে, সকলেই
মালিকের গোলাম হলাম। [১৭] ইউসুফ বললেন,
না, এমন কাজ আমি কখনও করবো না; যার
কাছে বাটি পাওয়া গেছে, সেই আমার গোলাম
হবে, কিন্তু তোমরা সহিসালামতে পিতার কাছে
প্রস্থান কর।

বিন্‌ইয়ামীনের জন্য এহুদার ফরিয়াদ

[১৮] তখন এহুদা কাছে গিয়ে বললেন, হে
মালিক, আরজ করি, আপনার গোলামকে
মালিকের কাছে একটি কথা বলতে অনুমতি দিন;
এই গোলামের প্রতি আপনার ক্রোধ প্রজ্বলিত না
হোক, কারণ আপনি ফেরাউনের মত। [১৯] মালিক
এই গোলাম-দেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,
তোমাদের পিতা কি ভাই আছে? [২০] আমরা
মালিককে জবাবে বলেছিলাম, আমাদের বৃদ্ধ
পিতা আছেন এবং তাঁর বৃদ্ধাবস্থার একটি কনিষ্ঠ
পুত্র আছে; তার সহোদরের মৃত্যু হয়েছে; সে-ই
মাত্র তার মায়ের অবশিষ্ট পুত্র; তার পিতা তাকে
স্নেহ করেন। [২১] পরে আপনি এই গোলামদেরকে
বলেছিলেন, তোমরা আমার কাছে তাকে আন,
আমি তাকে স্বচক্ষে দেখবো। [২২] তখন আমরা
মালিককে বলেছিলাম, সেই যুবক পিতাকে ছেড়ে
আসতে পারবে না, সে পিতাকে ছেড়ে আসলে
পিতা মারা যাবেন। [২৩] তাতে আপনি এই
গোলামদেরকে বলেছিলেন, সেই ছোট ভাইটি
তোমাদের সঙ্গে না আসলে তোমরা আমার মুখ
আর দেখতে পাবে না। [২৪] আপনার গোলাম
যিনি আমার পিতা, তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে
মালিকের সেসব কথা বললাম। [২৫] পরে
আমাদের পিতা বললেন, তোমরা আবার যাও,
আমাদের জন্য কিছু খাদ্যশস্য ক্রয় করে আন।
[২৬] আমরা বললাম, যেতে পারব না; যদি ছোট
ভাই আমাদের সঙ্গে থাকে তবে যাব; কেননা
ছোট ভাইটি সঙ্গে না থাকলে আমরা সেই ব্যক্তির
মুখ দেখতে পাব না। [২৭] তাতে আপনার
গোলাম, আমার পিতা বললেন, তোমরা জান,
আমার সেই স্ত্রী থেকে দু'টি মাত্র সন্তান জন্মে।
[২৮] তাদের মধ্যে এক জন আমার কাছ থেকে
প্রস্থান করলো, আর আমি বললাম, সে নিশ্চয়
খণ্ড খণ্ড হয়েছে এবং সেই সময় থেকে আমি
তাকে আর দেখতে পাই নি। [২৯] এখন আমার
কাছ থেকে একেও নিয়ে গেলে যদি এর কোন
বিপদ ঘটে তবে তোমরা শোকে এই বৃদ্ধ
অবস্থায় আমাকে এই পাতালে নামিয়ে দেবে।
[৩০] অতএব আপনার গোলাম যিনি আমার পিতা,
আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলে আমাদের সঙ্গে
যদি এই যুবক না থাকে, তবে এই যুবকের
প্রাণের সঙ্গে তাঁর প্রাণ বাঁধা আছে বলে,
[৩১] যুবকটি নেই দেখলে তিনি মারা পড়বেন;
এভাবে আপনার এই গোলামেরা শোকে বৃদ্ধ
অবস্থায় আপনার গোলাম আমাদের পিতাকে
পাতালে নামিয়ে দেবে। [৩২] আবার আপনার
গোলাম আমি পিতার কাছে এই যুবকটির
জামিন হয়ে বলেছিলাম, আমি যদি তাকে
তোমার কাছে না আনি, তবে সারা জীবন পিতার
কাছে অপরাধী থাকব। [৩৩] অতএব আরজ করি,
মালিকের কাছে এই যুবকটির পরিবর্তে আপনার
গোলাম আমি মালিকের গোলাম হয়ে থাকি,
কিন্তু এই যুবককে আপনি তার ভাইদের সঙ্গে
যেতে দিন। [৩৪] কেননা এই যুবকটি আমার সঙ্গে
না থাকলে আমি কিভাবে পিতার কাছে যেতে
পারি? অন্যথায় পিতার যে বিপদ ঘটবে, তা-ই
আমাকে দেখতে হবে।

হযরত ইউসুফের আত্মপরিচয় দান

৪৫ [১] তখন ইউসুফ তাঁর কাছে দণ্ডায়মান
লোকদের সম্মুখে আত্মসম্বরণ করতে
পারলেন না; তিনি চিৎকার করে বললেন, আমার

[৪৪:৩০] ১শামু ১৮:১; ২শামু ১:২৬।
[৪৪:৩৩] ইউ ১৫:১৩।
[৪৪:৩৪] ইষ্টের ৮:৬।
[৪৫:১] ২শামু ১৩:৯।
[৪৫:২] প্রেরিত ৭:১৩।
[৪৫:৩] আইউ ২১:৬; ২৩:১৫; মথি ১৭:৬; মার্ক ৬:৪৯-৫০।
[৪৫:৫] আইউ ১০:১২; জবুর ১০৫:১৭।
[৪৫:৭] ২বাদশাহ্‌

ইউসুফের মতই (দেখুন ৪৩:২৩), এহুদা তাকে যেমন জানত তার চেয়েও আর ভালভাবে কথা বলেছেন। অথবা খুব সম্ভবত তিনি বর্তমান ঘটনা ও ইউসুফের বিরুদ্ধে যে পাপ করেছেন তার কথা বলেছেন (দেখুন ৪২:২১)।

৪৪:২০ তাঁর বৃদ্ধাবস্থার একটি কনিষ্ঠ পুত্র আছে; তার সহোদরের মৃত্যু হয়েছে। এখানে বিনইয়ামীন ও ইউসুফকে বুঝানো হয়েছে। এহুদার বিশ্বাস ইউসুফ আর বেচেঁ নেই।

৪৪:২৭ দু'টি মাত্র সন্তান জন্মে। অর্থাৎ রাহেলার গর্ভে ইউসুফ ও বিনইয়ামীন জন্মেছিল।

৪৫:৩ এতে তাঁর ভাইয়েরা তাঁর সামনে ভীষণ ভয় পেলেন। ইউসুফের কথা শুনে তারা হয়তো মনে করেছে যে তারা ভুত দেখছে অথবা তারা এই কথা বুঝতে পেরে ভয় পেয়েছে এখন ইউসুফ তাদের সঙ্গে কি করবে।

৪৫:৪ আমি ইউসুফ, তোমাদের সেই ভাই। দেখুন প্রেরিত ৭:১৩। এই সময়ে ইউসুফ তাদের সম্পর্কের বিষয়ে জোর দিয়েছেন এবং তিনি যে সেই ইউসুফ যাকে তারা বিক্রি করে দিয়েছিল।

৪৫:৫ আল্লাহ্‌ তোমাদের আগে আমাকে পাঠিয়েছেন।

BACIB | International Bible CHURCH

সম্মুখ থেকে সমস্ত লোককে বের করো। তাতে
কেউ তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে থাকলো না, আর
তখনই ইউসুফ ভাইদের কাছে নিজের পরিচয়
দিতে লাগলেন। ২ তিনি চিৎকার করে কাঁদতে
লাগলেন; মিসরীয়েরা তা শুনতে পেল ও
ফেরাউনের গৃহস্থিত লোকেরাও শুনতে পেল।
৩ পরে ইউসুফ তাঁর ভাইদের বললেন, আমি
ইউসুফ; আমার পিতা কি এখনও জীবিত
আছেন? এতে তাঁর ভাইয়েরা তাঁর সামনে ভীষণ
ভয় পেলেন, উত্তর দিতে পারলেন না।
৪ পরে ইউসুফ তাঁর ভাইদের বললেন, আরজ
করি, আমার কাছে এসো। তাঁরা কাছে গেলেন।
তিনি বললেন, আমি ইউসুফ, তোমাদের সেই
ভাই যাকে তোমরা মিসর-যাত্রীদের কাছে বিক্রি
করেছিলে। ৫ কিন্তু তোমরা আমাকে এই স্থানে
বিক্রি করেছ বলে এখন দুঃখিত বা বিরক্ত হয়ো
না; কেননা প্রাণ রক্ষা করার জন্যই আল্লাহ্
তোমাদের আগে আমাকে পাঠিয়েছেন। ৬ কারণ
দুই বছর থেকে দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে; আরও পাঁচ
বছর পর্যন্ত চাষাবাদ কিংবা ফসল হবে না।
৭ আর আল্লাহ্ দুনিয়াতে তোমাদের বংশ রক্ষা
করতে ও মহা উদ্ধারের দ্বারা তোমাদেরকে
বাঁচাতে তোমাদের আগে আমাকে পাঠিয়েছেন।
৮ অতএব তোমরাই আমাকে এই স্থানে পাঠিয়েছ
তা নয়, আল্লাহ্ই পাঠিয়েছেন এবং আমাকে
ফেরাউনের পিতৃস্থানীয়, তাঁর সমস্ত বাড়ির মালিক
ও সমস্ত মিসর দেশের উপরে শাসনকর্তা
করেছেন। ৯ তোমরা শীঘ্র করে আমার পিতার
কাছে যাও, তাঁকে বলো, ‘তোমার পুত্র ইউসুফ
এই কথা বললো, আল্লাহ্ আমাকে সমস্ত মিসর
দেশের মালিক করেছেন; তুমি আমার কাছে চলে
এসো, বিলম্ব করো না। ১০ তুমি তোমার পুত্র
পৌত্রাদি, তোমার গোমেষাদি ও তোমার অন্য যা
কিছু আছে তা নিয়ে গোশন প্রদেশে বাস করবে;
তুমি আমার কাছেই থাকবে। ১১ সেই স্থানে আমি
তোমাকে প্রতিপালন করবো, কেননা আরও পাঁচ
বছর দুর্ভিক্ষ থাকবে; পাছে তোমার ও তোমার
পরিজনের ও তোমার সকল লোকের দৈন্যদশা

১৯:৪, ৩০, ৩১; উজা ৯:৮, ১৩; ইশা ১:৯; ১০:২০, ২১; ১১:১১, ১৬; ৪৬:৩; ইয়ার ৬:৯; ৪২:২; ৫০:২০; মীখা ৪:৭; ৫:৭; সফ ২:৭।
[৪৫:৭] হিজ ১৫:২; ১শামু ১৪:৪৫; ২বাদশাহ্ ১৩:৫; ইষ্টের ৪:১৪; ইশা ২৫:৯; মীখা ৭:৭।
[৪৫:৮] কাজী ১৭:১০; ২বাদশাহ্ ৬:২১; ১৩:১৪;
[৪৫:৯] প্রেরিত ৭:১৪।
[৪৫:১০] হিজ ৮:২২; ৯:২৬; ১০:২৪।
[৪৫:১১] জবুর ১০২:১৭।
[৪৫:১২] মার্ক ৬:৫০।
[৪৫:১৩] প্রেরিত ৭:১৪।
[৪৫:১৫] লূক ১৫:২০।
[৪৫:১৬] প্রেরিত ৭:১৩।
[৪৫:১৮] ইয়ার ৪০:৪।
[৪৫:১৮] উজা ৯:১২; জবুর ৩৭:১৯; ইশা ১:১৯।
[৪৫:১৯] শুমারী ৭:৩-৮।
[৪৫:২২] কাজী ১৪:১২, ১৩; ২বাদশাহ্ ৫:২২।
[৪৫:২৬] ১বাদশাহ্ ১০:৭।
[৪৫:২৮] লূক ১৬:৩১।
[৪৬:৩] হিজ ১:৭;

ঘটে।’ ১২ আর দেখ, তোমার ও আমার সহোদর
বিন্‌ইয়ামীন চাক্ষুষ দেখছে যে, আমি স্বয়ং
তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। ১৩ অতএব
এই মিসর দেশে আমার মহিমা ও তোমরা যা যা
দেখেছ, সেসব আমার পিতাকে জানাবে এবং
তাঁকে শীঘ্র এই স্থানে আনবে। ১৪ পরে ইউসুফ
তাঁর ভাই বিন্‌ইয়ামীনের গলা ধরে কাঁদতে
লাগলেন এবং বিন্‌ইয়ামীনও তাঁর গলা ধরে
কাঁদতে লাগলেন। ১৫ আর ইউসুফ অন্য সকল
ভাইকেও চুম্বন করলেন ও তাঁদের গলা জড়িয়ে
ধরে কাঁদলেন; তারপর তাঁর ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে
আলাপ করতে লাগলেন।
১৬ আর ইউসুফের ভাইয়েরা এসেছে, ফেরাউনের
বাড়িতে এই কথা পৌঁছালে ফেরাউন ও তাঁর
গোলামেরা সকলে সন্তুষ্ট হলেন। ১৭ আর
ফেরাউন ইউসুফকে বললেন, তুমি তোমার
ভাইদের বলো, তোমরা এই কাজ কর;
তোমাদের পশুদের পিঠে শস্য চাপিয়ে কেনান
দেশে গমন কর, ১৮ এবং তোমাদের পিতাকে ও
নিজ নিজ পরিবারকে আমার কাছে নিয়ে এসো;
আমি তোমাদেরকে মিসর দেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্য
দেব, আর তোমরা দেশের সেরা সমস্ত বস্তু ভোগ
করবে। ১৯ এখন তোমার প্রতি আমার এই
হুকুম, তোমরা এই কাজ করো, তোমাদের নিজ
নিজ সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্য মিসর দেশ
থেকে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে গিয়ে তাদের ও তাঁর
পিতাকে নিয়ে এসো; ২০ আর নিজ নিজ দ্রব্য
সামগ্রীর মমতা করো না, কেননা সমস্ত মিসর
দেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্য তোমাদেরই।
২১ তখন ইসরাইলের পুত্ররা তা-ই করলেন।
ইউসুফ ফেরাউনের হুকুম অনুসারে তাদেরকে
ঘোড়ার গাড়ি দিলেন এবং পাথেয় দ্রব্যও দিলেন;
২২ তিনি প্রত্যেক জনকে এক এক জোড়া কাপড়
দিলেন, কিন্তু বিন্‌ইয়ামীনকে তিন শত রূপার
মুদ্রা ও পাঁচ জোড়া কাপড় দিলেন। ২৩ আর
পিতার জন্য দশটি গাধায় চাপিয়ে মিসরের
উৎকৃষ্ট দ্রব্য এবং পিতার পাথেয়ের জন্য দশটি
গাধীতে চাপিয়ে শস্য ও রুটি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য

ইব্রাহিমের কাছে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা (১২:১-৩), যা হচ্ছে ইউসুফের কাহিনীর মূল শিক্ষা, তা আবারো মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে (আরোও দেখুন পয়দা ৫০:১৯-২০ প্রেরিত ৭:৯-১০)।

৪৫:৮ সমস্ত মিসর দেশের উপরে শাসনকর্তা করেছেন। কোন কোন সময় “ফেরাউনের পিতা” রূপেও অনুবাদ করা হয়েছে এই কথাটা। এর মানে প্রধান মন্ত্রী বা উজিরে আযম (৪১:৪১-৪৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৫:১০ গোশন। ঘাসে পূর্ণ ঐ অঞ্চলটা ছিল উত্তর মিসরে ও নীল নদীর পূর্ব পাশে। ইউসুফের ইচ্ছা ছিল তাঁর পিতার সব সন্তানেরা তাঁর কাছেই বাস করবে। তাই মনে হয় ফেরাউনের রাজবাড়িও ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলের কাছেই ছিল।

৪৫:১৮ মিসর দেশের উৎকৃষ্ট ... বস্তু ভোগ করবে। দুর্ভিক্ষের অনেক প্রাচীন দলিল-পত্রে জানা যায় যে, মিসরের বাদশাহ্‌রা দুর্ভিক্ষের সময়ে অনেক বিদেশীদের তাদের দেশে থাকতে দিয়েছে।

৪৫:২১ ঘোড়ার গাড়ি। পুরানো বাংলা এগুলোকে শকট বলা হয়েছে। এগুলো হয়তো কাঠের তৈরি দুই বা চারি চাকার ঠেলা গাড়ি ছিল যা বিশেষ করে মালামাল বহন কারার জন্য ব্যবহার করা হতো। দু’চাকার ঠেলা গাড়ি সাধারণত হাত দিয়ে ঠেলে বা টেনে ব্যবহার করা হতো। আর চার চাকার হলে তা ষাড় বা গাধায় টানত।

৪৫:২২ তিন শত রূপার মুদ্রা। ২০:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৫:২৬ সমস্ত মিসর দেশের উপরে সে-ই শাসনকর্তা হয়েছে: ৪১:৪১-৪৩ আয়াতের নোট দেখুন।

পাঠিয়ে দিলেন। ২৪ এভাবে তিনি তাঁর
ভাইদেরকে বিদায় দিলে তাঁরা প্রস্থান করলেন;
তিনি তাঁদেরকে বলে দিলেন, পথে বিবাদ করো
না।
২৫ পরে তাঁরা মিসর থেকে যাত্রা করে কেনান
দেশে তাঁদের পিতা ইয়াকুবের কাছে উপস্থিত
হলেন, ২৬ তাঁরা তাঁকে বললেন, ইউসুফ এখনও
জীবিত আছে, আবার সমস্ত মিসর দেশের উপরে
সে-ই শাসনকর্তা হয়েছে। কিন্তু তিনি হতবুদ্ধি
হয়ে থাকলেন, কারণ তাঁদের কথায় তাঁর বিশ্বাস
জন্মগ্রহণ করলো না। ২৭ কিন্তু ইউসুফ তাঁদেরকে
যে সমস্ত কথা বলেছিলেন, সেসব যখন তাঁরা
তাঁকে বললেন এবং তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য
ইউসুফ যে সমস্ত ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়েছিলেন
তাও যখন তিনি দেখলেন, তখন তাঁদের পিতা
ইয়াকুবের হতবুদ্ধি অবস্থা কেটে গেল। ২৮ আর
ইসরাইল বললেন, এই যথেষ্ট; আমার পুত্র
ইউসুফ এখনও জীবিত আছে; আমি মৃত্যুর আগে
গিয়ে তাকে দেখব।

হযরত ইয়াকুবের সবংশে মিসর যাত্রা

৪৬ ১ পরে ইসরাইল তাঁর সর্বস্ব নিয়ে
যাত্রা করে বের্-শেবাতে এলেন এবং
তাঁর পিতা ইস্‌হাকের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কোরবানী
করলেন। ২ পরে আল্লাহ্‌ রাত্রে ইসরাইলকে দর্শন
দিয়ে বললেন, হে ইয়াকুব, হে ইয়াকুব! তিনি
জবাব দিলেন, দেখ, এই আমি। ৩ তখন তিনি
বললেন, আমি আল্লাহ্‌, তোমার পিতার আল্লাহ্‌;
তুমি মিসরে যেতে ভয় করো না, কেননা আমি
সেই স্থানে তোমাকে বড় জাতি করবো। ৪ আমিই
তোমার সঙ্গে মিসরে যাব এবং আমিই সেই স্থান
থেকে তোমাকে ফিরিয়ে আনবো, আর তোমার
মৃত্যুর পরে ইউসুফ তোমার চোখের পাতা বন্ধ
করে দেবে।
৫ পরে ইয়াকুব বের্-শেবা থেকে যাত্রা
করলেন। ইসরাইলের পুত্রেরা তাঁদের পিতা

[৪৬:৬] প্রেরিত ৭:১৫।
[৪৬:৮] হিজ ১:১।
[৪৬:৯] হিজ ৬:১৪; শুমারী ১:২০; ২৬:৭; ১খান্দান ৫:৩।
[৪৬:৯] শুমারী ২৬:৫; ১খান্দান ৫:৩।
[৪৬:১০] শুমারী ২৬:১৪।
[৪৬:১০] হিজ ৬:১৫।
[৪৬:১১] হিজ ৬:১৬; শুমারী ৩:২৭; ১খান্দান ২৩:১২।
[৪৬:১২] ১খান্দান ২:৫; মথি ১:৩।
[৪৬:১৩] কাজী ১০:১; ১খান্দান ৭:১।
[৪৬:১৩] শুমারী ২৬:২৪।
[৪৬:১৬] শুমারী ১:২৫।
[৪৬:২০] শুমারী ২৬:২৮-৩৭।
[৪৬:২১] ১খান্দান ৭:৬-১২; ৮:১।
[৪৬:২১] ১খান্দান ৮:৩।
[৪৬:২৩] শুমারী ২৬:৪২।
[৪৬:২৬] হিজ ১:৫; দ্বি:বি ১০:২২।
[৪৬:২৭] প্রেরিত ৭:১৪।
[৪৬:২৯] লূক

ইয়াকুবকে এবং নিজ নিজ সন্তান-সন্ততি ও
স্ত্রীদেরকে সেসব ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে
গেলেন, যা ফেরাউন তাঁদের বহন করার জন্য
পাঠিয়েছিলেন। ৬ পরে তাঁরা, ইয়াকুব ও তাঁর
সমস্ত বংশ, তাদের সমস্ত পশু ও কেনান দেশে
উপার্জিত সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে মিসর দেশে
পৌঁছালেন। ৭ এভাবে ইয়াকুব তাঁর পুত্র-পৌত্র,
পুত্রী-পৌত্রী প্রভৃতি সমস্ত বংশকে সঙ্গে করে
মিসরে নিয়ে গেলেন।
৮ বনি-ইসরাইল, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানেরা, যাঁরা
মিসরে গেলেন তাঁদের নাম। ইয়াকুবের জ্যেষ্ঠ
পুত্র রূবেণ। ৯ রূবেণের পুত্র হনোক, পল্লু,
হিষ্রোণ ও কর্মি। ১০ শিমিয়োনের পুত্র যিমূয়েল,
যামীন, ওহদ, যাখীন, সোহর ও তার কেনানীয়া
স্ত্রীজাত পুত্র শৌল। ১১ লেবির পুত্র গের্শোন,
কহাৎ ও মরারি। ১২ এহুদার পুত্র এর, ওনন,
শেলা, পেরস ও সেরহ। কিন্তু এর ও ওনন
কেনান দেশে মারা গিয়েছিল; আর পেরসের পুত্র
হিষ্রোণ ও হামূল। ১৩ ইষাখরের পুত্র তোলয়,
পূয়, যোব ও শিম্রোণ। ১৪ আর সবূলূনের পুত্র
সেরদ, এলোন ও যহলেল। ১৫ এরা লেয়ার
সন্তান; তিনি পদ্দন্-অরামে ইয়াকুবের জন্য
এদেরকে ও তাঁর কন্যা দীণাকে প্রসব করেন।
ইয়াকুবের এই পুত্র কন্যারা সর্বমোট তেত্রিশ
জন।
১৬ আর গাদের পুত্র সিফিয়োন, হগি, শূনী,
ইষ্‌বোন, এরি, অরোদী ও অরেলী। ১৭ আশেরের
পুত্র যিম্না, যিশ্‌বা, যিশ্‌বি, বরিয় ও তাদের বোন
সেরহ। বরিয়ের পুত্র হেবর ও মল্কীয়েল।
১৮ এরা সেই সিল্পপার সন্তান, যাকে লাবন তাঁর
কন্যা লেয়াকে দিয়েছিলেন; সে ইয়াকুবের জন্য
এদেরকে প্রসব করেছিল। এরা ষোল জন।
১৯ আর ইয়াকুবের স্ত্রী রাহেলার পুত্র ইউসুফ ও
বিন্‌ইয়ামীন। ২০ ইউসুফের পুত্র মানশা ও
আফরাহীম মিসর দেশে জন্মেছিল; ওন নগরের

৪৬:১ বের্-শেবাতে এলেন ... আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কোরবানী করলেন। ২১:১৪ ও ২১:৩১ আয়াতের নোট দেখুন। ইয়াকুবের দাদা ইব্রাহিম (২১:৩৩) এবং তাঁর বাবা ইস্‌হাকও (২৬:২৩-৩৫) বের্-শেবাতে আল্লাহ্‌র এবাদত করেছিলেন। কোরবানীর অনুষ্ঠানের বিষয়ে আরো জানার জন্য ২২:৭-৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৬:২ আল্লাহ্‌ রাত্রে ইসরাইলকে দর্শন দিয়ে। দেখুন ২৬:২৪। ইসরাইল ও তাঁর পরিবার যখন কেনান দেশ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, তখন আল্লাহ্‌ আবার তাঁকে পুনঃনিশ্চিয়তা দিলেন যে, তার সঙ্গে তার নিয়েমের চুক্তি চলমান আছে।

৪৬:৩ আমি আল্লাহ্‌, তোমার পিতার আল্লাহ্‌; তুমি মিসরে যেতে ভয় করো না: তিনি আক্ষরিক ভাবে আবারও পুনরুক্তি করলেন যা তিনি বলেছিলে তার পিতা ইসহাকের কাছে (দেখুন ২৬:২৪)। আমি তোমাকে একটি মহা জাতি করবো। ইব্রাহিমের কাছে তিনি যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি আবার তা স্মরণ করিয়ে দিলেন (১২:২)।

৪৬:৪ আমিই তোমার সঙ্গে মিসরে যাব। আল্লাহ্‌ ইয়াকুবের সঙ্গে থাকবেন যদিও তিনি দক্ষিণে মিসরে যাচ্ছেন, যেমন তিনি যখন উত্তরে হারণে গিয়েছিলেন তখনও তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন, এবং তিনি তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনবেন যেমন তিনি আগেও ফিরিয়ে এনেছিলেন (দেখুন ২৮:১৫)।

৪৬:৮-১৫ বনি-ইসরাইল, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানেরা ... পদ্দন্-অরামে ইয়াকুবের জন্য ... প্রসব করেন। ২৪:৪ ("আমার দেশে") ও ২৪:১০ আয়াতের নোট দেখুন। ইয়াকুব ও লেয়ার বংশধররা তেত্রিশ জন, কিন্তু ঐ তালিকায় নাম আছে চৌত্রিশটি। শিমিয়োনের ছেলে ওহদের নাম শুমারী কিতাবে ২৬:১২-১৪ ও ১ খান্দান ৪:২৪ আয়াতে যে পারিবারিক তালিকা আছে, তাতে পাওয়া যায় না।

৪৬:১৯-২২ ইউসুফের পুত্র মানশা ও আফরাহীম। দেখুন, ৩১:৪৫, ৫০-৫২।

৪৬:২৭ তারা সর্বমোট সত্তর জন। প্রাচীন হিব্রু পাণ্ডুলিপিতে লেখা এই সংখ্যার মধ্যে ইয়াকুব, ইউসুফ ও আসনতের দুই

পোটীফেরঃ ইমামের কন্যা আসনৎ তাঁর জন্য
তাদেরকে প্রসব করেছিলেন। ২১ বিন্‌ইয়ামীনের
পুত্র বেলা, বেখর, অস্‌বেল, গেরা, নামন, এহী,
রোশ, মুপ্‌পীম, হুপ্‌পীম ও অর্দ। ২২ এই চৌদ্দ
জন ইয়াকুব থেকে জাত রাহেলার সন্তান।
২৩ আর দানের পুত্র হূশীম। ২৪ নপ্তালির পুত্র
যহসিয়েল, গূনি, যেৎসর ও শিল্লেম। ২৫ এরা
সেই বিল্‌হার সন্তান, যাকে লাবন নিজের কন্যা
রাহেলাকে দিয়েছিলেন। সে ইয়াকুবের জন্য
এদেরকে প্রসব করেছিল; এরা সর্বমোট সাত
জন।
২৬ ইয়াকুবের বংশধর, যারা তাঁর সঙ্গে মিসরে
উপস্থিত হল, ইয়াকুবের পুত্রবধূরা ছাড়া তারা
সর্বমোট ছেষট্টি জন। ২৭ মিসরে ইউসুফের যে
পুত্রেরা জন্মেছিল, তারা দুই জন। ইয়াকুবের
পরিজন, যারা মিসরে গেল, তারা সর্বমোট সত্তর
জন।

মিসর দেশে হযরত ইয়াকুব ও তাঁর পরিবার

২৮ পরে আগে ভাগেই গোশনের পথ দেখাবার
জন্য ইয়াকুব তাঁর আগে এহুদাকে ইউসুফের
কাছে পাঠালেন; আর তাঁরা গোশন প্রদেশে
পৌঁছালেন। ২৯ তখন ইউসুফ নিজের ঘোড়ার
গাড়ি সাজিয়ে গোশনে তাঁর পিতা ইসরাইলের
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন; আর তাঁকে দেখা
দিয়ে তাঁর গলা ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন।
৩০ তখন ইসরাইল ইউসুফকে বললেন, এখন
আমি স্বচ্ছন্দে মৃত্যুবরণ করবো, কেননা তোমার
মুখ দেখতে পেলাম, তুমি এখনও জীবিত আছ।
৩১ পরে ইউসুফ তাঁর ভাইদের ও পিতার
পরিজনকে বললেন, আমি গিয়ে ফেরাউনকে
সংবাদ দেব, তাঁকে বলবো, আমার ভাইয়েরা ও
পিতার সমস্ত পরিজন কেনান দেশ থেকে আমার
কাছে এসেছেন; ৩২ তাঁরা ভেড়ার রাখাল, তাঁরা
পশুপালন করে থাকেন; আর তাঁদের গোমেষাদি
পাল এবং সর্বস্ব এনেছেন। ৩৩ তাতে ফেরাউন
তোমাদেরকে ডেকে যখন জিজ্ঞাসা করবেন,
তোমাদের পেশা কি? ৩৪ তখন তোমরা বলবে,
আপনার এই গোলামেরা পূর্বপুরুষানুক্রমে
বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত পশুপালন করে
আসছি; তাতে তোমরা গোশন প্রদেশে বাস
করতে পাবে; কেননা পশুপালক মাত্রেই
মিসরীয়দের ঘৃণাস্পদ।

৪৭ ১ পরে ইউসুফ গিয়ে ফেরাউনকে
সংবাদ দিলেন, বললেন, আমার পিতা
ও ভাইয়েরা নিজ নিজ গোমেষাদির পাল এবং
সর্বস্ব কেনান দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন; আর
দেখুন, তাঁরা গোশন প্রদেশে আছেন। ২ আর
তিনি তাঁর ভাইদের মধ্যে পাঁচ জনকে নিয়ে
ফেরাউনের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। ৩ তাতে
ফেরাউন ইউসুফের ভাইদেরকে জিজ্ঞাসা
করলেন, তোমাদের পেশা কি? তাঁরা ফেরাউনকে
বললেন, আপনার এই গোলামেরা পুরুষানুক্রমে
পশুপালক। ৪ তারা ফেরাউনকে আরও বললেন,
আমরা এই দেশে প্রবাস করতে এসেছি, কারণ
আপনার এই গোলামদের পশুপালের চরে খাবার
ঘাস নেই, কারণ কেনান দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ
হয়েছে। অতএব আরজ করি, আপনার এই
গোলামদেরকে গোশন প্রদেশে বাস করতে দিন।
৫ ফেরাউন ইউসুফকে বললেন, তোমার পিতা ও
ভাইয়েরা তোমার কাছে এসেছে; ৬ মিসর দেশ
তোমার সম্মুখে রয়েছে; দেশের উত্তম স্থানে
তোমার পিতা ও ভাইদেরকে বাস করাও; তারা
গোশন প্রদেশে বাস করুক; আর যদি তাদের
মধ্যে যোগ্য লোক পাও, তবে আমার পশুপালের

১৫:২০।
[৪৭:৪] রূত ১:১।
[৪৭:৪] ১বাদশাহ্‌ ১৮:৫; ইয়ার ১৪:৫-৬; যোয়েল ১:১৮।
[৪৭:৬] হিজ ১৮:২১, ২৫; দ্বি:বি ১:১৩, ১৫; ২খান্দান ১৯:৫; জবুর ১৫:২।
[৪৭:৭] ২শামু ১৪:২২; ১৯:৩৯; ১বাদশাহ্‌ ৮:৬৬।
[৪৭:৯] আইউ ৮:৯; জবুর ৩৯:১২; ৩৯:৪; ৮৯:৪৭।
[৪৭:১৪] হিজ

ছেলে যারা মিসরেই ছিলেন– তাদের সবাইকে নিয়ে সে আসলে সত্তর জনকে মনে করা হতো একটা আদর্শ ও পরিপূর্ণতার সংখ্যা। প্রেরিতদের কার্যবিবরণে একটা তালিকা আছে যেখানে মিসরে ইয়াকুবের পচাঁত্তর জন বংশধরের কথা বলা হয়েছে। প্রেরিতদের কার্যবিবরণে ঐ সংখ্যা গ্রীক ভাষায় পুরাতন নিয়মের অনুবাদ থেকে নেয়া হয়েছে (হিজ ১:১-৫)।

৪৬:২৮ গোশনে। ৪৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৬:২৯ ঘোড়ার গাড়ি। এখানে মূলে 'রথ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। দেখুন ৪১:৪১-৪৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৬:৩৪ বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত পশুপালন করে আসছি ... মিসরীয়দের ঘৃণাস্পদ। মিসরীয়রা তাদের দেশের পূর্ব দিকের আধা যাযাবর শ্রেণীর মেষপালকদের তুচ্ছ করতো এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতো না। ইউসুফ বাদশাহ্‌কে জানতে দিতে চেয়েছিলেন যে, তার ভাইয়েরা মেষপালক যেন তিনি তাদেরকে যেখানে থাকতেন তার কাছের গোশন এলাকাতেই থাকতে দেন। গোশন ছিল নদীর অপরদিকে ঘনবসতি পূর্ণ এলাকা থেকে দূরে।

৪৭:১-২ কেনান দেশে ... গোশনে। ১২:৪-৯ ও ৪৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৭:৯ আমার প্রবাসকালের। ইয়াকুব সাধারণভাবে পূর্বপুরুষদের জীবনের ভ্রমনের প্রকৃতির বিষয়ে বলেছেন আর তার নিজের জীবনের কথা বলেছেন যেমন তিনি আশা করে আছেন যে, প্রতিজ্ঞাত দেশের বিষয়ে যে কথা বলা হয়েছ তা পূর্ণ হবে (দেখুন দ্বি: বি: ২৬:৫)। ইব্রাহিম ১৭৫ বছর জীবিত ছিলেন, ইসহাক ১৮০ বছর জীবিত ছিলেন সেই তুলনায় তত বয়স তিনি পান নি।

৪৭:১০ ইয়াকুব ফেরাউনকে দোয়া করে। এর অর্থ হয়তো এই যে, ইয়াকুব বাদশাহ্‌কে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর সুখ-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন। তবে যেহেতু ইয়াকুব তাঁর পূর্বপুরুষদের কথা বলেছেন তাই হয়তো তিনি ১২:২-৩ আয়াতে আছে এমন একটা দোয়া-বাণী বলে থাকবেন।

৪৭:১১ রামিষেষ। রামিষেষ শহর ছিল গোশনের কাছে, নীল নদীর উত্তর-পূর্ব দিকে। ঐ শহরের নাম রাখা হয়েছিল ইউসুফের পরে ২য় রামিষেষ নামক এক বাদশাহ্‌র নামে (১২৭৯-১২১২ খ্রী:পূ:) তিনি অনেক বৎসর বাদশাহ্‌ ছিলেন। এই শহরের নাম হয়তো পরে এখানে লেখা হয়েছে যেন পাঠক ইয়াকুবের আত্মীয়-স্বজনেরা কোথায় বাস করেছিল তা জানতে পারেন। আরো দেখুন হিজ ১:১১, ১২:৩৭, শুমারী ৩৩:৩-৫

দেখাশুনা করার ভার তাদের উপর দাও।
৭ পরে ইউসুফ তাঁর পিতা ইয়াকুবকে আনিয়ে
ফেরাউনের সম্মুখে উপস্থিত করলেন, আর
ইয়াকুব ফেরাউনকে দোয়া করলেন। ৮ তখন
ফেরাউন ইয়াকুবকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার
বয়স কত? ৯ ইয়াকুব ফেরাউনকে বললেন,
আমার প্রবাসকালের এক শত ত্রিশ বছর হয়েছে;
আমার আয়ুর এই অল্প দিনগুলো কষ্টেই কেটেছে
এবং আমার পূর্বপুরুষদের প্রবাসকালের আয়ুর
মত হয় নি। ১০ পরে ইয়াকুব ফেরাউনকে দোয়া
করে তাঁর সম্মুখ থেকে বিদায় নিলেন। ১১ তখন
ইউসুফ ফেরাউনের হুকুম অনুসারে মিসর দেশের
উত্তম অঞ্চলে অর্থাৎ রামিষেষ প্রদেশে অধিকার
দিয়ে তাঁর পিতা ও ভাইদেরকে বসিয়ে দিলেন।
১২ আর ইউসুফ তাঁর পিতা ও ভাইদেরকে এবং
পিতার সমস্ত পরিজনকে তাঁদের পরিবার
অনুসারে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে প্রতিপালন করলেন।

দুর্ভিক্ষের সময় বিশেষ ব্যবস্থা স্থাপন

১৩ সেই সময় সমগ্র দেশে কোন খাদ্যদ্রব্য ছিল
না, কারণ ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তাতে দুর্ভিক্ষের
দরুন মিসর ও কেনান দেশের লোকেরা হতাশ
হয়ে পড়লো। ১৪ আর মিসর ও কেনান দেশে যত
টাকা ছিল, লোকে তা দিয়ে শস্য ক্রয় করাতে
ইউসুফ সেই সমস্ত টাকা সংগ্রহ করে ফেরাউনের
ভাণ্ডারে আনলেন। ১৫ মিসর ও কেনান দেশে
লোকদের টাকা শেষ হয়ে গেলে মিসরীয়েরা
সকলে ইউসুফের কাছে এসে বললো,
আমাদেরকে খাদ্যদ্রব্য দিন, আমাদের টাকা শেষ
হয়ে গেছে বলে আমরা কি আপনার সম্মুখে মারা
যাবো? ১৬ ইউসুফ বললেন, তোমাদের পশু দাও;
যদি টাকা শেষ হয়ে থাকে, তবে তোমাদের পশুর
পরিবর্তে তোমাদেরকে খাদ্য দেব। ১৭ তখন তারা
যার যার পশু ইউসুফের কাছে আনলে ইউসুফ
ঘোড়া, ভেড়ার পাল, গরুর পাল ও গাধার
পরিবর্তে তাদেরকে খাদ্যদ্রব্য দিতে লাগলেন;
এভাবে ইউসুফ তাদের সমস্ত পশু নিয়ে সেই
বছর খাদ্যদ্রব্য দিয়ে তাদের প্রতিপালন করলেন।
১৮ আর সেই বছর গত হলে দ্বিতীয় বছরে
তারা তাঁর কাছে এসে বললো, আমরা মালিকের
কাছে কিছু গোপন করবো না; আমাদের সমস্ত
টাকা শেষ হয়ে গেছে এবং পশুধনও মালিকেরই
হয়েছে; এখন মালিককে দেবার জন্য আর কিছুই
অবশিষ্ট নেই, কেবল আমাদের শরীর ও ভূমি

৭:২৩; ৮:২৪; ইয়ার ৪৩:৯।
[৪৭:১৫] হিজ ১৬:৩।
[৪৭:২২] দ্বি:বি ১৪:২৮-২৯।
[৪৭:২৩] ইশা ৫৫:১০; ৬১:১১।
[৪৭:২৩] নহি ৫:৩;
[৪৭:২৮] জবুর ১০৫:২৩।
[৪৭:২৯] কাজী ১:২৪; ২শামু ২:৬;
[৪৭:৩০] হিজ ১৩:১৯; ইউসা ২৪:৩২; প্রেরিত ৭:১৫-১৬।
[৪৭:৩১] ইউসা ২:২০; কাজী ১৫:১২; ১শামু ২৪:২১; ৩০:১৫।
[৪৮:১] ইব ১১:২১।
[৪৮:৫] ১খান্দান

রয়েছে। ১৯ আমরা নিজ নিজ ভূমি থাকতে
আপনার চোখের সম্মুখে কেন মারা যাব? আপনি
খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আমাদেরকে ও আমাদের ভূমি
ক্রয় করে নিন; আমরা নিজ নিজ ভূমির সঙ্গে
ফেরাউনের গোলাম হব; আর আমাদেরকে বীজ
দিন, তা হলে আমরা বাঁচবো, মারা পড়বো না,
ভূমিও নষ্ট হবে না।
২০ তখন ইউসুফ মিসরের সমস্ত ভূমি ফেরাউনের
জন্য ক্রয় করলেন, কেননা দুর্ভিক্ষের কষ্ট তাদের
অসহ্য হওয়াতে মিসরীয়েরা প্রত্যেকে নিজ নিজ
জমি বিক্রি করলো। অতএব ভূমি ফেরাউনের
হল। ২১ আর তিনি মিসরের এক সীমা থেকে
অন্য সীমা পর্যন্ত লোকদেরকে নগরে নগরে
প্রবাস করালেন। ২২ তিনি কেবল পুরোহিতদের
ভূমি ক্রয় করলেন না, কারণ ফেরাউন
পুরোহিতদেরকে বৃত্তি দিতেন এবং তারা
ফেরাউনের দেওয়া বৃত্তি ভোগ করতো; এজন্য
নিজ নিজ ভূমি বিক্রি করলো না।
২৩ পরে ইউসুফ লোকদেরকে বললেন, দেখ,
আমি আজ তোমাদেরকে ও তোমাদের ভূমি
ফেরাউনের জন্য ক্রয় করলাম। দেখ, এই বীজ
নিয়ে ভূমিতে বপন কর; ২৪ তাতে যা যা উৎপন্ন
হবে, তার পঞ্চমাংশ ফেরাউনকে দিও, অন্য চার
অংশ ক্ষেতের বীজের জন্য এবং নিজেদের ও
পরিজনদের ও শিশুদের খাদ্যের জন্য
তোমাদেরই থাকবে। ২৫ তাতে তারা বললো,
আপনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করলেন; আমাদের
প্রতি আপনার অনুগ্রহ দৃষ্টি হোক, আমরা
ফেরাউনের গোলাম হবো। ২৬ মিসরের ভূমির
সম্বন্ধে ইউসুফ এই ব্যবস্থা স্থাপন করেন, আর
এই ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত চলছে যে, পঞ্চমাংশ
ফেরাউন পাবেন; কেবল পুরোহিতদের ভূমি
ফেরাউনের হয় নি।
২৭ আর ইসরাইল মিসর দেশে, গোশন অঞ্চলে,
বাস করলো, তারা সেখানে অধিকার পেয়ে
ফলবন্ত ও বহুবংশ হয়ে উঠলো।

হযরত ইয়াকুবের জীবনের শেষের দিনগুলো

২৮ মিসর দেশে ইয়াকুব সতেরো বছর জীবিত
রইলেন; ইয়াকুবের আয়ুর পরিমাণ এক শত
সাতচল্লিশ বছর হল। ২৯ পরে ইসরাইলের মৃত্যুর
সময় সন্নিকট হল; তখন তিনি তাঁর পুত্র
ইউসুফকে ডাকিয়ে বললেন, আমি যদি তোমার
অনুগ্রহ লাভ করে থাকি, তবে আরজ করি, তুমি

আয়াত।

৪৭:১৪ সেই সমস্ত টাকা। ৪২:২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৭:২২ পুরোহিতদের। প্রাচীন কালে মিসরের পুরোহিতদের এতই ক্ষমতা ছিল যে, তারা একজন বাদশাহ্‌কে সরিয়ে অন্য বাদশাহ্‌কে গদিতে বসাতে পারতেন এবং তারা তাদের উপাসনার আদব-কায়দাও বদল করতে পারতেন। হয়তো এই কারনেই মিসরের বাদশাহ্‌ পুরোহিতদের জায়গা জমি কিনে নেন নি।

৪৭:২৪ পঞ্চমাংশ। যে সাত বৎসরের খুব ভালো ফসল হতো সেই সময়ে পাঁচ ভাগের এক ভাগ ফসল ফেরাউনকে দিতে হতো (৪১:৪৩), কিন্তু এখন সব জমিও বাদশাহ্‌র হয়ে গেল।

৪৭:২৭ গোশনে। ৪৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৭:৩০ মিসর থেকে নিয়ে গিয়ে তাঁদের কবরস্থানে কবর দিও। দেখুন, ২৩:৯ আয়াতের নোট দেখুন। আরোও দেখুন ৪৯:২৯-৩২, ৫০:৬-১৩।

আমার উরুর নিচে হাত দাও এবং আমার প্রতি সদয় ও সত্য ব্যবহার কর; মিসরে আমাকে কবর দিও না। ৩০ আমি যখন আমার পূর্বপুরুষদের কাছে শয়ন করবো, তখন তুমি আমাকে মিসর থেকে নিয়ে গিয়ে তাঁদের কবরস্থানে কবর দিও। ইউসুফ বললেন, আপনি যা বললেন, তা-ই করবো। ৩১ আর ইয়াকুব তাঁকে কসম করতে বললে, তিনি তাঁর কাছে কসম করলেন। তখন ইসরাইল বিছানার শিয়রের দিকে সেজ্‌দা পড়লেন।

হযরত ইউসুফের পুত্রদের প্রতি দোয়া

৪৮ ১ এসব ঘটনার কিছুদিন পর কোন এক জন ইউসুফকে বললো, দেখুন, আপনার পিতা অসুস্থ; তাতে তিনি তাঁর দুই পুত্র মানশা ও আফরাহীমকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। ২ তখন কেউ ইয়াকুবকে সংবাদ দিয়ে বললো, দেখুন, আপনার পুত্র ইউসুফ এসেছেন; তাতে ইসরাইল দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে বিছানায় উঠে বসলেন। ৩ আর ইয়াকুব ইউসুফকে বললেন, কেনান দেশে, লূস নামক স্থানে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ আমাকে দর্শন দিয়ে দোয়া করে বলেছিলেন, ৪ দেখ, আমি তোমাকে ফলবান ও বহুবংশ করবো, আর তোমার মধ্য থেকে একটি বহু গোষ্ঠীর জাতি সৃষ্টি করবো এবং তোমার ভাবী বংশকে চিরস্থায়ী অধিকারের জন্য এই দেশ দেব। ৫ আর মিসরে তোমার কাছে আমার আসার আগে তোমার যে দুই পুত্র মিসর দেশে জন্মেছে, তারা আমারই; রূবেণ ও শিমিয়োনের মত আফরাহীম ও মানশাও আমারই হবে। ৬ কিন্তু তুমি এদের পরে যাদের জন্ম দিয়েছ, তোমার সেই সন্তানেরা তোমারই হবে এবং এই দুই ভাইয়ের নামে এদেরই অধিকারে পরিচিত হবে; ৭ আর পদ্দন থেকে আমার আসার সময়ে কেনান দেশে ইফ্রাথে পৌঁছাতে অল্প পথ বাকী থাকতে, পথের মধ্যে আমার কাছে রাহেলা ইন্তেকাল করলো; তাতে আমি সেখানে, ইফ্রাথের, অর্থাৎ বেথেলহেমের পথের পাশে তাঁকে দাফন করলাম।

৮ পরে ইসরাইল ইউসুফের দুই পুত্রকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কে? ৯ ইউসুফ পিতাকে বললেন, এরা আমার পুত্র, যাদেরকে আল্লাহ্‌ এই দেশে আমাকে দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, আরজ করি, এদেরকে আমার কাছে আন, আমি এদেরকে দোয়া করবো। ১০ তখন ইসরাইল বার্ধক্যের দরুন দৃষ্টি ক্ষীণ হওয়াতে দেখতে পেলেন না; আর তারা কাছে আনীত হলে তিনি তাদেরকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করলেন। ১১ পরে ইসরাইল ইউসুফকে বললেন, আমি ভেবেছিলাম, তোমার মুখ আর দেখতে পাব না; কিন্তু দেখ, আল্লাহ্‌ আমাকে তোমার বংশও দেখালেন। ১২ তখন ইউসুফ তাদেরকে ইয়াকুবের কোল থেকে তুলে নিলেন ও ভূমিতে মুখ রেখে পিতাকে সালাম করলেন। ১৩ পরে ইউসুফ দু'জনকে নিয়ে তাঁর ডান হাত দিয়ে আফরাহীমকে ধরে ইসরাইলের বাম দিকে ও বাম হাত দিয়ে মানশাকে ধরে ইসরাইলের ডান দিকে, তাঁর কাছে উপস্থিত করলেন। ১৪ তখন ইসরাইল ডান হাত বাড়িয়ে কনিষ্ঠ আফরাহীমের মাথার উপরে রাখলেন এবং বাম হাত মানশার মাথার উপর রাখলেন। এই তাঁর বিবেচনাসিদ্ধ বাহুব্যবহার, কারণ মানশা প্রথমজাত।

১৫ পরে তিনি ইউসুফকে দোয়া করে বললেন, সেই আল্লাহ্‌, যাঁর সাক্ষাতে আমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম ও ইস্‌হাক গমনাগমন করতেন– সেই আল্লাহ্‌, যিনি প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত আমার পালক হয়ে আসছেন– ১৬ সেই ফেরেশতা, যিনি আমাকে সমস্ত আপদ থেকে মুক্ত করেছেন, তিনিই এই বালক দু'টিকে দোয়া করুন। এদের

৫:১।
[৪৮:৭] রূত ১:২; ১শামু ১৬:৪;
[৪৮:১১] জবুর ১০৩:১৭; ১২৮:৬।
[৪৮:১২] আইউ ৩:১২।
[৪৮:১৩] জবুর ১৬:৮; ৭৩:২৩। ১১০:১; মথি ২৫:৩৩।
[৪৮:১৫] ইশা ৪০:১১; ইয়ার ২৩:৪।
[৪৮:১৬] ইয়ার ১৫:২১; দানি ৩:১৭।
[৪৮:১৬] ইহি ৪৭:১৩; ইব ১১:২১।
[৪৮:২০] দ্বি:বি ১০:৮; ২১:৫;ইব ১১:২১।
[৪৮:২০] শুমারী ২:১৮; ইয়ার ৩১:৯।
[৪৮:২১] জবুর

৪৮:৫ তারা আমারই; রূবেণ ও শিমিয়োনের মত আফরাহীম ও মানশাও আমারই হবে। ইউসুফের ছেলেদের তাঁর নিজের ছেলের মত করে গ্রহণ করে ইয়াকুব তাদের তাঁর বড় দুই ছেলে রূবেণ ও শিমিয়োনের মতই সম্মান দিলেন। ইয়াকুব আফরাহীমের নাম প্রথমে রাখলেন, যদিও মানাশা বড় ছিল। তার অর্থ আফরাহীম ইয়াকুবের বিশেষ আশীর্বাদ পেল (২৭:৪ আয়াতের নোট দেখুন) আসলে রূবেণের আগের গুনাহের কারণে ইউসুফ ও তাঁর ছেলেদের বড় ছেলে হবার জন্মগত অধিকার দিয়ে দিতে হল (পয়দা ৪৯:৩-৪, ১ খান্দান ৫:১-২)। এখানে যে ঘটনার ছবি আমরা দেখতে পাই তার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি পরবর্তীকালে ইউসুফের বংশ মানাশা ও আফরাহীম এই দু'টি বংশে পরিণত হয়ে যায় এবং তারা ইসরাইলের অন্যান্য বংশের মতই কেনান দেশের জায়গার ভাগ পায়। ৪৯:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৮:৭ পদ্দন থেকে ... ইফ্রাথের, অর্থাৎ বেথেলহেমের। দেখুন, ২৪:১০ ও ৩৫:১৫-১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৮:১০ তারা কাছে আনীত হলে তিনি তাদেরকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করলেন। ২৭:৪ ও ২৭:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন। ৪৮:১৪-১৯ দেখুন। দুই ছেলেকে ইয়াকুবের হাঁটুর ওপরে তার কোলে রাখা হল। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তিনি তাদের নিজের ছেলেরূপে গ্রহণ করেছেন।

৪৮:১৩ ডান হাত ... বাঁ হাত। ডান দিক মনে করা হতো বেশি ক্ষমতা ও সম্মানের দিক। ইউসুফ মানাশাকে সেখানে রেখেছিলেন কারণ সে ছিল বড় (২৫:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন)। এই কারণেই ইয়াকুব যখন তাঁর দু'হাত বিপরীত দিকে ঘুড়িয়ে নিয়ে আফরাহিমকে বড় ছেলের দোয়া করলেন তখন ইউসুফ অসন্তুষ্ট হলেন (৪৮:১৭-১৯)।

৪৮:১৯ আমি জানি, আমি জানি। ইসরাইল জাতির পরবর্তীকালের ইতিহাসে আফরাহীম বংশ খুব শক্তিশালী হয়েছিল; এবং যখন ইসরাইল জাতি দুই রাজ্যে ভাগ হয়ে যায় তখন পুরো উত্তর রাজ্যকে আফরাহীম বলা হতো।

দ্বারা আমার নাম ও আমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম ও
ইস্‌হাকের নাম পরিচিত হোক এবং এরা দেশের
মধ্যে বহুগোষ্ঠীতে পরিণত হোক।
১৭ তখন আফরাহীমের মাথায় পিতা ডান হাত
দিয়েছেন দেখে ইউসুফ অসন্তুষ্ট হলেন, আর
তিনি আফরাহীমের মাথা থেকে মানশার মাথায়
স্থাপন করার জন্য পিতার হাত তুলে ধরলেন।
১৮ ইউসুফ পিতাকে বললেন, আব্বা, এমন নয়,
এই প্রথম জাত, এরই মাথায় ডান হাত দিন।
১৯ কিন্তু তাঁর পিতা অসম্মত হয়ে বললেন, বৎস,
তা আমি জানি, আমি জানি; এও এক জাতি হবে
এবং মহানও হবে, তবুও এর কনিষ্ঠ ভাই তার
চেয়েও মহান হবে ও তার বংশ বহুগোষ্ঠীতে
পরিণত হবে। ২০ সেদিন তিনি তাদেরকে দোয়া
করে বললেন, ইসরাইল জাতি তোমার নাম করে
দোয়া করবে, বলবে, আল্লাহ্‌ তোমাকে আ-
ফরাহীম ও মানশার মত করুন। এভাবে তিনি
মানশা থেকে আফরাহীমকে প্রধান স্থান দিলেন।
২১ পরে ইসরাইল ইউসুফকে বললেন, দেখ,
আমার মৃত্যু আসন্ন; কিন্তু আল্লাহ্‌ তোমাদের
সহবর্তী থাকবেন ও তোমাদেরকে আবার
তোমাদের পূর্বপুরুষদের দেশে নিয়ে যাবেন।
২২ আর তোমার ভাইদের চেয়ে তোমাকে এক
অংশ বেশি দিলাম; এটি আমি নিজের তলোয়ার
ও ধনুক দ্বারা আমোরীয়দের হাত থেকে অধিকার
করেছি।

হযরত ইয়াকুব পুত্রদেরকে দোয়া করেন

৪৯ ১ পরে ইয়াকুব তাঁর পুত্রদেরকে ডেকে
বললেন, তোমরা সমবেত হও,
ভবিষ্যতে তোমাদের প্রতি যা ঘটবে তা
তোমাদেরকে বলছি।

২ ইয়াকুবের পুত্রেরা, সমবেত হও, শোন,
তোমাদের পিতা ইসরাইলের কথা শোন।

৩ রূবেণ, তুমি আমার প্রথমজাত,
আমার বল ও আমার শক্তির প্রথম ফল,

১২৬:১; ইহি ৩৪:১৩।
[৪৮:২২] ইউ ৪:৫।
[৪৯:১] দ্বি:বি ৩১:২৯; ইয়ার ২৩:২০।
[৪৯:২] ইউসা ২৪:১;
[৪৯:২] ২৮; জবুর ৩৪:১১।
[৪৯:৩] জবুর ৭৮:৫১; ১০৫:৩৬।
[৪৯:৪] ইশা ৫৭:২০; ইয়ার ৪৯:২৩।
[৪৯:৫] মেসাল ৪:১৭।
[৪৯:৬] জবুর ১:১; মেসাল ১:১৫; ইফি ৫:১১।
[৪৯:৭] ইউসা ১৯:১, ৯; ২১:১-৪২।
[৪৯:৮] দ্বি:বি ২৮:৪৮; ১খান্দান ৫:২।
[৪৯:৯] শুমারী ২৪:৯; জবুর ৭:২; ১০:৯; ইহি ১৯:৫; মীখা ৫:৮।
[৪৯:১০] শুমারী ২৪:১৭, ১৯; কাজী ১:১-২; ২০:১৮; ১খান্দান ৫:২; ২৮:৪; জবুর ৬০:৭; ১০৮:৮।
[৪৯:১১] দ্বি:বি ৮:৮; ২বাদশাহ্‌ ১৮:৩২।
[৪৯:১২] সোলায় ৫:১২।
[৪৯:১৪] কাজী ৫:১৬; জবুর ৬৮:১৩।

মহিমার প্রাধান্য ও শক্তির প্রাধান্য।
৪ তুমি যেন অশান্ত পানির মাতামাতি,
তোমার প্রাধান্য থাকবে না;
কেননা তুমি নিজের পিতার
বিছানায় গিয়েছিলে;
তখন অপবিত্র কাজ করেছিলে;
সে আমার বিছানায় গিয়েছিল।

৫ শিমিয়োন ও লেবি দুই সহোদর;
তাদের তলোয়ার দৌরাত্মের অস্ত্র।
৬ হে আমার প্রাণ! তাদের সভায় যেও না;
হে আমার গৌরব! তাদের সভায়
যোগ দিও না;
কেননা তারা ক্রোধে খুন করলো,
স্বেচ্ছাচারিতায় বৃষের শিরা কেটে দিল।
৭ বদদোয়াগ্রস্ত তাদের ক্রোধ,
কেননা তা প্রচণ্ড;
তাদের কোপ, কেননা তা নিষ্ঠুর;
আমি তাদেরকে ইয়াকুবের বংশের
মধ্যে ভাগ করবো,
ইসরাইলের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেব।

৮ এহুদা, তোমার ভাইয়েরা তোমারই
স্তব করবে;
তোমার হাত তোমার দুশমনদের
ঘাড় ধরবে;
তোমার পিতৃসন্তানেরা তোমার সম্মুখে
ভূমিতে উবুড় হয়ে সম্মান দেখাবে।
৯ এহুদা সিংহের বাচ্চা;
বৎস, তুমি হরিণ শিকার থেকে
উঠে আসলে;
সে শয়ন করলো, ওৎ পেতে রইলো,
সিংহের মত ও সিংহীর মত;
কে তাকে ওঠাবে?
১০ এহুদা থেকে রাজদণ্ড যাবে না,
তার চরণযুগলের মধ্য থেকে

৪৮:২২ তলোয়ার ও ধনুক দ্বারা আমোরীয়দের হাত থেকে অধিকার করেছি। ঐ জায়গা ছিল পাহাড়ী এলাকা। হিব্রু ভাষায় ঐ জায়গা বুঝাতে যে শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে তা অনেকটা ‘শিখিম’ নামের মত যে শিখিমে পরে ইউসুফের দেহকে কবর দেয়া হয় এবং তা ইউসুফের বংশের জায়গা হয়ে যায়। এখানে ব্যবহৃত কথাটার দ্বারা ৩৪:২৫-২৯ আয়াতে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তার দিকে হয়তো ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরো দেখুন ১০:৬-২০ আয়াত।

৪৯:৩ রূবেণ। ইয়াকুবের বড় ছেলে (২৯:৩২ ৪৮:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৯:৫-৭ শিমিয়োন আর লেবী। তাদের বোন দীনাকে শিখিমের লোকেরা ধর্ষণ করার পর যে প্রতিশোধ তাঁরা দুই ভাই নিয়েছিলো তার বিষয়ে ৬ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে (৩৪:২৫ -২৯)। ইসরাইলের বিভিন্ন বংশ যখন পরে কেনান দেশে বাস করতে শুরু করে তারপরে শিমিয়োন বংশ এহুদা বংশের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে যায়। লেবি বংশ হয় ইসরাইলীয়দের ইমাম (পয়দা ৩২:২৬-২৯ ও দ্বি: বি: ১০:৮-৯)। ইয়াকুবের ছেলেদের সংখ্যা বারো, এবং তারা ছিল ইসরাইলের বারো বংশের চিহ্ন। কিন্তু যেহেতু লেবির বংশকে জায়গা-জমি দেয়া হয় নি (দ্বি: বি: ১০;৯), যে জমি ইউসুফের বংশের হতে পারত তা তাঁর দুই ছেলে মানাশা ও আফরাহীমকে ভাগ করে দেয়া হয়।

৪৯:৮-১২ এহুদা। এহুদা ছিলেন ইয়াকুব ও লেয়ার চতুর্থ ছেলে (২৯:৩৫), কিন্তু তাঁর বড় ভাই রূবেণ, শিমিয়োন ও লেবী এমন কাজ করেছিল যার ফলে তাঁরা নেতা হবার অধিকার হারিয়ে ফেলেছিলেন (পয়দা ৩৫:২২, ৩৪:২৫-২৯)। এহুদা বংশ হয়েছিল দক্ষিণ দিকের প্রধান বংশ। বাদশাহ্‌ দাউদ এই বংশের লোক ছিলেন (পয়দা ৪৩:৩-৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৯:১৩-১৫ সবূলূন ... ইষাখর। সবূলূন বংশের পশ্চিমে ছিল আশের ও মানাশা। তারা ভূমধ্য সাগরের বেশ কাছাকাছি থাকার কারণে এই সাগরের সম্পদ থেকে তারা জীবিকা অর্জন

বিচারদণ্ড যাবে না,
যে পর্যন্ত শীলো না আসেন;
সমস্ত জাতি তাঁরই অধীনতা
স্বীকার করবে।
১১ সে আঙ্গুর লতায় নিজের গাধা বাঁধবে,
নিজের গাধার বাচ্চা বাঁধবে
উত্তম আঙ্গুর লতায়;
সে আঙ্গুর-রসে নিজের পরিচ্ছদ কেচেছে,
আঙ্গুরের রক্তে নিজের কাপড় কেচেছে।
১২ তার চোখ আঙ্গুর-রসের চেয়ে লাল,
তার দাঁত দুধের চেয়ে সাদা।

১৩ সবূলূন সমুদ্রতীরে বাস করবে,
তা পোতাশ্রয়ের তীর হবে,
সিডন পর্যন্ত তার সীমা হবে।
১৪ ইষাখর বলবান গাধা,
সে খোঁয়াড়ের মধ্যে শয়ন করে।
১৫ সে দেখলো, বিশ্রামস্থান উত্তম,
দেখল, এই দেশ রমণীয়,
তাই ভার বইতে কাঁধ পেতে দিল,
আর করাধীন গোলাম হল।

১৬ দান তার লোকবৃন্দের বিচার করবে,
ইসরাইলের এক বংশের মত।
১৭ দান পথে অবস্থিত সাপ,
সে পথের মধ্যে অবস্থিত ফণী,
যে ঘোড়ার পায়ে দংশন করে,
আর ঘোড়সওয়ার ব্যক্তি উল্টে
পিছনে পড়ে যায়।

[৪৯:১৫] ইউসা ১৯:১৭-২৩। [৪৯:১৫] ইহি ২৯:১৮। [৪৯:১৬] পয়দা ৩০:৬। [৪৯:১৭] ইয়ার ৮:১৭; আমোস ৯:৩। [৪৯:১৮] জবুর ১১৯:১৬৬,১৭৪। [৪৯:২০] ইশা ২৫:৬; আইউ ২৯:৬। [৪৯:২১] আইউ ৩৯:১। [৪৯:২২] জবুর ৮০:১০। [৪৯:২৩] ১খান্দান ১০:৩। [৪৯:২৪] জবুর ১৮:৩৪; ইশা ৬৩:১২। [৪৯:২৫] হিজ ১৮:৪; জবুর ২৭:৯। [৪৯:২৬] ১খান্দান ৫:১; ইহি ৪৭:১৩। [৪৯:২৭] হবক ১:৮; সফ ৩:৩। [৪৯:২৯] ২শামু

১৮ মাবুদ, আমি তোমার উদ্ধারের
অপেক্ষায় রয়েছি।

১৯ গাদকে সৈন্যদল আঘাত করবে;
কিন্তু সে তাদের পশ্চাড্ভাগে
আঘাত করবে।
২০ আশের থেকে অতি উত্তম খাদ্য জন্মাবে;
সে বাদশাহ্‌র উপাদেয় ভক্ষ্য
যুগিয়ে দেবে।

২১ নপ্তালি উন্মুক্তা হরিণী,
সে মনোহর কথা বলে।

২২ ইউসুফ ফলবান তরুশাখা,
পানির কিনারার পার্শ্বস্থিত
ফলবান তরুশাখা;
তার সমস্ত শাখা প্রাচীর অতিক্রম করে।
২৩ তীরন্দাজেরা তাকে কঠোর
কষ্ট দিয়েছিল,
তীরের আঘাতে তাকে
উৎপীড়ন করেছিল;
২৪ কিন্তু তার ধনুক দৃঢ় থাকলো,
তার বাহুযুগল বলবান রইলো,
ইয়াকুবের সেই শক্তিমানে বাহু দ্বারা,
সেই পালকের নামে যিনি ইসরাইলের
শৈল,
২৫ তোমার পিতার সেই আল্লাহ্‌র দ্বারা
যিনি তোমার সহায়,

করতো (দ্বি: বি: ৩৩:১৯)। ইষাখরকে তুলনা করা হয়েছে গাধার সঙ্গে। গাধা এমন প্রাণী যা মাঠে থাকতেই পছন্দ করে এবং অন্যের বোঝা কিইতে চায়। হয়তো এ কারণেই পরবর্তীকালে তারা বাদশাহ্ সোলায়মানের গোলামী করেছে (১ বাদশাহ্ ৪:৬; ৫:১৩; ৯:২১) অথবা তাদের কেনানীয় প্রতিবেশীদের গোলামী করেছে।

৪৯:১৬-২১ দান ... নপ্তালি। দান বংশ পরে কেনান দেশে ছোট্ট একটা অংশ পেয়েছিল (ইউসা ১৯:৪০-৪৮)। ইসরাইল জাতির বিখ্যাত বিচারকর্তা শামাউন ছিলেন দান বংশের লোক (কাজী ১৩)। দানকে সাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, বোধ হয় এই কারণে যে, লয়ীশের ওপরে তারা খুব চালাকী করে আক্রমণ চালিয়েছে (কাজীগণ ১৮:১-২, ২৭-২৯)। হিব্রু ভাষায় 'দান' অর্থ 'বিচার' বা 'দন্ড'; 'গাদ' শব্দটা শুনায় 'আক্রমণ' এর হিব্রু শব্দের মত। গাদ বংশ জর্ডান নদীর পূর্ব দিকে বাস করে, যে তাদের বংশ মোয়াবীয় লোকদের দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয় ছিল (ইউসা ১৩:২৪-২৮, ২ বাদশাহ্ ৩:৪-৫। আশের বংশ পেয়েছিল উর্বর অঞ্চল যা ছিল চাষাবাদের জন্য খুব ভালো (ইউসা ১৯:২৪-৩১)। তাই তাদের সব সময় প্রচুর খাদ্য ছিল। নপ্তালি পেয়েছিল গালীল সাগরের উত্তরের পাহাড়ীয়া এলাকা (ইউসা ১৯:৩২-৩৯)। খুব সম্ভবত তারা ছিল স্বাধীনতা প্রিয়, বনের মধ্যে বাঁধন-ছাড়া হরিণীর মত।

৪৯:২২-২৬ ইউসুফ। ইউসুফ বংশ তাঁর দুই ছেলে আফরাহীম ও মানাশা– এই দুই বংশে ভাগ হয় (৪৮:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন)। "ফলে ভরা গাছ" দিয়ে হয়তো আফরাহীমকে বুঝানো হয়েছে। কারণ হিব্রু ভাষায় তাঁর নাম "ফলে ভরা"র হিব্রু শব্দের মত শোনায়। আঙ্গুর গাছ যেমন তার আশেপাশে যা-ই থাকুন না কেন তার ওপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক তেমনিই ইউসুফের ছেলেদের দুই বংশ তাদের চারদিকে অনেক স্থান অধিকার করে নিয়েছিল (ইউসা ১৭:১-১৮)। এ দু'টি গোষ্ঠী ছিল বড় (পয়দা ৪৯:২৫) এবং তাদের ছিল অনেক সম্পত্তি।

৪৯:২৪ ইয়াকুবের সেই শক্তিমানে বাহু দ্বারা, সেই পালকের নামে যিনি ইসরাইলের শৈল। ৪৩:১৪ আয়াতের নোট দেখুন (সর্বশক্তিমান আল্লাহ্)। রাখালরা তাদের পাল চালায় ও রক্ষা করে, ঠিক যেমন আল্লাহ্ তার লোকদের পরিচালনা দেন ও রক্ষা করেন (জবুর ২৩:১, ইশাইয়া ৪০:১১)। ইসরাইল জাতির আদর্শ নেতাকে হতে হয়েছে একজন ভাল রাখালেরই মত (ইহি ৩৪:২৩, ইউ ১০:১৪-১৬)। আল্লাহ্কে প্রায়ই 'পাথর বা শৈল' এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তিনি ইসরাইলের রক্ষাকারী (দ্বি: বি: ৩২:১৫, জবুর ১৮:২)।

৪৯:২৭ বিনইয়ামীন। ৩৫:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। বিনইয়ামীনের কিছু লোক ছিল ভীষণ হিংসুটে এবং নিষ্ঠুর যোদ্ধা (কাজী ৩:১২-৩০, ১৯:১-২১:২৪)।

সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ দ্বারা
যিনি তোমাকে দোয়া করবেন—
উপরিস্থ আসমান থেকে নিঃসৃত দোয়ায়,
দুনিয়ার গভীরের উৎস থেকে
নিঃসৃত দোয়ায়,
স্তন ও গর্ভ থেকে নিঃসৃত দোয়ায়।
২৬ আমার পূর্বপুরুষদের দোয়ার চেয়ে
তোমার পিতার দোয়া উৎকৃষ্ট।
তা চিরন্তন পাহাড়গুলোর সীমা
পর্যন্ত প্রসারিত;
তা বর্তাবে ইউসুফের মাথায়,
ভাইদের থেকে যিনি পৃথক হয়েছিলেন
তাঁর মাথার তালুতে।

২৭ বিন্‌ইয়ামীন হিংস্র নেকড়ের মত;
সকালে সে শিকারের পশু খাবে,
সন্ধ্যাকালে সে লুণ্ঠিত দ্রব্য ভাগ করবে।
২৮ এঁরা সকলে ইসরাইলের বারো বংশ; এঁদের
পিতা দোয়া করার সময়ে এই সব কথা বললেন;
এঁদের প্রত্যেক জনকে বিশেষ বিশেষ দোয়া
করলেন।

হযরত ইয়াকুবের ইন্তেকাল ও দাফন

২৯ পরে ইয়াকুব তাঁদেরকে হুকুম দিয়ে
বললেন, আমি শীঘ্র আপন লোকদের কাছে
গৃহীত হবো। ৩০ হিট্টিয় ইফ্রোণের ক্ষেতে অবস্থিত
গুহাতে আমার পূর্বপুরুষদের কাছে আমার কবর
দিও; সেই গুহা কেনান দেশে মম্রির সম্মুখস্থ
মক্‌পেলা ক্ষেতে অবস্থিত; ইব্রাহিম হিট্টিয়
ইফ্রোণের কাছ থেকে তা কবরস্থানের অধিকারের
জন্য ক্রয় করেছিলেন। ৩১ সেই স্থানে ইব্রাহিমের
ও তাঁর স্ত্রী সারার কবর হয়েছে, সেই স্থানে
ইস্‌হাকের ও তাঁর স্ত্রী রেবেকার কবর হয়েছে
এবং সেই স্থানে আমিও লেয়ার কবর দিয়েছি;
৩২ সেই ক্ষেত ও তার মধ্যবর্তী গুহা হেতের
সন্তানদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছিল।

২:৩২; ১৯:৩৭।
[৪৯:৩৩] প্রেরিত ৭:১৫।
[৫০:২] ২খান্দান ১৬:১৪; মথি ২৬:১২; মার্ক ১৬:১; ইউ ১৯:৩৯-৪০।
[৫০:৩] দ্বিঃবি ১:৩।
[৫০:৫] ২শামু ১৮:১৮; ২খান্দান ১৬:১৪; ইশা ২২:১৬; মথি ২৭:৬০।
[৫০:১০] শুমারী ১৫:২০; রূত ৩:২; ২শামু ২৪:১৮; ১বাদশাহ্‌ ২২:১০।
[৫০:১৫] সফ

৩৩ ইয়াকুব তাঁর পুত্রদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া
সমাপ্ত করার পর বিছানার উপর দুই পা একত্র
করলেন ও প্রাণত্যাগ করে নিজের লোকদের
কাছে গৃহীত হলেন।

৫০ ১ তখন ইউসুফ তাঁর পিতার মুখে
মুখ দিয়ে কাঁদতে লাগলেন ও তাঁকে
চুম্বন করলেন। ২ আর ইউসুফ তাঁর পিতার
মৃতদেহে ক্ষয় নিবারক দ্রব্য দিতে নিজের
গোলাম চিকিৎসকদেরকে হুকুম করলেন, তাতে
চিকিৎসকেরা ইসরাইলের মৃতদেহে ক্ষয় নিবারক
দ্রব্য দিল। ৩ তারা চল্লিশ দিন ধরে সেই কাজ
করলো, কেননা সেই ক্ষয়-নিবারক দ্রব্য দিতে
চল্লিশ দিন লাগে; আর মিসরীয়েরা তাঁর জন্য
সত্তর দিন ধরে শোক করলো।
৪ সেই শোকের দিন অতীত হলে ইউসুফ
ফেরাউনের পরিজনকে বললেন, যদি আমি
আপনাদের অনুগ্রহ লাভ করে থাকি, তবে
ফেরাউনকে এই কথা বলুন, ৫ আমার পিতা
আমাকে কসম করিয়ে বলেছেন, দেখ, আমি
মারা যাচ্ছি, কেনান দেশে আমার জন্য যে কবর
খনন করেছি, তুমি আমাকে সেই কবরে রেখো।
অতএব আরজ করি, আমাকে যেতে দিন; আমি
পিতাকে কবর দিয়ে আবার আসবো। ৬ ফেরাউন
বললেন, যাও, তোমার পিতা তোমাকে যে কসম
করিয়েছেন, তুমি সেই অনুসারে তাঁকে কবর
দাও।
৭ পরে ইউসুফ তাঁর পিতার কবর দিতে যাত্রা
করলেন; আর ফেরাউনের গোলামেরা সকলে—
তাঁর বাড়ির বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও মিসর দেশের
বয়ঃজ্যেষ্ঠরা সকলে— এবং ইউসুফের সকল
পরিবার, ৮ তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর পিতৃকুল তাঁর
সঙ্গে গমন করলেন; তাঁরা গোশন প্রদেশে কেবল
তাঁদের বালক-বালিকাদের, ভেড়ার পাল ও
গরুরপাল রেখে গেলেন। ৯ তাঁর সঙ্গে ঘোড়ার
গাড়ি ও ঘোড়সওয়ারা গমন করলো এবং মহা

৪৯:২৮ ইসরাইলের বারো বংশ। দেখুন, ৪৮:৫-৬ ও ৪৯:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৯:২৯-৩০ সেই গুহা কেনান দেশে মম্রির সম্মুখস্থ মক্‌পেলা ক্ষেতে অবস্থিত। দেখুন, ২৩:৩-২০, ২৫:৯-১০, ৩৫:২৮-২৯ দেখুন। আরোও দেখুন ২৩:৯ (মক্‌পেলা গুহা); ২৩:৩ (হিট্টীয়) এবং ১৩:১৮ (এলোন)।

৫০:২-৪ ইসরাইলের মৃতদেহে ক্ষয় নিবারক দ্রব্য দিল। শোক-প্রকাশের সময়। সুগন্ধি মসলা দিয়ে বিশেষ লোকদের মৃত দেহ রক্ষা করার রীতি ছিল প্রাচীন মিসরে। ভেতরের বিভিন্ন অংশ ফেলে দিয়ে সুগন্ধি মসলা দেহে মেখে ও কাপড় পেচিয়ে রেখে দিত। একে মমি বলা হতো। মমি করার কাজে চল্লিশ দিন লাগত। ইয়াকুবের জন্য শোক করা হয়েছে সত্তর দিন পর্যন্ত। অত লম্বা সময় ধরে মিসরীয়রা তাদের কোন বাদশাহ্‌ মারা গেলে শোক করতো।

৫০:৭-৯ তাঁর সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি ও ঘোড়সওয়ারা গমন করলো। দেখুন ৪১:৪১-৪৩ আয়াতের নোট দেখুন। ঐ ঘোড়সওয়াররা রাজার সৈন্য ছিল যারা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতো।

৫০:১০ জর্ডানের পারস্থ আটদের খামারে উপস্থিত হয়ে। জর্ডান নদীর শুরু হচ্ছে হর্মোন পর্বতের কাছের স্রোত থেকে যা এক সঙ্গে এসে গালীল সাগরে পড়েছে। নদীটা গালীল সাগর থেকে দক্ষিণে মরু-সাগরে মিশে গেছে। জর্ডান নদী কেনান দেশকে তার পূর্ব দিকের দেশগুলো থেকে পৃথক করে রেখেছে। আটদের খামাড় বাড়ী সম্ভবতঃ ছিল উচুঁ ও চওড়া একটা জায়গায় যার ফলে সেখানে বেশ বাতাস পাওয়া যেত। শস্য মাড়াইয়ের সময় শস্যের খরকুটা মেঝেতে আছাড় দিয়ে মাড়িয়ে শস্য ছড়িয়ে তা বাতাসের মুখে ছেড়ে দিয়ে পরিষ্কার করা হতো। এভাবে আসল শস্য চিটা ও ময়লা থেকে আলাদা হয়ে যেত।

৫০:১৩ হিট্টিয় ইফ্রোণের। দেখুন, ৪৯:২৯–৩১। আরো দেখুন প্রেরিত ৭:১৬।

BACIB International Bible CHURCH

সমাবেশ হল। ১০ পরে তাঁরা জর্ডানের পারস্থ
আটদের খামারে উপস্থিত হয়ে সেখানে
মহাবিলাপ করে কান্নাকাটি করলেন; ইউসুফ সেই
স্থানে পিতার উদ্দেশে সাত দিন শোক করলেন।
১১ আটদের খামারে তাঁদের সেরকম শোক দেখে
সেই দেশ-নিবাসী কেনানীয়েরা বললো,
মিসরীয়দের এই অতি দারুণ শোক; এজন্য
জর্ডানপারস্থ সেই স্থান আবেল্-মিস্রয়ীম
(মিসরীয়দের শোক) নামে আখ্যাত হল।
১২ ইয়াকুব তাঁর পুত্রদেরকে যেরকম হুকুম
দিয়েছিলেন, তাঁরা সেই অনুসারে তাঁকে দাফন
করলো। ১৩ ফলত তাঁর পুত্ররা তাঁকে কেনান
দেশে নিয়ে গেলেন এবং মম্রির সম্মুখস্থ মক্‌পেলা
ক্ষেতের মধ্যবর্তী গুহাতে তাঁকে দাফন করলেন,
যা ইব্রাহিম ক্ষেতসহ কবরস্থানের অধিকারের
জন্য, হিট্টিয় ইফ্রোণের কাছ থেকে ক্রয়
করেছিলেন। ১৪ পিতাকে দাফন করা হলে পর
ইউসুফ, তাঁর ভাইয়েরা এবং যত লোক তাঁর
পিতাকে দাফন করতে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন,
তাঁরা সকলে মিসরে ফিরে এলেন।

হযরত ইউসুফ তাঁর ভাইদের মাফ করে দেন

১৫ পিতার মৃত্যুর পর ইউসুফের ভাইয়েরা
বললেন, হয় তো ইউসুফ আমাদেরকে ঘৃণা
করবে, আর আমরা তার যে সমস্ত অপকার
করেছি তার সম্পূর্ণ প্রতিফল আমাদেরকে দেবে।
১৬ তাঁরা ইউসুফের কাছে এই কথা বলে
পাঠালেন, তোমার পিতা মৃত্যুর আগে এই হুকুম
দিয়েছিলেন, ১৭ তোমরা ইউসুফকে এই কথা
বলো, তোমার ভাইয়েরা তোমার অপকার
করেছে, কিন্তু আরজ করি, তুমি তাদের সেই
অধর্ম ও গুনাহ্‌ মাফ করো। অতএব এখন আমরা
আরজ করি, তোমার পিতার আল্লাহ্‌র এই

৩:১১; ১পিতর ৩:৯।
[৫০:১৭] মথি ৬:১৪।
[৫০:১৯] হিজ ৩২:৩৪; রোমীয় ১২:১৯; ইব ১০:৩০।
[৫০:২০] ইশা ১০:৭; মীখা ৪:১১-১২; রোমীয় ৮:২৮।
[৫০:২১] ইফি ৪:৩২।
[৫০:২২] ইউসা ২৪:২৯।
[৫০:২৩] দ্বি:বি ৩:১৫; ইউসা ১৩:৩১; ১৭:১; কাজী ৫:১৪।
[৫০:২৩] দেখুন পয়দা ৪১:৫১;
[৫০:২৪] রূত ১:৬; জবুর ৩৫:২। ১০৬:৪।
[৫০:২৫] ইব ১১:২২।
[৫০:২৬] হিজ ১:৬।

গোলামদের অধর্ম মাফ করো। তাঁদের এই
কথায় ইউসুফ কাঁদতে লাগলেন। ১৮ পরে তাঁর
ভাইয়েরা গিয়ে তাঁর সম্মুখে মাটিতে উবুড় হয়ে
বললেন, দেখ, আমরা তোমার গোলাম।
১৯ তখন ইউসুফ তাঁদেরকে বললেন, ভয় করো
না, আমি কি আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি? ২০ তোমরা
আমার বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করেছিলে বটে,
কিন্তু আল্লাহ্‌ তা মঙ্গলের কল্পনা করলেন; আজ
যেরকম দেখছো, এভাবে অনেক লোকের প্রাণ
রক্ষা করাই তাঁর অভিপ্রায় ছিল। ২১ তোমরা
এখন ভয় পেয়ো না, আমিই তোমাদের ও
তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের প্রতিপালন করবো।
এভাবে তিনি তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিলেন ও আশ্বস্ত
করলেন।

হযরত ইউসুফের ইন্তেকাল

২২ পরে ইউসুফ ও তাঁর পিতৃকুল মিসরে বাস
করতে থাকলেন; ইউসুফ এক শত দশ বছর
জীবিত রইলেন। ২৩ ইউসুফ আফরাহীমের পৌত্র
পর্যন্ত দেখলেন; মানশার মাখীর নামক পুত্রের
শিশু সন্তানেরাও ইউসুফের কোলে ভূমিষ্ঠ হল।
২৪ পরে ইউসুফ তাঁর ভাইদেরকে বললেন,
আমার মৃত্যু সন্নিকট, কিন্তু আল্লাহ্‌ অবশ্য
তোমাদের তত্ত্বাবধান করবেন এবং ইব্রাহিম,
ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের কাছে যে দেশ দিতে কসম
খেয়েছেন, তোমাদেরকে এই দেশ থেকে সেই
দেশে নিয়ে যাবেন। ২৫ আর ইউসুফ বনি-
ইসরাইলকে এই কসম করালেন, বললেন,
আল্লাহ্‌ অবশ্য তোমাদের তত্ত্বাবধান করবেন,
আর তোমরা এই স্থান থেকে আমার অস্থি নিয়ে
যাবে। ২৬ ইউসুফ একশত দশ বছর বয়সে
ইন্তেকাল করলেন; আর লোকেরা তাঁর মৃতদহে
ক্ষয়-নিবারক দ্রব্য দিয়ে তা মিসর দেশে একটি
কফিন বাক্সের মধ্যে রাখল।

৫০:২০ আল্লাহ্‌ তা মঙ্গলের কল্পনা করলেন। ইউসুফের কাহিনীর মূল সুরটি এখানে আবার আমরা দেখতে পাই। আল্লাহ্‌ মানুষের মধ্যে তাঁর কাজ করেন, এবং তিনি অন্য মানুষের মন্দ চিন্তা ও পরিকল্পনাকেও আমাদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন (৩১:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। ইউসুফের জন্য আমরা দেখি যে, ইসরাইল জাতি অন্যান্য জাতির মানুষের জন্য আল্লাহ্‌ আশীর্বাদের কারণ হতে যাচ্ছে (১২:১-৩)।

৫০:২৩ আফরাহীমের পৌত্র পর্যন্ত দেখলেন। ইউসুফের হয়তো মাখীরকে পালিত ছেলেরূপে নিয়েছিলেন যেমন ইয়াকুব নিয়েছিলেন ইউসুফের দুই ছেলেকে (৪৮:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন)। মাখীরের বংশধরদের এক যুদ্ধবাজ জাতিরূপে দেখানো হয়েছে। তারা গিলিয়দে বাস করতো (শুমারী ৩২:৩৯-৪০, ইউসা ৫:১৪)।

৫০:২৬ ইউসুফ একশত দশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করলেন। দেখুন ২২ আয়াত। প্রাচীন মিসরীয় রেকর্ড অনুসারে ১১০ বছর একটি আদর্শ জীবন কাল হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। মিসরীয়দের মতে এই ধরনের জীবন কাল বেহেশতী আশীর্বাদের ফলেই পাওয়া যায় যা ইউসুফ লাভ করেছিলেন (দেখুন পয়দ ২৪:২৯)।

হযরত ইউসুফ ও ঈসা মসীহের মধ্যে যেসব সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়

পয়দায়েশ ৩৭-৫০ অধ্যায়

ইউসুফ	সাদৃশ্য	ঈসা মসীহ্
৩৭:৩	তাঁর পিতা তাঁকে খুব ভালবাসতেন	মথি ৩:৩৭
৩৭:২	তাঁরা তাঁদের পিতার মেষ চড়াতে	ইউহোন্না ১০:১১, ২৭
৩৭:১৩, ১৪	পিতা কর্তৃক তাঁদের ভাইদের কাছে পাঠানো হয়েছিল	ইবরানী ২:১১
৩৭:৪	ভাইয়েরা তাঁকে ঘৃণা করেছিল	ইউহোন্না ৭:৫
৩৭:২০	অন্যেরা তাঁর ক্ষতি করার জন্য ষড়যন্ত্র করে	ইউহোন্না ১১:৫৩
৩৯:৭	প্রলভোন দেখানো হয়	মথি ৪:১
৩৭:২৫	মিসরে নিয়ে যাওয়া হয়	মথি ২:১৪, ১৫
৩৭:২৩	কোর্তা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল	ইউহোন্না ১৯:২৩
৩৭:২৮	গোলামের দামে তাঁকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল	মথি ২৫:১৫
৩৯:২০	তাঁকে বাধা হয়	মথি ২৭:২
৩৯:১৬-১৮	তাঁর নামে মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হয়	মথি ২৬:৫৯, ৬০
৪০:২, ৩	দুইজন বন্দির সঙ্গে রাখা হয়, একজন রক্ষা পায় ও অন্যজন্য মারা পড়ে	লূক ২৩:৩২
৪১:৪৬	দুজনেই ৩০ বছর বয়েসে লোকদের কাছে পরিচিতি পেতে শুরু করেন	লূক ৩:২৩
৪১:৪১	অত্যচার ভোগের পর গৌরবান্বিত হন	ফিলিপীয় ২:৯-১১
৪৫:১-১৫	তাদের প্রতি যারা অন্যায় করেছেন তাদের ক্ষমা করেছেন	লূক ২৩:৩৪
৪৫:৭	তাদের জাতিকে রক্ষা করেন	মথি ১:২১
৫০:২০	লোকেরা তাদের জন্য মন্দ করলেও তা আল্লাহ্ মঙ্গলে রুপান্তরিত করেন	১ করিন্থীয় ২:৭,৮